বিচার

ফ্রানৎস কাফকা

অনুবাদ নৃপেন্দ্র সান্যাল

ফ্রানৎস কাফকা

বিচার

অনুবাদ

নৃপেন্দ্র সান্যাল

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯০ । মাঘ ১৩৯৬

স্বত্ব : নৃপেন্দ্র সান্যাল

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

পঁয়তাল্লিশ টাকা
Rupees Forty five Only

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট । কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার । টেকনোপ্রিণ্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলিকাতা ৬

ফ্রানৎস কাফকার ধর্ম এবং সত্য

চেকোস্লভাকিয়ার প্রাগ শহরের এক চেক-ইহুদি পরিবারে ১৮৮৩ সালে ৩ জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নানা কারণে এই সাল ছিল বিশিষ্ট। যেন ভেরী নিনাদের মধ্যে সেসময় ইয়োরোপের পতনের কাহিনী ঘোষণা করা হচ্ছিল। ইয়োরোপের তখন দুঃসময়। সব কিছুর মধ্যে দ্রুত অবক্ষয়ের ঢল। প্রাগ তখন ছিল অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যবাদের কঠিন কবলে, এক শক্তিশালী-শিবির।

এই পরিবেশ স্বভাবতই কোনো লেখক অথবা শিল্পীকে উজ্জীবিত করতে পারে না। সে-কারণেই সম্ভবত কাফকার সমগ্র রচনা, উপন্যাসের ঘটনাকে প্রতীকের সাহায্যে উত্থাপন, উপন্যাসের চরিত্রকে মাত্র একটি অক্ষরে উপস্থাপিত করা, সে সময়কার পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তার বৈশিষ্ট্যই তাকে বিতর্কিত করে তুলেছিল। এবং তিনি ছিলেন সাধারণের মনোযোগের বাইরে।

তেমন লেখকের সংখ্যাই বা কত, যাঁরা জীবিতকালে সমাদৃত হয়েছেন? এদেশে এবং বিদেশে এমন অনেক উদাহরণ আছে, উল্লেখযোগ্য শিল্পী অথবা সাহিত্যিক মৃত্যুর পরে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছেন। তবে এমন কোনো লেখকের দেখা পাওয়া অবশ্যই সহজ নয়, যার প্রভাব সমকালীন চিন্তাজগতে সুস্থির, অথচ তিনি তার সমসাময়িক পাঠকের কাছে প্রায় অজ্ঞাত এবং অপরিজ্ঞাত। কাফকা ছিলেন তেমনই এক লেখক।

শুধু তাই নয়। কাফকা লিখতে ভালবাসতেন। লিখে তিনি আনন্দ পেতেন। আর আনন্দ পেতেন সেই লেখা বন্ধুদের ঘন উষ্ণ পরিমণ্ডলে পড়ে শোনাতে। আর পড়বার সময় মনে হত, চরিত্রগুলি যেন তারই মধ্যে প্রবেশ করেছে, তাদের মানসিকতা এবং অবয়ব নিয়ে। তার লেখার চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বোঝা যেত তার থেমে থেমে যাওয়া পড়ায়। চরিত্রগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠত। অনুধাবন করা সহজ হত, বাইরের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া চরিত্রের উপর। ছন্দ, মাত্রা, লয়ের ব্যঞ্জনায় সে গল্প পড়া ছিল অপূর্ব। হয়ত কাফকার বন্ধুরা বুঝতে পারতেন এক একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে কাফকা তার জীবনের গভীরতম অনুভূতি, তার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট অভিজ্ঞতার পরিস্ফুটন ঘটাতেন। এসব সত্ত্বেও তার লেখা এবং তার জীবন নানা সংশয়ের সৃষ্টি করে। তার এমন তন্নিষ্ঠ এবং নিবিড় হয়ে নিজের গল্প পাঠ তাই

কারো কারো মনে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি করেছিল। তার অনেক বন্ধু এমন সংশয়ও প্রকাশ করেছিলেন যে, জীবনের সত্য বোধ এবং বাইরের অভিজ্ঞতায় এমন অমিল ছিল যে তার লেখার অনেকটাই ছিল অভিনয়ের নামান্তর।

কিন্তু অবাক হতে হয় একথা জেনে যে তিনি তার সমস্ত রচনা ধ্বংস করার পক্ষপাতী ছিলেন। এ কেমন করে সম্ভব? যে লেখা তিনি এমন আন্তরিকতার সঙ্গে বন্ধুদের পড়ে শোনান, সেগুলি তিনি পুড়িয়ে ফেলার কথা ভাবেন! কাফকা তার বিশিষ্ট এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে অন্তিম প্রার্থনা জানিয়েছিলেন: "দেখ ব্রড, আমার শেষ অনুরোধ, আমার যত লেখা আছে, বাড়িতে, বুক কেসে, অফিসের ড্রয়ারে কিংবা অন্য কোনো বন্ধু বা তোমার কাছে—সেগুলি সমস্ত পুড়িয়ে ফেলো। শুধু তাই নয়, আমার চিঠিগুলো পর্যন্ত যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়।" এমন লেখক কোথায়, নিজের লেখা যারা পুড়িয়ে ফেলতে চান? অনেকে অবশ্য বলতে পারেন, সত্য ও অভিজ্ঞতার উপলব্ধির অমিল তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, লেখক পরবর্তীকালে তার রচনার অসারবত্তার পরিচয় পেয়েই এমন অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ক্ষেত্র ও পাত্র বিশেষে এ বিশ্লেষণ সঠিক হলেও হতে পারে। কিন্তু কাফকা সম্পর্কে এমন কথা চরম নিষ্ঠুরতা ছাড়া কিছুই নয়। প্রশ্ন হতে পারে কাফকা নিজেই কেন তার লেখার পাণ্ডুলিপিগুলি নষ্ট করে ফেলেন নি? উত্তরে বলতে হয়, কাফকার স্বভাব ও চরিত্রের এই আর এক উদাহরণ। তার জীবনের সহজাত দুমনা ভাব। সংশয় আর দ্বিধা। বাইরের পৃথিবীর ক্রমাগত দ্বন্দ্বের এক প্রতিক্রিয়া কাফকার চরিত্র—কাফকার ভাবনা।

কাফকার নিজের লেখা সম্পর্কে এই ঔদাসীন্যের কারণ খুঁজে বার করা কঠিন নয়। আর সেই কারণটি হল, কাফকার সমগ্র জীবনের ইতিহাস। যে ইতিহাস কাফকার বিরুদ্ধে অভিযোগের পরিপূরক নয়।

তার ধমনীতে ইহুদী রক্তের জীবাণু, যা তাকে অনেকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে আত্মনিগ্রহের পথে ঠেলে দিয়েছিল। তার নিজের যৌন ক্ষমতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বোধ। বস্তুত তিনি মনে করতেন মানুষের দেহের বিভিন্ন ছিদ্র শুধুমাত্র ময়লা নিষ্কাশনের পথ। এবং সব কিছুর শেষে তার শারীরিক অসুস্থতা। এগুলি যেন তার এবং বাইরের নানা ধরনের মানুষ নিয়ে তৈরি সমাজের মধ্যে এক অভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। তার চিন্তাগুলি তাই সমষ্টি জগতের বাইরে। তিনি একক অস্তিত্ব। চারপাশে পরিখা। তার উপর আত্মকেন্দ্রিক চেতনার ভার তাই এত বেশি।

ধর্মবোধ অথবা সত্যের অনুভূতি, তার মতে, সর্বজনে সমান নয়। ধর্মবোধ

অথবা সত্যের আশ্রয় ভিন্ন জনে ভিন্ন রকম। তার কারণ হিসেবে কাফকা ভেবেছেন, সকল মানুষ বাইরের জগতের প্রভাব একই ভাবে অনুভব করে না। ভিতরের প্রভাবও সকলের এক নয়। ধর্মবোধ, সত্য, অনুভূতি এবং চেতনা— তার মতে আপেক্ষিক। সে কারণেই তার লেখায় এই দুঃসহ বোধ। সত্যে বা ধর্মে তার নায়কেরা পৌঁছুতে পারেনি। তারা তাদের লক্ষ্য জানতেন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছুবার অনেক পথ তাদের দিগ্‌ভ্রান্ত করেছে।

ব্রডের কাছে তাই এই অনুরোধ। স্বরচিত রচনা প্রকাশে তাই এমন অস্বীকৃতি। মৃত্যুর প্রায় শিয়রে দাঁড়িয়ে ব্রডের কাছে তাই এমন আকুল হয়ে চিঠি লিখলেন।

অবশ্য কাফকার অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাক্স ব্রড তার রচনা প্রকাশে অনিচ্ছা সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তার মতে কাফকার ব্যক্তিগত জীবনে এমন কতকগুলি অস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা হয়েছিল, যার অভিজ্ঞতায় তিনি বেশি করে আত্মনিগ্রহের দিকে ঝুঁকেছিলেন। নিজের লেখা সম্পর্কে নৈরাজ্যবোধ তার আত্মনিগ্রহেরই উদাহরণ স্বরূপ।

কাফকার লেখার টেবিল আরো ভালো করে অনুসন্ধানের পর ব্রড অন্য আর একটি বিবর্ণ, প্রায় হলদে হয়ে যাওয়া চিঠি পেলেন। এই চিঠি তিনি তার অসুস্থতার খবরের সঙ্গে সঙ্গে লিখেছিলেন : "আমার বইগুলি সম্পর্কে লিখলাম বলে যেন তুমি আমার কথার এই অর্থ করো না যে, আমি তা প্রকাশ করতে চাই। অথবা আমার পরবর্তীদের হাতে তুলে দিতে চাই। আমার কথা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। আমি চাই আমার সমস্ত লেখা নষ্ট হয়ে যাক। তুমি কোনো দ্বিধা কোর না। আমার সমস্ত লেখা, এমন কি তাদের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। কি হবে এই লেখায় ?" চিঠির শেষ বাক্যটি কাফকার নিজের প্রতি নিজের প্রশ্ন। নিজের লেখা সম্পর্কে কাফকার অনীহার আরো একটি কারণ লেখকের নিজের সম্পর্কে তার অবিশ্বাস। তিনি একবার বলেই ফেলেছিলেন, লেখার সময় লেখকের হাত চতুর মিথ্যার আশ্রয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু এত কিছু করেও কাফকা ব্রডকে নিবৃত্ত করতে পারেননি। "দি ট্রায়াল" উপন্যাসের পরিশিষ্টে ব্রড লিখেছিলেন : "কাফকার এত স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও আমি তা মানতে পারিনি।" অবশ্য নির্দেশ অমান্য করার পিছনে কি কারণ ছিল, ব্রড বেশ যুক্তির সাহায্যে তার স্বপক্ষে সেইগুলি দাঁড় করিয়েছিলেন। এ সবের বিশ্লেষণে আমাদের দরকার নেই। কারণ, যুক্তির জাল ছাড়াতে গিয়ে ব্রডকে আমরা ভুল বুঝব। নিঃসন্দেহে ব্রডকে আমাদের সর্বান্তঃকরণ ধন্যবাদ জানান উচিত। তিনিই তো কাফকার গ্রন্থ প্রকাশ করে, তার জীবনী লিখে আমাদের সঙ্গে তার পরিচয়ের

একটি সেতু তৈরি করে দিয়েছিলেন। যদিও ব্রডের পক্ষে আরো কিছু বলার থাকতে পারে। কাফকা তার কোনো কোনো রচনা প্রকাশের অনুমতি নিজেই প্রকাশককে দিয়েছিলেন।

কাফকা সম্পর্কে জ্ঞান বা ধারণা এর আগে খুব অল্পসংখ্যক পাঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি ইংরেজ ও মার্কিন পাঠকরাও তার সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ ছিলেন। বেশ কিছুকাল আগে একজন জার্মান সমালোচক এই খাপছাড়া লেখকের পরিচয় পান। তিনি তার লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারপর থেকেই জার্মান শিক্ষিত কিছু কিছু ইংরেজ পাঠক কয়েক বছর ধরে তার লেখা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। কাফকার লেখা নিয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল তার মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর পরে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তার লেখা স্বীকৃতি পেল। তার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হল।

কাফকার এক কাল্পনিক চিত্র আমরা পাই হের ব্রডের 'দ্য কিংডম অভ লভ' উপন্যাসের রিচার্ড গার্টারের মধ্যে। এই উপন্যাসের লেখক এডউইন ম্যুয়রকে বলেছেন, চিত্রটি নির্ভরযোগ্য। কাফকার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রিচার্ড গার্টারের এই চরিত্রটি সৃষ্টি করা হয়েছে। তবু অনেক দিক থেকে মনে হয় চিত্রটি অসম্পূর্ণ। রিচার্ডের মধ্যে কাফকার জীবনের মাত্র কয়েকটি লক্ষণ পাওয়া যায়। এমনকি হের ব্রডের লেখা জীবনী ও কাফকার নিজের রচনা থেকেও যা জানা গিয়েছে, তা তার চরিত্রের দু-একটি দিক মাত্র। শুধু এইটুকুই জানা গিয়েছে যে তিনি সংযমের মুখোশে অতীন্দ্রিয় সত্যের পথযাত্রী। তার মনের ঝড় বিক্ষোভকে লুকিয়ে রেখেছিলেন এই অতীন্দ্রিয়ের অন্বেষণে। তার সমস্ত লেখা এই বিমূর্ত সত্তার অনুধাবক। তাই সম্ভবত, কোনো রচনা প্রকাশিত হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি অত কিছু ভাবতেন। আর মাত্র যে-কটি লেখা তিনি বেঁচে থাকতে প্রকাশিত হয়েছে, তা তার বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধের কারণেই।

সূক্ষ্ম বিবেচনা আমাদের ধারণায় যদি একটি গুণ বলে গণ্য হয়, তবে সংশয়-হীনভাবে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, কাফকা ছিলেন সেই গুণের অনন্য অধিকারী। আর যদি তাকে আমরা বিদ্যাবত্তার প্রচেষ্টাজনিত প্রকাশ বলে মনে করি, তবে তা কাফকা সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে শেষোক্ত মন্তব্য অবিবেচনারই প্রশ্রয় দেবে। কারণ তিনি তার লেখাকে কখনই সেই স্তরভূত বলে চিন্তা করেননি। আর তিনি যে সব সময় তার লেখাকে 'আঁকিবুকি' বলতেন, তার কারণ তার স্বভাবত বিনয় নয়। তিনি তার লেখাকে এর চেয়ে কোনো উন্নত পর্যায়ের বলে কখনো মনে করেননি। তিনি লেখক হিসেবে তৎপর ছিলেন যাতে

'মিথ্যার হাত' তার লেখার হাতকে আশ্রয় না করে। কোনো মতেই তাই তার লেখায় কপটতার আভাস মাত্র নেই। তিনি যা বলতে চান, সহজ এবং স্পষ্ট করে তাই বলেছেন। এমনকি প্রতীক ও প্রতিভাসের ব্যবহারও পাঠককে হতচকিত করে না। তার ধর্মবোধ অথবা সত্যবোধ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই পাওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিবেশন করতে গিয়ে হয়ত খানিকটা বিদ্যাভিমানের রঙ তাতে লেগেছে, তবে তাকে লঘু করেছেন 'ভাঁড়ামোর' রস দিয়ে।

তিনি মনে করেছেন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টা সার্বজনীন। তাই বিভিন্ন লক্ষ্য-পথযাত্রী পারস্পরিক তুলনায় ক্ষেত্রবিশেষে হাস্যকর হয়ে ওঠে। শেষ লক্ষ্যে পৌঁছানো মিথ্যা মরীচিকার মত। অথচ মানুষের অবিরাম চেষ্টার শেষ নেই। পৃথিবীতে সে-কারণেই এত ব্যর্থতা। ব্যর্থতা নিয়ে নির্মম রসিকতা সম্ভবত কাফকার মতন এমনভাবে কেউ করেননি। আপাতদৃষ্টিতে কাফকাকে অনেকেরই স্ববিরোধী মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অনুভূতির যে-স্তর থেকে তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেছেন, সেখানে হয়ত এমন হওয়াই সম্ভব। কাফকাকে আঁকতে গিয়ে হের ব্রড তাই বোধহয় রিচার্ড গার্টারকে এমন মজার করে এঁকেছেন।

কাফকার সামনেই প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ এবং শেষ। ইয়োরোপের শিল্পী, সাহিত্যিক এই মহাযুদ্ধকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছিলেন। তাদের আশা হয়েছিল, যে-ফ্যাসীবাদের অঙ্কুর তখন দেখা দিয়েছে, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ঝাপটায় তার শেষ হবে। কিন্তু কাফকার চিন্তায় কোনো পরিবর্তন এল না। মানবীয় সভ্যতার শিকড় ধরে যা কিছুই ঘটুক না কেন, তাকে তিনি 'সারমেয় সভ্যতা' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানা নামে এবং নানা ভাবে যা কিছু ঘটে চলেছে, তাতে হয়ত মনে হতে পারে, তিনি ঠিকই বলে-ছিলেন। যুদ্ধের সূচনা যেমন তাকে উৎসাহিত করেনি, যুদ্ধের শেষও তেমনি তার জন্য কোনো আশার আলো বহন করেনি। পরন্তু তদানীন্তন কয়লা, খাদ্য প্রভৃতির প্রচণ্ড অভাবকে কেন্দ্র করে 'বাকেট রাইডার'-এর মত ব্যঙ্গাত্মক গল্প লিখলেন। গল্পটি কাফকার 'গ্রেট ওয়াল অব চায়না' সংগ্রহে সংকলিত। কিন্তু কাফকার নৈরাজ্যবোধ তাকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশাবাদী করেনি। সমাজজীবনের অর্থ তার কাছে ভিন্ন। আর এই মনোভাব একমাত্র কাফকার পক্ষেই সম্ভব। কারণ তার জীবনদর্শন স্বতন্ত্র।

কাফকা-সাহিত্য মূলগতভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা নিয়ে। এই দ্বিমুখী সমস্যার প্রধান লক্ষ্য, পৃথিবীতে এবং সমাজেও বটে, ব্যক্তির স্থান নির্ণয় করা।

সত্যের পথ জানা। তা সে যেমনই হোক। মানুষের চিন্তায় যখন এই পথ আবিষ্কৃত হবে, সেদিন থেকেই সে এই পথ ধরে চলতে বাধ্য। তিনি ভাবতেন, পৃথিবীতে মানুষের অবস্থিতি কোনো ঐহিক শক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। তা স্থির হবে ঐশী কারণে। যে-মানুষ একথা বুঝতে পারে না, সে-ই প্রতি পদক্ষেপে ভুল করে। আর যারা এ পথের নিশানা পেয়েছে, তারা অনীহ চিত্তে পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহের দিকে তাকায়। সমস্ত জীবন লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারার দুঃখ এবং ব্যর্থতা নিয়ে সে দিন কাটায়। কাফকা বারে বারে প্রশ্ন করেছেন মানুষ তার অন্বিষ্টে পৌঁছতে পারে কি না। কাফকা এই প্রশ্নের সমাধান পাননি।

পৃথিবী সম্পর্কে কাফকার নিস্পৃহতা সম্পর্কে এডউইন ম্যুয়র বলেছিলেন: "that he was of a Jewish blood, and that he was an invalid and thus doubly isolated." (গ্রেট ওয়াল অব চায়না গ্রন্থের মুখবন্ধ।)

কিন্তু এই মন্তব্য আমরা সম্পূর্ণ বলে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ তিনি কেবলমাত্র একটি সমস্যাই তুলে ধরেননি। সমাজজীবনের বহু প্রশ্ন দিয়ে তার জটিলতা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। মানুষের জন্য তিনি একটি সুস্থ সমাজের কথা ভাবতেন। কিন্তু তার কাছে মানুষ ও পৃথিবীর বাস্তব অস্তিত্ব আবেদন শূন্য। ফলে তার ধারণাগুলি হয়ে উঠেছিল অস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, কাফকার ভাবনা ধর্মচিন্তার দেয়াল দিয়ে ঘেরা। প্লেটোর মত কাফকাও ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন, পৃথিবীতে মানুষের স্থান কোথায়? কোথা থেকে পা বাড়ালে সঠিক চলার পথ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু প্লেটোর কাছে সমাজজীবন "কুকুরীয় সভ্যতা" মনে হয়নি। তাই তিনি রাজনীতির কথা ভেবেছেন। কাফকা ভাবেননি। কাজে কাজেই তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনা ব্যষ্টিজীবনের নৈরাজ্যে অবসিত হল। কাফকা কাল্পনিক 'দুর্গের' বাইরেই থেকে গেলেন।

কাফকার লেখার বিষয় অভিনব। তার সকল রচনা বিমূর্ত কল্পনা ও মানব-জীবনের জটিলতার সংমিশ্রণ। তাঁকে সে কারণেই extreme situation-এর লেখক বলা হয়। কাফকার সময় ছিল রিলকে ও প্রুস্ত-এর। কিন্তু তাদের মত ব্যাপক পরিচয় কাফকার ছিল না। কাফকার রচনারীতি ছিল এদের থেকে ভিন্ন। এডউইন ম্যুয়রের মতে: "It is a style of the utmost exactitude, the utmost flexilbility, the utmost naturalness and of inevitable propriety". (Introduction to *The Castle.*)

তার লেখা পড়তে পড়তে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তার কারণ তিনি বেছে বেছে শব্দ ব্যবহার করতেন। বাক্যগুলি নির্বাচিত শব্দ এবং উপবাক্যের ব্যবহারে চিন্তা-

কর্ষক। কাফকা লেখাতেও গাণিতিক শুদ্ধতার পক্ষপাতী। তার লেখায় এমন শব্দ নেই যা অবান্তর মনে হয়। তার উপন্যাসে কথোপকথনও আলাদা। স্টাইলের দিক থেকে তিনি অনন্য হলেও জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাসের কয়েকটি পৃষ্ঠায় যেন কাফকাকে পাওয়া যায়।

ম্যাক্স ব্রডের লেখা কাফকার জীবনী সমালোচনা প্রসঙ্গে *Time* পত্রিকার ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় লেখা হয় : মৃতের ঠোঁটের রঙ (রুজ) দেখেই বিশ শতকের সভ্যতার পরিমাপ হয়। এই সভ্যতা মানুষের মৃত্যুকে অস্বীকার বা ছোটো করে দেখার প্রচেষ্টা নয়। ঈশ্বরকে অস্বীকার বা ছোটো করে দেখার প্রবল প্রয়াস। এ থেকেই মানুষের মধ্যে স্ব-বিরোধের জন্ম। সভ্যতার উৎকীর্তন যতই করা হোক না কেন, মানুষের মৃত্যুতে ঈষৎ কাঁধ এলানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এ যেন এক যান্ত্রিক নিয়ম। হৃদয় এখানে অনুপস্থিত। (প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতাই বুঝি কাফকাকে এমনভাবে ভাবিয়েছে)। কাফকার এতে বিস্ময় বোধ হয়েছে। তিনি খুঁজে বার করতে চেয়েছেন, ঈশ্বরের ধর্ম এবং মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক। (*The Castle, The Trial, The Great Wall of China* প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

অবাক হতে হয়, এমন লেখক সামান্যতম স্বীকৃতি মাত্র পেয়েছেন তার মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর পর। জীবিতকালেই বা তার নাম ক'জন জানত? হয়ত তার বরফের মতো ঠাণ্ডা মেজাজ, সত্যের (যেমন তিনি দেখেছেন) চারপাশের অস্পষ্টতা দূর করার অনিচ্ছা, ঈশ্বর খুঁজে বেড়ানোর মাতলামি, ভয়াল প্রতীকে ঈশ্বরকে চিহ্নিত করা—এসব মিলিয়ে তাকে জনপ্রিয় হতে দেয়নি।

কাফকার সামান্য একটু পরিচয় তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ম্যাক্স ব্রড আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তার জীবনের অনেক অজানা ঘটনা আমাদের জানিয়েছেন।

সাংসারিক অর্থেও কাফকা নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন না। তার বাবা ছিলেন শুকনো মালের ব্যবসায়ী। বাবাকে তিনি ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন অথচ ভয়ও করতেন। বাবা-ছেলের সম্পর্ক পারস্পরিক বোঝাপড়ার ছিল না। পৃথিবীর মতো তার বাবাও তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠতেন মাঝে মাঝে।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাফকা আইন পড়েছিলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় নামেননি। তার লেখায় যে যুক্তিবিন্যাস দেখা যায়, তা তার আইন পাঠেরই ফল। যতদিন শরীর ভালো ছিল, ততদিন তিনি প্রাগে কাজ করতেন এক শ্রমিক দুর্ঘটনা বীমা প্রতিষ্ঠানে। অবশ্য কাজটা ছিল এক নিম্নপদস্থ কর্মচারীর। কাজ উপলক্ষে

শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার ওপর তিনি যে-সমস্ত রিপোর্ট লিখেছিলেন সেগুলি বস্তুত পক্ষে এযুগের অন্যতম বিশিষ্ট গদ্য সাহিত্যের নিদর্শন।

বার্লিন ডিপার্টমেণ্ট স্টোরের ম্যানেজার এবং সুদক্ষ ব্যবসায়ী এক জার্মান তরুণীর সঙ্গে কাফকার এখানেই পরিচয়। তারপর তার ডায়েরি লেখার বছরে এই পরিচয় প্রেমে পরিণত হয়। কাফকাই লিখেছেন : সে প্রেম ঘনিষ্ঠতা ও বিচ্ছেদে বর্ণবহুল। কিন্তু কিছুটা যৌন অসামর্থ্যের প্রবল অনুভূতির দরুন আর কিছুটা ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে কাফকা বিয়ে করতে পারেননি। তাছাড়া মেয়েটি কাফকার প্রবল আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গেও নিজেকে মেলাতে পারেনি। কাফকা ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি যদি মেয়েটির ওপর বোঝা হয়ে ওঠেন। তিনি তার ডায়েরিতে বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। একথাও লিখেছিলেন, মেয়েদের সান্নিধ্যে হয়ত তার মানসিক ও শারীরিক উন্নতি ঘটবে। তিনি বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি পাবেন। এ সমস্ত ভেবে বাড়ি ভাড়া, ফার্নিচার কেনা —সবই করেছিলেন, কিন্তু সংশয় তার পিছু টানল। এক জায়গায় তিনি হতাশায় ব্যঙ্গোক্তি করলেন : "his fiancee wants the average : a comfortable home, an interest in factory (family, good food, bed at eleven etc)। কিন্তু 'মেটামরফসিস'-এর লেখক এর কিছুই দিতে পারে না। এই গ্রন্থে কাফকা তাঁর বহু ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। গ্রন্থটি এই বলে আরম্ভ করেছেন : Gergor Samse awoke one morning from uneasy dreams and he found himself transformed in his bed into a gigantic insect.

গ্রীগর সামসা একজন ভীতু, ব্যর্থ সেলসম্যান। ব্যর্থতার কারণেই সে পরিবারের ক্রীতদাস। সে বোঝে সে অবাঞ্ছিত। একদিন সে শুনতে পেল, তার বোনও বলছে, এই লোকটার হাত থেকে আমাদের রেহাই পেতে হবে। (দি মেটামরফসিস দ্রষ্টব্য)।

জীবনের প্রায় শেষ দিকে কাফকা কিছু আনন্দ পেয়েছিলেন। সে সময় সমুদ্রতীরে এক আস্তানায় তার সঙ্গে এক পোলদেশীয় ইহুদী মেয়ের আলাপ হয়। মেয়েটি সমুদ্র পাড় থেকে ছোটো ছোটো মাছ ধরছিল। ঠাট্টা করে মেয়েটির উদ্দেশ্যে কাফকা বলেছিলেন : অমন নরম সুন্দর হাতে এতো নিষ্ঠুরতা ! এই মন্তব্যের কিনারা ধরেই কাফকার সঙ্গে মেয়েটির ঘনিষ্ঠতা হল। তারপর বেশ কয়েক মাস মেয়েটির সঙ্গে তার কেটেছে। মেয়েটি যথার্থই তাকে বাঁচতে এবং লিখতে প্রেরণা দেয়। মেয়েটির নাম ডোরা ডাইমণ্ট। ডোরার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য-

খ্যাতি ছিল। ডোরাকে কাফকার এত প্রচণ্ড ভালো লেগেছিল, এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাদের হয়েছিল যে কাফকা ডোরার বাবার কাছে তাকে বিয়ে করার অনুমতি চেয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করলেন "he was not a religious Jew but a repentant one, seeking conversion." কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। কাফকার ফুসফুসে যক্ষ্মা দাঁত বসাতে শুরু করেছে।

বহু বছর ধরেই কাফকা অকালমৃত্যুর কীটদের ডানা মেলতে দিয়েছেন। ১৯১৭ সালে তার কাশিতে প্রথম রক্ত দেখা গেল। তারপর প্রায় সাত সাতটা বছর মৃত্যুকে তিনি কিভাবে গ্রহণ করবেন সেই চিন্তাই করেছেন। ১৯২৪ সালে ৩ জুন ভিয়েনার কাছে রিয়েরলিঙে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। মৃত্যুর তিন বছর আগে তিনি ব্রডকে লিখেছিলেন তার সমস্ত পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলতে। সেই সমুদয় পাণ্ডুলিপির মধ্যে ছিল বিখ্যাত দুটি উপন্যাস, *The Trial* ও *The Castle*। এবং *The Great Wall of China*-এর অধিকাংশ গল্প।

তেমন ভাবে হিসেব কষলে দেখা যাবে, কাফকার জীবনে স্মরণীয় এবং অসাধারণ কিছুই ঘটেনি। একটি দিনের মতই স্বল্পস্থায়ী ও সরল জীবন ছিল তার। নানা বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতায় তার জীবন নির্মম হয়নি। তার জীবন ভয়াবহ হয়েছিল এই জন্য যে, আর পাঁচজনের মতই কাফকার জীবনে বৈচিত্র্য ছিল নিতান্ত সহনীয়।

সাহিত্যে বানিয়ন ও কাফকা দুই তীর্থযাত্রী। বানিয়ন রূপকের সাহায্যে রচনা করেছিলেন *Pilgrim's Progress*, আর তারই বিকল্প কাফকার *The Castle*। এই উপন্যাস ভগবানের সঙ্গে সালোক্য মিলনের জন্য সংগ্রাম-তন্ময় এক মানুষের উপাখ্যান। সে বৈকুণ্ঠে পৌঁছতে চায় মানুষের সমাজের সঙ্গে একাত্মতা বজায় রেখেই। কিন্তু দুর্গের কর্মাধ্যক্ষ (ভগবান) মানবিক বৃত্তির কতটুকু মূল্য দেন ? এমনকি দুর্গের আশেপাশের গ্রামবাসীরাও তাকে তেমন আমল দেয় না।

কে একজন জমি জরিপকার। তার বিশ্বাস দুর্গে চাকরি করতে সে আদিষ্ট। অথচ এক শীতের রাত্রে দুর্গে এসে যখন সে উপস্থিত হল তখন অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে সেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হল, দুর্গের কর্তৃপক্ষ (আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এক কূর্ম-মন্থর বিরাট আমলাতান্ত্রিক বাহিনী) প্রথম অস্বীকার করল যে, দুর্গে তার চাকরির কোনো কথা আছে। পরে অবশ্য আমতা আমতা করে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে চাকরির কথা হলেও হয়ে থাকতে পারে। মরীয়া হয়ে কে চেষ্টা করল দুর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু টেলিফোন এমন একটা গুঞ্জন করে ওঠে, যা কে আগে কখনো শোনেনি। অসংখ্য শিশুর কলকণ্ঠ বলে তা মনে হয়। একটু পরে সে গুঞ্জনও থেমে যায়। কে তখন শুনতে পায়, দূরে অনেক দূরে

কোথায় যেন গান হচ্ছে। তারই প্রতিধ্বনি উঁচু গ্রামে সংহত হয়ে কানে এসে বাজে। হৃদয়ের তারেও সেই সুর অনুরণিত। কে তখন জিজ্ঞাসা করে কখন সে দুর্গে যাবে? গম্ভীর সমাহিত কণ্ঠে উত্তর আসে 'কখনই নয়'। দুর্গবাসীরা তখন বলল, কে ভগবানের উপর নিজেকে চাপিয়ে দিতে চায়। চালাকী আর মিথ্যে দিয়ে। তাই তার দুর্গে প্রবেশের সমস্ত প্রচেষ্টা বারবার প্রতিহত হয়।

কাফকার *The Trial* তার পূর্বোক্ত উপন্যাসেরই পরিপূরক। সেই একই বক্তব্য আরো স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করেছেন। এই বইয়ে তার কথা : জন্মাবার পর থেকেই মানুষের বিচার চলছে। তার অপরাধ সে কখনই জানতে পারে না। তার দিনানুদৈনিক কাজ ঠিক গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। আর এই কাজের চাকায় অনির্দিষ্টভাবে সে ঘোরে। কে কোনো অন্যায় না করেও একদিন সকালে গ্রেপ্তার হল। তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ জানতেও পারল না।

কাফকার জীবন যেন নীরবতার সিংহদ্বার। তিনি নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক। তিনি জানতে চেয়েছিলেন কোন বাধা অতিক্রম করলে মানুষের জীবনের পরিচিত শব্দগুলি লোকাতীত নিঃশব্দ নীলিমায় মিলিয়ে যায়। সেই নীল নিঃশব্দের গোপন আবরণ উন্মোচনের জন্য তার যাত্রা। কাফকা সার্থক অভিযাত্রী। তিনি শব্দজগতের সীমান্ত অতিক্রম করে আবার অপূর্ব অভিযাত্রিক দৃঢ়তায় ফিরেও এসেছিলেন।

কাফকার রচনা, বিশেষ করে 'দি ট্রায়াল' উপন্যাসটি (দের প্রৎসেস) নানা-ভাষায় অনূদিত হয়। এই উপন্যাসের রচনাকাল ১৯২০, কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৯২৫-এ, তার মৃত্যুর একবছর পর, ব্রডের চেষ্টায়। ইংরেজী অনুবাদও ওই একই সময় প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয় মুদ্রণ সূচিত হয় ৩০ বছর পর, তারপর থেকে প্রতি দু অথবা তিনবছর অন্তর বইটির পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসটির ফরাসী নাট্যরূপ দেন আঁদ্রে জিদ ও জ্য লুই বারঁ। বাংলাদেশ থেকে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগেও এর বাংলা নাট্যরূপ প্রকাশিত হয়েছে 'কাঠগোড়া' এই নামে। ১৯৮৪ সালে। এখানেও একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ছোটগল্প' সিরিজে। ১৯৭৯ সালে।

আমার এই অনুবাদ ও কাফকা সম্পর্কিত একটি আলোচনা ১৯৫০ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আলোচনাটি প্রকাশিত হবার পর শ্রীসাগরময় ঘোষের উৎসাহে নভেম্বর মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে 'ধূসর পৃথিবী' এই নামে অনুবাদটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে চেষ্টা করা হয়েছে যথাযথ পরিমার্জনা এবং কোনো অংশ বাদ না দিয়ে কাফকার গদ্যরীতি বজায় রাখতে।

বিচার

॥ এক ॥

গ্রেপ্তার—ফ্রাই গ্রুবাক এবং পরে ফ্রাউলিন বার্সৎনারের সঙ্গে কথাবার্তা

জোসেফ কে-র বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অনেকদিন ধরে কেউ মিথ্যা অভিযোগ করছে। কারণ কোনো কিছু অন্যায় না করেও হঠাৎ এক সকালে সে গ্রেপ্তার হল। এ দিন তার বাড়িওয়ালীর রাঁধুনী তার ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসেনি। এর আগে বরাবর সে আটটার সময় ব্রেকফাস্ট দিয়ে যেত। এমন ভুল, এর আগে তার আর কখনো হয়নি। প্রাতরাশ আসবে এই আশায় আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কে। বালিশে মাথা রেখে অপর দিকের জানালায় সে বৃদ্ধা মহিলাটিকে দেখতে পেল। তার চোখমুখের চেহারা, কে-র মনে হল, অস্বাভাবিক রকমের। সে বোধহয় এতক্ষণ উঁকি মেরে তাকেই দেখছিল। তারপর বেশ ক্ষুধার্ত মনে হওয়ায় জানালা থেকে চোখ সরিয়ে এনে সে ঘণ্টা বাজালো। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজায় টোকা মারার শব্দ, এবং সেইসঙ্গে দরজা খুলে একটি লোক তার ঘরে ঢুকলো, যে লোকটিকে এর আগে কোনোদিন কে এ বাড়িতে দেখেনি। লোকটি বেশ ছিপছিপে কিন্তু তা হলেও বেশ আঁটোসাটো। সে একটা নিখুঁত মাপের কালো পোশাক পরেছে। পোশাকটার অনেকগুলো ভাঁজ পকেট, বকলেস্ ও বোতাম। তাছাড়া টুরিস্টদের পোশাকের মতো এতে একটা বেল্টও ছিল। যদিও পোশাকের এত রকম আড়ম্বর থেকে কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারবে না, এ থেকে তার কী সুবিধা হয় তবে পোশাকটির জন্য লোকটিকে যথেষ্ট বাস্তব বুদ্ধি-সম্পন্ন মনে হচ্ছিল, সন্দেহ নেই। 'আপনি কে?' কে প্রশ্ন করল আগন্তুককে। প্রশ্ন করার সময় বিছানা থেকে নিজেকে কিছুটা তুলে নিল সে। কিন্তু এই প্রশ্নে আগন্তুককে মোটেই বিচলিত মনে হল না। তার ভাবখানা এরকম, যেন তার পোশাকই সব-কিছু বলে দিচ্ছে। তাই সে কেবল জিজ্ঞাসা করল: 'আপনি কি ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন?' 'আন্নার আমার ব্রেকফাস্ট আনার কথা।' কে বলল। তারপর একটু নীরব থেকে অত্যন্ত গভীর মনোযোগে লোকটিকে সে দেখল, আর সেই সঙ্গে ভাববার চেষ্টা করল, লোকটি কে হতে পারে। কিন্তু আগন্তুক ওই

ব্যক্তি বেশিক্ষণ নিজেকে কে-র অনুসন্ধিৎসার শিকার করে রাখল না। সে দরজার কাছে গেল এবং দরজা-দুটো একটু ফাঁক করল। তার ফাঁক করার ধরন দেখে মনে হয়, দরজার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে, আগন্তুকটি তাকে খবর দিল: 'আন্নার নাকি তার জন্য ব্রেকফাস্ট আনার কথা ছিল।' এর জবাবে পাশের ঘর থেকে উঁচুগ্রামে অট্টহাসি শোনা গেল। হাসির আওয়াজটা এরকমই যে কারো পক্ষে বলা অসম্ভব সেটা একজন অথবা অনেক জনের মিলিত হাসির শব্দ কি-না। অবশ্য এই হাসি থেকে এই অচেনা লোকটি নতুন কিছু জানল না যা তার আগে জানা ছিল না, তাই সে কে-কে বলল, এমনভাবেই বলল, যেন একটা বিবৃতি দিচ্ছে: 'কিছুই করার নেই,' 'একটা খবরই দিলেন বটে।' বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ট্রাউজারটা ঠিক করতে করতে বেশ জোরেই কে কথাগুলো বলল। 'আমি দেখছি পাশের ঘরে কারা, আর জানতে চাই এ ধরনের ব্যবহারের কী উত্তর ফ্রাউ গ্রুবাক আমাকে দেয়।' কিছু পরেই অবশ্য কে-র মনে হল, এমন জোরে কথাগুলো বলা ঠিক হয় নি। কারণ এভাবে কথা বলার ফলে আগন্তুক এই লোকটিকে সে তার সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ দিয়ে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও বিষয়টা তার কাছে এই সময় তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হল না। যাই হোক, আগন্তুক কথাগুলোর একটা অর্থ ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল: 'আপনি কি এখানেই বেশ ভালো ছিলেন না?' 'আমি এখানে থাকব না, আর যতক্ষণ না আপনার পরিচয় পাই আমার সঙ্গে আপনাকে কথা বলতেও দেব না।' 'আমি অনেক কথাই তো বলেছি।' আগন্তুক বলল। তারপর নিজেই এগিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে খুলে ফেলল। পাশের ঘরে সে বেশ ধীরে ধীরেই যেন ঢুকল। যদিও এত ধীর পায়ে ঢুকবে, এমন কথা কে ভাবে নি। ঘরে ঢুকে প্রথম দৃষ্টিতেই ঘরের সমস্ত জিনিস ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় যেমন দেখেছিল তেমনিই তার মনে হল। এটা ফ্রাউ গ্রুবাকের বসবার ঘর। ঘরটি নানারকম আসবাব পত্রে ভরে আছে। কম্বল, ছবি ও চীনা মাটির বাসনে এমনভাবে সাজানো যে, স্বাভাবিক এতটুকু ফাঁকও ছিল না কোথাও। তাই প্রথমে কেউ ধরতে পারবে না ঘরে কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিনা। বিশেষ করে যে লোকটি এই পরিবর্তনের সৃষ্টি করেছে সে খোলা জানালার পাশে বসে একখানা বই পড়ছিল। বই থেকে সে এই সবেমাত্র চোখ তুলল। 'আপনার নিজের ঘরেই আপনার থাকা উচিত ছিল। ফ্রানৎস কি আপনাকে একথা বলেনি?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলেছিল, কিন্তু আপনি এখানে কী করছেন?' কে সদ্য পরিচিত ফ্রানৎসের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে কথাগুলো জিজ্ঞাসা করল। ফ্রানৎস তখনো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, কথাগুলোর শেষে আবার সে পিছু ফিরল।

খোলা জানালা দিয়ে কে আবার সেই বৃদ্ধাকে দেখতে পেল। সে বৃদ্ধজনোচিত কৌতূহলে একেবারে অপরদিকের জানালার কাছে সরে এসে সব-কিছু অত্যন্ত খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে। 'আমি বরঞ্চ দেখি ফ্রাউ গ্রুবাক কোথায়।' কে বলল। এই কথাগুলো বলে সে যেন দুজন লোকের কাছ থেকে আরো দূরে সরে যেতে যেতে (যদিও তারা তার কাছ থেকে বেশ দূরেই ছিল) ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। 'না'। জানালার কাছে দাঁড়ানো লোকটি বই বন্ধ করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল এবং উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি বাইরে যেতে পারবেন না। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' কে বলল : 'হ্যাঁ তেমনিই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু কেন ?' 'এর উত্তর আমরা আপনাকে দিতে পারি না। আপনি আপনার ঘরে যান। এবং সেখানে অপেক্ষা করুন। আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। যথা সময়ে আপনাকে সব জানানো হবে। এভাবে খোলাখুলি কথা বলে আমি আবার ওপরওয়ালার নির্দেশ অমান্য করছি। কিন্তু আমি আশা করি একমাত্র ফ্রানৎস ছাড়া আর কেউ আমার কথা শোনেনি। আর ফ্রানৎস তো নিজেই খোলাখুলি অনেক কথা বলে তার ওপর যে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল তা লঙ্ঘন করেছে। তবে একথা বলা যায়, ওয়ার্ডার সম্পর্কে আপনার কপাল যেমন ভালো দেখা গেছে, সেরকম যদি ঘটতে থাকে, তবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' কে-র মনে হল তার এখন বসা দরকার, কিন্তু দেখতে পেল একমাত্র জানালার পাশটিতে ছাড়া সমস্ত ঘরে আর একখানাও চেয়ার নেই। 'আপনি অবিলম্বে বুঝতে পারবেন যে, আমরা সত্যি কথাই বলছি' অন্য লোকটির সঙ্গে একযোগে তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ফ্রানৎস বলল, তার পাশের লোকটি কে-র চেয়ে অনেক লম্বা এবং সে কে-র কাঁধটা চেপে ধরল। তারা দুজনেই তার রাতে-পরে-শোবার পোশাকটি পরীক্ষা করে বলল, এখন তাকে শুধু একটি সাধারণ শার্ট পরতে হবে। তারা অবশ্যই তার পরিত্যক্ত পোশাক এবং আণ্ডারওয়্যারটা নিয়ে যাবে। যদি সে মামলা থেকে খালাস পায় তবে এগুলো তারা ফেরত দিয়ে দেবে। 'গুদামে জমা দেওয়ার চেয়ে এগুলো আমাদের কাছে থাকা অনেক ভালো।' তারা বলল, 'কারণ গুদাম থেকে প্রচুর চুরি হয়। তাছাড়া একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর গুদাম কর্তৃপক্ষ সব বিক্রি করে দেয়, তা আপনি মামলায় জিতুন অথবা হারুন। আর আপনি কিছুতেই, অন্তত আজকালকার এই দিনে জানতেই পারবেন না, কতদিন আপনার বিচার চলবে। অবশ্য ডিপো থেকে শেষমেষ আপনাকে দাম দেওয়া হবে। তবে তারা যে দাম দেয় তা সাধারণত খুবই কম। দাম নির্ভর করে কে কত ঘুষ দিতে পারে তার ওপর, সর্বোচ্চ দাম

কে দিতে চায় তার ওপর নয়। আর এটা তো জানা কথাই যে বছর বছর কোনো জিনিস হাতফের হলেই তার টাকার মূল্য কমতে শুরু করে।' এ সমস্ত অমূল্য উপদেশে কে মন দিতে পারল না। তার জিনিসগুলোর জন্য যদিও খুব বেশি দামের কথা সে ভাবে না, তবে তার কাছে সবচেয়ে জরুরি কথা হল, সে আসলে কী অবস্থায় আছে, সেটা পরিষ্কারভাবে জানা। কিন্তু তার পাশের এই সব লোকগুলোর জন্য সে কিছুই ভাবতে পারছে না।

দ্বিতীয় ওয়ার্ডারের ভুঁড়িটা তার সামনে উঁচু হয়ে তারই গা ঘেঁষে, প্রায় যেন বন্ধুর সঙ্গে গা ঘষাঘষি করছে। আর এই লোকগুলো ওয়ার্ডার ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে। কিন্তু তবু সে লক্ষ করল লোকটির মুখের সঙ্গে তার মেদবহুল দেহটার একটুও মিল নেই। মুখটা শুকনো হাড় বার করা। লোকটি কে-র মাথা ছাড়িয়ে অনেকটা লম্বা। তার লম্বা নাকটা একদিকে একটু বাঁকানো। মাথার ওপর দিয়ে অন্য ওয়ার্ডারের সঙ্গে সে আলোচনা করছে। কে ভেবে কূল পায় না এই লোকগুলো কোথা থেকে এল। কী নিয়ে কথা বলাবলি করছে। আর কোন অধিকারেই বা তারা এখানে এসেছে? কে যে দেশে থাকে, সেখানে একটি আইনের শাসন আছে। যেখানে সকলেই শান্তিতে থাকার অধিকারী। যেখানে নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে। তবু তারা কোন সাহসে তার বাড়িতে এসে তাকে গ্রেপ্তার করে? সে সবসময়েই জীবনটাকে সহজভাবে নিতেই ভালোবাসে। যখন জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে যায় তখনই সে দুর্ঘটনায় বিশ্বাস করে। এমন-কি যখন তার সমস্ত বিশ্বাসের মূল নড়ে উঠছে তখনও আগামীকালের কথা ভাবতে তার ভালো লাগে না। কিন্তু তার এ ধরনের মতগুলো এক্ষেত্রে সঠিক ঠেকল না। একবার তার মনে হল যে এটা বুঝি আগাগোড়াই একটা ঠাট্টার ব্যাপার। একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা তার ব্যাঙ্কের সহকর্মীরা তার ত্রিশতম জন্মদিন উপলক্ষে বোধহয় এমন একটা মজার ব্যাপারের অবতারণা করেছে। আর তা অবশ্যই সম্ভব। সে ভাবল তার এখন হাসাই উচিত। কারণ তার হাসি দেখে লোকগুলিও হাসতে শুরু করবে। এবার লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে কে-র মনে হল তারা রাস্তার কুলি। অন্তত তাদের দেখে সেই রকমই মনে হয়। তা সত্ত্বেও ফ্রানৎস নামক লোকটির দিকে তার প্রথম দৃষ্টি তাকে তখনকার মত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিল যে সে এমন কিছু করবে না যাতে এই লোকগুলো একহাত পেয়ে বসে। অবশ্য এতে একটা ঝুঁকি আছে। পরে হয়ত তার বন্ধুরা বলবে সে ঠাট্টাও বোঝে না। কিন্তু তার মনে আছে—যদিও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া তার ধাতে নেই—অনেক সময় বন্ধুদের পরামর্শ উপেক্ষা করেই সে ইচ্ছাকৃতভাবে

বেপরোয়া এমন অনেক কিছুই করেছে, যখন ভবিষ্যৎ-এ এর ফল কী দাঁড়াতে পারে, তেমন চিন্তায় বিন্দুমাত্র আমল দেয়নি। আর তার জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে সুদে আসলে এই বেপরোয়া কাজের জন্য খেসারৎ দিতে হয়েছে। আবার তা কোনোমতেই হওয়া চলবে না। অন্তত এ সময়। যদি এটা হাস্যরসাত্মক নাটকেরই ভূমিকা হয়ে থাকে, তবে সে তার শেষ দৃশ্য পর্যন্ত তার ভূমিকায় অভিনয় করে যাবে।

কিন্তু কে তখনও মুক্ত। ওয়ার্ডারদের সারির মধ্য দিয়ে কে তার ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি চলে গেল। 'লোকটির অন্তত কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে'। সে শুনতে পেল ওয়ার্ডারদের মধ্য থেকে একজন কথাগুলো বলছে। ঘরে ঢুকেই সে ডেস্কের ড্রয়ারটা খুলল। ড্রয়ারের সমস্ত কিছুই যেন পরিপাটি ভাবে গোছানো রয়েছে। কিন্তু প্রথমবার উত্তেজনার ফলে সে তার পরিচয় পত্রটি দেখতে পেল না, অবশেষে সে তার সাইকেলের লাইসেন্সটা খুঁজে পেয়ে ওয়ার্ডারদের কাছে যাবার জন্য পা বাড়ালো। কিন্তু লাইসেন্সটা তার কাছে অত্যন্ত সাধারণ মনে হল। তাই আবারো সে খুঁজতে আরম্ভ করল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে তার বার্থ সার্টিফিকেটটা পেল। সে যখন পাশের ঘরে ঢুকছিল, তখন অপর দিকে ফ্রাউ গ্রুবাক দরজা খুলে দাঁড়াল, কিন্তু কে-কে পলকমাত্র দেখেই যেন সে কেমন অস্বস্তি বোধ করে, ঘরে না জানিয়ে ঢোকার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে উধাও হয়ে গেল। তারপর অন্য কোনোদিকে না তাকিয়ে আবার সযত্নে সে দরজা বন্ধ করে দিল। অন্যসময় হলে কে হয়তো বলত 'ভেতরে আসুন' কিন্তু এখন সে ঘরের মধ্যখানে সার্টিফিকেটটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে, বন্ধ দরজার দিকে শুধু তাকিয়ে। দরজাটা আর খুলল না। এর মধ্যে ওয়ার্ডারদের চিৎকার শুনে কে আবার সম্বিৎ ফিরে পেল। এবার সে স্পষ্ট দেখতে পেল, জানালার কাছে টেবিলের ধারে বসা ওয়ার্ডারগুলো বেশ উৎসাহের সঙ্গে তার ব্রেকফাস্টের সদ্ব্যবহার করছে। 'মেয়েটি এখানে কেন এল না?' কে জিজ্ঞাসা করল। লম্বা ওয়ার্ডারটি এর উত্তরে বলল, 'আপনি গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার এখানে আর আসার অনুমতি নেই।' 'কিন্তু এমন হাস্যকর ভাবে আমি কী করে গ্রেপ্তার হই, মধুর পাত্রে এক স্লাইস মাখন মাখানো রুটি ডুবিয়ে ওয়ার্ডারটি এবার বলল : 'আবার আপনি আগের মতো শুরু করলেন? আর এসব প্রশ্নের আমরা কোনো জবাব দিই না।' 'কিন্তু এই কথাগুলোর উত্তর আপনাদের দিতে হবে। এই দেখুন আমার পরিচয়পত্র। এখন আপনারা বার করুন আপনাদের কাগজপত্র। বিশেষ করে আমাকে গ্রেপ্তার করার সমন।' 'হায় ভগবান।' ওয়ার্ডারটি বলল। 'আপনি আপনার অবস্থা না বুঝেই আমাদের দুজনকে বিরক্ত করছেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে আমরা ছাড়া আর অন্য কেউ

আপনার ভালো চায় না, আপনার পাশে এসে আমাদের মত দাঁড়াবে না।' কফির কাপটা ঠোঁটের কাছে না নিয়েই ফ্রানৎস বলল, 'আর সেই কারণেই আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন।' এই কথাগুলো বলে কে-র দিকে বেশ সপ্রতিভ ও দীর্ঘ, অর্থপূর্ণ অথচ দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে সে তাকাল। আর এমনভাবে তাকাল, যা আগাগোড়াই কে-র কাছে কেমন হেঁয়ালি মনে হয়। ফ্রানৎসের দৃষ্টির সামনে কে-র মুখের কথাও যেন ফুরিয়ে গেল। সে তার সঙ্গে চোখে চোখেই কথা বলতে লুব্ধ বোধ করল। কিন্তু এই প্রলোভন সে একটু পরেই কাটিয়ে উঠে তার পরিচয়পত্রের ওপর আঙুল দিয়ে আবার বলল: 'দেখুন, দেখুন—আমার পরিচয়পত্রটি দেখুন।' এ কথায় সবচেয়ে লম্বা ওয়ার্ডারটি বেশ উঁচু গলায় বলল: 'আপনার ওসব কাগজপত্র দিয়ে কী হবে? আর আপনার কথাবার্তা শিশুকেও লজ্জা দেয়। সত্যি করে বলুন তো আপনি কী চান? আপনি কি মনে করেন আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে এই মামলার দ্রুত কোনো কিনারা করতে পারবেন? আমরা এত সাধারণ স্তরের কর্মচারী যে, আমরা নিজেরাও কোনো দলিল দস্তাবেজ দেখিনি। আমাদের একমাত্র কাজ হল প্রত্যেকদিন দশ ঘণ্টা করে আপনাকে পাহারা দেওয়া। আর এই কাজের জন্যই আমাদের মাইনে দেওয়া হয়। এই হল আমাদের নিজেদের কথা। তাছাড়া আমাদের বিশ্বাস, কর্তৃপক্ষ যার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন, তার সম্পর্কে আগে বেশ ভালো করে খোঁজ খবর নেন। এ বিষয়ে তাঁরা কোনোরকম ভুল করেন না। আমি আমাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অর্থাৎ পদাধিকার বলে সব থেকে যারা নিচে তাদের সম্পর্কে যতটুকু জানি তা থেকে বলতে পারি যে, কে কোন দোষ করল, সে খোঁজ নিয়ে তাঁরা বেড়ান না। যখন আইন মাফিক আসামীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়ে যায়, তখনই গ্রেপ্তার করার জন্য আমাদের আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। যেখানে আইনের প্রতিটি অনুচ্ছেদ এভাবে অনুসরণ করা হয়, সেখানে কি কোনোরকম ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে?' 'এ ধরনের আইনের আমি কিছুই জানি না।' কে জবাব দিল। এবার ওয়ার্ডারটি বলল: 'তাহলে তা তো আপনার পক্ষে আরো খারাপ।' কে বলল: 'বোধহয় আপনাদের মস্তিষ্ক ছাড়া এই আইনের অস্তিত্ব আর কোথাও নেই।' কে ভেবেছিল। এই কথা বলে ওয়ার্ডারটিকে বেশ চিন্তায় ফেলা যাবে। অন্তত সে তার কথার অসামঞ্জস্য বুঝতে পারবে, যার ফলে সুবিধা হবে তারই। আর যদি তাও না হয়, তবে কথাবার্তায় ওদের বক্তব্যের ধরনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ওয়ার্ডারটির জবাব বড় নিরুৎসাহব্যঞ্জক ঠেকল। 'আপনি মনে করলে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও পারেন।' এবার ফ্রানৎস কথাবার্তার মাঝখানে

বাধা দিল। 'দেখ উইলেম, ভদ্রলোক নিজেই বলছেন যে, আমাদের আইন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু তবু তিনি নিজেকে নির্দোষ বলছেন।' 'তোমার কথা অবশ্য ঠিক।' অপর ওয়ার্ডারটি বলল। 'তবে তুমি কোনো মানুষকে বুদ্ধিমান তৈরি করতে পার না।' কে এবার আর কোনো জবাব দিল না। মনে মনে ভাবল, আমাকে কি আরো চিন্তা করে দেখতে হবে? এই সমস্ত বাজে ভাড়াটে লোকগুলোর অর্থহীন কথায় আমি নিজেকে কি আরো সংশয়চিত্ত করে তুলব?— কিছুক্ষণ আগেই তো তারা নিজেদের সব পরিচয় দিয়ে দিয়েছে। যে সম্পর্কে তারা কথা বলছে তার কোনো অর্থ তারা নিজেরাই বোঝে না। একমাত্র সাদা-মাঠা বোকামোই তাদের এইরকম বিশ্বস্ত করে তুলতে পারে। আমার সমান বুদ্ধির কোনো লোকের সঙ্গে দু-একটা কথা বলেই আমি সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে জানতে পারতাম, কিন্তু এদের সঙ্গে যদি দু ঘণ্টা ধরেও আলোচনা করা যায়, তবুও কিছু বোধগম্য হবে না। ঘরের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় কে বারকয়েক পায়চারি করল। রাস্তার অপর দিকের জানালায় সে সেই বৃদ্ধাকে আবারো দেখল। এখন তার পাশে তার চেয়ে বেশি বুড়ো একজন লোককে সে টেনে এনেছে। বৃদ্ধার এক হাত লোকটির কোমরে জড়ানো। কে-র একসময় মনে হল, এ প্রহসন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে দেওয়া দরকার। 'আমাকে আপনাদের ওপরওয়ালার কাছে নিয়ে চলুন।' কে বলল। 'তিনি যখন বলবেন তখনই, তার আগে নয়।' উইলেম উত্তর দিল। 'এখন আমার কথা শুনুন', সে বলল 'আপনি আপনার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। তারপর ঠিক জানতে পারবেন, আপনার সম্পর্কে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অবশ্য আমাদের এই উপদেশ আপনাকে বাজে চিন্তার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য নয়। আমরা আগেভাগে এত কথা জানাচ্ছি। কিন্তু, তবু আমাদের প্রতি আপনি তেমন প্রসন্ন বোধ করছেন না। আর আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন যে আমরা যেই হই-না কেন, অন্তত আপনার চেয়ে আমরা অনেক বেশি স্বাধীন। সেটা বড় কম সুবিধা নয়। যাই হোক না কেন আপনি যদি কিছু টাকা খরচ করতে রাজি থাকেন, তবে রাস্তার ওপারের কাফে থেকে আপনার ব্রেকফাস্ট আনতে আমরা রাজি আছি।'

একথার কোনো উত্তর না দিয়ে কে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। তার মনে হল সে যদি পাশের ঘরের দরজা অথবা হলঘরের দরজা খুলতে যায়, সম্ভবত তাকে এদের দু-জনের কেউই বাধা দিতে সাহস করবে না। এইটেই তখন কে-র কাছে সমস্ত সমস্যার সমাধান বলে মনে হল। কিন্তু, পরমুহূর্তেই

আবার সে ভাবল, যদি তারা তাকে ধরে ফেলে?—একবার যদি সে এদের কাছে ছোট হয়ে যায় তবে কোনোমতেই তার বর্তমান সম্মান ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তাই দ্রুত কোনো সমাধানের কথা আর না ভেবে সে তার নিজের ঘরের দরজা খুলল। কারণ, যা অবশ্যম্ভাবী তা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটবেই। কে তার নিজের ঘরে কোনো কথা না বলে ঢুকল, আর তখন ওয়ার্ডাররাও কোনো কথা বলল না।

ঘরে ঢুকে কে বিছানায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। তারপর পাশের ওয়াশ স্ট্যাণ্ড থেকে একটা নিটোল আপেল তুলে নিল। ব্রেকফাস্টের জন্য এগুলো সে আগের দিন রাত্রে এনে রেখেছিল। কিন্তু ব্রেকফাস্টের এখন সব সম্ভাবনাই শেষ। তাই আপেলটায় কয়েকটা কামড়ের পর তার মনে হল, একটা অপরিষ্কার কাফেখানার ব্রেকফাস্টের চেয়ে অন্তত আপেলগুলো মন্দ নয়। যাক্, ওয়ার্ডারদের সহানুভূতি ও সৌজন্য গ্রহণ না করায় কোনো ক্ষতি হয়নি। এবার সে নিজেকে বেশ সুস্থ ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন মনে করে। হয়তো তার ব্যাঙ্কের আজকের কাজ মাটি হয়ে গেল, কিন্তু এর জন্য মোটেই ভাবনা হল না! কারণ ব্যাঙ্কে একজন বেশ বড় অফিসার সে। কিন্তু সে যে আজ কাজে যেতে পারবে না। তার জন্য কি তার আসল কারণটা জানানো উচিত নয়? অন্তত তার মনে হল তাই করা উচিত। যদি কর্তৃপক্ষ তার কথা বিশ্বাস না করে, তবে সে ফ্রাউ গ্রুবাককে সাক্ষী মানবে। তাহলে অবস্থাটা তারা হয়তো বুঝতে পারবে। আর তাতেও যদি না হয় তাহলে রাস্তার ঐ দুটো বিশ্রী লোককে সে ধরে নিয়ে যাবে। তারা হয়তো আবার উল্টোদিকের জানালায় এসে ভিড় জমিয়েছে। হঠাৎ একটা কথা কে-র মনে হল। ওয়ার্ডার দুজন তো তাকে একলা তার নিজের ঘরে থাকতে দিয়েছে। তাদের কি সন্দেহ হল না যে সে এখন ইচ্ছা করলেই তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারে, আত্মহত্যা করতে পারে। যদিও এরপরেই সে তার নিজের দিক থেকেই বিচার করল: সত্যিই তার আত্মহত্যা করার কোনো কারণ ঘটেছে কিনা। একমাত্র কারণ হতে পারে যে, ওয়ার্ডার দুজন তার ব্রেকফাস্টটি পাশের ঘরে বসে আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু এই কারণটা এত বাজে মনে হল যে, কে যেন ইচ্ছা করলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্মহত্যা করতে পারবে না। তাছাড়া ওয়ার্ডার দুজন নিশ্চয়ই তেমন বুদ্ধিমান নয়। তাই যদি হত, তবে তাকে হয়তো একলা ছেড়ে দিত না। তার গতিবিধি লক্ষ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এই ওয়ার্ডার দুজনের আছে। সে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে দেয়াল-আলমারিটার কাছে গেল। সেখান থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল থেকে এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি

ঢেলে নিয়ে প্রথম গ্লাস ব্রেকফাস্ট শেষ করছে এই ভেবেই নিঃশেষ করল, দ্বিতীয় গ্লাস উৎসাহ ও বল ফিরে পাবার জন্য, আর শেষের গ্লাস সে নিঃশেষ করল সমস্ত রকম অসুবিধার প্রতিষেধক হিসাবে। হয়ত ভবিষ্যতের জন্যই তার দরকার; ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে সে একটা বাজখাঁই গলার আওয়াজ শুনতে পেল। এই চিৎকারে তার মনের অবস্থা এত সাংঘাতিক হল যে, তার দাঁত পানীয়ের গ্লাসে কিড়মিড় করে উঠল।

'ইন্সপেক্টর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' এমন জোরের সঙ্গে কথা বলার অর্থটা এবার তার কাছে পরিষ্কার। এই ঘোষণাতেই সে চমকে গিয়েছিল। গলার স্বর এত রুক্ষ ও মিলিটারি মেজাজের যে, কে ভাবতেও পারেনি ওয়ার্ডার ফ্রানৎসের গলার স্বর এমন হবে। এই ঘোষণাকে সে স্বাগত জানাল। যাই হোক, অবশেষে অন্তত একজন উর্ধ্বতন কর্মচারীর সাক্ষাৎ মিলল। 'তাহলে এতক্ষণে আসা হল', কাবার্ডের দরজা বন্ধ করতে করতে চিৎকার করে কে নিজেও কথা ফিরিয়ে দিল। সে এক দৌড়ে তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে গেল। সেখানে দেখতে পেল, ওয়ার্ডার দুজন তখনো দাঁড়িয়ে। তাদের আপাদমস্তক দেখে আবার নিজের ঘরে ফিরে এল সে। তাকে দেখে ওয়ার্ডার দুজন চিৎকার করে বলল—'আপনার ব্যাপারটা কী বলুন তো? আপনি কি মনে করেন ঐ শার্ট পরেই আপনি ইন্সপেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। তাহলে তিনি শুধু আপনাকেই নয়, আমাদেরও গালাগাল থেকে রেহাই দেবেন না।' কে বলল—'থাক, অন্য লোকের আর দরকার নেই। একলা আমার ধমকই যথেষ্ট' এই কথাগুলো বলে দ্রুত কে তার পোশাক পাল্টাবার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় গেল। 'আপনারা যদি আমাকে বিছানা থেকে ঠেলে তোলেন তবে কিভাবে আশা করতে পারেন যে, আমি আমার আনুষ্ঠানিক পোশাকে সেজে থাকব?'

'কিন্তু এই কথায় আপনার তেমন কোনো সুবিধা হবে না।' ওয়ার্ডারটি বলল। কে-র গলা উঁচু পর্দায় ওঠা সত্ত্বেও সে বেশ শান্ত ছিল। এই ভাবেই বোধ হয় সে তার শুভ বুদ্ধি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিল।

'যত সব বাজে নিয়ম।' চেয়ারের ওপর থেকে একটা কোট তুলে নিতে নিতে কে গর্জে উঠল। কোটটা সে এমনভাবে হাতে তুলে নিল যে দেখে মনে হয়, সে যেন ওয়ার্ডারদের অনুমোদন প্রার্থনা করছে। তারা তাদের মাথা নাড়ল।

'একটা কালো কোট আপনাকে পরতে হবে।' তারা বলল। একথা শুনে কে মেঝেয় কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে বুঝতেই পারছে না একথার অর্থ কী? ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ওয়ার্ডার দুজন মিচকি মিচকি হাসল। 'অবশ্য কোট পরার

ব্যাপারটা আপনার বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ নয়। যাই হোক—', আবার তারা তাদের আগের কথায় ফিরে গেল, 'আপনি তবু কালো কোটই পরুন।' 'কালো কোট পরলে যদি মামলার কোনো দ্রুত সুরাহা হয়, তবে বেশ আমি কালো কোটই পরছি।' কে বলল।

এবার সে তার পোশাকের আলমারিটা খুলে একটা কালো কোট খুঁজতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে সে তার রকমারি পোশাকের মধ্য থেকে একটা কালো স্যুট খুঁজে বার করবার চেষ্টা করল। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে সবচেয়ে ভালোটাই পছন্দ করল। একটা লাউঞ্জ স্যুট। স্যুটটা উপস্থিত সকলের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এরপর আরেকটা শার্ট বার করে সে বেশ সযত্নে পোশাক বদলাতে লাগল। কে-র মনে এই সময় একটা গোপন চিন্তার ঢেউ এসে দোলা দেয়। তার মনে হয়, মামলার ব্যাপারটা সে বেশ তাড়াতাড়িই এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আর ভাগ্যের কথা, ওয়ার্ডার দুজন আবার তাকে স্নান করে নিতে বলেনি। তবু সে তাদের ওপর চোখ রেখে লক্ষ্য করতে লাগল, স্নান করার ব্যাপারটা তাদের মনে হয় কি না। কিন্তু নিশ্চয়ই হয়নি, তাহলে তাকে তা বলত। পরন্তু উইলেম এরই মধ্যে ফ্রানৎসকে ইন্সপেক্টরের কাছে গিয়ে বলতে বলেছে, কে পোশাক বদলাচ্ছে।

বেশ পরিপাটি করে পোশাক পাল্টে সে উইলেমের সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে পাশের ঘরে এল। ঘরখানা সম্পূর্ণ খালি। এই ঘরের ভেতর দিয়ে সে তার পাশের আর-একটা ঘরে ঢুকল। ঘরটির দুটো দরজাই হাট করে খোলা। কে বেশ ভালোভাবেই জানত, এই ঘরখানা সম্প্রতি কে একজন ফ্রাউলিন বার্সৎনার ভাড়া নিয়েছে। সে একজন টাইপিস্ট। খুব ভোরে উঠে সে কাজে বার হয়। আর বেশ রাত করে বাড়ি ফেরে। যাতায়াতের পথে এরই মধ্যে তার সঙ্গে কে-র সামান্য আলাপও হয়েছে। মেয়েটির বিছানার পাশে রাত্রে ব্যবহারের জন্য যে টেবিলটা ছিল, কে দেখতে পেল সেটা ঘরের মধ্যখানে নিয়ে গিয়ে ডেস্কের কাজ চালানো হচ্ছে। তার পেছনে ইন্সপেক্টরটি বসে। তার পা দুটো আড়াআড়ি ভাবে একটার ওপর আর একটা রাখা, একখানা হাত তার চেয়ারের পেছনে এলিয়ে দেওয়া।

ঘরের এককোণে তিনজন যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্রাউলিন বার্সৎনারের ফোটোগুলি দেখছিল। ফোটোগুলি দেয়ালে লাগানো একটি মাদুরের সঙ্গে লট্‌কানো ছিল। একটা সাদা ব্লাউস খোলা জানালার ছিট্‌কিনির সঙ্গে লটকানো। রাস্তার ও ধারের জানালায় সেই দুজন তখনো দাঁড়িয়ে। তবে তাদের বেশ

দলভারি হয়েছে। কারণ তাদের পেছনে তাদের চেয়েও লম্বা চওড়া একটি লোক দাঁড়িয়েছিল। লোকটির দাড়ি লাল্‌চে ধরনের আর ছুঁচলো। লোকটি ক্রমাগত হাত দিয়ে তার দাড়ি বিলি করছিল। 'জোসেফ কে?' সম্ভবত ইন্সপেক্টরটি তার ভাঙা মনোযোগ ফিরিয়ে আনবার জন্য তাকে সম্বোধন করল। কে মাথা নাড়ল। এরপর ইন্সপেক্টরটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বোধহয় আজকের সকালের ঘটনায় বেশ অবাক হয়েছেন, তাই না?' কথাগুলো জিজ্ঞাসা করতে করতে সে দু'হাতে টেবিলটির ওপর মোমবাতি, দেশলাই'র বাক্স, একটা বই আর পিন কুশন একটার পর একটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছিল। যেন তার সওয়ালের জন্য এগুলো খুব দরকার। 'নিশ্চয়ই' কে জবাব দিল। তবু যাই হোক, তার আনন্দ হল, শেষকালে অন্তত একজন বিবেচক লোকের দেখা পাওয়া গেল। তার কাছ থেকেই সব জানা যাবে। আবারো তাই বলল, 'বিস্মিত অবশ্য আমি হয়েছি, তবে তা তেমন সাংঘাতিক রকমের কিছু নয়।'

'খুব একটা বেশি অবাক হননি?' মোমবাতিটা টেবিলের মাঝখানে রেখে তার চারপাশে অন্যান্য জিনিস জড়ো করতে করতে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করল। 'আপনাকে বোধহয় কথাটা আমি ঠিক বোঝাতে পারিনি।' এবার তাড়াতাড়ি এ কথার সঙ্গে অন্যকথা যোগ করে কে বলল, 'আমি বলতে চাই'—সে একটু থামল, ঘরের এদিক-সেদিক চোখ বুলিয়ে একটা চেয়ার খুঁজে বার করার পর জিজ্ঞসা করল, 'আমার মনে হয় আমি বসতে পারি।' ইন্সপেক্টর জবাব দিল, সাধারণত এটা নিয়ম নয়।' আর অন্য কোনো কথার ধার না ঘেঁষেই কে এবার বলল, 'আমার কথা হল এই যে, আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু যে লোক এই পৃথিবীর উপকূলে তিরিশ বছর ধরে বাস করছে, আর এই তিরিশ বছর ধরে যাকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে, যেমন আমাকে হচ্ছে—তার পক্ষে অতিরিক্ত বিস্মিত হওয়াটা একটু কঠিন নয় কি? তাই সে এমন ঘটনাকে গুরুত্ব দেয় না, অন্তত আজকের সকালের মতো কোনো ঘটনা। আমাকেও ত্রিশ বছর ধরে এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।' 'কেন, একমাত্র আজকের সকালের ঘটনাকেই কেন?' 'আমি কোনোভাবেই বলতে পারি না যে, আজকের ঘটনার আগাগোড়াই একটা তামাসা, কারণ তামাসা করতে এত আয়োজনের দরকার হয় না। এই ঘটনায় বোর্ডিং হাউসটির সকলকে জড়িয়ে পড়তে হবে—এমন-কি আপনাদেরও। তাই এই ঘটনাকে তামাসা বলা চলে না, তামাসার বাইরে অন্য কোনো কিছু।'

'তা ঠিক',—দেশলাইয়ের বাক্সে কতগুলি কাঠি আছে দেখতে দেখতে ইন্সপেক্টর

বলল। 'আর অন্যদিকে—' সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে কে আবার বলতে শুরু করল। তার তাকানোর ভঙ্গিতে মনে হয় সে যেন সবাইকে তার সঙ্গে একমত দেখতে চায়। এমন-কি ঐ তিনজনও। যারা তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোটোগুলি দেখছিল। 'আর অন্যদিকে এই ঘটনার প্রতি বিশেষ গুরুত্বও আরোপ করা চলে না। কারণ যদিও কোনো একটা অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তেও আমি আমার আমার কোনো অপরাধের চিহ্ন খুঁজে পাইনি। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কিছু গুরুত্ব দিতে আমি বাধ্য। তবে, আমার আসল প্রশ্ন হল কে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে? আর কারাই বা এ অভিযোগের তদ্‌বির করছেন? আপনি কি আইন বিভাগের কোনো অফিসার? কিন্তু আপনারা তো কেউ কোনো ইউনিফর্ম পরেননি? আপনাদের স্যুট'—এই বলে সে ফ্রান্‌ৎসের দিকে তাকাল। 'অবশ্য আপনারা কি আপনাদের স্যুটকেই ইউনিফর্ম বলতে চান? কিন্তু স্যুটগুলো তো ঠিক টুরিস্টদের পোশাকের মতো। আমি আমার এই সমস্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর নিশ্চয়ই দাবি করতে পারি। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, খোলাখুলি কথাবার্তার পর বেশ বন্ধুভাবেই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারব।'

ইন্সপেক্টরটি এ কথা শোনার পর দেশলাইয়ের বাক্সটি টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। তারপর বলল, 'আপনি কিন্তু সব ব্যাপারটায় গোলমাল পাকিয়ে ফেলছেন। আমার, অথবা এইসব ভদ্রলোক—যাঁরা এখানে এসেছেন, তাঁদের আপনার ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নেই। আর বলতে কি আমরা প্রায় কিছুই জানি না। হয়তো আমরা আমাদের ইউনিফর্ম পরতে পারতাম। কিন্তু তার জন্য আপনার মামলার এক আধলারও সুবিধা হত না। এখনো আমি আপনার বিরুদ্ধে যে কী অভিযোগ সে বিষয়ে কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারি না। বলতেও পারি না আপনি কে? আমার মনে হচ্ছে—ওয়ার্ডাররা আপনাকে অন্য কোনো কিছু বলেছে। কিন্তু ওদের কথায় কান দেবেন না। আজেবাজে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কথা বলে ওরা। যাই হোক, আমি হয়তো আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারব না। কিন্তু একটা উপদেশ দিতে পারি। আমাদের সম্পর্কে, অথবা আপনার নিজের সম্পর্কে কী ঘটতে পারে, এ সব নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এগুলি বাদ দিয়ে বরঞ্চ আপনি আরো গভীরভাবে নিজের কথা ভাবুন। নিজের নির্দোষিতা সম্পর্কে আপনার মনে মনে যে ধারণা আছে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না। তার ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনার সম্পর্কে যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি আছে, তা নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া কথা বলার সময় আপনার

আরো সংযত হওয়া উচিত। এই তো এতক্ষণ ধরে এত কথা বললেন। একথা-সেকথা বলে এবং আপনার ব্যবহার দিয়ে কত কিছু বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু এর কোনোটাই আপনার কি কোনোরকম বিশেষ কাজে আসবে?'

কে ইন্সপেক্টরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। যে লোকটা তার চেয়ে সম্ভবত বয়সে ছোটো, তার কাছ থেকে কি তাকে আচার-ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা নিতে হবে? তার খোলামেলা অকপট প্রশ্নের উত্তর কি এই? আর তার গ্রেপ্তার অথবা এই গ্রেপ্তারের প্ররোচনা কে জুগিয়েছে, সে সম্পর্কে কি সে কিছুই জানতে পারবে না? ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে শুধু তাকে ধমক শুনতে হবে। সে এদিক-ওদিক দ্রুত পায়ে পায়চারি করতে করতে একবার শার্টের আস্তিন দুটো গুটিয়ে নিল। একবার আঙুল দিয়ে শার্টের সামনের দিকটা কোঁচকালো। তারপর পরিপাটি চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল। এমনি অবস্থায় যখন সে এক পাশ থেকে অন্য পাশে যাচ্ছে, তখন যুবক তিনজন বলল, 'এ সবের কোনো মানে হয় না।' তারপর তারা কে-র দিকে এগিয়ে এসে বেশ গম্ভীর ভাবে অথচ সহানুভূতি নিয়েই তার দিকে তাকাল। কে অবশেষে ইন্সপেক্টরের টেবিলের সামনে এসে বলল, 'অ্যাডভোকেট হাসটেরার আমার ব্যক্তিগত বন্ধু, তাঁকে কি আমি একটা ফোন করতে পারি?' 'নিশ্চয়ই', ইন্সপেক্টর জবাব দিল। 'তবে আমি বুঝতে পারছি না ফোন করার কোনো দরকার আছে কি না। অবশ্য অন্য কোনো কাজের বিষয় হলে সে কথা আলাদা।' কে এ কথায় রাগ করল না। বরঞ্চ একটা আমোদ বোধ করেই বলল, 'ফোন করার কোনো দরকারই নেই, তাই না? আচ্ছা, আপনি কিরকম লোক? এইমাত্র আমায় বিবেচনার সঙ্গে সব-কিছু করার উপদেশ দিলেন। কিন্তু আপনিই যে অবিবেচকের মতো কথা বলে চলেছেন। আপনার এমন উল্টোপাল্টা মনোভাব আমাকে পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। দেখছি লোকে আমার বাড়ি বয়ে এসে আমারই ঘরে বসে শুধু বাজে চিন্তার পথ করে দিয়ে যায়। যখন আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তখন একজন অ্যাডভোকেটকে টেলিফোন করা যে দরকার তার পরামর্শের জন্য, আপনার সে কথা একবারও মনে হচ্ছে না! বেশ, তাহলে আমি ফোন করব না।'

ঘরে ঢোকার পথে যেখানে টেলিফোনটি আছে, তার দিকে হাত বাড়িয়ে ইন্সপেক্টর বলল, 'বেশ তো, আপনি যদি চান তবে টেলিফোন করুন।' জানালার কাছে যেতে যেতে কে বলল 'থাক, আমি আর এখন টেলিফোন করব না।' জানালায় দাঁড়িয়ে কে দেখল রাস্তার অপর পারে সেই তিনজনের দলটি এখনো দাঁড়িয়ে এদিকের দৃশ্য উপভোগ করছে। জানালার কাছে তাকে এসে দাঁড়াতে

দেখে তাদের উৎসাহে যেন কিছু ভাঁটা পড়ল। বৃদ্ধ দু'জনকে দেখে মনে হল, তারা যেন সরে যেতে চায়। কিন্তু তাদের পেছনে দাঁড়ানো লোকটি মৃদু ভাবে তাদের পিঠ চাপড়ে সেখানে থাকবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। ইন্সপেক্টরকে আঙুল দিয়ে অপর দিকের জানালা দেখিয়ে কে চিৎকার করে বলল, 'ওখানে বেশ একদল উৎসাহী দর্শকের সমাগম হয়েছে।' তারপর ওদিকে তাকিয়ে বলল, 'সরে যাও ওখান থেকে।' এ কথা শুনেই লোক তিনজন কয়েক পা পিছিয়ে গেল। বৃদ্ধ দু'জন অবিলম্বে যুবকটির পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিল। যুবকটি তার বিশাল দেহের আড়ালে যেন আড়াল করল তাদের। তার ঠোঁটের ভাব দেখে মনে হয় সে যেন কিছু বলছে। কিন্তু জানালার দূরত্বের জন্য কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। তবে তারা একেবারে ওখান থেকে সরে গেল না। ভাবখানা যেন সুযোগ পেলেই আবার তারা জানালার কাছে ফিরে আসবে। ঘরের মধ্যে ফিরে আসতে আসতে কে মন্তব্য করল : 'নেই কাজ তো খই বাছ, যত সব অবিবেচক, হতভাগ্য!' ইন্সপেক্টরটিও বোধহয় এইরকমই ভাবছিল। অন্তত কে সেইরকমই অনুমান করল পায়চারির ফাঁকে একপলক তার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু এও সম্ভব যে ইন্সপেক্টর তার কোনো কথাই শোনেনি। কারণ তখন সে তার একটা হাত টেবিলের ওপর রেখে জোরে চাপ দিচ্ছিল, যেন সে তার আঙুলের দৈর্ঘ্যের তুলনা করছে। ছুঁচের কাজ করা টেবিল ক্লথে ঢাকা একটা বাক্সের ওপর ওয়ার্ডার দু'জন বসে। মাঝে মাঝে হাঁটুতে হাঁটু ঘষছে। যুবক তিনজন কোমরে হাত রেখে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে। তাদের দৃষ্টি কেমন যেন উদ্দেশ্যহীন। ঘর জুড়ে ভাঙা-অফিসের নিস্তব্ধতা। সকলের দিকে তাকিয়ে কে বলে উঠল, 'আপনারা সকলে আসুন'—এক মুহূর্তের জন্য কে-র মনে হল এই ভদ্রলোকদের সমস্ত দায়দায়িত্ব যেন তার—'আপনাদের সকলের মুখের ভাবে মনে হয়, আমার মামলার বোধহয় একটা কিনারা হয়ে গেছে। আমার মতে সকলের এই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, যাতে আমরা পরস্পর করমর্দন করে ব্যাপারটির সমস্ত জটিলতা মিটিয়ে ফেলতে পারি। কার ব্যবহার কতটা ন্যায় অথবা অন্যায়, তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আর কোনো লাভ আছে? আর আমার কথায় যদি আপনাদের সম্মতি থাকে, তবে কেন এখনও—' কথাটি শেষ না করেই সে ইন্সপেক্টরের টেবিলের সামনে এগিয়ে এল। তার নিজের হাত এগিয়ে দিল। এবার ইন্সপেক্টর তার চোখ তুলল, ঠোঁট কামড়ালো, পরে তার সামনে কে-র প্রসারিত হাতের দিকে তাকাল। কে-র তখনো বিশ্বাস, সে তার এই প্রস্তাব দিয়ে ওদের সঙ্গে আরো অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু ইন্সপেক্টর কে-র এই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ফ্রাউলিন বার্সৎনারের বিছানার ওপরে রাখা তার

শক্ত গোল টুপিটা তুলে নিয়ে সযত্নে মাথায় পরল। তার সতর্কতায় মনে হল যেন সে এই প্রথম হ্যাট পরছে। তারপর সে বলল, 'আমাদের সব-কিছুই আপনার কাছে বেশ সাদাসিধে মনে হচ্ছে। আপনি বলছেন ব্যাপারটা আমাদের বন্ধুভাবে মিটিয়ে ফেলা উচিত। তাই না? কিন্তু তা হতে পারে না কিছুতেই। অবশ্য আমি এমন কথা বলছি না যে, আপনি আপনার আশা বিসর্জন দিন। আর বাস্তবিক পক্ষে, আপনার কি তা করা উচিত হবে? আপনাকে শুধুমাত্র গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর বেশি এখন আর কিছুই নয়। আপনাকে এই কথাটাই জানাবার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। আমার যা করার ছিল, আমি করেছি, আর এই ব্যাপারে আপনার মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাও লক্ষ করলাম। আজকের জন্য এইটুকুই বোধহয় যথেষ্ট। এখনকার মত তবে আমরা বিদায় নিতে পারি, অবশ্য সাময়িকভাবে নয়। আমার মনে হয় এখন আপনি ব্যাঙ্কে যাবেন, ঠিক কিনা বলুন?'

'ব্যাঙ্কে? কিন্তু কী করে? আমাকে তো গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' সমস্ত কিছুই কেমন তাচ্ছিল্য করার ভঙ্গিতে কে উত্তর করল। তার করমর্দনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হবার পর থেকে এদের সকলের চেয়ে কে নিজেকে ভারমুক্ত মনে করেছে। অন্তত ওদের সঙ্গে আর তার কোনো বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক নেই। ইন্সপেক্টরটি উঠে দাঁড়াবার পর থেকেই বিশেষভাবে এমন একটা অনুভূতি তাকে নাড়া দিচ্ছিল। কে ভাবছিল সেও ওই দলটির সঙ্গে সঙ্গে দোরগোড়া পর্যন্ত যায়, এবং তাদের চ্যালেঞ্জ করে বলে কেন তাকে বন্দী করা হচ্ছে না। তাই সে আবারো তাদের প্রশ্ন করল—'আমাকে গ্রেপ্তার করার পর কী করে আমি ব্যাঙ্কে যাব?' ইন্সপেক্টর ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে কে-র কথার জবাব দিল, 'আমি দেখছি আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে করে আপনার কোনো কাজে অসুবিধা করার দরকার নেই। এর জন্য আপনার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না। যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই আপনি চলাফেরা করতে পারবেন।'

ইন্সপেক্টরের কাছে গিয়ে কে বলল, 'তাহলে গ্রেপ্তার হওয়াটা তেমন কিছু খারাপ নয়।' 'আমি কখনোই বলি না, তা ভালো?' ইন্সপেক্টর বলল। ইন্সপেক্টরের আরো কাছে এসে কে বলল, 'মনে হয়, এই প্রসঙ্গে তাহলে আমাকে কিছু বলার দরকার ছিল না।' বাকী দুজনও তাদের কাছে এসে পড়ল, এবার তারা সকলে দরজার বাইরের স্বল্প পরিসর এক চিলতে বারান্দায় জড়ো হ'ল। 'ও কথা জানানো আমার কর্তব্য ছিল, তাই জানিয়েছি।' ইন্সপেক্টর জানাল। কে দৃঢ় ভাবে জবাব

দিল, 'যত সব বাজে কর্তব্য।' 'তা হতে পারে। কিন্তু এইসব আলোচনায় আমাদের সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই বলে আমি মনে করি। আমার মনে হয়েছিল আপনি ব্যাঙ্কে যেতে চান।—কিন্তু আপনি যেমন কথার তুবড়ি ছুটিয়ে চলেছেন, তাতে আমার জানানো উচিত যে, এ বিষয়ে আমরা আপনাকে কোনোরকম জোর করতে চাই না। আমি শুধু ভেবেছিলাম, আপনি ব্যাঙ্কে যেতে চান।—আপনার কাজে যেতে যাতে কোনোরকম বাধা না হয়, সেইজন্য এই তিনজন লোককে আমি আটকে রেখেছিলাম। এরা আপনার সহকর্মী এবং আপনার আজ্ঞাবাহক।' 'কী?' লোক তিনজনের দিকে তাকিয়ে কে চিৎকার করে উঠল। এই নিতান্ত সাধারণ রক্তশূন্য লোকগুলোকে এতক্ষণ সে ফোটোগুলির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সে লক্ষ্যই করেনি, এরা ব্যাঙ্কে তার অধস্তন কর্মী। ব্যাঙ্কের কেরানী। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হয় যে, সে তাদের দিকে মন দিতে পারেনি। সম্ভবত ইন্সপেক্টর ও ওয়ার্ডারদের সঙ্গে সে আলোচনায় এত বেশি ডুবে গিয়েছিল যে, তাদের ভালো করে দেখবার অবকাশই পায়নি। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ানো রিবেনস্তেনার তার হাত ওঠালো। আর কুলিখ্! এদের মধ্যে তাকে দেখতেই সবচেয়ে সুন্দর। সে তার গভীর চোখ দুটো দিয়ে কমিনর তার ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক করে হাসল। কে একটু থেমে তাদের দিকে তাকিয়ে অভিবাদনের সুরে বলল 'গুড মর্নিং, আমি তোমাদের এতক্ষণ দেখিনি। তবে সে কথা থাক, আমরা কি আমাদের কাজে আজ যাব? তোমরা কী বল?'

অল্প হেসে লোক তিনজন জোরে ঘাড় নাড়ল। মনে হয়, এতক্ষণ যেন তারা এ কথা বলার জন্যই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কে যখন তার নিজের ঘর থেকে তার হ্যাটটি আনতে পিছু ফিরল তখন তিনজন লোকই টুপিটি এনে কে-র হাতে দেবার জন্য একে একে ছুটল। ওরা এমনটা করায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করে কে। খোলা দুটি দরজার ফাঁক দিয়ে সে তাদের দেখল। প্রথমে রিবেনস্তেনার আস্তে আস্তে পা ফেলে চলেছে, তার চলায় মনে হয়, কোনো কারণে সবসময়ই যেন সে বেশ কাবু হয়ে আছে। কমিনর তার হাতে টুপিটি তুলে দিল। কমিনরের মুখে হাসি লেগেই ছিল। আর এই হাসির জন্য কে প্রায়ই তাকে বলত 'কমিনরের এই হাসিটা ইচ্ছাকৃত নয়, কারণ লোকে চেষ্টা করলেই হাসতে পারে না।'

এরপর ফ্রাউ গ্রুবাক সামনের দরজা খুলল যাতে সমস্ত দলটি বেরিয়ে যেতে পারে। তাকে কখনোই কোনো অপরাধের জন্য সচেতন মনে হচ্ছিল না। কে বরাবরের মতোই তার বিশাল দেহটিতে অস্বাভাবিক এঁটে বাঁধা অ্যাপ্রনের ফিতের দিকে চোখ নামাল। তারপর নিচে নেমে গেল।

নিচে নেমে ঘড়ির কাঁটায় সময় দেখে, একটা ট্যাক্সি ভাড়া করবে ঠিক করল। এর মধ্যেই প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। কমিনর ট্যাক্সি ধরতে রাস্তার এক কোণে দৌড়ে গেল। বাকি দু-জন কে-কে তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করতে চেষ্টা করছিল। এমন সময় হঠাৎ কুলিখ্ অপর দিকের বাড়ির একটা দরজায় আঙুল দিয়ে দেখালো। লম্বা সুন্দর সেই ছুঁচলো লাল্‌চে দাড়িওয়ালা লোকটাকে সেখানে দেখতে পাওয়া গেল। এতগুলো দৃষ্টির সামনে হঠাৎ সে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করল, তাই আবার একটু সরে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে ভর দিয়ে সে দাঁড়াল। বৃদ্ধ দম্পতি বোধহয় নিচে নামার জন্য এতক্ষণে সিঁড়ি ধরেছে। ঐ লোকটির প্রতি কে-র দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মনে মনে সে কুলিখের ওপর বেশ একটু বিরক্ত হল, কারণ ইতিমধ্যেই সে লোকটিকে বেশ চিনে ফেলেছে।

'ওদিকে তাকিও না' তাড়াতাড়ি সে বলল। আর বোধহয় কথাগুলো বলার সময় সে একবারও ভাবল না। পরিণত বয়স্ক কোনো লোককে এমনভাবে কথা বললে কেমন অদ্ভুত শোনায়। কিন্তু একথা নিয়ে চিন্তা করা দরকার বলে তখন তার মনে হল না। কারণ ইতিমধ্যেই ট্যাক্সিটা এসে গেছে। তারা উঠে বসতেই ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল। গাড়িতে উঠে কে-র মনে হল ইন্সপেক্টর ও ওয়ার্ডার যখন চলে যাচ্ছিল, তখন তাদের দিকে সে একসঙ্গে দৃষ্টি দেয়নি। বেশ হয়েছে। ইন্সপেক্টর যেমনি কথা বলার সময় তার দৃষ্টিটা কেরানীদের দিক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল তেমনি যখন সে কেরানীদের চিনতে পারল তখন তারা আবার ইন্সপেক্টরকে তার মন থেকে সরিয়ে দিল: কিন্তু এইটুকুই কি যথেষ্ট? এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করা চলে, পুরোপুরি খুশি হওয়া যায় না। এরপর থেকে যাতে এমন কোনো ভুল না হয়, তার জন্য কে মনে মনে সতর্ক হবার প্রতিজ্ঞা করল। গাড়িটা অনেকটা পথ এগিয়েছে। তবু কে একবার পিছনের দিকে ঘাড় উঁচু করে মুখ বাঁকিয়ে তাকাল, যদি ইন্সপেক্টর অথবা ওয়ার্ডারদের দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটু পরেই সে ঘাড় ফেরালো এবং গাড়ির এককোণে বেশ আরামের সঙ্গে পিঠ এলিয়ে দিল। হয়ত এমন সময় কে তার সহযাত্রীদের দু-একটা কথা শুনতে পেলে খুশিই হত। কিন্তু অপরপক্ষ সম্ভবত তখন অত্যন্ত ক্লান্ত। রিবেনস্তেনার ডানদিকে তাকিয়ে। কুলিখ্ বাঁ দিকে। একমাত্র কমিনর ভীতু হাসি মুখে জড়িয়ে তার সামনাসামনি বসে। তবে নেহাত মানবতার খাতিরেও তার সঙ্গে এখন কথা বলা অসম্ভব।

সে বছর বসন্তকাল কে-র এইভাবেই পার হয়ে গেল। তার সকাল-সন্ধ্যা সমস্ত

মুহূর্ত। সাধরণত সে রাত নটা পর্যন্ত তার অফিসে কাজ করে। কাজের শেষে সম্ভব হলে দু একজন বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে, অথবা একাই সে একটু বেড়ায়। আর তারপর কোনো এক বিয়ার হলে হাজির হয়। যেখানে রাত এগারোটা পর্যন্ত তার কেটে যায়। তার টেবিলটা বেশির ভাগ সময়ই কয়েকজন বৃদ্ধ পাঁড়ের দখলে থাকত। কিন্তু তার এই ধরাবাঁধা কাজের মাঝে মাঝে মুখ বদলও হত। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তার দায়িত্ববোধ আর অধ্যবসায়ের জন্য তার প্রতি বেশি প্রসন্ন ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি তাকে তাঁর ভিলাতে ডিনারে আমন্ত্রণ করতেন। কখনো তাঁর গাড়িতে বেড়াতেও নিয়ে যেতেন। সপ্তাহে একবার করে সে এলসা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেত। মেয়েটি একটি ক্যাবারের ওয়েট্রেস, তার কাজ ছিল সমস্ত রাত-ভোর পর্যন্ত। আর দিনের বেলায় সে তার অতিথিদের নিজের বিছানায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাত।

কিন্তু এই সন্ধ্যায় কে চাইল সোজা বাড়ি ফিরে যেতে। তার সমস্ত দিনটা কেমন যেন খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেছে। তার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে অনেক সৌহার্দ্যপূর্ণ আর স্তাবকতায় ভরা শুভেচ্ছা সেই সঙ্গে কাজের চাপে দিনটা ভরে ছিল। মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে তার একটা কথাই মনে হয়েছে, কেন সে তা জানে না। কেন যেন তার মনে কেবলই ঘুরে ফিরে আসছিল সকালের ঘটনাগুলি। ফ্রাউ গ্রুবাকের গৃহস্থালির সমস্ত শান্তি যেন নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তার উচিত হবে সব ঠিক ঠিক গুছিয়ে নেওয়া। একবার যদি সব ঠিক করে ফেলা যায়। তবে আজকের ঘটনার সমস্ত চিহ্ন মুছে যাবে। জীবনে আবার পুরনো গতি ফিরে আসবে। কেরানীদের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ নেই। তারা আবার ব্যাঙ্কের কাজে ডুবে গেছে। তাদের কোনো পরিবর্তন হবে না। কে এর মধ্যেই এই কেরানীদের মনের ভাব বোঝবার জন্য তাদের কয়েকবার একজন একজন করে অথবা একসঙ্গে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছে। প্রতিবারই সে লক্ষ্য করে নিশ্চিন্ত মনেই আবার তাদের ফেরত পাঠিয়েছে।

রাত সাড়ে নটায় কে যখন তার বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছল সে দেখতে পেল, একটি অল্প বয়সের ছেলে পা দুটো ফাঁক করে মুখে একটা পাইপ গুঁজে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। ছেলেটির মুখের খুব কাছাকাছি কে তার মুখ সরিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করল 'তুমি কে?'—ঢোকবার পথটা এত অন্ধকার যে খুব কাছে না এলে কিছুই দেখা যায় না। মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে এক পাশে সরে গিয়ে ছেলেটি জবাব দিল 'আমি এ বাড়ির পোর্টারের ছেলে।'

অধৈর্যভাবে লাঠিটা মাটিতে ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে কে বলল 'বাড়ির পোর্টারের ছেলে ?'

'আপনার কি কিছু দরকার আছে ? আমি কি আমার বাবাকে পাঠিয়ে দেব ?' 'না না' কে এমন ভাবে কথাগুলো বলল যাতে মনে হয়, ছেলেটি যেন কিছু অন্যায় করে ফেলেছে। আর সে যেন সব ভুলে গিয়ে ক্ষমা করে দিচ্ছে। কে বলল, 'বেশ ভালো কথা।' এইবার সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছনর আগে আর একবার ছেলেটির দিকে ফিরে তাকাল।

সে প্রথমে মনে মনে ঠিক করেছিল একেবারে সোজা সে তার ঘরে যাবে। কিন্তু ফ্রাউ গ্রুবাকের সঙ্গে কথা বলবে ভেবে তার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে টোকা দিল। ফ্রাউ গ্রুবাক একটা টেবিলের সামনে বসে রিপু করছিল। টেবিলটার ওপর রাশিকৃত পুরনো মোজা। এতরাতে দরজায় টোকা মারার জন্য কে খুব অপ্রতিভভাবে মাপ চাইল ফ্রাউ গ্রুবাকের কাছে। কিন্তু ফ্রাউ গ্রুবাক তার ক্ষমা প্রার্থনায় কান দিল না, বরং তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। অবশ্য একথা কে জানে যে, সে তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে বেশ খুশিই হয়। কারণ তার মতো এমন ভালো এবং মূল্যবান বোর্ডার ফ্রাউ গ্রুবাকের নেই বললেই চলে। কে ঘরের চারদিক চোখ বুলিয়ে দেখল যে, আবার সব আগের মতো হয়ে গেছে। এমনভাবে সব আগের মতো পরিপাটি যে তার মনে হল মেয়েদের হাত বেশ গোছানো। সে হয়ত প্রাতরাশের ডিশগুলো ভেঙেচুরেই ফেলত। অন্তত ঠিকমত যে সেগুলি সরিয়ে রাখতে পারত না, একথা ঠিক। কৃতজ্ঞচিত্তে সে ফ্রাউ গ্রুবাকের দিকে তাকাল, 'এত রাত্রেও তুমি কাজ করছ কেন ?' কে প্রশ্ন করল। তারা ততক্ষণে দুজনেই টেবিলের সামনে এসে বসেছে আর মাঝে মাঝেই ফ্রাউ গ্রুবাক তার একটি হাত মোজার রাশির মধ্যে গুঁজে দিচ্ছিল। 'অনেক কাজ বাকি আছে, কারণ সমস্ত দিনটা তো আমার কেটে যায় বোর্ডারদের দেখাশোনা করতে করতে। আমার নিজের কাজ ঠিকমত করতে কেবল সন্ধ্যাগুলোই খালি থাকে।'

'আমার মনে হচ্ছে তোমার আজকের বাড়তি কাজের জন্য আমিই দায়ী।' 'তা কেন হবে', হাতের কাজটি কোলের ওপর রেখে সে যেন আন্তরিকভাবে জানতে চাইল। 'আজ সকালে যারা এসেছিল আমি তাদের কথা বলছি।' 'ও! তাই বল। কিন্তু ওতে আমার বিশেষ কিছু অসুবিধা হয়নি।' তার অবিচল মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়ে এনে আবার সে রিপুর কাজ হাতে তুলে নিল। কে চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাবল আমি একথা জিজ্ঞাসা করায় মনে হয় ফ্রাউ গ্রুবাক বেশ অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু আমার বলা যে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল,

আর এই বৃদ্ধা মেয়েমানুষটি ছাড়া কার কাছেই বা আমি একথা জিজ্ঞাসা করতে পারতাম ?

'তা হয়ত হবে কিন্তু আমার মনে হয় ওদের আসার ফলেই তোমাকে কিছু বেশি কাজ করতে হচ্ছে। তবে এরকম ঘটনা আর ঘটবে না।' কে অবশেষে যেন কথাগুলো শেষ করতে পারল। বেশ একটু দুঃখের রেশ হাসিতে মিশিয়ে ফ্রাউ গ্রুবাক বলে উঠল 'না না। ভবিষ্যতে আর এমন ঘটনা ঘটতে পারে না।' মনে হল সে যেন তার বক্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। 'তোমার কি সত্যিই তাই মনে হয় ?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'হ্যাঁ' তার গলার স্বর নরম। 'আর তুমিও একথা নিয়ে খুব কিছু একটা ভেবো না। পৃথিবীতে তো কত কিছুই ঘটে। আর বাপু তুমি যখন অকপটে এমনভাবে আমাকে সব কথা বলছ, তখন আমারও বলা উচিত, যে আমিও তোমাদের কথাবার্তার কিছু কিছু দরজার আড়াল থেকে শুনেছি। ওয়ার্ডার দুজনও আমাকে দু-চার কথা বলেছে। এসবে অবশ্য তোমার খুশি হওয়াটাই উচিত, সত্যিই আমার মনে হয় আমার চেয়েও বেশি খুশি হওয়া উচিত তোমার। কারণ, আমি তো তোমার বাড়িওয়ালী ছাড়া আর কিছু নই। আমি যে কটি কথা শুনেছি তাতে মনে হল না ওতে কিছু খারাপ আছে। তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একটা চোরকে যেভাবে এবং যে কারণে গ্রেপ্তার করে, তোমাকে গ্রেপ্তার সেভাবে নয় নিশ্চয়ই। চুরির জন্য কাউকে গ্রেপ্তার করা হলে, সেটা হত খুবই খারাপ ব্যাপার। কিন্তু এই ধরনের গ্রেপ্তারের অর্থ তো আমার কাছে বেশ একটা মহৎ মনে হচ্ছে—মাফ করবে, আমি হয়ত বোকার মত বলছি। কিন্তু সত্যি এই গ্রেপ্তারের ঘটনা আমার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি এনে দিয়েছে—এমন দুর্বোধ্য যা আমি বুঝতে পারছি না। আর সত্যি বলতে কি আমি বুঝতে চাইও না।'

'ফ্রাউ গ্রুবাক, তুমি এতক্ষণ যেসব কথা বললে তার একটিও আমি বোকার মতো কথা বলে মনে করি না। এমন কি অংশত আমিও তোমার সঙ্গে একমত। তবে ব্যতিক্রম হল এই যে, আমি তোমার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি সমস্ত ঘটনাটার ওপর। আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ কেবল দুর্বোধ্য বা অদ্ভুত নয়—সবটাই কাল্পনিক। আজকের ঘটনায় আমি প্রথমে আশ্চর্য হয়েছিলাম ঠিকই।—কিন্তু ব্যাপারটা সহজেই মিটে যেতে পারত। আন্নার অনুপস্থিতিতে এত বেশি বিচলিত না হলেও আমার চলত। সকলের বাধা অগ্রাহ্য করে তোমার কাছেও আমি চলে আসত পারতাম প্রাতরাশের জন্য। বেশ নতুনই লাগত রান্নাঘরে বসে প্রাতরাশ সারা। আর তারপর আমার ঘর থেকে জামা কাপড়গুলো তোমাকে দিয়ে

আনিয়ে নিতে পারতাম। অর্থাৎ, আমি যদি আর একটু বুদ্ধিমানের মত কাজ করতাম, তবে এত কিছু ঘটবার অবকাশই হত না। অঙ্কুরেই সব বিনাশ হয়ে যেত। কিন্তু আমি একেবারেই ব্যাপারটা সম্পর্কে তেমন সতর্ক ছিলাম না। অথচ ব্যাঙ্কে আমি তো সব সময়ই বেশ সবদিকে নজর রাখি। তাই সেখানে সম্ভবত এমন কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না। আমার বেয়ারা আছে, আমার ডেস্কের সামনেই আমার অফিসের ফোনটি, আমার কাছে লোকজন আসা যাওয়ার বিরাম নেই, কেরানী বা খদ্দের। কিংবা অন্য কোনো কাজের চাপে ব্যস্ত থাকতে হত আমাকে। তাই সবসময়েই আমার বেশ সতর্ক থাকা দরকার। এমন একটি ঘটনা যদি আমার ব্যাঙ্কে ঘটত, তবে বোধ হয় আমি বেশ উপভোগ করতে পারতাম, যাক আর পুরনো কাসুন্দী ঘেঁটে লাভ নেই। এসব কথা বলার কোনো উদ্দেশ্য অন্তত আমার যে ছিল না, শুধু এই সম্পর্কে তোমার মত বুদ্ধিমতী মহিলার পারস্পরিক ভাবনাটা আমি জানতে চেয়েছিলাম। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে, আমরা অন্তত অনেকটাই একমত। এখন তোমার হাত বাড়ানো উচিত, আমাদের সমমনোভাবটা করমর্দন করেই স্বীকার করা কর্তব্য।'

তির্যক দৃষ্টিতে ফ্রাউ গ্রুবাকের দিকে তাকিয়ে কে ভাবল—'ইন্সপেক্টর আমার সঙ্গে করমর্দন করতে রাজি হয়নি, এ কি হবে?' ফ্রাউ গ্রুবাক এবার উঠে দাঁড়াল, কারণ কে-ও দাঁড়িয়েছিল। ফ্রাউ গ্রুবাক বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। কারণ কে-র এত কথার কোনো অর্থই সে বুঝতে পারেনি। আর এই অস্বস্তিতে পড়ে সে এমন কতকগুলি কথা বলল, বাস্তবিক পক্ষে যা সে বলতে চায়নি, আর তার কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিকও বটে। করমর্দন করার কথা ভুলে গিয়ে কান্নাবোজা গলায় বলল 'হের কে, আজকের ঘটনাকে এমন গভীরভাবে মনে গেঁথে ফেলো না।' এ কথায় হঠাৎ কে-র মনে অন্য কথা উঁকি মারল। সে ভাবল তারা পরস্পর একমত হোক বা না-হোক তাতে কি আসে যায়? 'আমার তো মনে হচ্ছে না আজকের ঘটনা আমার মনে তেমন গভীর রেখাপাত করেছে।'

দরজার কাছে সরে এসে এবার কে জিজ্ঞাসা করল 'ফ্রাউলিন বার্সৎনার কি বাড়ি আছে?

'না' ফ্রাউ গ্রুবাক জবাব দেয়। আর এই শুকনো খবরটি দেবার সময় তার হাসি ছিল আন্তরিক যদিও বিলম্বিত সহানুভূতিসূচক। 'সে থিয়েটারে গেছে। তার কাছে কি তোমার জিজ্ঞাস্য কিছু আছে? তাকে কি আমি খবর দেব?'

'না, তার কোনো দরকার নেই। আমি শুধু তার সঙ্গে দু একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'আমি অবশ্য বলতে পারছি না কখন সে থিয়েটার থেকে ফিরবে। সাধারণত সে যখন থিয়েটারে যায়, তখন বেশ রাত করেই ফেরে।'

দরজার দিকে মুখ ফেরালো কে। 'এসব কথায় কোনো লাভ নেই এখন।' তার মাথাটা এবার বুকের ওপর ঝুলে পড়ল 'আমার ইচ্ছা ছিল তার কাছে ক্ষমা চাই। কারণ আজ সকালে আমার জন্যই তার ঘরটা আটকে ছিল।'

'তার কোনো দরকার নেই হের কে। দেখছি খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই তোমার চোখ আছে। তবে কথা কি জান? ফ্রাউলিন এসব ব্যাপারের কিছুই জানে না। সে খুব ভোর থেকেই আজ বাড়ির বাইরে। ঘরের সব কিছুই আবার ঠিক করে রাখা হয়েছে, তুমি নিজেই এসে দেখ না কেন।' এই বলে সে ফ্রাউলিন বার্সৎনারের ঘরের দরজা খুলে দিল।

'ধন্যবাদ, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।' কে একথা বলল বটে, কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে বার্সৎনারের ঘরেও সেই সঙ্গে ঢুকলো। অন্ধকার ঘর। চাঁদের নরম আলোয় ঘরটা ভরে গেছে। তবু দেখা গেল, ঘরের সব কিছুই বেশ পরিপাটি। এমন কি ব্লাউসটাও আর জানালায় ঝুলছে না। বালিশগুলো বিছানার ওপর যেন বড় বেশি উঁচু মনে হচ্ছে। দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক চাঁদের আলোয় তাদের শুইয়ে রাখা হয়েছে।

'ফ্রাউলিন বার্সৎনার প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফেরে, তাই না?' কথাগুলি বলে কে এমনভাবে ফ্রাউ গ্রুবাকের দিকে তাকাল যেন এজন্য দোষটা তারই। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে উত্তর দিল ফ্রাউ গ্রুবাক, 'অল্প বয়সের ছেলে মেয়েরা সাধারণত এরকম করেই থাকে।'

'তা ঠিক' কে বলে। 'কিন্তু বাড়াবাড়ি কি ভাল?'

'হের কে, তোমার কথা ঠিক, বাড়াবাড়ি হতেও পারে। অন্তত এসব ক্ষেত্রে তো বটেই। আমার অবশ্য বার্সৎনারের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। বড় ভালো মেয়ে সে। কর্মঠ, সুরুচিসম্পন্ন আর খুব দয়ালু তার মন। তার এই সমস্ত গুণেরই আমি প্রশংসা করি। তবে আসলে কথাটা হল তার আরো একটু অহঙ্কার থাকা উচিত। নিজের সম্পর্কে আর একটু সচেতন হবার জন্যই এর দরকার। এই মাসেই আমি দুবার বেশ দূরের এক নির্জন রাস্তায় তাকে দেখেছি। আর দুবারই ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গে। ব্যাপারটায় আমি বড়ো বিচলত হের কে। অবশ্য একথা আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলিনি, তবে আমার ভয় হয়, এমনি করেই হয়ত সে চলতে থাকবে। বিষয়টা নিয়ে আমাকে তার সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। আর তাছাড়া ওর সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ নয়।'

'তুমি বোধ হয় ভুল করছ।' চটে উঠে উত্তর করল কে। এমন হঠাৎ সে রেগে গেল, আর রাগটাও ঠিকমত সে লুকোতে পারল না। 'ফ্রাউলিন বার্সৎনার সম্পর্কে আমার কথার ঠিক অর্থটাও তুমি বুঝতে পারনি। আমি তাকে বেশ ভালো করেই চিনি। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি বার্সৎনারকে তুমি কিছুই বলবে না। আসলে তুমি বেশ ভুল করেছ। তার একটাও সত্যি নয়। অবশ্য আমার বোধহয় একথা বলা উচিত হল না। আমি তোমাকে বাধা দিতে চাই না। তুমি যা বলতে ইচ্ছে হয় তাই তাকে বলতে পার। আচ্ছা তবে আসি, গুড নাইট।'

'হের কে?' ফ্রাউ গ্রুবাক তাড়তাড়ি তার পিছু পিছু দরজার দিকে এগোল। কে ততক্ষণে দরজাটা খুলে ফেলেছে। 'আমি বার্সৎনারকে এখনই কিছু বলতে চাইনি। অবশ্যই আমি অপেক্ষা করব ভবিষ্যতে কী ঘটে দেখবার জন্য। তবে বিশ্বাস কর, তুমি ছাড়া কাউকে আমি এসব কথা বলিনি, বিশ্বাস করো। আসলে আমার এই দুশ্চিন্তা আমার বোর্ডারদের জন্যই। আমার বাড়ির সুনাম রক্ষার চেষ্টা আমি সেইজন্যই করি আর সে কারণেই, এ ব্যাপারে আমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে ছিলাম।' দরজার ফাঁক দিয়ে কে চিৎকার করে উঠল 'সুনাম রক্ষা, তাই না? তুমি যদি তোমার বাড়ির সুনাম রক্ষার জন্য অতই চিন্তা করতে তবে, সবচেয়ে আগে আমাকে তোমার নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল।' এই কথার শেষে কে দরজা বন্ধ করে দিল, গ্রাহ্যই করল না দরজার অন্যদিকের মৃদু টোকা মারার শব্দে।

ঘরে ফিরে এসে তার মোটেও ঘুমুতে ইচ্ছা করছিল না। সে তাই ঠিক করল জেগেই থাকবে, আর এই সুযোগে লক্ষ্য করবে সত্যিই কখন ফ্রাউলিন বার্সৎনার ঘরে ফেরে। সম্ভব হলে তখনই তার সঙ্গে কথা বলবে। যদিও সেই সময়টা তেমন সুবিধাজনক নয়। জানালার কাছে এবার ক্লান্ত চোখে বসল কে। চোখ বুজে, সে ভাবল ফ্রাউলিন বার্সৎনারকে সে তার সঙ্গে একযোগে নোটিশ দেবার কথা বলবে? সে বেশ অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে দেখল, ফ্রাউ গ্রুবাককে নোটিশ দেওয়াই উচিত। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারল এটা বড় বেশি মাত্রাছাড়া হয়ে পড়বে। তার মনে হল, বড় বেশি প্রতিক্রিয়া এ ব্যাপারে তখন ফুটে উঠবে। সকালের ঘটনার ফলে সে কি নিজেই এই আস্তানাটা ছাড়তে চাইছে? বোধহয় এমন সন্দেহ তার নিজেরই হল। কিন্তু এর চেয়ে অর্থহীন আর কিছু হতে পারে না। অর্থহীন তো বটেই, এমন কি বিভ্রান্তিকরও।

নিচে ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে শ্রান্ত হয়ে কে এবার সম্পূর্ণ-ভাবে নিজেকে সোফায় ডুবিয়ে দিল। তার আগে 'এণ্ট্রেন্স হলের' দরজাটা একটু

ফাঁক করে রাখল। যেই আসুক না কেন, সে যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে সে তার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারবে না। রাত এগারোটা পর্যন্ত সোফায় বসে একটা সিগার টেনে সে কাটিয়ে দিল। কিন্তু এইভাবে শুয়ে থাকতে তার আর ভাল লাগল না। তাই উঠে 'এণ্ট্রেন্স হল' পর্যন্ত বার কয়েক পায়চারি করল। তার ভাবখানায় মনে হল যেন এর ফলে হয়ত ফ্রাউলিন বার্সৎনার তাড়াতাড়ি ফিরবে। অবশ্য ফ্রাউলিনকে দেখার জন্য কোনো বিশেষ আগ্রহ আর সে অনুভব করছিল না। এমন কি মনেও করতে পারল না আসলে তার মুখের চেহারাটা কি রকম। কিন্তু এখন সে তার সঙ্গে কথা বলতেই চায়। কিন্তু এত দেরি হওয়ায় সে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল, তার মনে হল এই বাজে দিনটা যেন তার দেরি করে আসার জন্য আরও বিশৃঙ্খল আর বিশ্রী হয়ে গেল। তার দোষেই কে-র আজ সাপার খাওয়াও হয়নি। তার জন্যই এলসার কাছে যাওয়াটাও স্থগিত রেখেছিল। এই সন্ধ্যায় সে তার কাছে যাবে ভেবে রেখেছিল। অবশ্য এখনই সে এই সব ত্রুটি শুধরে নিতে পারে যদি সে সোজা এলসা যে বিয়ার বার-এ কাজ করে সেখানে চলে যায়। বেশ, মনে মনে ঠিক করল কে, ফ্রাউলিন বার্সৎনারের সঙ্গে কথা শেষ করে সে এলসার ওখানেই চলে যাবে।

রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারটার কিছু বেশি। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ। এতক্ষণ এলোমেলো চিন্তায় এতই সে ডুবেছিল আর সমানে পায়চারি করছিল যে বাড়িতে ঢোকার হলটি যেন তার নিজেরই ঘর। পায়ের শব্দ শুনে এবার সে নিজের শোবার ঘরে পালাল। ফ্রাউলিন বার্সৎনারই বাড়ি ফিরেছে। সামনের দরজায় তালা বন্ধ করতে করতে ফ্রাউলিন বার্সৎনার যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল। সে তার তন্বী দেহে সিল্কের শালটা জড়িয়ে নিল। এক মুহূর্তের মধ্যেই সে তার নিজের ঘরে পৌঁছবে। আর এত রাত্রে, এমন সময় নিশ্চয়ই কে তার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করবে না। তাই কে-র যদি কোনো কথা তাকে বলবার থাকে তো এক্ষুনি সেরে ফেলতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কে তার ঘরের আলো জ্বালাতে গিয়েছিল। এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতেই তাকে বার্সৎনারের সামনে গিয়ে পড়তে হবে, যার ফলে সে হয়ত চমকে উঠবে। কিন্তু নষ্ট করার মত সময় নেই, তাই দ্বিধায় সে ফিস-ফিসিয়ে উঠলো দরজার ফাঁক থেকে। 'ফ্রাউলিন বার্সৎনার।'—শমন জারির ভঙ্গি তার গলার স্বরে নেই বরং যেন প্রার্থনার সুর শোনালো। 'কে ওখানে?' চোখ বড়ো বড়ো করে চারিদিকে তাকিয়ে ফ্রাউলিন বার্সৎনার জিজ্ঞাসা করল।

'আমি' কে সামনে এগিয়ে এসে বলল।

একটু হেসে এবার ফ্রাউলিন বার্সৎনার বলল 'ও, হের কে? কি খবর? গুড

ইভনিং।' সে তার হাতখানা কে-র দিকে বাড়িয়ে দিল। 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল। তোমার কি এখন সময় হবে?'

'এখন?' বার্সৎনার জিজ্ঞাসা করে। 'এখনই কি বলতে হবে? সময়টা খুব অস্বাভাবিক, তাই নয়?'

'রাত নটা থেকে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'ওঃ, কিন্তু আমি যে থিয়েটারে গিয়েছিলাম, কি করে জানব, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছ?'

'তোমাকে আমি যে কথা বলব, তা আজকেরই কোনো ঘটনা নিয়ে।'

'ও বেশ। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে আমি বড় ক্লান্ত, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আমার ঘরে এসো। সেখানে কয়েক মিনিট কথা বলা যাবে। আমরা নিশ্চয়ই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি না। আমার নিজেরই তাহলে খুব খারাপ লাগবে, অবশ্য আমাদের নিজেদের কথা ভেবেই—ওদের জন্য নয়। এখানে একটুখানি অপেক্ষা কর তুমি, আমি ঘরে গিয়ে আলো জ্বালবার পর এখানকার আলোটা তুমি নিভিয়ে দেবে।'

কে কথামত কাজ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফ্রাউলিন বার্সৎনার তার ঘর থেকে আবার তাকে ঘরে যেতে ফিসফিস করে ডাকল। একটা সোফার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল 'বসো।' ক্লান্তির কথা অমন ভাবে ঘোষণা করেও সে নিজে কিন্তু বিছানার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমন কি সে তার অজস্র ফুল দিয়ে সাজানো ছোট্ট টুপিটাও খুলে রাখতে ভুলে গেল। 'হ্যাঁ, এবার বলো তোমার কী কথা। আমি বেশ কৌতূহল বোধ করছি।' সে তার একটা পা অন্য পায়ে আড়াআড়ি করে রাখল।

'তুমি হয়তো বলবে' কে বলতে শুরু করল 'আমার কথাগুলো এখনই না বললেও চলতো, এমন কিছু জরুরী প্রয়োজন এর ছিল না, কিন্তু…'

'থাক থাক! আর ভূমিকার দরকার নেই।' ফ্রাউলিন বার্সৎনার জবাব দেয়। 'আমার পক্ষেও তাহলে ব্যাপারটা বেশ সহজ হল। আজ সকালে তোমার ঘরে যে গোলমাল হল, তার জন্য আমিও কিছু পরিমাণে দোষী। যারা এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এ সমস্ত তারা করেছে। তবু যখন আমি আমার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন, তখন এই ঘটনার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।' এ কথায় ফ্রাউলিন বার্সৎনার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। কে-র দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করল 'আমার ঘর?'

'হ্যাঁ, তোমারই ঘর' কে কথা কটি বলে চোখ তুলে তাকাল এবং এই

প্রথম তারা পরস্পর পরস্পরের চোখে চোখ রাখল। 'যেভাবে ঘরটা তচ্‌নচ্‌ করা হয়েছিল সে কথা বলাও যায় না।' 'নিশ্চয়ই সেসব ঘটনার সবই শোনার মত—।' ফ্রাউলিন বার্সৎনার বলল। 'না'—কে বলে উঠল। বার্সৎনার বলল, 'বেশ, তাহলে আমি আর এই গোপন বিষয়ে কিছুই জানতে চাই না। তুমি যখন বলছ এতে উৎসাহিত বোধ করার মত কিছুই নেই, তখন চুপ থাকাই ভাল। আমার কাছে তো ক্ষমা চেয়েছো, আর আমিও তা মঞ্জুর করলাম। বিশেষ করে যখন আমি কোনোরকম দাপাদাপির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।' নিতম্বের ওপর দুটি খোলা হাতের পাতা চেপে সে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এরপর একসময় সে মাদুরে মোড়া দেওয়াল, যেখানে তার ফোটোগুলো টাঙানো ছিল, সেখানে এসে দাঁড়াল।

'এ কি, আমার ফোটোর এমন দশা কেন?' চিৎকার করে বলল ফ্রাউলিন বার্সৎনার। 'বুঝতে পারছি, সত্যিই আমার ঘরে কেউ ঢুকেছিল, যার এ ঘরে ঢোকবার কোনো অধিকার নেই।' কে কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল। মনে মনে সে ব্যাঙ্কের কেরানী কমিনরের মুণ্ডপাত করছিল! কমিনরই বা কেমন। সে কি ফোটোটা নাড়াচাড়া না করে থাকতে পারে নি?

'কি অসম্ভব ব্যাপার।' আবারো বার্সৎনার বলে ওঠে, 'এখন দেখছি, আমার অনুপস্থিতিতে যাতে তুমিও আমার ঘরে নিজে থেকেই না আসো, সে জন্য বাধ্য হয়েই তোমাকেও আমার নিষেধ করতে হবে। অথচ এ কাজে তোমার নিজেরই তো বাধা দেওয়া উচিত ছিল।'

ফোটোটার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে কে বলল 'আমি তো তোমাকে ইতি-মধ্যেই বলেছি ফ্রাউলিন বার্সৎনার। তোমার এসব ছবিতে আমি হাত দিইনি। তবুও যখন তুমি বিশ্বাস করছো না তবে সমস্ত ঘটনাটা শোনো। ইনটারোগেশন কমিশন তাদের কাজের সুবিধার জন্য তিনজন ব্যাঙ্কের কেরানীকে এনেছিল। তাদের মধ্যেই আমার বিশ্বাস কেউ এ কাজ করেছে। তবে তাকে আমি সহজে ছাড়ব না। সুযোগ পেলেই তাকে বরখাস্ত করব।'

তবু বার্সৎনারের চোখে প্রশ্ন।

'তুমি হয়তো আমার কথা বুঝতে পারছ না। তবে আমি যা বলছি তার প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। আজ সকালে এখানে ইনটারোগেশন কমিশন এসেছিল', কে বলল।

'তোমার জন্য? না', ফ্রাউলিন বার্সৎনার জোরে শব্দ করে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল।

কে বলল 'হ্যাঁ, তোমার কি ধারণা আমি কোনো অপরাধ করতে পারি না?'

'তুমি অপরাধ করতে পার কি পার না এই মুহূর্তে আমি জোর দিয়ে তার কিছুই বলতে চাই না। এই ঘটনার তো অনেক রকম অর্থ ই হতে পারে। আর তাছাড়া, তোমাকে আমি কতটুকুই বা চিনি। তবে অপরাধের অভিযোগ নিশ্চয়ই বেশ গুরুতর, তা না হলে কি কোনো লোককে জেরা করতে ইনটারোগেশন কমিশন এসে হাজির হয়। আচ্ছা, তোমাকে তো দেখে মনে হয় তুমি জেল থেকে পালাবার মত কোনো অপরাধ করোনি।' 'তোমার কথাই ঠিক।' কে বলল। 'আমার মনে হয় শীঘ্রই ইনটারোগেশন কমিশন বুঝতে পারবে আমি শুধু নিরপরাধই নই, তারা আমার বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কে যে ধারণা করেছে তাও ভুল।'

এবার খুব সতর্ক হয়ে জবাব দেয় ফ্রাউলিন বার্সৎনার 'নিশ্চয়ই এটাই সম্ভব।'

কে আবার একই কথায় ফিরে এসে বলল 'তোমার বোধহয় আইন সম্পর্কিত ব্যাপারে তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই?'

'না, আমার নেই। তবে দেখ, আমি সব বিষয়েই জানতে চাই। আর আইন-আদালতের ব্যাপার আমার জানতে বিশেষ করে আগ্রহ হয়। আইন-আদালতের মনোযোগ আকর্ষণ করার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তাই না? তবে খুব শিগ্‌গিরই আমার এই অজ্ঞতার নিরসন করছি, কারণ আগামী মাস থেকে আমি এক আইনজীবীর কর্মচারী হিসাবে কাজ নিচ্ছি।'

'বাঃ বেশ চমৎকার তো! তাহলে তো তুমি আমার এই মামলার কিনারা করতে বেশ সাহায্য করতে পারবে।'

'তা হতে বাধা কি? কারণ আমি আমার অভিজ্ঞতাটা ভালো করে কাজে লাগাতে চাই।' 'না না, তুমি আমার কথাটা হাল্কাভাবে নিও না। আমি কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্ব দিয়েই বলছি। আমার মামলাটি খুবই সাধারণ, তাই কোনো উকিল মোক্তারের তেমন দরকার নেই। একজন উপদেষ্টা পেলেই আমি বেশ ভালোভাবে কাজ চালিয়ে নিতে পারব।'

এবার ফ্রাউলিন বার্সৎনার বলল 'কিন্তু কারো উপদেষ্টা হবার আগে আমার তো জানা দরকার ব্যাপারটি কি।'

'এই তো হয়েছে মুশকিল। ব্যাপারটা আমি নিজেই কি ভালো করে জানি?'

'তাহলে তুমি এতক্ষণ আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?' গভীর হতাশার সঙ্গে বলল বার্সৎনার। 'এত রাতে এই ঠাট্টা করার তেমন কোনো দরকার ছিল

না।' এই বলে সে ফোটোগুলির পাশ থেকে সরে গেল। দীর্ঘ সময় তারা এইখানে দাঁড়িয়ে, কথাবার্তা আলাপ আলোচনা করছিল।

'কিন্তু ফ্রাউলিন বার্সৎনার আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না। আমি যতটুকু জানি তোমাকে তার সবটাই বলেছি। তবু তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না। আর তাছাড়া ইনটারোগেশন কমিশনটা তো আসল নয়। আমি একে ইনটারোগেশন কমিশন নাম দিয়েছি মাত্র, কারণ অন্য কী নাম দেওয়া যেতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। তাছাড়া আমাকে কমিশন কোনোরকম জেরাই করেনি, শুধু গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু ওটা কমিশনই ছিল।'

সোফার ওপর বসে ফ্রাউলিন বার্সৎনার হেসে উঠল। সে প্রশ্ন করল 'তাহলে ওটা কিসের মতন?' 'হরিবল'। কথাটা বলার সময় কে একেবারেই ভাবেনি সে কি বলছে। তার দৃষ্টি তখন বার্সৎনারের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের মত নিবদ্ধ। হাতের ওপর মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছিল ফ্রাউলিন বার্সৎনার। কনুইটা সোফার কুশনের ওপর রাখা। অন্য কনুইটা সে খুব ধীরে ধীরে কোমরের ওপর বুলিয়ে দিচ্ছিল। কে তার দৃষ্টি ফেরাতে পারছিল না। 'তোমার জবাবটা, তো খুবই সাধারণ ধরনের হল।' বার্সৎনার বলল। 'তুমি বলছ খুব সাধারণ?' কে যেন এবার সম্বিৎ ফিরে পায়। 'তোমাকে ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল দেখাব?' কথাটা শেষ করে সে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই নড়তে পারল না।

'আমি এখন বড় ক্লান্ত।' ফ্রাউলিন বার্সৎনার বলল।

'হুঁ, আর তুমি বাড়িতেও ফিরেছ বেশ দেরি করে।'

'আর তাই বুঝি তুমি আমাকে বকাবকি করছো? অবশ্য বকুনি খাওয়াই আমায় উচিত, কারণ তোমাকে এভাবে ঘরে নিয়ে আসা আমার উচিত হয়নি। তবে এসবের কোনোই দরকার ছিল না, তা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।'

'না না দরকার আছে বৈ কি। আমি তোমাকে এক মিনিটের মধ্যে সব দেখাচ্ছি।' এই বলে কে জিজ্ঞাসা করল 'আমি কি এই নাইট টেবিলটা তোমার বিছানার পাশ থেকে সরাতে পারি?' ফ্রাউলিন বার্সৎনার এই প্রশ্নে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এ আবার কি! টেবিলটা সরিয়ে তুমি কি করতে চাও? না না, টেবিলটা সরাবে না।' 'কিভাবে সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা তাহলে আর তোমাকে দেখাতে পারলাম না।' কথাগুলি কে এমনভাবে বলল যেন মনে হল তার অপূরণীয় কোনো ক্ষতি হয়ে গেল। 'ওঃ ঘটনাটা দেখাবার জন্য তাহলে তুমি টেবিলটা সরাতে চাইছো? তবে সরিয়ে দাও। যেভাবে ইচ্ছা সরিয়ে ফেলো।' ফ্রাউলিন বার্সৎনার বলে উঠল। তারপর একটু থেমে আবার একটু নিচু গলায়

যোগ করল 'আমি এখন এত ক্লান্ত যে তুমি তোমার খুশিমত যা ইচ্ছে তাই করতে পার।'

কে টেবিলটা সরিয়ে ঘরের মাঝখানে রাখল। তারপর নিজে গিয়ে তার পিছনে বসল। 'লোকগুলি কোথায় কিভাবে ছিল, তার একটা ছবি নিশ্চয়ই এখন তোমার জানা থাকা দরকার। ব্যাপারটা অদ্ভুত মজার। মনে করো আমি ইন্সপেকটর, ওখানে ওই বাক্সটার ওপর ওয়ার্ডার দুজন বসে ছিল। আর তোমার ফোটোগুলির পাশে তিনজন যুবক দাঁড়িয়ে। মাঝে একবার বলা দরকার, জানালায় একটা সাদা ব্লাউস ঝোলানো ছিল। ছবিটা হ'ল মোটামুটি এইরকম। এবার আসল কথা শুরু করি। হায় হায়, আমি আমার নিজের কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। আর আমিই তো এই ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। হ্যাঁ, আমি এইখানে, এই টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ইন্সপেকটর পায়ের ওপর পা রেখে বেশ আরামে বিশ্রাম করছিল। চেয়ারের পিছনে এইভাবে সে তার হাতটা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। লোকটা একেবারে অসভ্য। এবার আমরা সত্যিই শুরু করতে পারি—। ইন্সপেকটরটি চিৎকার করছিল। তার চিৎকারে মনে হচ্ছিল যেন সে আমার ঘুম ভাঙাতে সচেষ্ট। কিন্তু আসলে সে হল্লা করছিল। আমার ভয় হচ্ছে। তোমাকে ব্যাপারটা বোঝাতে হলে আমাকেও তেমন হল্লা করতে হবে। অবশ্য ও শুধু আমার নাম ধরেই চিৎকার করছিল।'

ফ্রাউলিন বার্সৎনার এতক্ষণ যেন কে-র কথাগুলো শুনে বেশ মজা পাচ্ছিল। কিন্তু এবার সে তার ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে তাকে চেঁচাতে নিষেধ করল। কিন্তু এখন বেশ দেরিই হয়ে গেছে। কে তার নিজের অভিনয়েই মশগুল। সে বেশ চিৎকার করে বলল 'জোসেফ কে', অবশ্য ইন্সপেক্টর যত জোরে চিৎকার করেছিল, তার থেকে আস্তেই। কিন্তু আওয়াজটা এমন ছিল যে বাতাসে বেশ কিছুক্ষণ স্থির থেকে শব্দটা ধীরে ধীরে সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

পাশের ঘরের দরজায় তখন হঠাৎ জোরে কড়া নাড়ার শব্দ। শব্দটা বেশ তীক্ষ্ণ ও জোরালো অথচ সঙ্কেতময়। ফ্রাউলিন বার্সৎনার যেন কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। সে তার বুকের ওপর হাত রাখল। কে হঠাৎ দারুণভাবে চমকে উঠল। যে মেয়েটির সামনে সে সকালের ঘটনাগুলো দেখাচ্ছিল, তার ওপর এবং ঘটনাগুলির চিন্তা থেকে মনটাকে সরিয়ে আনতে তার বেশ একটু সময় লাগল। সম্বিৎ ফিরে পেতেই, তাড়াতাড়ি সে বার্সৎনারের কাছে এগিয়ে গেল এবং তার হাতদুটো মুঠোয় তুলে নিল। তারপর ধীরে ধীরে ফ্রাউলিন বার্সৎনারের কানে কানে বলল 'ভয় কী! আমি আছি। সব এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কে কড়া নাড়ল?

পাশের ঘরে তো কেউ ঘুমুচ্ছে না।' বার্সৎনার তার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল 'না, কাল থেকে ফ্রাউ গ্রুবাকের ভাইপো, একজন ক্যাপ্টেন ওখানে ঘুমুচ্ছে। অন্য কোনো ঘর না পাওয়ায় এই ব্যবস্থা। আমি এসব কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। তোমাকে এমন চিৎকার করতে কে বলেছিল? আমার সব গোলমাল হয়ে গেল।'

'গোলমাল কিছুই হয়নি।' তারপর যখন ফ্রাউলিন বার্সৎনার আবার কুশনের ওপর শুয়ে পড়ল, কে তার কপালে চুমু খেল। তাড়াতাড়ি তখন সে আবার উঠে বসে বলে উঠল: 'তুমি চলে যাও, এখান থেকে চলে যাও। এক্ষুনি চলে যাও। কী ভেবেছো তুমি? সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছে—কী জ্বালাতেই যে ফেলেছো আমাকে?' 'আমি যাব না' কে বলল। 'তুমি একটু শান্ত না হলে আমি কিছুতেই যাব না, চল আমরা ঘরের এক কোণায় চলে যাই। তাহলে ও আর আমাদের কোনো কথা শুনতে পাবে না।' ফ্রাউলিন বার্সৎনার এবার কে-র কাছে আত্মসমর্পণ করল। আবারো কে বলল 'তুমি ভুলে গেছো, ব্যাপারটা তোমার পক্ষে অবশ্যই অপ্রীতিকর তবে ভয়ানক কিছু নয়। তুমি জান ফ্রাউ গ্রুবাকের এই ব্যাপারে বেশ হাত আছে। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন যখন তার ভাইপো। এ'ও বোধহয় তুমি জানো সে আমাকে শ্রদ্ধা করে এবং আমার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করে। সে আমার ওপর নির্ভরশীলও। আমি এমন কথাও তোমাকে জানাতে পারি যে, সে আমার কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করেছে। আমাদের দুজনের এখানে একত্রে থাকার যে ব্যাখ্যাই তুমি আবিষ্কার কর না কেন, আমি তাই তাকে বিশ্বাস করাতে পারব। আমি শপথ করছি যে, তোমার ব্যাখ্যা যদি স্বাভাবিক হয় তবে তা শুধু ফ্রাউ গ্রুবাককে দিয়ে প্রকাশ্যে মেনেই শুধু নেওয়াব, না পরন্তু সে যাতে সত্যি সত্যিই তা বিশ্বাস করে সে ব্যবস্থাও করব। আমার জন্য তোমার ভাবনার কোনো দরকার নেই। তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে আক্রমণ করছি—এমন কথা রাষ্ট্র হোক, আমি তাতেই রাজি, ফ্রাউ গ্রুবাককে আমি তাই বলব। সে আমার ওপর থেকে এতটুকু বিশ্বাস না হারিয়েও একথা মেনে নেবে। আমার প্রতি সে এত অনুগত।'

ফ্রাউলিন বার্সৎনার এ কথায় চুপ করে থাকল। কোনো কথাই তার মুখ ফুটে বেরোল না। সে নিচে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। কে বলল, 'আমি তোমার ওপর হামলা করেছি, একথা কেন ফ্রাউ গ্রুবাক বিশ্বাস করবে না?' কে বার্সৎনারের চুলগুলো দেখছিল। নিপুণভাবে ভাগ করা চুলের সিঁথি, কয়েক গোছা নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। তবু যেন বেশ সাজানো তার লালচে চুলের ঢেউ। সে আশা করে ছিল বার্সৎনার মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দেবে, কিন্তু মুখ

না তুলে, তার ভঙ্গির কোনোরকম পরিবর্তন না করে, ফ্রাউলিন বার্সৎনার বলল 'আমাকে ক্ষমা করো। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ক্যাপ্টেনের উপস্থিতি আমায় তেমন বিচলিত করেনি। আমি দরজার বেশ কাছে বসেছিলাম, তাই মনে হয়েছিল আমার ঠিক পাশেই বুঝি কেউ কড়া নাড়ছে। তুমি আমাকে যা বললে, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারলাম না।

'আমার ঘরে যা কিছু ঘটুক, আমি তার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি। আমার কিছু আসে যায় না কে কী ভাবল বা জিজ্ঞাসা করল তা নিয়ে। তোমার প্রস্তাবে আমার প্রতি যে অপমানকর ইঙ্গিত আছে তা তুমি বুঝতে পারোনি দেখে আমি অবাক হচ্ছি! অবশ্য তোমার প্রস্তাব যে শুভবুদ্ধি প্রণোদিত তা আমি উপলব্ধি করছি। কিন্তু এখন তুমি যাও। আমাকে এবার একা থাকতে দাও। মানসিক শান্তির জন্যই এখন একটু নির্জনতার প্রয়োজন। এর আগে তা এমন গভীরভাবে আমি কখনো অনুভব করিনি। তোমার কয়েক মিনিট এতক্ষণে আধঘণ্টার সীমানাও পার হয়ে গেছে।' কে ফ্রাউলিন বার্সৎনারের হাত দুটো ধরল। তারপর তার হাতের কব্জি জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু তুমি আমার ওপর রাগ করোনি তো?' বার্সৎনার কে-র মুঠো থেকে তার হাত দুটো মুক্ত করে এনে বলল, 'না, না, আমি কখনো কারুর ওপর রাগ করি না।' কে আবার তার হাত দুটো ধরতে চাইল। সে এবার আর আপত্তি করল না। হাত দুটো কে-র হাতের মুঠোয় দিয়ে সে তাকে দরজার দিকে নিয়ে গেল। কে ইতিমধ্যে চলে যাবার জন্য তার মনকে তৈরি করছিল। কিন্তু দরজার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। তার ভাব দেখে মনে হল যেন দরজাটা ওখানে দেখবে সে আসা করেনি। ফ্রাউলিন বার্সৎনার নিজেকে মুক্ত করার সুযোগটি চট্ করে নিয়ে দরজাটা খুলল, তারপর একেবারে এনট্রেন্স হলে এসে দাঁড়াল। সেখানে সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল 'লক্ষ্মীটি। এবার তুমি যাও, দেখ' সে ক্যাপ্টেনের দরজার দিকে আঙুল তুলল। দরজার নিচে একফালি আলো দেখা যাচ্ছে—'সে আলো জ্বেলে আমাদের ব্যাপার দেখছে। আর এই ফাঁকে বোধহয় বেশ মজাও লুটে নিচ্ছে।'

'আমি আসছি' কে বলল। এই বলে সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফ্রাউলিন বার্সৎনারকে জড়িয়ে ধরল। তারপর প্রথম সে তার ঠোঁট ঠোঁটের ওপর রেখে চুমু খেলো। তারপর ফ্রাউলিন বার্সৎনারের সমস্ত মুখমণ্ডলকে তার চুমোয় ভরিয়ে দিল। তার চুমো খাওয়ার ধরন দেখে মনে হয়, বহু অভীষ্ট স্বচ্ছ জলের ঝরনার ওপর তৃষ্ণার্ত একদল পশু লোভে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সবচেয়ে শেষে সে ফ্রাউলিন

বার্সৎনারের ঘাড়ে চুমু খেলো। সেখান থেকে মুখ সরিয়ে এনে ঠোঁট দুটো অনেকক্ষণ ধরে রাখল ঠিক গলার ওপর। একটু পর তার ঘোর ভেঙে গেল, সে চোখ তুলল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ যেন ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে সামান্য শব্দ শুনতে পেলো।

'আমি এখন চলি' কে বলল। সে বোধহয় ফ্রাউলিন বার্সৎনারকে তার প্রথম নামে ডাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তার নাম জানত না। কে-র কথায় ফ্রাউলিন পরিশ্রান্তভাবে ঘাড় এলালো। তার একখানা হাত আলতোভাবে কে-র দিকে চুমুর জন্য তুলে ধরল। সে এমনভাবে একটুখানি ঘুরে দাঁড়াল যেন সে কী করছে কিছুই জানে না। মাথা নিচু করে তারপর সে তার নিজের ঘরে ফিরে গেল।

ঘরে ফিরে এসে একটু পরেই কে তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। এবং শোবার সঙ্গে সঙ্গে সে গভীর ঘুমে মগ্ন হল। কিন্তু শোবার আগে সে ফ্রাউলিন বার্সৎনারের প্রতি তার ব্যবহারের কথা একটু ভাবল। আর সব ভেবে সে খুশিই হল। তার শুধু আশ্চর্য লাগছিল এই মনে করে যে, আরো বেশি খুশি সে কেন হতে পারছে না। ফ্রাউলিন বার্সৎনার তার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। আর ক্যাপ্টেনটাও কম ভাবিয়ে তোলেনি।

॥ দুই ॥

প্রথম সওয়াল

কোর্ট থেকে টেলিফোন মারফত কে-কে জানান হল, আগামী রবিবার তার কেস সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক তদন্ত হবে। এরপর থেকে মাসে মাসে তদন্ত চলতে থাকবে। অবশ্য প্রতি সপ্তাহেই যে হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে যত দিন যাবে তদন্তের তারিখগুলো ততই ঘন ঘন পড়বে। কেসটা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ততই মঙ্গল, কিন্তু তদন্তটা সব দিক দিয়েই নিখুঁত ভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন। অবশ্য এর সঙ্গে যেরকম পরিশ্রম ও অশান্তি জড়িয়ে আছে, তাতে এর জের বেশি না টানাই উচিত। এই উদ্দেশ্যেই ঘনঘন অথচ সংক্ষিপ্ত জেরা করার ব্যবস্থা হয়েছে। রবিবার তদন্তের দিন ধার্য করা হয়েছে, তার কারণ আর কিছুই নয়, একমাত্র সেদিনই কে-র অবসর, তাই সেদিন তদন্ত হলে কে-র কাজের কোনো ক্ষতি হবে না। তদন্তের দিন হিসাবে রবিবারই কে-র বেশি পছন্দসই হবে, কোর্ট এটা ধরেই নিয়েছে। তবে অন্য কোনো দিন তদন্ত হলে যদি তার সুবিধা হয় কোর্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করবে সেইমত ব্যবস্থা নিতে। দিনে সম্ভব না হলে এমন কি রাত্রেও তদন্ত হতে পারে। কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর কে-র পক্ষে হয়ত এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব হবে না। এ সবকিছু ভেবে তারা রবিবারই তদন্তের দিন ধার্য করেছেন এবং আশা করছেন কে সেদিন কোর্টে উপস্থিত থাকবে। যদি অবশ্য রবিবার সম্বন্ধে কে-র কোনো আপত্তি না থাকে। তাকে একটা বাড়ির ঠিকানাও দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাকে যেতে হবে। শহরের বাইরে দূরের একটা রাস্তার নাম, কে যেখানে আগে কখনো কোনোদিন যায়নি।

আস্তে আস্তে টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে দিল কে। এত কথার উত্তরে সে একটা কথাও বলেনি। একটা কথাও বলল না। মনে মনে সে স্থির করে ফেলেছে যে রবিবারই সে কোর্টে যাবে। নষ্ট করার মত যথেষ্ট সময় তার আর নেই। এ ব্যাপারকে এখানেই শেষ করে দিতে হবে। প্রথম দিনের তদন্তই যেন শেষ তদন্ত হয়। টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা সে ভাবছিল। এমন সময় ডেপুটি ম্যানেজারের আবির্ভাব। তিনি ফোন করতে এসেছিলেন। কিন্তু কে তখনো ফোনের সামনে দাঁড়িয়ে।

'কোনো খারাপ খবর ?' প্রশ্ন করল ডেপুটি ম্যানেজার। অবশ্য কে-র কোনো দুর্ভাগ্যের জন্য যে সে খুব চিন্তিত তা নয়। আসলে কে টেলিফোনের পাশ থেকে সরে দাঁড়াক এটাই তার ইচ্ছে।

'না। তেমন কিছু নয়।' এক পাশে সরে দাঁড়াল কে। ডেপুটি ম্যানেজার ফোন তুলে কানেকশনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কে-র দিকে তাকিয়ে বলল 'হের কে, আসছে রবিবার আমার বজরা নৌকায় একটা পার্টির আয়োজন করেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আসেন, তাহলে বড়ো খুশি হব। অনেকেই আসছেন সেদিন। আপনার অনেক বন্ধু-বান্ধবও আসবেন। এ্যাডভোকেট হের হামটেয়ারও আসছেন। আপনিও আসুন। খুব ভালো লাগবে এলে।' একটু যেন চেষ্টা করে ডেপুটি ম্যানেজারের বক্তব্যের দিকে মনটা নিবিষ্ট করতে হল কে-র। কিন্তু তার দিক থেকে নেহাৎ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মত বিষয় নয় এটা। ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের কাছে তার সম্মানের এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধের একটা বেশ ভালো পরিমাপ পাওয়া যাচ্ছে এ থেকে। ডেপুটি ম্যানেজার যদিও ফোন কানে করে কানেকশনের অপেক্ষা করবার ফাঁকেই আমন্ত্রণের প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছেন। সাধারণ ভদ্র প্রথাগুলোও মানেন নি, তবু এই আমন্ত্রণ করতে এসেই কে-র কাছে নিজেকে খানিকটা নত করতে হয়েছে তাঁকে। অথচ কে-র সঙ্গে কোনোদিনই এর আগে তাঁর বনিবনা ছিল না। তাই কে প্রথমেই আমন্ত্রণটা গ্রহণ করল না। ইচ্ছে, ডেপুটি ম্যানেজার আরো এক আধবার সবিনয়ে অনুরোধ করুক তাকে। ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানাল কে, বলল 'রবিবার তো একটু ব্যস্ত থাকব। আমার আগে থেকেই অন্য একটা এনগেজমেণ্ট আছে।' 'ও, কিন্তু এলে খুশি হতাম।' ততক্ষণে কানেকশন পেয়ে আলাপ আরম্ভ করেছে ডেপুটি ম্যানেজার। সময় নেহাৎ কম লাগল না আলাপে। কিন্তু কে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়েই রইল টেলিফোনের সামনে। এছাড়া কী সে করতে পারত, সে যেন ভেবে পাচ্ছিল না। ডেপুটি ম্যানেজারের আলাপ শেষ হতেই বিনয় ভাবটা কেটে গেল তার। এ রকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সপক্ষে একটা যুক্তিও দিয়ে ফেলল। রবিবার এক জায়গায় যাবার জন্য ফোন করল এক ভদ্রলোক। কিন্তু কখন যেতে হবে তাই বলেনি। ফোন করে জেনে নিল সময়টা। ডেপুটি ম্যানেজার বলল, 'থাক তেমন জরুরি কিছু নয়।'

যেতে যেতে অন্য বিষয়ে কথা পাড়ল ডেপুটি ম্যানেজার। তার কথার উত্তর দিতে থাকলেও কে-র মাথায় তখন কোর্টের চিন্তা ঘুরছে। সকাল নটায়ই সাধারণত কোর্টের কাজ আরম্ভ হয়। কে স্থির করল রবিবার নটাতেই সে তাকে দেওয়া ঠিকানা খুঁজে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে।

রবিবারটা কেমন নিরুত্তাপ মনে হল, কেমন যেন নিষ্প্রভ। গতকাল গভীর রাত অবধি রেস্তোরাঁয় বসে কাটিয়েছে কে। একটা উৎসব ছিল সেখানে। পরদিন ভোরে তাই ক্লান্ত মনে হল তার নিজেকে। ঘুম ভেঙেছেও একটু দেরিতে। ফলে ঘুম থেকে উঠে একমিনিটও বসতে পারেনি সে। সকালের খাবার না খেয়েই পোশাক পরে বেরিয়ে যেতে হল শহরের প্রান্তে সেই নির্দিষ্ট ঠিকানার উদ্দেশ্যে। সারা সপ্তাহ ধরে যে চিন্তাভাবনা করছিল, সেগুলি একটু গুছিয়ে ভাবারও সময় পেল না। যদিও রাস্তার লোক দেখতে দেখতে যাবার মত যথেষ্ট সময় তার ছিল, সে অন্য কিছু লক্ষ্যই করেনি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার তারই অধীনস্থ তিনজন কর্মচারীর দিকে হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল। তিনজনই তার মামলার সঙ্গে জড়িত। রাবেনস্টাইনার, কুলিখ ও কমিনর। রাবেনস্টাইনার ও কুলিখ একটা ভাড়া গাড়িতে বসে যাচ্ছিল, কমিনর বসেছিল একটা কাফের বারান্দায়। ভাড়া গাড়িটা ঠিক কে-র সামনে দিয়ে চলে গেল। কমিনর বারান্দার রেলিং থেকে ঝুঁকে পড়ে কে-কে দেখে নিল একবার। তাকে এভাবে ছুটতে দেখে ওদের মনে নিশ্চয়ই কৌতূহল জেগেছে। ওরা নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়ে ভাবছে। এমন তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছে তাদের চীফ। সবকিছু উপেক্ষা করার এক মানসিকতা তাকে পেয়ে বসেছে। ভাবল গাড়ি ছাড়াই সে গন্তব্যস্থলে যাবে। একবার ভেবেছিল গাড়ি ডাকে, ইচ্ছে করেই ডাকেনি শেষটায়। কারো কাছ থেকে কোনোরকম সুবিধা আদায় করার কথা ভাবতেই তার ঘৃণা বোধহয়, এমন কি সাধারণ কোনো লোক যদি তার এই মামলায় সাহায্য করতে চায় তাও সে চায় না। সে কারোর কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকতে রাজী নয়। আর তাছাড়া তদন্তকারী কমিশনে অতিরিক্ত সময়ানুবর্তিতার নজির দেখিয়ে উপস্থিত হয়ে, নিজের অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়ে নিজেকে ছোট করতে মোটেই সে চায় না। তবু সে তাড়াতাড়িই হাঁটছিল যাতে ন'টার মধ্যেই পৌঁছতে পারে। অবশ্য তাকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ই জানান হয়নি।

কে ভেবেছিল দূর থেকেই বাড়িটা অনায়াসেই চেনা যাবে। নিশ্চই কোনো বিশেষত্ব থাকবে বাড়িটার গঠনে, তার চরিত্রে। অথবা বহুলোক হয়তো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভীড় করে কলরব তুলবে। কিন্তু জুলিয়াসট্রাসেতে, অর্থাৎ যেখানে আদালত রয়েছে, সেই রাস্তার শেষে এসে থমকে পড়লো সে। তেমন কোনো বিশেষ চেহারার বাড়ি চোখে পড়ল না কে-র। রাস্তার দুধারের ধূসর রঙের বাড়িগুলি সবই প্রায় একই রকম দেখতে। সবগুলিতেই নিতান্ত সব দরিদ্র মানুষজনের বাস। রবিবার বলে প্রায় প্রত্যেক বাড়ির জানালাতেই আজ লোক

দেখা যাচ্ছে। কেউ ঝুঁকে পড়ে সিগারেট ফুঁকছে, অথবা বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে। দু-একটা জানালার ওপর স্তূপীকৃত বিছানার বহর, যেখানে এক-একটি শ্রান্ত বিপর্যস্ত ঘরণীর মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিশ্রী রকম চিৎকার করছে লোকগুলি। কে-র মাথার ঠিক ওপরেই হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে উঠল একবার। কে চমকে তাকাতেই হাসির রোল পড়ে গেল। রাস্তার দুদিকের ফুটপাথে সারবন্দী অনেক মুদি দোকান। মেয়েরা ভীড় করছে দোকানে, গল্প করছে জিনিস কিনতে কিনতে। ফলওয়ালা চলেছে ফলের গাড়ি ঠেলে ঠেলে। হঠাৎ পুরনো একটা ফোনোগ্রাফে বেসুরো বিকৃত সুর বেজে উঠল। গভীর মনোযোগে সব দেখতে দেখতে কে রাস্তা ধরে এগোল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং মন্থর গতিতে। যেন অজস্র সময় রয়েছে তার হাতে। অথবা এরকম ভাবে যেতে যেতেই হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটকে সে দেখতে পাবে, জানালায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তারই জন্য অপেক্ষা করছে এমনভাবে যে তাকে দেখার কোনো সুযোগই যেন নষ্ট না হয়, নটা বেজে গেছে। বাড়িটা খুঁজে বের করল কে। বাড়িটা বেশ অন্য ধরনের। রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে। সদর রাস্তাটা খুব চওড়া, সার্ভিস ট্রাক যাওয়া আসা করতে পারে এমনভাবে তৈরি। বাড়ির বহিরঙ্গটা ভাল করে দেখতে লাগল কে। যদিও এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। উঠোনের চারিদিকে জানা-অজানা অফিসের গুদামগুলির তালাবদ্ধ দরজা দেখতে পেল। এই সব অফিসের অনেক-গুলির নাম তার জানা, ব্যাঙ্কের লেজার থেকে সে জেনেছে। কিছুক্ষণ বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল কে। একটা লোক খবরের কাগজ পড়ছে একটা বাক্সর ওপর বসে বসে। পাশেই দুটো ছেলে হ্যাণ্ড-ব্যারোর ওপর ঢেঁকির মত ওঠানামা করছে। কলের কাছে দাঁড়িয়ে জল ভরছে অল্পবয়সী রোগাটে একটা মেয়ে। রাত্রের পোশাক পরা অবস্থাতেই তাকাচ্ছে কে-র দিকে। উঠোনের এক কোণের এক জানালা থেকে আরেক জানালায় দড়ি টাঙিয়ে ইতিমধ্যেই যে কাপড়গুলো কাচা হয়ে গেছে সে-সমস্ত কাপড় শুকোনো হচ্ছে। একটা লোক তদারক করছে তার কাজের এবং সেটা সে জানিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে চিৎকার করে।

কে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। যে ঘরে সওয়ালজবাব হবে সে ঘরটা খুঁজে বের করা দরকার। কিন্তু একটু এগিয়েই থমকে গেল কে। শুধু সেই একটাই নয়। আরো তিনটে সিঁড়ি পথ রয়েছে সে বাড়িতে ঢুকবার। একটা সরু গলি পথ দিয়ে ভিতর দিকে তাকাতে কে-র চোখে পড়ল সেই বাড়িরই একটা অংশ আর এক ফালি উঠোন। এতগুলো পথের কোন্‌টা ধ'রে এগোতে হবে। অথবা বাড়ির কোন্ অংশে আদালত বসে বুঝে উঠতে না পেরে বিরক্ত হয়ে

উঠলো সে। তার সম্পর্কে যে আইনের জগতের লোকেরা বেশ অবহেলা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়েছে তার কাছে সেটা বেশ পরিষ্কার। ওদের সে কথা জানাতেই হবে ভালো করে। শেষ পর্যন্ত প্রথম যে সিঁড়ি ধরে এগোচ্ছিল, সেটা ধরেই এগিয়ে চলল। চলতে চলতে ওয়ার্ডার উইলেমের একটা কথা তার মনে পড়ে। সে বলেছিল অপরাধ এবং আইনের মধ্যে একটা গভীর আকর্ষণ আছে। তাই কে-র মনে হল যেদিকে সে চলেছে সেটাই ঠিক পথ। আদালত নিশ্চয়ই সেদিকে।

কয়েকটা ছেলে খেলা করছে সিঁড়িতে। কে ওদের মধ্য দিয়ে পথ করে চলে গেল। ওদের খেলায় বাধা পড়ল খানিকটা। একটু যেন চটে গেল ছেলেগুলি। কে ভাবল আবার কোনোদিন যদি আসতে হয় এখানে, কিছু চকোলেট নিয়ে আসবে, অথবা ধরে পেটাতে বেতই আনবে। দোতলায় উঠে খুঁজতে শুরু করল কে। সোজাসুজি কাউকে আদালত কোন ঘরে বসবে সে কথা জিজ্ঞাসা না করে একটা মিস্ত্রীর মতো লোককে সে আবিষ্কার করে ফেলল, যেন তার নাম ল্যানৎস। ফ্রাউ গ্রুবাকের ভাইপোর নামও ল্যানৎস। তাই ল্যানৎস নামটা চট্ করে মনে পড়ে গেল কে-র। প্রত্যেক ঘরের দরজায় গিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, ল্যানৎস নামে কোনো মিস্ত্রী সেখানে বাস করে কি না। সেখানে থাকে কি থাকে না তা কি আর কে জানে না, তবু ঐ ফাঁকে উঁকি মেরে ঘরের মধ্যটা দেখে নেওয়া গেল। কে দেখল আদালত বসার ঘরটা খোঁজার এটাই সবচেয়ে সহজ পথ। বেশি হাঙ্গামা কিছু নেই। অধিকাংশ ভাড়াটেই একখানা ঘর নিয়ে বসবাস করে, সঙ্গেই ছোট একটা রান্নাঘর। বেশ কয়েকজন মেয়েকে দেখল রান্না করছে। স্টোভে এক হাত, অন্য হাতে বাচ্চা কোলে করে। ছোটো ছেলেমেয়েগুলি ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিকে, খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরে বাইরে আসা যাওয়া করছে। আর অ্যাপ্রন পরা উঠ্‌তি বয়সী মেয়েগুলোরও ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি। সব ঘরেই বিছানায় তখনো কেউ না কেউ শুয়ে, যাদের অসুখ তারা তো শুয়ে আছেই, তাছাড়া অনেকে ঘুম থেকেই ওঠেনি তখনো। দু-একটা ঘর বন্ধ রয়েছে। কে কড়া নাড়তেই সাধারণত মেয়েরাই এসে দরজা খুলছে। কে-র প্রশ্নটা শুনছে তারপর ঘরের মধ্যে কাউকে প্রশ্নটা শোনাচ্ছে। তারা বিছানা থেকে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করে 'ল্যানৎস নামে মিস্ত্রী?' 'হ্যাঁ ল্যানৎস।' কে বলল, অবশ্য তার আসল প্রয়োজন সেখানেই শেষ হয়েছে। আদালত যে এ'ঘরে বসেনি সে বিষয়ে তার কোনই সন্দেহ নেই। ল্যানৎস নামধারী লোকটিকে কে-র নিশ্চয়ই খুবই প্রয়োজন, অনেককেই এ বিষয়ে নিশ্চিত মনে হল। অনেকেই নামটা নিয়ে

অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করল। ভাবলও কিছুক্ষণ। ল্যানৎস না হলেও প্রায় ঐ ধরনের নামওয়ালা দু-একজন মিস্ত্রীর কথাও বলল। কেউ বা তার পড়শির কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে এল, ল্যানৎস বলে সেখানে কেউ আছে কি না। আবার কেউ কে-কে সঙ্গে নিয়ে খানিক দূরের একটা ঘরে গেল। তার ধারণা সে ঘরে ল্যানৎস নামে কোনো ভাড়াটে থাকতে পারে। এইভাবে সমস্ত দোতলাটাই কে-র দেখা হয়ে গেল, কিন্তু আদালত ঘরের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেল না। একটি সহৃদয় শ্রমিক তখনো তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—আরও খুঁজে দেখবার জন্য। কে ততক্ষণে হতাশ হয়ে পড়েছে, আর খোঁজার ইচ্ছে নেই, ব্যর্থ মনে হচ্ছে তার সমস্ত কৌশলই। সুতরাং সঙ্গীটিকে বিদায় জানিয়ে ছ'তলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে না গিয়ে সোজা নীচে নেমে এল। কিন্তু সবকিছু এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় সে মনে মনে খুব রেগে উঠল। রীতিমত চটেই গেল সে। না, এভাবে চলে যাওয়া যায় না। তাই আবার ছ'তলায় গিয়ে উঠল কে। প্রথম যে দরজা দেখল তারই কড়া নাড়লো। ছোট ঘরটিতে প্রথমেই তার চোখ গিয়ে পড়ল একটি বিরাট পেণ্ডুলাম-ওয়ালা ঘড়ির ওপর। দশটা বেজে গেছে তখন। বালতির মধ্যে জল নিয়ে বাচ্চাদের জামাকাপড় ধুচ্ছিল একটি তরুণী। কে তাকেই প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ল্যানৎস নামে কেউ থাকে এইখানে?' ভিজে হাতে পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিল মেয়েটি 'ঐ ঘরে যান।' মেয়েটির চোখের তারা দুটি চকচকে কালো।

ঘরে ঢুকে কে-র মনে হল কোনো সভা সমিতির বুঝি অধিবেশন চলছে সেখানে। নানা ধরনের লোক বসে আছে ঘরটায়। একজন নতুন লোক যে ঘরে ঢুকেছে সেদিকে খেয়ালও নেই কারো। ঘরটা একবার ভালো করে দেখে নিল কে। মাঝারি সাইজের ঘর। দুটো জানালা আছে। আর দেখে একটু অবাক হল কে, ছাদেরই ঠিক তলায় এক সারি গ্যালারী। সেখানেও লোকের ভীড় কিছু কম নয়। ঢুকে বেশিক্ষণ দাঁড়াল না কে, বেরিয়ে এলো বাইরে। বড় ভারী ঠেকছিল ঘরের বাতাস। সেই মেয়েটির কাছে আবার গেল সে 'কোথায়, ল্যানৎস-কে তো দেখছিনে'। 'ভেতরে যান', মেয়েটি বলল। তারপর এগিয়ে এসে দরজার হাতলে হাত রাখল। 'দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আর কেউ আসবে না ভেতরে।' 'বুঝলাম' কে বলল। 'কিন্তু ঘর তো আগেই ভরে আছে, তিল রাখবার জায়গা নেই' বলে সে আবার ঘরে ঢুকে গেল।

ঘরে ঢুকতেই কে-র নজরে পড়ল। দুটি লোক এক বিচিত্র ভঙ্গীতে কথা বলছে। একজন দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে যেন কাউকে টাকা দিচ্ছে—এমনি একটা ভঙ্গী করে আছে। আর একজন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হঠাৎ

একখানা হাত এসে কে-র হাত ধরল। কে তাকিয়ে দেখল লাল টুকটুকে মুখের একটা ছোটো ছেলে। ছেলেটি তাকে আকর্ষণ করল সামনের দিকে। 'আসুন আসুন'। কে ছেলেটির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল। দেখল এতো লোকের ভীড়ের মধ্যেও একফালি সরু পথ রয়েছে। হয়তো পথটুকু খালি রেখেই সবাই বসেছে। দুদিকে লোক, মধ্য দিয়ে পথ। সকলেই নিজের দলের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। পোশাক পরিচ্ছদ সকলেরই এক রকম, পুরনো ধরনের লম্বা কালো কোট গায়ে, বেশ ঢিলেঢালা। আর কিছু নয়। এই অদ্ভুত ধরনের পোশাকটাই যেন কেমন মনে হল কে-র। তা না হলে এই ভীড়টাকে একটা রাজনৈতিক সম্মেলন বলে অনায়াসেই ধরে নিতে পারত সে।

ছেলেটি ঘরের অন্য এক প্রান্তে নিয়ে গেল কে-কে। সেখানে একটা মঞ্চের চারদিকে কিছু লোকের ভীড়। মঞ্চের ওপর একটা ছোটো টেবিল। সেই টেবিলের পাশে, মঞ্চের একধারে একটা চেয়ারের ওপর স্থূলদেহী এক ভদ্রলোক বসে আছেন। বেদম হাত-পা ছুঁড়ে কথা বলছেন কারো সঙ্গে। কে-র মনে হল লোকটি বোধ হয় ব্যঙ্গ করছে কাউকে। বিচিত্র মুখভঙ্গী করে ঠাট্টা করছে। যে ছেলেটি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সে বেচারা একটু মুশকিলে পড়ল, দু-তিনবার চেষ্টা করেও কে-র উপস্থিতি সে কোনোমতেই ঘোষণা করতে পারল না, পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে নিজেকে খানিকটা উঁচু করে তুলে ধরে তিনবার কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল মাত্র, কিন্তু বৃথাই, কেউ কান দিল না তার কথায়। অবশেষে একজন লোক সেই বিপুলায়তন ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ছেলেটি এবং কে-র দিকে। ছেলেটির বক্তব্য শুনে ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে তাকালেন একবার। তারপর কে-র মুখের ওপর এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে 'আপনার তো আরো একঘণ্টা পাঁচ মিনিট আগে এখানে পৌঁছবার কথা ছিল।' কে উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকের কথা শেষ হতে না হতেই ঘরের ডানদিক থেকে সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল সবাই।

'আরো একঘণ্টা পাঁচ মিনিট আগে এখানে পৌঁছবার কথা ছিল আপনার।' ভদ্রলোক আবার অভিযোগ করলেন চড়া গলায়। সারা ঘরে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল সে। এবার আর কিছু বলল না, কিন্তু আর সকলের গুঞ্জন বেড়েই চলল। তারপর কে ঘরে ঢুকবার সময় যেমন ছিল, ঘরের অবস্থা তার থেকেও শান্ত হয়ে গেল। শুধু গ্যালারীর লোকগুলো বকে চলল তখনো। ধুলো ধোঁয়ায় অনুজ্জ্বল ঘরে যতটুকু দেখা যায় তাতে মনে হল, গ্যালারীর লোকদের পোশাক যেন নীচের লোকগুলোর পোশাকের থেকেও খারাপ। মাথায় আঘাত লাগবার ভয়ে তাদের

অনেকে তুলোর বালিশ নিয়ে এসে নিজেদের মাথা আর ছাদের মাঝে চেপে রেখেছে।

কে ঠিক করল বেশি কথা না বাড়িয়ে সে শুধু সব দেখে যাবে। সেইজন্য দেরি করে আসার অভিযোগের কোনো কৈফিয়ৎ দিল না। বলল, 'দেরি হোক আর না হোক, এখন তো এসে গেছি।' এ কথায় অভিনন্দনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ঘরের ডানদিকে লোকেরা। 'এদের মুগ্ধ করা খুব সহজ দেখছি।' কে ভাবল। অবশ্য কে-র ঠিক পেছনে, ঘরের বাঁদিকের অংশের নীরবতা তাকে একটু বিব্রত করল। বাঁদিকের শুধু দুএকটি লোক তাকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানালো। কে ভাবতে লাগল, কী করে সে চিরদিনের জন্য ঘরের সকলের হৃদয় জয় করবে। অথবা তা যদি সম্ভব না হয়, অন্তত এই সময়ের জন্য ঘরের অধিকাংশ লোককে মুগ্ধ করবে। 'হুঁ' ভদ্রলোকটি বলেলেন, 'কিন্তু আমি এখন আর আপনার বক্তব্য শুনতে পারব না।' গুঞ্জনের ঢেউ আবার উঠল। এবার অর্থ অনেকটা স্পষ্ট। হাত নেড়ে ঘরের লোকদের থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, 'তবে আমি আজ একবারের জন্য একটা ব্যতিক্রম মেনে নেবো। কিন্তু এই ধরনের দেরি আর যেন কখনো না হয়। আপনি সামনে এগিয়ে আসুন।'

কে-র জন্য পথ করে দিতে একজন মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামল। এগিয়ে গিয়ে কে মঞ্চে উঠল। সে একেবারে লেপ্টে রইল টেবিলের সঙ্গে। তার পিছনে জনতা এত বিরাট যে, মনে হল নিজেকে না সামলালে সে ম্যাজিস্ট্রেটের টেবিলখানা অথবা ম্যাজিস্ট্রটকেই মঞ্চ থেকে ফেলে দেবে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে একটুও বিব্রত মনে হল না। তিনি বেশ আরামে তাঁর চেয়ারে বসে রইলেন, এবং তাঁর পিছনের লোকটির সঙ্গে শেষবারের মতো কয়েকটি কথা বলে একখানা ছোট নোটবই তুলে নিলেন। শুধু ওই নোট বইখানাই টেবিলের ওপরে ছিল। স্কুলের ছাত্রদের বহুদিনের পুরোনো খাতার পাতার মতো তার পাতার ধারগুলো দুম্‌ড়ে গেছে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিজ্ঞভাবে কে-র উদ্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'তাহলে, বাড়ির দেয়াল রঙ করাই আপনার কাজ?' 'না' কে বলল, 'আমি একটি বড় ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজার।' তার জবাবে ঘরের ডানদিকের লোকেরা এমন প্রাণখুলে হেসে উঠল যে, তাকেও হাসতে হল, তারা হাসতে হাসতে কুঁজো হয়ে হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরে হাসির ঢেউ-এ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। যেন প্রচণ্ড কাশির গমকে কাঁপছে। এমন কি গ্যালারীতেও কয়েকজন হাসির তোড়ে যেন ফেটে পড়ল। ম্যাজিস্ট্রেটের মেজাজ তখন চড়ে গেছে। ঘরের অন্য লোকদের আয়ত্তে আনতে না পেরে তিনি গ্যালারীর দিকে তাঁর অসন্তোষের আগুন ছড়াতে

লাগলেন। তাঁর ভুরুদুটি এতক্ষণ লক্ষণীয় ছিল না, এবার উঠে দাঁড়িয়ে তিনি গ্যালারীর দিকে সেই মোটা কালো ঝুপসী ভুরু বিচিত্র ভঙ্গীতে কুঁচকে তাকালেন।

ঘরের বাঁদিকের লোকগুলো কিন্তু আগের মতই নীরব। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। মঞ্চ আর ঘরের ডানপাশের কলরব যেন তাদের ছুঁতে পারছে না। বাঁদিকের লোকগুলো সংখ্যায় ডানদিকের লোকদের থেকে কম। তাদেরও বোধ হয় কোনো গুরুত্ব নেই কিন্তু তাদের থমথমে ভারিক্কি চাল বেশ একটা গুরুত্ব এনে দিয়েছে। কে যখন তার কথা শুরু করল, তার নিশ্চিত ধারণা হল যে, সে বাঁদিকের লোকগুলোর অভিমতই প্রকাশ করছে।

'মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর, আমি ঘর রঙ করি বলে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, অথবা প্রশ্ন নয়, আপনি যে মন্তব্য করেছেন, তা আমাকে নিয়ে যে বিচারের প্রহসন চলছে, তার মতই অজগুবি। আপনি আপত্তি করতে পারেন এ কথায় যে এটা মোটেই কোনো বিচার নয়। সত্যিই তাই। কারণ আমি যদি একে বিচার বলে স্বীকার করে নিই, তাহলেই এটা বিচার, আর যদি মেনে না নিই, তাহলে নয়। তবে এখনকার মতো আমি না হয় স্বীকারই করলাম, বলতে গেলে নেহাতই করুণাবশত, যদি এর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেই হয়, করুণা করে ছাড়া কেউ তা করতে পারে না। আপনার বিচার পদ্ধতি ঘৃণার যোগ্য একথা আমি বলি না। কিন্তু কথাটি আপনার ব্যক্তিগত বিবেচনার জন্য আমি পেশ করতে চাই মাত্র।' কথা শেষ করে কে ঘরের চারদিকে তাকাল, সে কথাগুলো বেশ ধারালো গলায় বলেছে, যতটুকু চেয়েছিল তার থেকেও ধারালো এবং বেশ যুক্তিসহকারে। যেকোনো রকম বাহবা তার এই কথাগুলোর জন্যই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সবাই নীরব। তারা স্পষ্টই পরবর্তী ঘটনার জন্য ব্যগ্রভাবে যেন অপেক্ষা করছে। হয়তো এ ঝড়ের আগের নীরবতা। এখন দমকা হাওয়া ছুটবে আর শেষ হবে এই প্রহসন। ঠিক এই সময়ে ঘরের দরজটা খোলায় কে রেগে উঠল, কাপড় ধুয়ে সেই তরুণী মেয়েটি ঘরে ঢুকলো। হয়তো তার কাজ শেষ হয়েছে, একান্ত সন্তর্পণে প্রবেশ করা সত্ত্বেও ঘরের কয়েকজনের দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়ল, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই কে-র মনের আগুন নিভিয়ে দিলেন। কারণ কে-র কথায় তিনি একেবারে ঘাবড়ে গেছেন মনে হল। গ্যালারির দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে তিনি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। তার বক্তৃতার আকস্মিকতায় চমকে গিয়ে গিয়ে খুব ধীরে ধীরে চেয়ারে তিনি বসে পড়লেন। তাঁর এই বসাটা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যাক এই যেন তিনি চান, সম্ভবত মেজাজটা ঠাণ্ডা করতেই তিনি আবার নোটবই-এর পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

'ওতে বিশেষ কোনো সুবিধা হবে না।' কে বলল, 'আপনার নোটবই আমি যা বলেছি তারই স্বীকৃতি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।' সেই বিচিত্র জমায়েতে শুধু নিজের গম্ভীর গলার স্বরে উৎসাহিত হয়ে কে চট্ করে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে নোটবই-খানা ছিনিয়ে নিল এবং মাঝখানের একটা পাতা দু'আঙুলে চেপে ওপরে তুলে ধরল, আর ছোটো ছোটো করে লেখা কালির ছোপ লাগানো হলদে হয়ে আসা পাতা-গুলো দু'পাশে ঝুলতে লাগল। এমনভাবে নোটবইখানা ধরল যেন তার হাত নোংরা হয়ে যাবে। 'এগুলো হচ্ছে মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নথিপত্র'—বলেই সে আঙুল আলগা করে বইখানাকে টেবিলের ওপর পড়ে যেতে দিল। 'মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট, অবসর মত আপনি এটা আবার পড়তে পারেন, যদিও এতে কী আছে আমি জানি না। তবু এটাকে আমি ভয় করি না একটুও। আঙুলের ডগা দিয়ে ছাড়া এটা ছুঁতেও আমি পারি না। এটা হাতে তুলে নিতেও আমার বাধে।' নোটবইখানা যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সেটাকে তুলে নিলেন এবং দুমড়ে যাওয়া পাতাগুলোকে ঠিক করে আবার পড়তে শুরু করলেন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে বেশ অসম্মানজনক মনে হল।

প্রথম সারির লোকগুলোর দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণভাবে কে-র ওপর নিবদ্ধ ছিল যে, কিছুক্ষণ সে-ও তাদের দিকে কোনো কথা না বলে তাকিয়ে রইল। তারা সকলেই বয়স্ক, কয়েকজনের দাড়ি পাকা। তারাই কি এখানে সবচেয়ে প্রভাবশালী, এই জমায়েতের মতামত তারাই কি নির্ধারণ করবে? সবার সামনে ম্যাজিস্ট্রেটকে অসম্মান করা সত্ত্বেও তার বক্তৃতার শুরু থেকে তারা যে নিষ্ক্রিয় নীরবতায় ডুবে আছে, তা থেকে তারা কি মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবে না?

'আমার বেলায় যা ঘটেছে', আগের থেকেও শান্ত ও ভারিক্কি গলায় কে বলতে শুরু করল, 'আমার বেলায় যা ঘটেছে তা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এবং সেই কারণেই এর তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। বিশেষত আমি যখন ব্যাপারটাকে খুব গভীরভাবে নিচ্ছি না,' এই সময়ে প্রথম সারির মুখগুলোর মনোভাব যেন বুঝে নিতে চাইল সে। 'কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত নীতিরই নজীর। এই ভ্রান্ত নীতি আরো অনেকের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়েছে। এই কারণেই আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি, শুধু আমার নিজের স্বার্থরক্ষার খাতিরে নয়।' কথা বলবার সময় নিজের অজান্তে কে-র গলা চড়ে গিয়েছিল। ঘরের মধ্যে কয়েকজন মাথার ওপর হাত তুলে তালি বজিয়ে চিৎকার করে উঠলো। 'বাহবা, ঠিকই তো! বাহবা বাহবা।' প্রথম সারির কয়েকজন নিজেদের দাড়ি মোচড়ালো—কিন্তু এমন হট্টগোলেও ফিরে তাকাল না কেউ। কে-ও সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিল না। তবু সে পুলকিত

হয়ে উঠল। সকলের কাছ থেকে অভিনন্দন পাওয়া দরকার বলে তার আর এখন মনে হচ্ছে না। ঘরের সবাই যদি বিষয়টি সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করে আর এদিকে কয়েকজনও যদি তার মতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে তা হলেই সে খুব খুশি হবে।

'বক্তা হিসাবে বাহাদুরি নেবার ইচ্ছে আমার নেই' কে বলল 'আর ইচ্ছে থাকলেও সে ক্ষমতাই নেই আমার। মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিশ্চয়ই এখানে সবচেয়ে ভাল বক্তা, এটা তাঁর কাজেরও অঙ্গ। জনসাধারণের অভিযোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকাশ পাবে আমি শুধু এই চাই। শুনুন আমার কথা। যেভাবে আমাকে গ্রেপ্তার করা হল, তা আমার কাছেই হাস্যকর মনে হয়েছে। মাত্র দিন দশেক আগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সক্কালবেলা বিছানা ছাড়বার আগেই আমাকে পাকড়াও করা হল। হয়তো এটা তেমন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়— মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মন্তব্য থেকে মনে হয়, ঘর রং করে এমন কোনো লোককে হয়ত গ্রেপ্তার করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। সে লোকটিও নিশ্চয়ই আমারই মতো নির্দোষ। তবে তার বদলে গ্রেপ্তারকারীরা আমার ঘরে হানা দেয়। দুজন অভদ্র ওয়ার্ডার আমার পাশের ঘরটি দখল করে বসে। আমি যদি একটা দুর্ধর্ষ দস্যু হতাম তা হলেও বোধহয় তারা এর থেকে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করে উঠতে পারত না। ওয়ার্ডার দুজনেই চূড়ান্তরকম অসভ্য! তারা চেঁচামেচি করে আমার কানের পর্দা প্রায় ছিঁড়ে দিয়েছে। নানা ফন্দি ফিকিরে আমাকে তাদের ঘুষ দিতে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করেছে। আমার পোশাক আর গেঞ্জি ও আণ্ডার উইয়ার আত্মসাৎ করবার মতলবে আমাকে অনেক ভাঁওতা দেয়। আমারই চোখের সামনে গাড়োলের মতো আমারই সকালের প্রাতরাশ খেয়ে, তারা আমাকে খাবার কিনে এনে দেবে বলে আমার কাছে পয়সা চেয়েছিল। এটাই সব নয়। তৃতীয় একটি ঘরে তারা আমাকে ইন্সপেক্টরের কাছে নিয়ে যায়। ঘরখানি এমন একজন মহিলার যাকে আমি অত্যন্ত সমীহ করি। ওয়ার্ডার দু'জন আর সেই ইন্সপেক্টর সুন্দর ঘরখানিকে শুধু তছনছই করেনি কদর্য করেও তুলেছিল। আমাকে শুধু সবই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে। শান্ত থাকা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। তবু শান্ত থাকতে পারলাম, এবং একান্ত ভদ্রভাবে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বললাম। ইন্সপেক্টরটিকে এখনো আমি যেন আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—সেই মহিলার ঘরের একখানি চেয়ারে মূর্তিমান ঔদ্ধত্যের উদাহরণ হয়ে আমিরী কায়দায় কাত হয়ে বসে সে আমার প্রশ্নের কী জবাব দিয়েছিল জানেন? সে আসলে কোন জবাবই দেয়নি। সম্ভবত সে কিছুই জানত না। আমাকে সে গ্রেপ্তার করেছিল এবং তার পক্ষে সেটুকু জানাই হয়ত যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এ-ই

সব নয়। আমার ব্যাঙ্কের তিনজন অধস্তন কর্মচারীকে ওই মহিলার ঘরে নিয়ে এসেছিল, তারা মহিলাটির কয়েকখানা ছবি ওলোট পালোট করে মজা করছিল। এই কর্মচারীদের নিয়ে আসার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল। আমার বাড়িওয়ালী ও তার পরিচারিকার মতো তারাও আমার গ্রেপ্তারের খবর রটিয়ে বেড়াবে, এবং সমাজে আমার সুনাম ও বিশেষ করে ব্যাঙ্কে আমার মর্যাদা নষ্ট করে দেবে—তবে ইন্সপেক্টরের এই আশায় ছাই পড়েছে। এমন কি আমার সাধাসিধে বাড়িওয়ালী ফ্রাউ গ্রুবাকেরও এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি ছিল, সে জানত রাস্তার চ্যাংড়া ছোক্‌রাদের ফাজ্‌লামোকে যতটুকু গুরুত্ব দিতে হয়, আমার গ্রেপ্তারের গুরুত্ব তার চেয়ে বেশি নেই। আমি আবার বলছি, সমস্ত ব্যাপারটায় আমার আর কোনো ক্ষতি হয়নি। শুধু কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছি আর, মাঝে মাঝে বিরক্ত বোধ করেছি। কিন্তু ব্যাপারটি কী ভীষণ গুরুতর আকার ধারণ করতে পারত তাই না ?'

কে থামল এবং এই সময়ে নীরব ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, তিনি যেন কাউকে চোখের ইশারা করলেন। কে হাসল। 'আমার পাশে বসে মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট আপনাদের মধ্যে কাউকে কিছু একটা ইঙ্গিত করেছেন। তাহলে আপনাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যারা এখান থেকে নির্দেশ নিয়ে থাকেন। হাততালি দেবার জন্যে, না শিস দেবার জন্যে এই ইঙ্গিত করা হল তা আমি জানি না, এবং আমি যখন আগেই এ ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিলাম তখন এর আসল মানে বোঝবার আশাও আমি ইচ্ছা করেই ত্যাগ করলাম, এসব ব্যাপারের আমি অবশ্য মোটেই ধার ধারি না, এবং গোপনে ইশারা ইঙ্গিত না করে তার নুন খাওয়া সাকরেদদের প্রকাশ্যে নির্দেশ দেবার ক্ষমতা সবার সামনেই মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আমি দিচ্ছি ;—তিনি ঠিক সময়মত বলতে পারেন। "শিস দাও ! অথবা, হাততালি দাও।"

বিব্রত অথবা অধৈর্য হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তার চেয়ারে বসে অস্বস্তিকর ভাবভঙ্গী করছিলেন। পিছনের যে লোকটির সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন তাকে উৎসাহিত করতে বা বিশেষ কোনো পরামর্শ দিতে আবার সে ম্যাজিস্ট্রেটের উপরে ঝুঁকে পড়েছে। নিচে ঘরের লোকেরা চাপা গলায় কথা বলছে, তবু তাদের ভাবভঙ্গী বেশ উদ্দীপিত। আগে মনে হয়েছিল, ঘরের দুপাশের দুটি দল কখনও মিলতে পারে না। কিন্তু এখন তারা যেন এক হয়ে আসছে। কয়েকজন কে-কে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল, আর কয়েকজন দেখাচ্ছিল ম্যাজিস্ট্রেটকে। গুমোট আবহাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছে। ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের কিছুই প্রায় দেখা যায়

না। সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে গ্যালারির লোকদের। কী ঘটছে জানার জন্যে তারা অন্যান্যদের ফিস্‌ফিস্ করে প্রশ্ন করছে, আর ভয়ার্ত তির্যক চোখে তাকাচ্ছে সেই সওয়ালকারী ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে। প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হচ্ছে গোপনে। যে জবাব দিচ্ছে সে মুখের ওপরে হাত দিয়ে চাপা স্বরে কথা বলছে।

ঘণ্টা না থাকায় টেবিলে একটি ঘুসি মেরে কে বলল 'আমার কথা প্রায় শেষ হয়েছে'—ঘুসির শব্দে ম্যাজিস্ট্রেট ও তার পরামর্শদাতা চমকে উঠে মুহূর্তের জন্য একজন আর একজনের কাছ থেকে সরে গেল। 'এসব ব্যাপার থেকে আমি সম্পূর্ণ আলাদা। সেইজন্যে বিষয়টি আমি শান্তভাবে বিচার করতে পারি। আপনারা যদি এই আদালতকে সত্যই কোনো মূল্য দেন, তাহলে আমার কথা শুনলে আপনাদের যথেষ্ট সুবিধা হবে। কিন্তু আমার যা বলার আছে সে বিষয়ে আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকলে তা পরের বারের জন্য মুলতবী রাখতে আমি অনুরোধ করছি। কারণ আমার সময় নেই, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর নীরব হয়ে এল, সভার সকলে যেন কে-র প্রাধান্য মেনে নিয়েছে। তারা এখন আর এলোমেলো চিৎকার বা হাততালি দিচ্ছে না। কে-র অভিমত যেন তাদেরো অভিমত। সকলে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে কে-র কথা শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। নীরবতার মধ্যে চাপা গলার যে ফিসফিসানি কানে বাজছে তা ঘর কাঁপানো হাততালির আওয়াজ থেকেও উত্তেজনাকর। খুব মৃদু স্বরে কে বলল, 'এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই আদালতের সমস্ত কাজ আমার ক্ষেত্রে আমাকে গ্রেপ্তার করা এবং আজকের এই জেরা—এই সবের পিছনে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিপরায়ণ ওয়ার্ডার, বর্বর ইন্সপেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ করে। ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে তাদেরই সবচেয়ে ভালো বলা যেতে পারে যারা নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন, এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে একটি খুব উঁচু স্তরের বিচার কর্তৃপক্ষ আছে। এদের অধীনে আবার রয়েছে অপরিহার্য ও অগুন্তি চাকর, কেরানী, পুলিশ ও অন্যান্য সহকারী, হয়তো জল্লাদও রয়েছে। জল্লাদ কথাটা উচ্চারণ করতে আমি মোটেই ভয় পাই না। আপনারা বলতে পারেন, এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের আসল তাৎপর্য কি? নির্দোষ লোকেদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা, এবং তাদের বিরুদ্ধে নির্বোধের মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই প্রতিষ্ঠানের আসল কাজ। কিন্তু এদের ব্যবস্থা অধিকাংশ সময়েই কার্যকরী হয় না, যেমন হল না আমার বেলায়। সমস্ত ব্যাপারটার অসঙ্গতি বিবেচনা করলে

প্রতিষ্ঠানের উঁচু স্তরের কর্তাদের পক্ষে তাদের অনুচরদের জঘন্য দুর্নীতিপরায়ণতা কি করে দূর করা সম্ভব ? না, তা কখনো সম্ভব নয়। এমন কি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানতম বিচারপতিকে তার আদালতে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হবে। এই কারণে ওয়ার্ডাররা ধৃত লোকদের পোশাক আত্মসাৎ করবার মতলব ফাঁদে। ইন্সপেক্টররা বেমক্কা অপরিচিত নির্দোষ লোকের ঘরে ঢুকে অসভ্যতার পরিচয় দেয়। সঠিক খোঁজ খবর না করেই বাইরের লোকজনের সামনে তাদের অপদস্থ করে। ওয়ার্ডাররা কয়েকটি গুদামের কথা বলেছিল। সেখানে কয়েদীদের জিনিসপত্র জমা রাখা হয়। ধৃত লোকদের বহুকষ্টে সংগৃহীত জিনিসপত্র সেখানে পচে গলে নষ্ট হবার জন্যে জমা রাখা হয়, সেইসব গুদাম জোচ্চোর এবং এইসব জোচ্চোর অনুচরদের হাত সাফাই-এর পর জিনিসপত্রের কতটুকু বাকী থাকে তা আমি দেখতে চাই।'

এই সময়ে ঘরের এক কোণ থেকে কে যেন এক বিচিত্র শব্দ করল, বাধা পেয়ে কে ভুরুর ওপর হাত রেখে দেখতে চেষ্টা করল ব্যাপারটি কি। ধোঁয়া ও অনুজ্জ্বল আলোয় সমস্ত ঘরে এক সাদাটে কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে। যে মেয়েটি ময়লা পোশাক পরিষ্কার করে. ওই বিচিত্র আওয়াজের উৎস কি সে ? কে-র মনে হল ঘরে ঢুকবার সময় থেকেই ও যেন নানা গোলমাল সৃষ্টি করছে। ওই শব্দ সত্যিই তার মুখ থেকে বেরিয়েছে কিনা এখনই বলা মুশকিল। কে শুধু দেখতে পেল, একটি লোক তাকে দরজার পাশে এক কোণে নিয়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরেছে, তবু মেয়েটি ঐ শব্দ করেনি, করেছে ঐ লোকটা। লোকটির মুখ খোলা হাঁ করা। সে ওপরে ছাদের দিকে তাকাচ্ছে। তাদের চারপাশে কিছু লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কে আদালতে যে গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল তা যে এইভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এতে গ্যালারির লোকগুলো খুব খুশি। কে-র প্রথমেই দৌড়ে দরজার পাশের কোণটাতে যেতে ইচ্ছে হল। তার স্বভাবতই মনে হয়েছিল যে, আদালত ঘরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং অন্তত মেয়েটি আর ওই লোকটিকে ঘর থেকে বার করে দেবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। কিন্তু প্রথম সারির লোকগুলো সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রইল। কেউ নড়াচড়া করল না। কেউ তাকে এগোতে দিল না। বরং তাকে বাধা দিল তারা। পিছন থেকে কার একখানা হাত কে-র জামার কলার চেপে ধরল—কার হাত পিছন ফিরে দেখবার অবকাশ আর মিলল না। কে-কে বাধা দেবার জন্য বুড়ো লোকগুলো তাদের হাত বাড়িয়ে দিল আর এই সময়ে মেয়েটি এবং লোকটির কথা ভুলে গেল কে, তার মনে হল, তার স্বাধীনতা বিপন্ন। সত্যিই এতক্ষণে তাকে যেন গ্রেপ্তার করা হল। মরিয়া হয়ে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল কে। সমগ্র জনতার দিকে সে তাকাল

তীক্ষ্ণ চোখে। এরা কি তার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছে? সে কি তার বক্তৃতার কার্যকারিতাকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে ফেলেছিল? যখন সে কথা বলছিল তখন এরা তাদের সত্যিকার অভিমত সব গোপন করে রেখেছিল? আর এখন তার বক্তৃতা শেষ হবার পর এরা ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে? তার চারপাশে কাদের এসব মুখ! ওদের ধূর্ত কালো ক্ষুদে চোখের মণি দ্রুত এপাশে-ওপাশে নড়ছে। ওদের খোঁচাখোঁচা দাড়িতে হাত দিলে যেন গুঁড়িয়ে যাবে। দাড়িগুলোতে হাত দেওয়া যেন জন্তুর থাবার তীক্ষ্ণ নখগুলো মুঠোর মধ্যে ধরার মত।

এতক্ষণে কে আবিষ্কার করল, তাদের দাড়ির তলায় কোটের কলারে বিভিন্ন আকারের ও রঙের ব্যাজ ঝুলছে। যতদূর সে দেখতে পেল, তারা সবাই ওই ব্যাজ পরেছে। ঘরের দুই পাশের দুই দলের সবাই পরস্পরের সহকর্মী। লোক দেখানো দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সেজেছিল! ঘুরে দাঁড়িয়ে কে হঠাৎ দেখলো ম্যাজিস্ট্রেটের কোটের কলারেও সেই ব্যাজ! হাঁটুতে হাত রেখে স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ নতুন আলোর সন্ধান পেয়ে শূন্যে হাওয়ায় হাত ঘুরিয়ে কে চিৎকার করে উঠল, 'ভাই সব, আমি এতক্ষণ যে প্রতিষ্ঠানের কথা বলছিলাম, আপনারা সকলেই দেখছি তারই অনুচর! আপনারা সকলে আমার কথা শুনতে এবং আমার সম্বন্ধে যা কিছু সম্ভব জেনে নিতে এখানে এসে জুটেছেন। আপনারা এতক্ষণ দলাদলির অভিনয় করছিলেন শুধু আমার পেট থেকে কথা বের করবার জন্যে। এবং একজন নির্দোষ লোককে বোকা বানাবার জন্যে একদল হাততালি দিচ্ছিলেন। আমি আশা করেছিলাম যে একজন নির্দোষকে আপনারা রক্ষা করবেন—এ থেকে আপনারা শুধু একটা তামাসার খোরাক পেয়েছেন, অথবা'—যে বুড়ো লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কে-র একেবারে কাছে চলে এসেছিল, তাকে লক্ষ করে সে চেঁচিয়ে উঠল 'সরে যাও—না হলে ঘুঁষি মারব! —অথবা আপনারা হয়ত সত্যিই দু একটি বিষয় জানতে পেরেছেন, আমি চাই আপনাদের এই কারবার বেশ ভালভাবেই চলুক।' টেবিলের ওপর থেকে চট্ করে তার টুপিটি তুলে নিয়ে বিস্ময়ে নির্বাক লোকগুলির মধ্যে দিয়ে সে দরজার দিকে এগোল। লোকগুলি যেন আর কিছু না হোক, সম্পূর্ণভাবে হতবুদ্ধি, নির্বাক হয়ে গেছে। কিন্তু দেখা গেল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কে-র থেকেও দ্রুতগামী। কারণ তিনি ততক্ষণে দরজার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করছিলেন. 'একটু দাঁড়ান,' তিনি বললেন। কে থামল কিন্তু চোখ রাখল দরজার ওপর, সওয়ালকারী ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর নয়। দরজার হাতলটা সে ধরেই রইল। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'আমি আপনাকে শুধু এইটুকু বোঝাতে চেয়েছিলাম যে একজন অভিযুক্ত লোককে

জেরার সময় যে সব সুযোগ দেওয়া হয়—আপনি হয়ত সচেতন নন, যে আপনি নিজের হাতেই সে সব সুযোগ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলেন।'

কে হাসল, তখনো দরজার দিকে তার দৃষ্টি, 'ইতরের দল, আমি তোমাদের জেরা করা ভাল করে শিখিয়ে দেব।' চিৎকার করতে করতে দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল কে, তার পিছনে উত্তেজিত আলোচনার গুঞ্জন উঠল। আদালত ঘরের লোকেরা নিশ্চয়ই আবার সজীব হয়ে উঠেছে, এবং দক্ষ ছাত্রদের মতো বিশ্লেষণ করছে আজকের সমস্ত ঘটনা।

॥ তিন ॥

শূন্য সওয়াল ঘরে
ছাত্র—বিভিন্ন দপ্তর

পরের সপ্তাহের প্রত্যেকটি দিন কে নতুন সমনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। জেরা করতে দিতে যে তার অনিচ্ছা সেটা ওরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেবে একথা সে ভাবতে পারল না, এবং শনিবার সন্ধ্যায়ও যখন নতুন সমন এল না কে ধরে নিল যে সে ঠিক সময়ে ওই ঠিকানায় গিয়ে হাজির হবে ওরা হয়ত তাই ভেবে রেখেছে। সুতরাং রবিবার সকালে আবার সে সেখানে গিয়ে পৌঁছল। এবং এবার বারান্দা ও সিঁড়ি বেয়ে সরাসরি এগিয়ে গেল। যে কয়েকজন লোক তাকে চিনতে পারল, তারা নিজেদের দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো লোক সম্বন্ধে কিছু জেনে নেবার প্রয়োজন কে-র আর ছিল না। সে সহজেই ঠিক দরজাটির কাছে এসে দাঁড়াল। ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল এবং দরজাটার পাশে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল তার দিকে একবারও ফিরে না তাকিয়েই কে পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াল। 'আজ আদালত বসবে না' মেয়েটি বলল।

'আজ আদালত নেই কেন?' প্রশ্ন করল কে। মেয়েটির কথা সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না. কিন্তু মেয়েটি নিজে পাশের ঘরের দরজা খুলে তাকে দেখিয়ে দিল, যে কোনো অধিবেশন হচ্ছে না। ঘরখানা সত্যিই জনশূন্য। আর সেই শূন্যতার জন্যই যেন সমস্ত পরিবেশ আরো কুৎসিত, গত রবিবারের চেয়েও। টেবিলখানা এখনো মঞ্চের ওপর রয়েছে এবং টেবিলের ওপর কয়েকখানা বই।

'বইগুলোর পাতায় একবার চোখ বুলোতে পারি?' কে জানতে চাইল। তার যে বিশেষ কোনো কৌতূহল ছিল, তা নয়, সে এখানে তার আসাটা একেবারে অর্থহীন করতে চায় না।

'না' বলেই মেয়েটি আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল। 'অনুমতি নেই। ওসব বই মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের।'

'বুঝলাম' ঘাড় নেড়ে কে বলল। 'বইগুলো সম্ভবত আইনের এবং এখানকার বিচার পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাই যাদের ঘাড়ে আদালতে আসার বোঝা তাদের

শুধু নির্দোষ হলেই চলবে না। নির্বোধও হতে হবে।' 'নিশ্চয়ই' কে-র কথা ঠিক না বুঝেই মেয়েটি জবাব দিল। কে বলল 'তাহলে আমার এবার যাওয়াই ভালো।'

'আমি কি ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর পাঠাব।' বলল মেয়েটি।

'তুমি চেন তাঁকে?'

'নিশ্চয়। আমার স্বামী যে আদালতের একজন কর্মচারী।' এতক্ষণে কে লক্ষ্য করল, যে লাগোয়া ঘরটিতে গত রবিবারে শুধু একটা সাবানজলের গামলা ছিল, সেটি এখন আসবাবপত্রে সাজানো থাকার একটা ঘরে পরিণত হয়েছে। তার বিস্ময় লক্ষ্য করে মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, আমরা এখানে বিনা ভাড়ায় থাকবার ঘর পাই। কিন্তু আদালতের অধিবেশনের দিনে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হয়। আমার স্বামীর এই চাকরীর অনেক অসুবিধাও আছে।' মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কে বলল, 'আমি ঘর দেখে খুব অবাক হইনি। অবাক হয়েছি তুমি বিবাহিতা দেখে।' 'আদালতে গত অধিবেশনে আপনার বক্তৃতার সময় আমাকে নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, আপনি বোধহয় তার প্রতি ইঙ্গিত করছেন?'—মেয়েটি বলল। 'নিশ্চয়ই সেই ইঙ্গিত করছি।' কে বলল, 'ঘটনাটা অবশ্য পুরোনো হয়ে গেছে। তবু তখন আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, আর এখন তুমি নিজেই বলছ যে, তুমি বিবাহিতা!' 'সেদিন যে সব আলোচনা হল তাতে বোঝা গেল যে আপনার কথা ওদের খুব খারাপ লেগেছিল। অতএব আপনার বক্তৃতায় বাধা দেওয়ায় খুব একটা ক্ষতি হয়নি।'

'তা হতে পারে,' কে কথা ঘোরাতে চাইল না, 'কিন্তু তাতে তো তোমার নির্দোষিতা প্রমাণ হয় না।

'যারা আমাকে জানে তারা কেউ আমার দোষ ধরে না।' মেয়েটি বলল, 'যে লোকটিকে আপনি আমাকে জড়িয়ে ধরতে দেখেছিলেন, সে অনেকদিন থেকেই আমার পেছনে লেগে আছে। হয়ত অনেকের চোখেই আমি লোভনীয় নই—কিন্তু তার চোখে আমি লোভনীয়। তাকে এড়িয়ে চলবার কোনো উপায় নেই, এমন কি আমার স্বামীও এখন ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। আমার স্বামীকে যদি এই চাকরী বজায় রাখতে হয় তাহলে তাকে এটা মেনে নিতেই হবে, কারণ যে লোকটাকে আপনি দেখেছিলেন সে একজন ছাত্র। এবং সম্ভবত একদিন সে আরো বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবে। আমার পিছনে সে সবসময় লেগে আছে, আজো আপনি আসবার ঠিক আগে সে এখানে ছিল।' 'এখানকার দেখছি সব গানেরই এক সুর!' কে বলল, 'আমি আর আশ্চর্য হচ্ছি না।'

'আমার মনে হচ্ছে আপনি এখানকার সব অব্যবস্থার প্রতিকার করতে উদগ্রীব।' চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টির পাহারা দিয়ে ধীরে ধীরে মেয়েটি বলল। তার তাকানোর ভঙ্গীতে মনে হয় যেন তাদের দুজনের পক্ষেই গুরুতর বিপজ্জনক কোনো বিষয় সম্পর্কে সে কথা বলছে।

'আপনার কথা থেকে এমন কিছুই একটা আমি অনুমান করছিলাম। অবশ্য আপনার বক্তৃতার সবটুকু আমি শুনতে পাইনি। মাত্র কিছুটা যা শুনেছি আমার নিজের তা ভালো লেগেছে। শুরু থেকেই সবটা শোনবার ভাগ্য আমার হয়নি। আমি তখন ছাত্রটির সঙ্গে মেঝের ওপর—আপনি তখন আপনার কথা শেষ করছিলেন। উঃ কি ভয়ানক জায়গা এটা।' কথাগুলো বলে মেয়েটি থামল, তারপর কে-র হাত ধরে বলল, 'আপনার কি মনে হয়, এসব অব্যবস্থার প্রতিকার আপনি করতে পারবেন?' কে সামান্য একটু হাসল, মেয়েটির নরম আঙুলের মুঠোয় তার হাতটা একটু নড়ল। কে বলল, 'কিন্তু এ জায়গায় আমার কিছু করবার নেই, আর তুমি যদি এমন কোনো কথা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলো তাহলে হয় তিনি তোমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবেন নতুবা কোনো দণ্ড তোমাকে মেনে নিতে হবে। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, আমি কখনো স্বপ্নেও আমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা ভাবতে পারি না, এবং এখানকার সম্পর্কে ভেবে ভেবে একঘণ্টা ঘুমও নষ্ট করতে রাজী নই। তবে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেই নানা কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জান—আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু কোনোভাবে আমি যদি তোমাকে এই সময় সাহায্য করতে পারি খুশিই হব। তবে এটা নেহাৎ পরের উপকারের জন্য নয়, এর বদলে তুমিও আমাকে তো সাহায্য করতে পার।'

'আমি কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করব?' মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল। 'ওই টেবিলের ওপরকার বইগুলি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য দেখতে দিয়ে।'

'বেশ তাই হবে।' মেয়েটি কে-কে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। বইগুলো বহু পুরানো, অনেক হাত ঘোরার পর বইগুলোর পাতার পাশগুলো মুচড়ে গেছে। একটার মলাটই প্রায় সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে গেছে মাঝখান থেকে। সামান্য সুতো দিয়ে দুটি অংশ কোনোভাবে আটকে আছে মাত্র।

মাথা ঝাঁকিয়ে কে বলে উঠল, 'এখানকার সব কিছুই কিরকম নোংরা।'—ফলে মেয়েটি কে-র হাত দেওয়ার আগে তার এ্যাপ্রন দিয়ে বই-এর ওপরকার ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগল। কে বইগুলির প্রথম খণ্ডটির পৃষ্ঠা উল্টাতেই দেখল একটি অশ্লীল ছবি। ছবিতে একটি মেয়ে ও একটি পুরুষ উলঙ্গ হয়ে সোফায় বসে আছে

—ছবিখানা দেখলেই চিত্রকরের অশ্লীল উদ্দেশ্য বেশ বোঝা যায়। এত স্থূল ধরনের ছবি, যে শিল্প মানসিকতার বিন্দুমাত্র চিহ্নও তা থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। দুটো নগ্ন দেহকেই শুধু আঁকা হয়েছে। সোজা হয়ে বসে রয়েছে। অন্য কোনো পৃষ্ঠায় আর কে চোখ দিল না। শুধু দ্বিতীয় বইটার নামটা একবার দেখল, সেখানা একটি উপন্যাস। উপন্যাসটির নাম, 'হাউ গ্রীত্ ওয়াজ প্ল্যাগড বাই হার হাজব্যাণ্ড হানস্'। 'এইসব আইনের বই—এখানে পড়া হয়', কে বলল, 'আর এখানকার এই লোকগুলোই আমার বিচার করবে?'

'আমি আপনাকে সাহায্য করব', মেয়েটি বলল। 'আমার সাহায্য কি আপনি চান?'

'কোনোরকম বিপদে না পড়ে তুমি কি আমায় সাহায্য করতে পার? কিছুক্ষণ আগে তুমি বলেছ, তোমার স্বামী উর্ধ্বতন অফিসারদের সম্পূর্ণভাবে কৃপানির্ভর।'

'তবু আপনাকে আমি সাহায্য করতেই চাই', মেয়েটি বলল। 'আসুন, এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করি। আমার অসুবিধার কথা ভাববেন না। বিপদ সম্পর্কে আমার যত ভীতি তা ভয় পেতে চাই বলেই আসুন।' সে মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে কে-কে জায়গা করে দিল। তারা পাশাপাশি বসল, তারপর কে-র মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'আপনার কালো চোখ দুটি কি সুন্দর। আমি লোককে বলতে শুনেছি, আমার চোখও নাকি সুন্দর। কিন্তু আপনার চোখ আরো সুন্দর, আপনাকে এখানে প্রথম দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। আর আপনার জন্যেই পরে আমি মিটিং হলে গিয়েছিলাম। এমন কাজ আমি এর আগে কখনো করিনি। আর বলতে কি ও ধরনের কিছু করা আমার পক্ষে নিষিদ্ধও বটে।' 'ওঃ তাই এত কাণ্ড!' কে ভাবল। 'মেয়েটি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করতে চায়। আর সকলের মত এরও চরিত্র বলতে কিছু নেই। এখানকার কর্মচারীদের তার আর ভালো লাগছে না, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। নতুন যারা এখানে আসে, যাদের ওর ভালো লাগে তাদেরই সে বলবে, একই কথা বলবে—আপনার চোখ বড় সুন্দর।' কে উঠে দাঁড়াল। যেন সে এতক্ষণ ভাবছিল না, জোরে কথাই বলছিল। নিজের মনের অবস্থা ব্যাখ্যা করছিল। 'আমার মনে হয় না, তুমি কোনোভাবে আমাকে সাহায্য করতে পার।'

কে বলল 'আমাকে সাহায্য করতে হলে উর্ধ্বতন কর্মচারীদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, সে রকম কোনো পরিচয় এদের কারোর সঙ্গে তোমার নেই। তোমার আলাপ শুধু নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে। ওই নিচুতলার লোকগুলোই এখানে দল বেঁধে এসে জোটে। তুমি তাদের সাহায্য

নিয়ে আমার জন্য হয়তো কিছু করতে পার। কিন্তু বহু চেষ্টা করে তারা যা করবে তার দ্বারা মামলার তেমন কিছু সুবিধা হবার আশা নেই। শুধু তোমার কয়েকজন বন্ধুকে তুমি হারাবে মাত্র, আমি তা চাই না। এ সব লোকের বন্ধুত্ব তোমার প্রয়োজন। অতি দুঃখের সঙ্গেই আমি একথা বলছি।

'তোমার প্রশংসার উত্তরে আমার বলতে বাধা নেই, তোমাকে আমারো ভালো লাগে। বিশেষ করে তোমার বেদনাধূসর দৃষ্টি। যা এখনো তোমার চোখে। তবে দেখ এ ব্যাপারে তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। যেসব মানুষের দলে তোমার জায়গা, তাদের সঙ্গেই আমার বিবাদ। তুমি কিন্তু তাদের মধ্যে বেশ সহজ হতে পার। তুমি ওই ছাত্রটিকে ভালবাস। তা যদি নাও হয়, তবে আমি বলতে বাধ্য অন্তত তোমার স্বামীর চেয়ে তুমি তাকে বেশি পছন্দ কর। তোমার কথা শুনলেই এটা বোঝা যায়।'

'না', উঠে না দাঁড়িয়েই চীৎকার করে উঠল মেয়েটি। তারপর কে-র হাত-খানা জড়িয়ে ধরল সে। হাতটা সরিয়ে নিতে কে বিশেষ চেষ্টা করল না। "আপনি যাবেন না, আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে আপনি চলে যাবেন না। এভাবে এখান থেকে চলে যেতে কি আপনার একটুও খারাপ লাগবে না? আপনার কাছে কি আমার কোনো মূল্যই নেই? আরো একটুক্ষণ আমার কাছে বসতেও আপনার বাধা, এটুকু অনুগ্রহও কি আপনি আমায় করতে পারেন না?'

'তুমি আমায় ভুল বুঝেছ', এই বলে কে আবার বসে পড়ল। 'তুমি যদি চাও আমি খুশি হয়েই এখানে আরো কিছুক্ষণ থাকব। আমার হাতে এখন যথেষ্ট সময়। আদালতের সওয়াল হবে ভেবেই আজ আমি এখানে এসেছিলাম। তবে আমার মূল বক্তব্য হল. অনুগ্রহ করে আমার মামলা সম্পর্কে তোমাকে কিছু না করতে বলা। তুমি আবার এজন্য অসন্তুষ্ট হয়ো না। তুমি যখন জানবে এই মামলার ব্যাপারটা আমি মোটে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না, এবং বিচারে যদি আমার কোনো শাস্তি হয়, তবে হাসব—তখন তোমার নিশ্চয়ই ক্ষোভের কোনো কারণ থাকবে না। আমার মনে হয় না, কোর্ট এই সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে কখনো আসতে পারবে। মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই সমস্ত কিছুই ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে। আর তা না হলেও শীগ্‌গীরই দেওয়া হবে। কারণ মামলার তদন্তের ভার যাদের ওপরে, তারা অত্যন্ত অলস। তাই সব কিছু ভুলে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব। অথবা প্রকৃতপক্ষে যারা দায়ী তাদের প্রতি ভীতিই এর কারণ হতে পারে! অথবা তারা কিছু টাকা পয়সা আমার কাছ থেকে পাওয়ার আশায় মামলার একটি অভিনয়ও চালিয়ে যেতে পারে। তবে তোমাকে বলি

শোনো। তারা যেন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। কারণ আমি কখনো কাউকে ঘুষ দেব না। নেহাৎই যদি তুমি আমার জন্যে কিছু করতে চাও, তবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে এই কথা জানিয়ে দিতে পার। অথবা অন্য এমন কোনো লোককে জানিয়ে দিতে পার, যে খবরটা বেশ চাউর করে দেবে। বলো যে কোনো বিষয়েই আমি ঘুষের পক্ষপাতী নই। ঘুষ দেওয়ায় আমি কখনোই প্রলুব্ধ হব না। কোনো ফন্দি ফিকির করেও কোনোভাবেই আমি কর্মচারীদের ঘুষ দেব না। এইসব লোক যারা ঘুষ নিতে বেশ উদগ্রীব, কোনোভাবেই তারা আমার কাছ থেকে এক আধলাও বার করতে পারবে না। এই কথাটা ওদের তুমি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিও, তবে আমার মনে হয় এরই মধ্যে তারা ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে, আর যদি নাও পেরে থাকে তাদের সংবাদটা না জানালেও আমার কোনো ক্ষতি নেই। অবশ্য জানা থাকলে কিছু অসুবিধার হাত থেকে তারা বেঁচে যাবে। আর আমাকেও কোনো অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে হয় না। কিন্তু তেমন ঘটনা ঘটলে তাদের যদি বেশ অসুবিধা হয়, তবে তাও সহ্য করতে আমি আনন্দের সঙ্গেই রাজি হব। আমি দেখতে চাই ওরা অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়ুক, এর জন্য যা করার আমি করবই। ও একটা কথা, তোমার সঙ্গে কি সত্যিই ম্যাজিস্ট্রেটের আলাপ আছে?' 'নিশ্চয়ই' মেয়েটি বলল। 'আপনাকে যখন আমি সাহায্যের কথা বলি, তখন তার কথাই সব থেকে আগে আমার মনে হয়েছিল, আমি জানতাম না তিনি একজন সামান্য কর্মচারী। তবে আপনি যখন বলছেন কথাটা অবশ্যই সত্যি। অবশ্য একথাও আমার মনে হচ্ছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মহলে তিনি যে রিপোর্টগুলি পাঠিয়েছেন তা নিশ্চয়ই তাদের মতামত প্রভাবিত করবে। আর তিনি অনেক রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। আপনি বলছিলেন সব কর্মচারীই কুঁড়ে। কিন্তু তা সবার সম্পর্কে ঠিক খাটে না। বিশেষ করে ম্যাজিস্ট্রেট। যে সবসময়েই রিপোর্ট লেখে, যেমন গত রবিবার সন্ধ্যার পরেও কোর্টের কাজ চলেছিল। অধিবেশনের পর সকলেই চলে যায়, কিন্তু তিনি একা কোর্টে থেকে গেলেন। আমি তাকে আমাদের ঘরের ছোট ল্যাম্পটা দিয়ে এলাম। আমাদের ওই একটাই ল্যাম্প, সেটাই তার যথেষ্ট মনে হয়েছিল। আলো পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে লেখা শুরু করলেন। ইতিমধ্যে আমার স্বামী বাড়ি ফিরল। রবিবার কোনো কাজ থাকে না, আমরা আমাদের আসবাবপত্রগুলো সরিয়ে এনে ঘরটিকে আবার আগের মতো গুছিয়ে নিলাম তারপর আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী এসে পড়ল। তাদের সঙ্গে আমরা মোমবাতির আলোয় কথাবার্তা বলতে লাগলাম, বলতে কি তারপর আমরা বেশ ভুলেই গিয়েছিলাম ম্যাজিস্ট্রেটের কথা। দুজনে গিয়ে দিব্যি

শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখলাম ম্যাজিস্ট্রেট চুপচাপ আমাদের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এক হাত দিয়ে তিনি আলো আড়াল করবার চেষ্টা করছেন, যাতে আমার স্বামীর মুখে আলো না পড়ে। এমন ধরনের সাবধানতার কোনোই দরকার ছিল না। আমার স্বামীর ঘুম এত গভীর যে ওই আলোয় তার ঘুম ভাঙে না। আমি এতো অবাক হয়েছিলাম যে, আর একটু হলে প্রায় চীৎকার করে উঠতাম আর কি! কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বড় ভালো। সে আমাকে সতর্ক করে দিল। ফিস্‌ফিস্ করে আমার কানে কানে বলল এতক্ষণ পর্যন্ত সে লিখছিল। সে আলোটা ফিরিয়ে দিতে এসেছিল। আর বলল কি জানেন? আর বলল, সে জীবনেও ভুলবে না আমার শুয়ে থাকার দৃশ্য! বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা আমার চেহারাটি না কি একটি ছবির মতন! আমি এসব বলছি শুধু আপনাকে জানাতে যে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সব সময়েই ব্যস্ত থাকেন রিপোর্ট লেখা নিয়ে। বিশেষ করে আপনার রিপোর্ট। কারণ ও দু'দিনের অধিবেশনে আপনার জেরার গুরুত্ব কম ছিল না। আর অতোবড়ো রিপোর্ট নিশ্চয়ই বাজে হতে পারে না। যাই হোক্, আপনি বোধ হয় সব কথা শুনে অনুমান করতে পেরেছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট বেশ আমার সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে পড়ছে। সেই দিনই সে বোধহয় আমাকে প্রথম দেখল—আমি তার ওপর বেশ প্রভাব ফেলতে পারি—এটাই শুরু তো! এ ছাড়া এরই মধ্যে আমি অন্য অনেক প্রমাণ পেয়েছি যে আমার একটু অনুগ্রহ তিনি চান। গতকাল তিনি ছাত্রটির মারফৎ আমার জন্যে একজোড়া সিল্কের মোজা পাঠিয়েছেন। ছাত্রটি তার সঙ্গেই কাজ করে, তাদের দু'জনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অবশ্যই তিনি বলেছেন আদালতের ঘরটি পরিষ্কার করার ওটা পুরস্কার, কিন্তু ওটা অছিলামাত্র। কারণ ও ঘর পরিষ্কার রাখা আমার কাজ। আর আমার স্বামী তো তার জন্য মাইনে পায়। বড়ো সুন্দর মোজাগুলো, দেখুন'—মেয়েটি তার পা দুটো বাড়িয়ে দিল, মোজা দেখাতে স্কার্টটা তার হাঁটুর ওপরে তুলে আনল—মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'মোজাগুলো সুন্দর। ভারী মসৃণ দেখুন—কিন্তু আমার মত মেয়ের এসব মানায় না।'

হঠাৎ মেয়েটি থেমে গেল। কে-র হাতে হাত রেখে যেন তাকে আশ্বাস দিচ্ছে এমনভাবে বলল, 'চুপ, বার্টল্ড আমাদের লক্ষ্য করছে।' এ কথায় ধীরে ধীরে কে তার চোখ তুলল। আদালত ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটি ছোটোখাটো যুবক, তার পা দুটো যেন অনেকটা বন্দুকের মত বাঁকানো। চালচলনে কিছুটা গাম্ভীর্য আনার চেষ্টায় মুখে সে একটু একটু ঘন লালচে দাড়ির কয়েকগোছা

রেখেছে। দাড়িতে সে কেবলই আঙুল বোলাচ্ছে। কে বেশ কৌতূহলী হয়ে লোকটার দিকে তাকাল। তার মনে হল, এই রহস্যজনক আইন বিভাগেরই ও একজন ছাত্র। এর বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতে হয়েছে, আর এই ছাত্রটিই হয়ত কালে কালে এখানকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল, ছাত্রটি কে-র প্রতি লক্ষ্যই করছে না। সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটি আঙুল দিয়ে যেন কি একটা সংকেত করল। এক মুহূর্তের জন্য তার দাড়ি থেকে আঙুল সরিয়েছিল সে। ছেলেটি তারপর জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি এবার কে-র কানের পাশে ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'আমার ওপর রাগ করবেন না দয়া করে। আমাকে এখুনি ওর কাছে যেতে হবে। দেখছেন না কী ভয়ানক ওর চেহারা। পা দুটো কেমন বাঁকা! কিন্তু আমি এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি, তখন আপনার সঙ্গে যাব। যদি অবশ্য আপনি আমাকে সঙ্গে নেন, আপনি যদি চান, তবে আপনার সঙ্গে যে কোনো জায়গায় আমি যেতে রাজি আছি। আমাকে নিয়ে আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন। এখান থেকে বাইরে যেতে পারলে আমি বেঁচে যাই। আর সে যাওয়াই যেন আমার শেষ যাওয়া হয়।' শেষবারের মতো মেয়েটি কে-র হাতের ওপর মৃদু চাপ দিল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে চলে গেল জানালার দিকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন কে-র হাতটা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরতে শূন্যে এগিয়ে এল। মেয়েটি সত্যিই কে-কে আকর্ষণ করেছে। ভেবে দেখলো এই মুগ্ধতায় তার মগ্ন না হবার কোনো যুক্তিই নেই। এবার তার মন থেকে সব সন্দেহও সরে গেল। তার আর মনে হল না, আদালতের নির্দেশেই মেয়েটি এমন করে তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে। মেয়েটি কি করেই বা তাকে ফাঁদে ফেলবে? এখনো কি এই আদালতের নিয়ম নির্দেশ অগ্রাহ্য করবার মত স্বাধীন সে নয়? অন্তত তার ক্ষেত্রে সেইসব নিয়মকানুন যতোটুকু খাটে। এমন একটি সামান্য ব্যাপারেও কি সে নিজের ওপরে বিশ্বাস রাখতে পারছে না? মেয়েটি তাকে সাহায্য করবার যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, কই তাতে কোনো কপটতার তো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সেই আগ্রহের সবটুকুই অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। মেয়েটিকে যদি কে তার সঙ্গে নিয়ে যায়। তবে নিশ্চয়ই ম্যাজিস্ট্রেট আর তার অনুচরেরা খুব জব্দ হবে। এর চেয়ে এদের ওপরে আরো উপযুক্ত কি প্রতিহিংসা নেওয়া যায়? মেয়েটি যদি কে-র সঙ্গে চলে যায়, তখন হয়ত একদিন ম্যাজিস্ট্রেট কে সম্পর্কে তার মিথ্যা রিপোর্ট তৈরী করবার কাজ শেষ করে মেয়েটির ঘরে আসবে। এসে দেখবে শয্যা শূন্য—মেয়েটি নেই। তখন মেয়েটি কে-র কাছে। এই মেয়েটিই, যে এখন ওই জানালার

পাশে দাঁড়িয়ে। সে তখন একমাত্র কে-র—একান্তভাবেই তার কালো খসখসে পোশাকের নিচে নরম মোমের মত মসৃণ অথচ উত্তপ্ত যৌন আবেদনময় দেহটির সমস্ত উত্তাপটুকু তখন কে-র আর করো নয়।

মনে মনে এতক্ষণ শুধু সন্দেহ আর দ্বিধার ঢেউ তুলেছে সে, হঠাৎ খেয়াল হল তার, ওদের ফিস্‌ফিসিয়ে আলাপ যেন অনেকক্ষণ ধরেই চলেছে। এবার সে টেবিলের ওপর আঙুলের গাঁট দিয়ে শব্দ করল। তাতেও কথা শেষ না হওয়ায় কিল মারতে লাগল টেবিলের ওপরে। ছাত্রটি মেয়েটির কাঁধের ওপর দিয়ে কে-র দিকে এক পলক দেখল। কিন্তু সরে গেল না। বরং মেয়েটির আরো ঘনিষ্ঠ হল। তার কোমর জড়িয়ে ধরল, মেয়েটি আগ্রহে ছেলেটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে আনল, যেন কতো মনোযোগ দিয়ে সে তার কথা শুনছে। আর এমন করে মুখ ঘুরিয়ে আনায় ছেলেটি তার গলার ওপর সশব্দে চুমু খেলো এবং একেবারেই তার কথা থামাল না। এই দৃশ্য দেখে এ জায়গার স্বৈরাচারী পরিবেশ সম্পর্কে কে-র মনে আর কোনো সন্দেহ থাকল না। এই নিয়মের জন্যই ছাত্রটি মেয়েটির ওপর এমন জবরদস্তি করতে পারছে। মেয়েটিও তার কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেছিল। একথা মনে হতেই কে উঠে দাঁড়াল আর তারপর ঘরময় পায়চারী করতে শুরু করল। মাঝে মাঝে ছাত্রটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। কী ভাবে তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তার এমন চলাফেরায় নিশ্চয়ই সে বেশ বিরক্তি বোধ করছে। কারণ এতক্ষণে তার নীরব পায়চারী ক্রুদ্ধ সশব্দে পরিণত হয়েছে। তাই যখন কে শুনল ছেলেটি রেগে গিয়ে বলছে 'আপনি যদি এতই অধৈর্য হয়ে পড়েন, তবে অনায়াসে চলে যেতে পারেন। কিছুই আপনার রাস্তা আগলে দাঁড়াবে না। কেউ আপনাকে আটকাবে না। বাস্তবিক পক্ষে, আমি এ'ঘরে আসার পরই আপনার চলে যাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, তা যখন যাননি, এখন যতো তাড়াতাড়ি পারেন এখান থেকে সরে পড়াই আপনার কর্তব্য।' ছাত্রটির কথায় রাগ যেন ফেটে পড়ছে। সেই সঙ্গে তার বলার ভঙ্গীতে ভবিষ্যৎ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মীর ঔদ্ধত্যের রেশও ফুটে বেরোচ্ছে! মনে হল সে যেন কোন ঘৃণ্য কয়েদীর সঙ্গে কথা বলছে। কে ছাত্রটির বেশ কাছে সরে এল, একটু হাসল, তারপর বলল 'আমি যে অধৈর্য হয়েছি সে কথা সত্যি। কিন্তু আমার অধৈর্য অবস্থা থেকে আপনিই সহজে আমাকে মুক্তি দিতে পারেন। আপনি যদি আমাদের এখানে রেখে চলে যান। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যায়। অবশ্য যদি ঘটনাক্রমে পড়াশুনা করার জন্যই আপনি এঘরে এসে থাকেন তবে এ ঘর এখনি আমি খালি করে দিতে রাজি আছি। আমি শুনেছি আপনি এখানকার একজন ছাত্র। আমি

মেয়েটিকে নিয়ে বাইরে চলে যাব। আপনি নিশ্চিন্তে পড়া করুন। আমি জানি, জজ হবার আগে আপনাকে অনেক পড়া করতে হবে, যদিও আইনসম্পর্কিত খুঁটি-নাটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে আমি কিছু জানি না, একথা স্বীকার করছি, তবু এ'টুকু আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে, আইনের সঙ্গে আপনার অভদ্র রূঢ় কথাবার্তার বিশেষ কোনোই যোগ নেই। অথচ দেখছি এমন অভদ্র আচরণেই আপনি লজ্জা-জনক ভাবে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন।' ছাত্রটি বলে উঠল 'লোকটিকে এভাবে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হয়নি।' তার কথার ধরনে মনে হল কে যেসব অপমান সূচক কথা তাকে বলেছে, তার অর্থ যেন মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। ভুল হয়েছিল। আমি সে কথা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলাম। সওয়ালের সময় ওকে যেন তিনি তার নিজের ঘরে বন্ধ করে রাখেন, মাঝে মাঝে যেন আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝে উঠতে পারি না!

'এতসব কথায় কাজ কি?' কে বলল, তার হাতটি মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে বলল 'চল আমরা যাই।' 'তাই না কি' ছাত্রটি বলে উঠল। 'তবে আপনি মেয়েটিকে কিছুতেই পেতে পারেন না।' এই বলে এক হাতে সে মেয়েটিকে তুলে নিল। ছেলেটিকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না ওর গায়ে এত শক্তি আছে। কোলে তুলে নিয়ে সে তার নরম দৃষ্টি মেয়েটির মুখে বুলিয়ে দিল, তারপর বোধহয় মেয়েটির ভারেই একটু কুঁজো হয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল। ওর ব্যবহারে মনে হল কে-কে সে যেন ভয়ই পেছে। তবু সে কে-কে আরো একটু রাগিয়ে দিতেই আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে, আর তাকে আদর করতে লাগল। কে তাদের পিছনে কয়েক পা এগিয়ে গেল। সে ঠিক করেছিল তাদের যেতে দেবে না। দরকার হলে ছেলেটির গলা টিপে ধরবে। মেয়েটি তখন বলল, 'এসব করে কোনো লাভ হবে না। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে নিয়ে যাবার জন্য একে পাঠিয়েছেন। আমার আপনার সঙ্গে যেতে সাহস হচ্ছে না—এই ক্ষুদে গুণ্ডা', ছাত্রটির গালে দুটো মৃদু টোকা দিয়ে সে আবার বলল, 'গুণ্ডাটা আপনার সঙ্গে আমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না।'

'আর তুমিও নিশ্চয়ই ওর হাত থেকে মুক্তি পেতে চাও না', কে চীৎকার করে উঠল। কে তার হাতখানা ছাত্রটির কাঁধের ওপর রাখল। আর ছাত্রটিও দাঁত দিয়ে হাতে কট্ করে কামড় দিল, মেয়েটি কে-কে দু'হাত দিয়ে ঠেলে চেঁচিয়ে বলল, 'না, না, আপনি এমন করবেন না। আপনি কি ভেবেছেন? বুঝতে পারছেন না, এমন করলে আমার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। একে যেতে দিন,

লক্ষ্মীটি, একে যেতে দিন। এতো শুধু ম্যাজিস্ট্রেটের কথা শুনে কাজ করছে, আমাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।'

'বেশ তাহলে ও যাক্, এবং আমিও তোমার মুখ আর কখনো দেখতে চাই না', হতাশায় ক্ষুব্ধ হয়ে কে বলল। কথার শেষে সে ছাত্রটির পিঠে একটা গুঁতো মারল। গুঁতোটা এতই জোরে হয়েছিল যে, ছাত্রটি মুহূর্তের জন্য হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিল। কিন্তু কোনোরকমে পড়ে না যাওয়ার আনন্দে অবস্থাটা মানিয়ে নিল। কে ধীর ধীরে ওদের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল। এবার সে বুঝতে পারল। এদের কাছে এই তার প্রথম অঘোষিত পরাজয়। অবশ্য এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো যুক্তি নেই। যুদ্ধ করবেই ভেবে জেদ ধরেছিল বলেই এই পরাজয় তার পাওনা হল। সে যখন বাড়িতে থেকে তার রোজকার কাজকর্ম করে, তখন এই লোকগুলোর চেয়ে সে অনেক ওপরে থাকে। এদের যে কোনো লোককেই তখন তার পথ থেকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে। সে মনে মনে মজার একটা ছবি আঁকল, আচ্ছা এমন হয় না। এই হতভাগা ছাত্রটি, যার ধনুকের মতো বাঁকা পা, বিশ্রী মোচড়ানো দাড়ি। সে এলমার বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে। এই কল্পনার ছবিটা কে-র এত ভালো লাগল যে স্থির করল, যদি কখনো সুযোগ হয়, তবে সে ছাত্রটিকে নিয়ে একদিন এলমার কাছে যাবে।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কে দ্রুত দরজার দিকে হেঁটে গেল। সে দেখতে চেষ্টা করল, মেয়েটিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ ছাত্রটির গায়ে আর কতই বা জোর যে মেয়েটিকে হাতে তুলে রাখবে। এমন কি রাস্তা পার হবার সময়েও, কিন্তু ততটুকুও তাদের যেতে হল না। কে দেখল ঠিক দরজার অপর দিকেই সঙ্কীর্ণ একটি কাঠের সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। উপরে বোধ হয় ছোট একটি কুঠুরি আছে। সিঁড়িটার মধ্যপথে বাঁক থাকায় এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ছাত্রটি ওই সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে মেয়েটিকে নিয়ে চলেছে, খুব ধীরে, সে হাঁফাচ্ছে আর যেন গোঙাচ্ছেও। ইতিমধ্যে তার ক্ষমতায় ভাঁটা পড়তে শুরু করেছে। মেয়েটি ওপর থেকে নিচে দাঁড়ানো কে-র দিকে হাত নাড়ল এবং দু কাঁধে ঝাঁকুনি দিল একবার, যেন সে বলতে চায় এইরকম অপহরণে তার বিন্দুমাত্র দায়িত্ব নেই। সে মোটেই দোষী নয় এর জন্য। তবে ওই নির্বাক অভিনয় থেকে এই কাজে তার অনিচ্ছার আভাস খুব সামান্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কে মেয়েটির দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে কোনো ভাবান্তর নেই, নেই কোনো ভাষা। মনে হয়, মেয়েটি যেন তার কাছে নতুন, সম্পূর্ণ

অপরিচিতা। কে ভাবল সে কোনো মতেই মেয়েটির প্রতি কোনো রকম অবিচার করবে না, ব্যর্থ হওয়ার জন্যও নয়, এমন কি অতি সহজেই ব্যর্থতার গ্লানি কাটিয়ে যাবার জন্যও নয়। সে তার কাছে প্রকাশ করবে না যে সে হতাশ হয়েছে। এমন কি কোনো হতাশাবোধ থেকে যে সে সহজে নিজেকে কাটিয়ে উঠতে পারে না এটা জানা সত্ত্বেও কিছু বলবে না।

তারা দুজনে সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তবু সেখানে কে পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল যে, মেয়েটি শুধু তাকে প্রতারণাই করেনি, তাকে মিথ্যা কথাও বলেছে। মেয়েটিকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চয়ই ওই ছোট্ট খুপরীতে বসে অপেক্ষা করছে না। ছোট্ট কাঠের সিঁড়িটা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। যত দীর্ঘ সময় ধরে তা নিরীক্ষণ করা হোক না কেন। কিন্তু কে দেখল একটা ছোটো কার্ড ওর পাশে আটকানো রয়েছে, এগিয়ে গিয়ে সে দেখতে পেল ছেলেমানুষী অনভ্যস্ত হাতের লেখায় তাতে লেখা আছে, ওপরে "আদালতের দপ্তর সমূহ।" বোঝা গেল আদালত দপ্তরগুলো এ বাড়ির ওপরতলার চিলে কোঠাতেই। এই ব্যবস্থার ফলে কারো মনে কি আদালত সম্পর্কে শ্রদ্ধার উদ্রেক হতে পারে? যারা অভিযুক্ত আসামী তারাও সহজে বুঝতে পারবে, আদালতের আর্থিক সঙ্গতি কত সামান্য। যে বাড়িতে এর বিভিন্ন দপ্তর, সেই বাড়ির বিভিন্ন অংশে সবচেয়ে গরীব যারা তারাই বসবাস করে। অবশ্য এমন সম্ভাবনাও আছে যে ওদের প্রচুর টাকা। কিন্তু কর্মচারীরা তা আদালতের কাজে ব্যয় না করে নিজেদের পকেটস্থ করছে, এমন সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া না। এ পর্যন্ত কে এখান থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তা থেকে এমন ধারণা করাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি সম্ভব, তাই যদি হয়, তবে এমন দুর্নীতির জন্যেও অন্ততঃ কিছু আশার কারণ তার আছে। দরিদ্র আদালত থেকে তবু এও ভালো। দরিদ্র আদালত অপরাধীর পক্ষে রীতিমত অপমানকর। এখন কে বেশ বুঝতে পারল প্রথমদিন কেন এখানে তাকে আসবার জন্য সময় না দিয়ে, বাড়িতেই ও ভাবে গ্রেপ্তার করা হল। এই ম্যাজিস্ট্রেটের তুলনায় সে অনেক বেশি আরামে আছে। সে একটা খুপরীতে বসে কাজ চালায়, আর কে? ব্যাঙ্কে তার একটা বিরাট ঘর, তারই সংলগ্ন আবার একটি ছোট বসার ঘরও আছে। সেই ঘরের প্রকাণ্ড কাঁচের জানালা দিয়ে সে বাইরে ব্যস্ত শহরের জীবনটা দেখতে পায়। এ কথা ঠিক এবং জোর করেই বলা যায় যে সে ঘুষ কি অন্য কোনো উপায়ে উপরি আয় করে না, অথবা তার

কোনো অধঃস্তন কর্মচারীকে তার জন্য কোনো মেয়ে জুটিয়ে আনতেও বলে না। কিন্তু কে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার কোনোটাই নিতে চায় না। অন্তত এই জীবনে।

কে তখনও সেই কার্ডটার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় একজন লোক নিচ থেকে ওপরে উঠে এল। খোলা দরজা দিয়ে সে দেখল ঘরের ভিতরটা। এখান থেকে আদালত ঘরের সবটাই দেখা যায়, তারপর লোকটি কে-কে জিজ্ঞাসা করল সে এখানে কোনো একটি মেয়েকে দেখেছে কিনা। কে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এই আদালতের একজন পরিচারক, তাই না?' 'হ্যাঁ' লোকটি বলল, 'ও আপনিই কে? আপনাকেই কি অভিযুক্ত করা হয়েছে? এবার বুঝতে পেরেছি। আপনাকে স্বাগত জানাই।' কথা শেষ করে সে কে-র দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। কে মোটেই এমন ব্যবহার আশা করতে পারেনি!

'আজ আদালত বসবে না।' পরিচারক বলে চলল। কে চুপ করে থাকল। লোকটির সাধারণ শহুরে পোশাকের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'আমি জানি'। ওর জ্যাকেটের ওপরেই যা কিছু আদালতের চিহ্ন। একটি সাধারণ বোতাম ছাড়া বাকি দুটো গিল্টীর বোতাম; বোতাম দুটো দেখে মনে হয়, ও দুটো যেন কোনো সামরিক ইউনিফর্মের কোট থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।

'আমি কিছুক্ষণ আগে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে এখন এখানে নেই। ছাত্রটি তাকে ওপরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেছে।' এবার পরিচারকটি বলল, 'বলুন তো ব্যাপারটি কি! ওরা সব সময়েই আমার স্ত্রীকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়। আজকে রোববার,। আজ আমার কোনো কাজ করার কথা নয়, তবু তারা আমাকে একটা বাজে কাজে বাইরে পাঠিয়েছিল। কাজ কিছু নয়। আসলে ওরা আমাকে এখান থেকে আর কোথাও সরিয়ে ফেলল মাত্র! যাতে তাদের এ সব কাজে আমি কোনো বাধা হয়ে না দাঁড়াই আমাকে তারা খুব দূরেও পাঠায়। যাতে আমার মনে এই আশা থাকে যে একটু তাড়াতাড়ি করলেই যেন আমি সময় মতো আমার বউ এর কাছে আবার ফিরে আসতে পারব। আর আমিও তাই করেছি। যথাসম্ভব দ্রুত দৌড়ে যেখানে আমাকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে গেলাম। আধ-খোলা অফিসের জানালা দিয়ে আমি খবরটুকু দিয়েই আবার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এখানে ফিরে এসেছি, অথচ ছাত্রটা আগেই এসে পড়েছে। ওকে তো বেশি দূর থেকে আসতে হয় না। চিলে কোঠা থেকে ঐটুকু কাঠের সিঁড়ি শুধু মাত্র তাকে নেমে আসতে হয়। আমার কাজ যদি ওদের ওপর নির্ভর না করত, তবে ওকে আমি দেখে নিতাম। এই দেয়ালের ওপরে

মেরে ওকে চ্যাপ্টা করে দিতাম অনেক আগেই। এই কাউটার পাশেই।—আমার রোজকার স্বপ্নই এখন এটা। আমি দেখি ও যেন মেঝের কিছুটা ওপরে দেয়ালে চ্যাপ্টা হয়ে মরে আছে, হাত দুটো ছড়ানো, আঙুলগুলো মোচড়ানো, বাঁকা পা দুটো আরও বেঁকে গিয়ে গোল হয়ে গেছে আর চারিদিকে রক্ত, কেবল কেবল রক্ত! কিন্তু এখন পর্যন্ত এ সব শুধুই স্বপ্নই থেকে গেছে!'

কে অল্প হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'এছাড়া কি অন্য কোনো উপায় নেই?'

'না, অন্য কিছু আছে বলে আমি অন্তত জানি না, আর এখন অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ, এতদিন ছাত্রটি শুধু তার নিজের সম্ভোগের জন্যই আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেত। এখন আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে, আমার স্ত্রীকে এখন ম্যাজিস্ট্রেটের আনন্দ বিধানের জন্যও নিয়ে যাওয়া হয়।'

কে জিজ্ঞাসা করল, 'এ ব্যাপারে কি তোমার স্ত্রীরও কোনো দোষ নেই?' কথাটা বলার সময় কে নিজেকে বেশ সংযত করে রেখেছিল। তখনো সে মনে মনে ঈর্ষা বোধ করছে। 'নিশ্চয়ই', আদালত-পরিচারক বলে উঠল। 'তার অনেক দোষই আছে, সে নিজেই ছাত্রটির কাছে ধরা দিয়েছে। আর লোকটিও হল সেরকম, সে যে-কোনো মেয়ে দেখবে, তারই পেছনে ছুটবে। এই বাড়িরই পাঁচটি ফ্ল্যাট থেকে ও গলাধাক্কা খেয়েছে এরই মধ্যে। পাঁচটির অন্তঃপুরেই তার অবাধ গতি ছিল। আর আমার স্ত্রী এই বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। আমি এমন অবস্থায় পড়েছি যে কিছুই প্রতিকার করতে পারি না।'

কে বলল, 'তুমি যা বললে তা যদি ঠিক হয় তবে তো কিছু করবার আছে বলে মনে হয় না।' 'কেন না'? আদালত-পরিচারকটি প্রশ্ন করল। 'সে যখন আবার আমার স্ত্রীর পেছনে লাগবে, তখন যদি তাকে বেশ করে ধমকে দেওয়া যায়, তবে সে আর কিছু করতে সাহস করবে না—ও একটা কাপুরুষ। কিন্তু আমি ওকে ধমকাতে পারি না। আর কেউ আমার হয়ে একাজ করবে না। কারণ সকলেই তাকে ভয় পায়, সে তো এখানে খুবই প্রতিপত্তিশালী লোক। কেবল আপনার মতো কোনো ভদ্রলোক এ কাজ করতে পারে।'

আশ্চর্য হয়ে কে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? আমার মত লোক কেন?' 'কারণ আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে' আদালত-পরিচারক এর জবাবে বলল। 'হ্যাঁ, তাই তো লোকটাকে আমার বেশি ভয় পাবার কারণ রয়েছে। যদিও আমি জানি মামলার ফলাফলের ওপর সে কোনোরকম প্রভাব ফেলতে পারবে না, তবে, প্রাথমিক সওয়ালে তার কিছু হাত থাকলেও থাকতে পারে।' 'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।' আদালত-পরিচারক বলল। তার কথায় মনে হল, তার নিজের বক্তব্যের

মতই কে-র কথা যেন স্বয়ং-সমর্থিত। 'তবু একথা বলা যায়, আমাদের দুটো মামলার ব্যাপারেই এখানকার কেউ কিছু করতে পারে না।'

'আমার তা মনে হয় না,' কে বলল। 'অবশ্য তার জন্যে ছাত্রটিকে শিক্ষা দিতে আমার বাধবে না।' যেন খুব ভদ্রভাবেই আদালত-পরিচারকটি বলে উঠল, 'তাহলে আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।' তার হাবেভাবে মনে হল সে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এতো সহজেই তার মনোবাসনা পূর্ণ হতে পারে। 'এমনও হতে পারে' কে বলে চলল, 'এখানকার আরো কয়েকজন কর্মচারীরই সম্ভবত একই শিক্ষা পাওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই', আদালত-পরিচারক কে-র কথায় সায় দেয়, সে এবার কে-র দিকে বেশ গভীর বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল। এতক্ষণ সে সাহস পায়নি। কে-র সঙ্গে এমন বন্ধুর মতো ব্যবহার করেও নয়। সে আরো বলল, 'এমন অবস্থায় পড়লে কোনো মানুষই বিদ্রোহী না হয়ে পারে না।' কিন্তু ওদের আলাপ যেন আর তেমন জমছে না, আদালত-পরিচারকটি কেমন অসুবিধা বোধ করছিল মনে হয়। হঠাৎ তাই সে কথার বাঁক ফেরাল, 'যাই হোক, এখন আমাকে ওপরে খবর দিতে হয়। আপনিও আসবেন না কি?'

কে বলল, 'আমার তো ওপরে কোনো কাজ নেই।' 'আপনি দপ্তরগুলি দেখতে পারেন। কেউ আপনাকে লক্ষ্য করবে না।'

'ওপরে গিয়ে কি কিছু দেখবার আছে?' ইতঃস্তত করে কে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু হঠাৎই ওপরে যাবার জন্য যেন একটা আগ্রহ অনুভব করে সে। আদালত-পরিচারক জবাব দিল, 'আমার তো মনে হয়। ওপরের অনেক কিছুই আপনাকে বেশ আকর্ষণ করতে পারে।'

'বেশ, তাহলে চলুন' অবশেষে কে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গেই যাই।' এই বলে সে দ্রুত সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল। এমন কি পরিচারকটির চেয়েও দ্রুত। ওপরে উঠে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। তার কারণ দরজার পিছনেও কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ, 'এরা দেখছি সাধারণ মানুষের কথা একেবারেই ভাবে না।'

'তারা কারো কথাই ভাবে না, কোনো ব্যাপারেই ভাবে না। দেখুন, এই বসবার ঘরটা দেখুন।' একটি প্রকাণ্ড বারান্দা। বিভিন্ন দপ্তর কয়েকটি সাদামাটা দরজা দিয়ে ভাগ করা। যদিও আলো আসার জন্য কোনো জানালা নেই; তবু সে জায়গায় বিশেষ অন্ধকার ছিল না। কারণ, কিছু দপ্তরের কোনো আবরু নেই। শুধু খোলা দরজায় কাঠের রেলিং ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। যেটুকু আলো, তা সারিবদ্ধ রেলিঙের ফাঁকে ঐ পথেই আসে। সেই অস্ফুট আলোয় দেখা যাচ্ছিল

কয়েকজন কেরানীকে। তারা কেউ ডেস্কের সামনে বসে লিখছিল। কেউ রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের লবিতে লোকজনের যাতায়াত দেখছিল। লবিতে মাত্র কয়েকজন লোক ছিল। তার কারণ বোধ হয়, সে দিনটা রবিবার। প্রায় যেন রুটিন মাফিক তারা বারান্দার দু পাশে পাতা কাঠের বেঞ্চিতে একা একা গিয়ে বসছিল। তাদের পোশাক অপরিচ্ছন্ন ও জীর্ণ। কিন্তু তাদের মুখের ভাব, চালচলন, তাদের দাড়ি কাটার ধরন, আরো নানা খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য করে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় ওরা উঁচুশ্রেণীর লোক। বারান্দায় টুপি রাখার কোনো হ্যাট র‍্যাক না থাকায় তাদের টুপিগুলি তারা বেঞ্চির নীচে রেখেছিল, বোধহয় একজন অন্যজনকে অনুসরণ করছিল এভাবে টুপি রাখতে। দরজার কাছে যারা বসেছিল তারা কে এবং আদালত-পরিচারককে দেখতে পাওয়া মাত্র উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল। অন্যান্যরাও তাদের অনুকরণ করল একে একে। তারা যেন মনে করল উঠে দাঁড়ানোই উচিত। তাই দু জনের যাবার পথে প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়াল, তারা সম্পূর্ণ ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল না, তাদের পিঠটা কুঁজো হয়ে ছিল, হাঁটু দুটো সামান্য বাঁকানো, তারা যেন রাস্তার ভিখারীদের মত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল। কে আদালত-পরিচারকের জন্য একটু দাঁড়াল। সে এখন সামান্য পেছনে পড়ে, সে এলে কে তাকে বলল, 'ওদের চালচলন কি রকম বিনয়ী দেখেছেন?'

'হ্যাঁ' আদালত-পরিচারক জবাব দিল। 'ওরা অভিযুক্ত, ওদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো মামলার আসামী। কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত।'

'তাই না কি!' কে বলল, 'তাহলে ওরা তো আমারই মতো একই পথের পথিক।' এই বলে সে সবচেয়ে যে লম্বা, প্রায় পক্ক-কেশ, লোকটির দিকে ফিরল। সৌজন্যের সুরে জিজ্ঞাসা করল তাকে, 'আপনি এখানে কি জন্যে অপেক্ষা করছেন?' এমন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে লোকটির সবকিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। লোকটি ভীষণ ঘাবড়ে গেল, কারণ প্রকৃতপক্ষে সে হয়তো বেশ বাস্তববাদী লোক, যে অন্য অবস্থায় নিজের ব্যক্তিত্ব একটুও খর্ব না করেই, যে কোনো ভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারত। অথচ, এখানে সে একটা সামান্য প্রশ্নের উত্তর কি দিতে হবে তাই জানে না! সে তার পাশের মক্কেলদের দিকে তাকাল, ভাবখানা যেন কে-র প্রশ্নের জবাব দিতে সাহায্য করা তাদের কর্তব্য। যদি সে তার ঠিক ঠিক জবাবদিহি না করতে পারে তবে সেটা হবে এই জন্যই যে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। এবার আদালত-পরিচারকটি এগিয়ে এল। লোকটির কাছে গিয়ে তাকে চাঙ্গা করে দেবার চেষ্টায় বলে উঠল, 'এই ভদ্রলোক শুধু জানতে

চাইছেন, আপনি কি জন্যে অপেক্ষা করছেন ?—ভদ্রলোকের এই প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে দিন শুধু।' পরিচারকটির প্রশ্ন লোকটির মনে যেন প্রভাব বিস্তার করল। 'আমি অপেক্ষা করছি'—লোকটি বলতে শুরু করল। কিন্তু শেষ করতে পারল না। স্পষ্টই বোঝা যায় সে প্রশ্নটির বেশ মাপাজোঁকা একটা উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জানত না কি ভাবে তা করবে। অন্যান্য লোকগুলো এতক্ষণে ওদের চার-পাশে সরে এসে দাঁড়িয়েছে। আদালত-পরিচারক তাই ওদের বলল, 'আপনারা সব সরে দাঁড়ান। যাতায়াতের পথে ভীড় করবেন না।' তারা একটু পিছু হটলো ঠিকই। কিন্তু একেবারে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেল না। ইতিমধ্যে লোকটি যেন নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। ক্ষীণ একটু হেসে আবার উত্তর করল, 'একমাস আগে আমি আমার মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কতগুলি অ্যাফিডেবিট দাখিল করে-ছিলাম। তার কি হল জানার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি।'

'মনে হচ্ছে'—কে বলল, 'আপনি বেশ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন।' 'হ্যাঁ, আমার নিজের মামলা কিনা।' লোকটি উত্তর করল। 'কিন্তু আপনার মত কেউ ভাবেন না', কে আবার বলল, 'যেমন ধরুন, আমি, আমাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমি সত্যিই যেমন দাঁড়িয়ে আছি তেমনি সত্যি এই যে, আমি কোনোরকম অ্যাফিডেবিট অথবা সে জাতীয় কিছু এ পর্যন্ত দাখিল করিনি। আপনি কি মনে করেন এর কোনো দরকার আছে ?' 'এর উত্তরে আমি সঠিক কিছু বলতে পারি না।' লোকটি উত্তর করল, আবার সে আস্থা হারাচ্ছে আর সে যথার্থই ভাবল কে তাকে নিয়ে তামাসা করছে। তাই নতুন করে ভুল যাতে না হয়, সেই সম্ভাবনা এড়াতে প্রায় আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করছিল আর কি। কিন্তু কে-র অধীর আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টির সামনে সে শুধু বলল, 'যাই হোক, আমি আমার অ্যাফিডেবিটগুলো দাখিল করেছি।'

'সম্ভবত আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে', কে জিজ্ঞাসা করল। 'না না বিশ্বাস করব না কেন। নিশ্চয়ই আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে', লোকটি বলল। সঙ্গে সঙ্গেই সে একপাশে সরে যাবার চেষ্টা করছিল, আর তার জবাবে বিশ্বাসের স্বর মোটেই ছিল না। কেমন যেন আশঙ্কার আভাস।

'তার মানে আপনি সত্যিই আমার কথা বিশ্বাস করছেন না'—নিজের অজান্তেই যেন লোকটির বিনয় দেখে সে উত্তেজিত হয়ে বাহু ধরে টানল। যেন তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করাবে। তাকে ব্যথা দেবার কোনো ইচ্ছা ছিল না কে-র, তাই বেশ আলগা করেই লোকটিকে সে ধরেছিল। তবু লোকটি চীৎকার করে উঠল। যেন কে তাকে জ্বলন্ত সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরেছে দু আঙুল

দিয়ে নয়। ওরকম হাস্যকর চীৎকার কে-র পক্ষে অসহ্য মনে হল। লোকটি যদি তার কথা বিশ্বাস না করে, না করল। সম্ভবত সে কে-কেই জজ মনে করেছে। ছেড়ে দেবার আগে কে লোকটিকে এবার সত্যিই জোরে চেপে ধরল। তারপর ছুঁড়ে দিল বেঞ্চের ওপর এবং ওখান থেকে চলে এল। 'অধিকাংশ আসামীই এমন স্পর্শকাতর' আদালত-পরিচারক বলল। তাদের পেছনে অন্যান্য প্রায় সব আসামী সেই লোকটিকে ঘিরে ধরেছে তখন। তার চীৎকার ততক্ষণে থেমেছে। লোকগুলো যেন তার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনাটা জানতে চাইছে মনে হল। একজন ওয়ার্ডার তখন এল কে-র কাছে। তার সঙ্গে কোমরে বাঁধা তলোয়ারই তার পরিচয় দিচ্ছিল। তলোয়ারের ধারালো দিকটা দেখে বোঝা যায়। সেটি এ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। কে সেটির দিকে বিস্মিত হয়ে হা করে তাকাল। আর হাত বাড়িয়ে দিল তলোয়ারের ধারটা পরখ করতে। তলোয়ারটা তাকে সত্যিই অবাক করেছে! ওয়ার্ডারটি এসেছিল গোলমালের কারণ কি তাই জানতে। ঘটনা সম্পর্কে সে প্রশ্ন করল। আদালত-পরিচারক অল্প কথায় তাকে ভাগিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও, ওয়ার্ডারটি গেল না। বলল, সে নিজেই সব কিছুর তদন্ত করবে। এই বলে সে গট্‌গট্‌ করে চলে গেল। সে ছোটো ছোটো কিন্তু দ্রুত পা ফেলছিল। বোধ হয় ওর বাত আছে। যাবার আগে সে সকলকে যেন কুর্নিশ করে গেল।

কে এইসব ব্যাপার নিয়ে, বিশেষ করে ওয়ার্ডারটি এবং অন্যান্য লোকজনদের নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাল না। অন্তত বেশিক্ষণ ওদের কথা ভাবল না। কারণ বারান্দা দিয়ে যেতে চেতে হঠাৎ সে ডানদিকে একটি বাঁক দেখতে পেল, বাঁকা পথটি একটি খোলা জায়গায় শেষ হয়েছে। ওখানে কোনো দরজা নেই। আদালত-পরিচারকের কাছে জানতে চাইল ওটাই ঠিক পথ কিনা। মাথা নেড়ে জানাল হ্যাঁ ওটাই পথ। কে তখন সেইদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে আরম্ভ করল। তার খুব খারাপ লাগছিল এই কথা ভেবে যে, সব সময়েই আদলত-পরিচারকের থেকে থেকে দু-এক পা সে এগিয়ে চলেছে। আর এইরকম একটা জায়গায় তাই তার নিজেকে প্রহরী পরিবৃত বন্দী মনে হতে পারে, এ কথা মনে আসায় কয়েকবারই সে থামল পরিচারকের জন্য, কিন্তু বারে বারেই সে আবার পিছনে পড়ে যায়। অবশেষে কে বলল, যেন এই অস্বস্তি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই, 'এই জায়গা দেখা আমার শেষ হয়েছে। চলুন এখন আমরা যাই।'

'আপনার এখনো সবকিছু দেখা হয়নি', আদালত-পরিচারকটি খুব সরলমনে বলল। 'আমি সব কিছু দেখতে চাই না।' এতক্ষণে কে যেন সত্যিই বেশ ক্লান্ত

হয়ে পড়েছে। 'আমি এখন বাইরে যেতে চাই। কি ভাবে এখান থেকে বার হওয়া যাবে? কোনটা বার হবার দরজা?' বিস্ময়ের সঙ্গে আদালত-পরিচারক বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই এরই মধ্যে আপনার পথ ভুলে যাননি! এখান থেকে সোজা কোণের দিকে চলে যান। তারপর ডানদিকে বারান্দা দিয়ে সোজা দরজার দিকে বেঁকে যান। তাহলেই বেরোবার রাস্তা পেয়ে যাবেন'। 'আপনিও আসুন আমার সঙ্গে।' কে বলল, 'আমাকে রাস্তাটা ঠিক ঠিক দেখিয়ে দিন। এখান থেকে অনেক-গুলো বারান্দা দেখা যাচ্ছে—আমি আমার রাস্তা কখনোই খুঁজে পাব না।'

এবার ধমকের সুরে কথা বলল আদালত-পরিচারকটি। 'যাবার মাত্র একটিই পথ আছে। আমি আপনার সঙ্গে এখন যেতে পারব না। কারণ আমার এখন খবরটা দিয়ে আসতে হবে। ইতিমধ্যেই তো আপনার জন্য আমার বেশ অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে।'

এবার কে আগের চেয়েও গলার পর্দা চড়ালো—'না আপনি আসুন আমার সঙ্গে।' অবশেষে সে যেন আদালত-পরিচারকের মিথ্যাচরণ ধরে ফেলেছে।

'ও ভাবে চীৎকার করবেন না।' ফিস্‌ফিস্ করে আদালত-পরিচারকটি বলল, 'এখানে চারিদিকেই দপ্তরখানা। আপনি যদি একা যেতে না চান তবে আমার সঙ্গে আরো একটু এদিকে আসুন। আমার খবরটা দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর আমি আনন্দের সঙ্গেই আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

'না না' কে বলল, 'আমি আর দেরি করতে পারব না। আপনাকে আর খবর দিতে হবে না। এখনি আমার সঙ্গে আসুন।' কে এতক্ষণ তার চারপাশে তাকিয়ে দেখেনি। যখন অনেকগুলি দরজার মধ্যে একটা কাঠের দরজা হঠাৎ খুলে গেল, তখন সে ঘুরে দাঁড়াল। একটি মেয়ে এসে উপস্থিত হল। কে-র উঁচু গলার স্বরই সম্ভবতঃ তাকে এখানে আকৃষ্ট করে এনেছে। 'ভদ্রলোকটি কি চান?' সে জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটির থেকে বেশ কিছু পেছনে কে দেখল একটি পুরুষ অস্পষ্ট আলোয় এগিয়ে আসছে। কে আদালত-পরিচারকের দিকে তাকাল। সে বলেছিল কে-র প্রতি কেউ মনোযোগ দেবে না। কেউ তাকে লক্ষ্য করবে না, কিন্তু এরই মধ্যে দুজন লোক তার পিছনে লেগেছে। অন্যান্য কর্মচারীদেরও এগিয়ে আসতে বেশি দেরি হবে না মনে হচ্ছে। ওখানে আসার জন্য আবার তার কাছে কোনো কৈফিয়ৎ না জিজ্ঞাসা করে বসে। সে এসবের একমাত্র বোধগম্য ও বাঞ্ছনীয় উত্তর এই দিতে পারে যে, সে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি। সে তার সওয়ালের পরবর্তী তারিখ জানতে এসেছে। এই উত্তর কিন্তু তার দিতে ইচ্ছা হল না, বিশেষতঃ এটা সত্য নয় বলেই। বেশ কৌতূহলের

বশবর্তী হয়েই তো সে এখানে এসেছিল। আরও সম্ভাব্য কারণ হল সে এখানে এসেছিল আসলে নিজেকে বোঝাতে যে, আইন বিভাগের ভিতরটাও বাইরের মতই ন্যক্কারজনক তারই প্রমাণ পেতে। বাস্তবিক তার মনে হল, সে এই বিষয়ে ঠিকই ভেবেছে। তার আর কোনো বিষয়ে খোঁজখবর করার দরকার দরকার নেই। এইটুকু সময়ের মধ্যে যা সে দেখেছে তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মুখোমুখি হবার মত উপযুক্ত মানসিক অবস্থা এখন আর তার নেই। তাদের যে কেউ ওই দরজাগুলির যে কোনো একটির পেছন থেকে সহজেই আবির্ভূত হতে পারে। সে এখনি আদালত-পরিচারকটির সঙ্গে এই জায়গা থেকে চলে যেতে চায়। যদি দরকার হয়, একাই এবং এই মুহূর্তেই।

কিন্তু এমন নীরব এবং অনড় ভঙ্গী নিশ্চয়ই কে-কে আরো লক্ষণীয় করে তুলেছে। মেয়েটি আর আদালত-পরিচারকটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা যেন পর মুহূর্তেই কে-র নিশ্চুপ ভঙ্গীর কোনো বিরাট পরিবর্তন ঘটুক আশা করছে। এমন কোনো পরিবর্তন, যা তারা কোনোভাবেই না দেখে যেন ছাড়বে না। বারান্দায় যাতায়াতের পথের শেষ প্রান্তে কে একটি লোককে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ওকে এর আগেও দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে, নীচু একটা দরজার চৌকাঠ ধরে, পায়ের পাতার ওপর আলতো ভর দিয়ে দুলছে সে, যেন সেও একজন উৎসাহী দর্শক। কিন্তু এদের মধ্যে মেয়েটিই এই প্রথম লক্ষ্য করল কে-র এই নির্বাক আচরণ বা অদ্ভুত ব্যবহার। সে একখানা চেয়ার এগিয়ে এনে বসল। 'আপনি বসবেন না?'

সঙ্গে সঙ্গে কে চেয়ারটার ওপর বসে পড়ল। চেয়ারের হাতলের ওপর তার কনুই দুটো চেপে দিয়ে যেন নিজেকে সে সামলে নিতে চেষ্টা করল। সে নিজেকে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ ভাবতে চাইল যেন। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি মাথাটা ঘুরছে? ক্লান্তি বোধ করছেন আপনি, তাই না?' তার মুখটা এখন কে-র মুখের খুবই কাছে এগিয়ে এল। তার চোখে নেই হিংস্র দৃষ্টি, যা অনেক নবযৌবনা মেয়ের মুখে চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট। 'আপনি ভয় পাবেন না, এমন অবস্থা এখানে স্বাভাবিক। যে কোনো লোক প্রথম এখানে এলেই এমনি অসুস্থ হয়ে পড়ে, আপনিও বোধ হয় এই প্রথম আসছেন? বেশ, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ছাদের ওপরটায় এখানে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে সিলিংগুলি গরম হয়ে উঠেছে। আর তার জন্যই এই জায়গাটা অফিসের উপযুক্ত বাড়ি হয়ে ওঠেনি। অবশ্য এগুলি বাদ দিলে কিছু সুবিধাও আছে এখানে। যেদিন এখানে অনেক বেশি মক্কেলের ভীড় হয়—তা সে প্রায় প্রত্যেকদিনেরই ঘটনা তখন এখানে বাতাস শ্বাসপ্রশ্বাস

নেবারও অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। আপনি আরো অনেক কিছু এখানে দেখতে পাবেন। নানারকম কাপড় চোপড় কেচে এখানে শুকোতে দেওয়া হয়। আপনি তো আর ভাড়াটেদের কোনোভাবেই তাদের নোংরা কাপড় ধোওয়া বন্ধ করতে পারেন না। তাই আপনি যদি একটু অজ্ঞান হয়ে যান, তবে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু কয়েকদিন আসা যাওয়ার পর এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হয়। তখন আর অজ্ঞান হবার ভয় থাকে না। এখানকার সব কিরকম অসহ্য দমবন্ধ করা তা-ও তখন আপনি একেবারে লক্ষ্যই করবেন না। আপনি কি এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন ?'

কে মেয়েটির এত কথার কোনো উত্তর দিল না। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে সে উপলব্ধি করল তার লজ্জাজনক পরিস্থিতিটুকু। সাময়িক দুর্বলতার ফলে নিজেকে এই লোকগুলোর হাতে ছেড়ে দিয়েছে সে। এমন কি এখন তার অজ্ঞান হবার কারণ জানা সত্ত্বেও সে বিন্দুমাত্র সুস্থ বোধ করছে না। আগের চেয়ে আরো যেন অসুস্থ সে এখন। মেয়েটি এই অবস্থা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করল, তাড়াতাড়ি হুক লাগানো একটা লাঠি দেয়ালের পাশ থেকে টেনে নিয়ে কে-র ঠিক মাথার ওপরের স্কাইলাইটটা খুলে দিল। ঝরঝরে বাতাস ঘরে ঢুকে যাতে কে-র উপকার হয়, সেই চেষ্টাই করছিল সে, কিন্তু বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কালো কালো ঝুল ভিতরে এসে পড়ল। মেয়েটি আবার স্কাইলাইটটা দ্রুত হাতে বন্ধ করে দিল। কে-র ধুলো মাখা হাতটা সে নিজের রুমালে মুছে দিল তারপর। এসব লক্ষ্য করবার মত অবস্থা তখন কে-র একেবারেই ছিল না, যতক্ষণ না সে পরিপূর্ণ চেতনায় ফিরে আসে, উঠে ওখান থেকে চলে আসার মতো শক্তি ফিরে পায়, ততক্ষণ সে চেয়েছিল ওখানেই চুপ করে বসে থাকতে। তবু তার মনে হল সে যত কম এই লোকগুলো সম্পর্কে বিব্রত বোধ করবে, তত তাড়াতাড়ি সে সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু মেয়েটি এখন বলল, 'আপনি এখানে আর থাকতে পারবেন না। আমরা আছি বলে এখানকার কাজ কর্মে ব্যাঘাত হচ্ছে।' কে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চারিদিকে চোখ বোলাল। ভাবল কিসের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তারা। আর কেমন ভাবেই বা তা ঘটাচ্ছে! 'আপনি যদি চান, আপনাকে আমি সিক্ রুমে নিয়ে যেতে পারি।' দরজায় দাঁড়ানো সেই লোকটিকে সে ডেকে বলল 'অনুগ্রহ করে আমায় একটু সাহায্য করুন।' সে তৎক্ষণাৎ সরে এল কাছে। কিন্তু কে-র সিক্ রুমে যাবার কোনো ইচ্ছে ছিল না। তার মনে হতে লাগল যতই তাকে আরো দূরে বা অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে, ততই অবস্থা তার পক্ষে আরো খারাপ হবে।

'আমি এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি, এবার আমি চলে যেতে পারব।' এই বলে কে অমন আরাম ঘন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। এতই আরামে সে বসেছিল যে, উঠে দাঁড়াতেই তার সমস্ত দেহ কেঁপে উঠল, নিজেকে সে সোজা করে দাঁড় করাতেই পারল না। 'আমি দাঁড়াতে পারছি না'—মাথাটা অসহায় ভাবে নেড়ে সে বলল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার বসে পড়ল। আদালত-পরিচারকটির কথা তার মনে পড়ল। সে তো তাকে সহজেই ওখান থেকে নিয়ে যেতে পারে। যদিও কে নিজে দুর্বল। মনে হচ্ছে সে লোকটা অনেক আগেই সরে পড়েছে। ওই মেয়েটি ও লোকটির শরীরের ফাঁক দিয়ে কে একবার উঁকি মেরে দেখল। ওরা তার সামনেই দাঁড়িয়ে, কিন্তু কোথায়? আদালত-পরিচারকটির টিকিটিরও পাত্তা নেই।

'আমার মনে হয়' লোকটি বলল—'ভদ্রলোকের অজ্ঞান হবার কারণ হল এখানকার আবহাওয়া। তাই সিক্‌রুমে নিয়ে গেলে তিনি সুস্থ বোধ করবেন না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি তাকে এখান থেকে, এই বিভিন্ন দপ্তরের আওতা থেকেই সরিয়ে নেওয়া হয়। এটাই তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করবেন।'

লোকটির পোশাক বেশ মজাদার! যদিও ছাই রঙের তবু বেশ চকচকে ওয়েস্ট কোটটা তার গায়ে, বেশ লক্ষ্য করবার মতো পোশাক। কোটটার পিছনের প্রান্ত দুটো দু'দিকে সোজা লম্বা হয়ে নেমেছে, লোকটির কথায় কে জোরে বলে উঠল, 'ঠিক তাই,' তার কথাটা যেন সে লুফে নিল। আনন্দের আতিশয্যে সে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই, আমাকে বাইরে নিয়ে গেলেই আমি সুস্থ বোধ করব। আমি ঠিক জানি, আমি মোটেই তেমন দুর্বল নই। আপনাদের কাউকে আমি বেশি কষ্ট দেব না। শুধু একজনের কাঁধে হাত রেখে আমি দরজাটুকু পর্যন্ত যেতে চাই। সেটা বেশি দূরে না। সেখানে সিঁড়ির ওপর খানিকক্ষণ বসে আবার শক্তি ফিরে পাব। আমি ঠিক বলছি, তখন আমার একটুও কষ্ট হবে না। এই ধরনের অসুস্থতা আমার এই প্রথম। এর আগে তো এমন হয়নি, তাই আমি নিজেই অবাক হয়েছি দেখে, আমিও তো একজন অফিসার। কিন্তু বলতে কি এ ধরনের আবহাওয়া আমার ওখানে নেই। যে কোনো একজনের সহ্যের বাইরে এখানকার বাতাস—এখানকার পরিবেশ, আপনারাও তো সেই একই কথা বলছেন। তাই অনুগ্রহ করে আপনি কি আমায় একটু সাহায্য করবেন? আপনার কাঁধে ভর দিয়ে আমি পথটুকু পার হব। আমি খুব ক্লান্ত। উঠে দাঁড়াতে গেলেই মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে আর ঝিম্ ঝিম্ করছে!' সে তার কাঁধ দুটো তুলে ধরলো যাতে অপর দুজন সহজেই তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে।

লোকটি তা সত্ত্বেও কে-র অনুরোধে হাত বাড়িয়ে দিল না, যেমন ছিল, ঠিক তেমনি পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। জোরে হেসে সে মেয়েটিকে বলল, 'দেখলে তো, আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। ভদ্রলোকটির যত অসুস্থতা, যত অসুবিধা সব এখানেই। অন্য কোথাও গেলে আর তিনি কোনো অসুবিধে বোধ করবেন না।' একথায় মেয়েটিও ঠোঁটের ফাঁকে একটু মৃদু হাসল, কিন্তু সেই সঙ্গে খুব আস্তে লোকটির বাহুতে আঙুলের হালকা টোকা মারল। যেন সে বলতে চায় কে-র এমন অবস্থায় ওরকম করে ঠাট্টা করা উচিত নয়।

'কিন্তু শোনো', লোকটি বলল, তখনো সে হাসছে। 'আমি কিন্তু ভদ্রলোককে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেব। আমি নিশ্চয়ই দরজা দেখিয়ে দেব।'

'বেশ তাই হবে।' মেয়েটি তার ছোট্ট সুন্দর মাথাটি নুইয়ে জবাব দেয়। কে-কে তারপর বলে, 'ওর হাসিতে আপনি কিছু মনে করবেন না।' কে-র চোখে তখন আবার সেই শূন্য দৃষ্টি, বিষণ্ণ এবং ম্লান, বাইরে থেকে মনে হয়। কোনো কথাই যেন তাকে ছুঁয়ে যেতে পারেনি। 'আপনাকে কি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি' সম্মতি প্রার্থনার ভঙ্গীতে লোকটি তার হাত দোলাল —'বেশ, এই ভদ্রলোকটি আমাদের "অনুসন্ধান বিভাগের" প্রতিনিধিত্ব করেন। এখানকার আইন-কানুন সাধারণ লোক খুব ভালভাবে জানে না। তাই অনেক খবরের তাদের দরকার হয়। বিভিন্ন অভিযুক্ত বা মক্কেলের কোনো বিষয়ে খোঁজ খবর দরকার হলে ইনিই তা দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তর তার কাছে পাওয়া যাবে। আপনার কিছু দরকার হলে একে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কিন্তু, এটাই ওর সব পরিচয় নয়। আরো আছে—ওর কেতাদুরস্ত পোশাক আশাকও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা অর্থাৎ সব কর্মীরা মিলে স্থির করেছি, অনুসন্ধান বিভাগের কর্মী যেন বেশ কায়দা-দুরস্ত পোশাকে থাকেন। কারণ তাকে সব সময়েই বিভিন্ন ধরনের লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়, মক্কেলদের প্রাথমিক ধারণা যাতে অনুকূল হয়। তাই এমন ব্যবস্থা। এখানকার অন্য আর সকলের অত্যন্ত সাধারণ ও পুরোনো ফ্যাসানের পোশাক—আপনি নিশ্চয়ই আমার পোশাক দেখেই তা অনুমান করতে পেরেছেন। পোশাকের জন্য বেশি অর্থ ব্যয়ের কোনো মানে হয় না, আমার মতে। কারণ আমরা কদাচিৎ দপ্তরের বাইরে যাই, এমন কি আমরা এখানে ঘুমুই পর্যন্ত, কিন্তু আগেই বলেছি, ওর পোশাক বেশ ভালো হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। কিন্তু এসব বিষয়ে এখানকার কর্তৃপক্ষের মনোভাব বড় অদ্ভুত। তারা কোনো পোশাক কিনে দিতে রাজী নয়। আমরা তাই চাঁদা তুলি নিজেরা, অনেক মক্কেলও

এর জন্য চাঁদা দিয়েছেন। ওর জন্য এই সুন্দর স্যুটটা কিনে দিয়েছি। এছাড়া অন্য কয়েকটি পোশাকও করিয়ে দিয়েছি। সাধারণ লোকের মনে ভাল ধারণা তৈরি করে দিতে আর কিছুরই দরকার নেই।—কিন্তু এমনভাবে হেসেই সব মাটি করে দেন উনি। তাই কেউ তাকে গুরুত্ব দেয় না, কেউ ওর কাছে ভিড়তেও চায় না।'

'সবই তো ঠিক', লোকটি বিস্ময়ের সুরে বলল, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ফ্রাউলিন, আমাদের এই সব গোপন বিষয়গুলো আপনি এই ভদ্রলোকটিকে বলতে গেলেন কেন? আর এসব বোধহয় জানতেও চান না তিনি। ওর দিকে তাকিয়ে দেখুন উনি নিশ্চয়ই নিজের চিন্তাতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে ডুবে আছেন।' লোকটির এ কথার কোনো উপযুক্ত জবাব দিতেও বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হল না কে-র। মেয়েটির সদিচ্ছা আছে বলেই তার মনে হল, কথায় কথায় সে তাকে যেন তার আগের সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চায়। তবে এ ব্যাপারে পন্থাটা তার যথোচিত হয়নি, 'আপনার হাসির কারণটা ওকে বুঝিয়ে দেবার দরকার ছিল। এভাবে হাসাটা অপমানকর।' মেয়েটি বলে উঠল।

'আমার মনে হয় ওকে যদি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই, তবে এর চেয়ে অনেক বেশি অপমানও তিনি তুচ্ছ মনে করতে রাজী হবেন।'

কে কিছু বলল না, তাদের দিকে তাকালো না পর্যন্ত। ওকে নিয়ে যত আলোচনা সবই চুপ করে শুনে গেল। যেন সে একটা জড়পদার্থ। কে যেন এই অবস্থাটা পছন্দ করছিল সত্যি সত্যি! হঠাৎ সে অনুভব করল, তার একটি বাহুর নীচে লোকটির হাত, অন্যটির নীচে মেয়েটির। লোকটি বলল, 'উঠুন দুব্‌লাবাবু।' আনন্দে বিস্মিত হয়ে কে বলল, 'আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।' এবং সে খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। শরীরের যেখানে তখনো দুর্বলতার রেশ আছে, সেখানে অপরিচিত দুজনের হাত টেনে টেনে যেন ভালো করে তাদের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারা বারান্দার পথে আসছিল, মেয়েটি তখন কে-র কানের কাছে মুখ নিয়ে নরম গলায় বলল, 'আপনার মনে হতে পারে, অনুসন্ধান বিভাগের কর্মী সম্বন্ধে আমি খুব চিন্তিত। যাতে ওকে লোকে ভালো বলে সেরকম কথাই বলতে চাই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ওর সম্পর্কে যেটুকু খাঁটি শুধু সেটুকু কথাই বলতে চেয়েছি। ও মোটেই কঠিন হৃদয় লোক নয়, অসুস্থ কোনো লোককে এখান থেকে সরিয়ে নেবার বা সাহায্য করবার কাজ তো ওর নয়। তবুও দেখুন। ও আপনাকে সাহায্য করছে। সম্ভবত আমরা কেউই পাষাণ-হৃদয় নই। অপরকে সাহায্য করতে পারলে আমরা খুশিই হই। অথচ আদালতের কর্মচারী হিসাবে

কাউকে কোনোরকম সাহায্য না করার ভান দেখিয়ে বেশ একটা কাঠখোট্টাভাব আমরা কতো সহজেই আমাদের ব্যবহারে আর চেহারায় আনি, এই সব আমার একটুও ভালো লাগে না।'

'আপনি কি এখানে একটু বসবেন?' অনুসন্ধান বিভাগের কর্মীটি বলল, তারা এতক্ষণে বড় লবিতে এসে পৌঁছেছে, প্রথম যে আসামীর সঙ্গে কে কথা বলেছিল, সে এখন ঠিক তারই বিপরীত দিকে, এভাবে ওর সামনে পড়ে কে বেশ লজ্জা পেল। প্রথম সাক্ষাতে ও লোকটির সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন দুজন লোকের প্রয়োজন হচ্ছে ওকে ঠিক করে দাঁড় করিয়ে রাখতে। আঙুলের ডগায় টুপিটা সামলে নিল অনুসন্ধান বিভাগের কর্মীটি। তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছে ঘামে ভেজা কপালের ওপর। অভিযুক্ত লোকটি এসব যেন কিছুই লক্ষ্য করছিল না। সে শুধু বিনীতভাবে অনুসন্ধান বিভাগের কর্মীটির সামনে উঠে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে কর্মীটি তাকে একপলক দেখেছে। লোকটি তার উপস্থিতির কারণ বা কৈফিয়ৎ দিল। 'আমি জানি' সে বলল, 'আমার অ্যাফিডেবিট সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত আজ জানানো হবে না, তবু আমি এসেছি। কারণ আমার হাতে অনেক সময়। এখানেই আমি এসে অপেক্ষা করতে পারি। আজ রবিবার, আজ আর আমি এখানে কাউকে বিরক্ত করব না।'

'আপনার এত কুণ্ঠা বোধ করার কোনো কারণ নেই।' অনুসন্ধান বিভাগের কর্মীটি বলল, 'আপনার এভাবে কথা বলা আমি প্রশংসা করি। এখানে যদিও আপনি জায়গা দখল করে আছেন, কিন্তু আমার কাজের কোনো অসুবিধা না করলে, আপনার মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যা করতে চান, যতটুকু করতে চান, তা করতে পারেন। ওসবে আমি মোটেও বাধা দেব না। এখানে অনেকেই তাদের কর্তব্য সম্পর্কে জঘন্য রকম উদাসীন। এই যারা দেখছে তারা কি আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সময় ধৈর্য রাখতে পারে? তবে আপনি এখন বসতে পারেন।' 'মক্কেলের সঙ্গে কথা বলার কায়দা ও কি চমৎকার আয়ত্ত করেছে দেখেছেন!' ফিস্‌ফিস্ করে মেয়েটি বলল। কে মাথা নেড়ে সায় দেয় কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠল, যখন অনুসন্ধান বিভাগের কর্মীটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি এখানে একটু বসতে চান?' 'না, আমি বিশ্রাম করতে চাই না', কে যতটাসম্ভব দৃঢ়ভাবে বলল, কিন্তু আরো একটু বসতে পারলে আসলে সে খুশিই হত। তার মনে হল, যেন তার সমুদ্র-পীড়া হয়েছে, যেন উত্তাল সমুদ্রে ভাসমান এক জাহাজে সে ভেসে চলেছে, তার চারপাশের কাঠের দেয়ালে সমুদ্রের জল গর্জনে ভেঙে পড়ছে। যেন প্যাসেজের শেষ প্রান্ত থেকেই আসছে এই উত্তাল

ঢেউগুলি, যেন পথটি জাহাজের মতই হেলেদুলে গড়িয়ে পড়ছে। আর তারই সঙ্গে অপেক্ষারত মক্কেলরাও উঠছে এবং পড়ছে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ছেলেটি আর সেই মেয়েটিই যেন এক দুর্বোধ্য অস্তিত্ব। ওদের শান্তভাবটি বুঝি মূর্ত স্থৈর্যের প্রতীক, ওরা এখানে একমাত্র ভরসা। ওদের হাতেই সে আত্মসমর্পণ করেছে। এখন যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয়, একখণ্ড কাঠের মতই সে টুপ করে পড়ে যাবে। তাদের ছোটো ছোটো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চারিদিকে বুলিয়ে তারা যেন সতর্ক পাহারা রেখেছে, তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, সে বুঝতে পারল সে নিজে ওদের তালে তাল রেখে এগিয়ে যাচ্ছে না, তাকে কেউ বয়ে নিয়ে চলেছে। অবশেষে এক-সময়ে বুঝতে পারল তারই সঙ্গে তারা কথা বলছে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে তাদের কথা ধরতে পারে না, ঐ জায়গাটির একটানা একটা কানে-তালা-লাগানো শব্দ সে শুনছে, এছাড়া আর কিছুই কানে আসছিল না। সাইরেনের মত এক তীক্ষ্ণ একঘেয়ে স্বর যেন সেই গোলমাল থেকে ভেসে আসছে। 'জোরে বলুন'—মাথা নোয়ানো অবস্থায় ফিস্‌ফিস্‌ করে কে বলল, কথাটা বলেই সে লজ্জা পেল কারণ তারা বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল। যদিও কিছুই সে বুঝতে পারছে না, তারপর হঠাৎ তার মনে হল সামনের দেয়ালটা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল আর একঝলক ঠাণ্ডা খোলা বাতাসের বন্যা অবশেষে সেই ফাঁক দিয়ে তারই দিকে ছুটে এল। তার কাছ থেকে কেউ যেন কথা বলছে শুনলো—প্রথমে সে যেতে চাইল, কিন্তু, দরজা খোলার পর নড়বার বিন্দুমাত্র লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। কে দেখল মেয়েটি তার সামনে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। যেন একমুহূর্তে কে তার সমস্ত চেতনা সমস্ত শক্তি ফিরে পেল। একটুও দেরি না করে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে চাইল সে। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির ধাপে পা বাড়াল, আর তার বাহকদের সেখান থেকে বিদায় জানাল, বাহকেরা মাথা ঝুঁকিয়ে তার কথা শুনতে চেষ্টা করল। 'অনেক ধন্যবাদ'—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার একথা বলল আর বারে বারে তাদের সঙ্গে সে করমর্দন করল। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল, তারা অফিসের বদ্ধ আবহাওয়া থেকে হঠাৎ বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে একটু অস্বস্তি বোধ করছে—তখনই সে তাদের হাত ছেড়ে দিল। তার মনে হল, সে যেমন বদ্ধ আবহাওয়ায় অভ্যস্ত নয়, এরাও তেমনি খোলা জায়গায় মুক্ত বাতাসে অনভ্যস্ত, ওরা অসুস্থ বোধ করে, তাই তেমন ভালো করে উত্তরই দিল না। আর একটু দেরি করলেই হয়ত মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত, যদি না কে ক্ষিপ্রহাতে সিঁড়ির মধ্যবর্তী দরজাটা বন্ধ করে দিত। কে সেখানে একটু সময় দাঁড়াল। পকেট আয়না বার করে সে তার চুলগুলো পরিপাটি করে, সিঁড়ির ওপর থেকে টুপিটা

তুলে নিল। অনুসন্ধান বিভাগের কর্মীটি হয়ত টুপিটি তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে, লম্বা লম্বা পা ফেলে খুব প্রাণবন্ত ভাবে সে এবার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল। নিজের কাণ্ড দেখে তার নিজের ভয়ও হল। সাধারণভাবে তার স্বাস্থ্য খুবই ভাল, তার সুগঠিত দেহ। এমন অভিনব অভিজ্ঞতা এর আগে আর কখনো লাভ করেনি। তার দেহ কি হঠাৎ বিদ্রোহ করতে চাইল একটা নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করতে তার জীবনে? কারণ, এক পুরনো ধাঁচের অবস্থা তো সে এতদিন নির্বিঘ্নে উপভোগ করে চলেছিল। অবশ্য একবার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার চিন্তাটা যে একেবারেই মাথা থেকে সরিয়ে দিল তা নয়। যাই হোক, সে মন স্থির করে নিল। নিজেই সে ভেবে ঠিক করবে ভবিষ্যৎ-এ রবিবারগুলোর সকালবেলাটা কেমন করে আরো ভালোভাবে কাটানো যাবে।

॥ চার ॥

ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের বন্ধু

পরবর্তী কয়েকটি দিন কে ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের সঙ্গে একটাও কথা বলতে পারল না। তার সঙ্গে দেখা করবার অনেক চেষ্টা অনেকবার ইতিমধ্যে সে করেছে। কিন্তু প্রত্যেক বারই সে কৌশলে তাকে এড়িয়ে গেছে। অফিস থেকে রোজই কে বাড়ি ফিরে যায়। আলো নিভিয়ে দরজাটা খোলা রেখে সে তার ঘরে সোফার ওপর বসে থাকে। আর লক্ষ্য রাখে এনট্রেন্স হল দিয়ে কারা যাতায়াত করছে। যদি কোনো কাজের মেয়ে যাবার সময় তার ঘর খালি ভেবে দরজাটা বন্ধ করে দেয়, তবে সে একটু পরেই উঠে গিয়ে আবার দরজাটা খুলে রাখে। রোজ সকালে সাধারণতঃ যে সময় তার ঘুম ভাঙে, তার চেয়েও ঘণ্টাখানেক আগে সে জেগে ওঠে, কাজে বেরোবার আগে যদি ফ্রয়লাইন বার্সৎনারকে একা পাওয়া যায়। কিন্তু সব কৌশলই তার ব্যর্থ হল। অবশেষে সে একখানা চিঠি লিখল ফ্রয়লাইন বার্সৎনারকে। চিঠিখানা বাড়ি ও অফিস দুই ঠিকানাতেই পাঠিয়ে দিল। চিঠিতে আবার তার আগের ব্যবহারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কে জানতে চাইল, তারজন্য ফ্রয়লাইন বার্সৎনার কোনো ক্ষতিপূরণ চায় কি না। সে চিঠিতে প্রতিজ্ঞা করে লিখল, ভবিষ্যতে ফ্রয়লাইন বার্সৎনার তার জন্য যে সব করণীয় নির্ণয় করবে, তার একটাও সে লঙ্ঘন করবে না। সে তার কাছে মিনতি জানাল সে যেন তাকে একবার কথা বলবার সুযোগ দেয়। কারণ তার সঙ্গে আলোচনা না করে কে ফ্রাউ গ্রুবাকের সঙ্গে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। চিঠির শেষে জানাল, পরের রোববার সে তার ঘরে সমস্তদিন অপেক্ষা করবে। ফ্রয়লাইন বার্সৎনার যেন তাকে কোনোভাবে জানায় যে সে তার অনুরোধ মঞ্জুর করেছে কিনা, অথবা মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও সে কেন তার সঙ্গে একবারও দেখা করছে না, সেকথা জানিয়ে যায়। তার চিঠিগুলো কিন্তু ফেরৎ এল না। অথচ তার কোনো উত্তরও সে পেল না।

যাই হোক, রবিবারে সে এমন কিছু আভাস পেল, যাতে অনেক কিছুই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। খুব সকালে কে দরজার চাবির ফুটো দিয়ে দেখতে পেল, বাইরে এনট্রেন্স হলে বেশ একটা গণ্ডগোল চলছে। যার অর্থ একটু পরেই স্পষ্ট হল। ফরাসী ভাষা শেখানোর একজন শিক্ষয়ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ফ্রয়লাইন

বার্সৎনারের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সে একজন জার্মান মেয়ে, নাম তার মন্‌তাগ। বড় রুগ্ন মেয়েটি, গায়ের রঙ ফ্যাকাসে, বুঝি একটু কুঁজোও হয়ে গেছে সে। এতদিন সে এই বাড়ির একটি ঘরে থাকতো আলাদাভাবে। এখন সে, মনে হয়, ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের সঙ্গেই থাকবে এবং একই ঘরে। অনেকক্ষণ ধরে সে এনট্রেন্স হলে যেন ক্লান্তভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে। সব সময়েই, মনে হচ্ছে, সে একটা না একটা কিছু ভুলে যাচ্ছে নিতে, হয় তার সেমিজ, নতুবা কয়েকটা পর্দা, অথবা কোনো বই। নতুন ঘরে যেতে বোধহয় ওসব অপরিহার্য, আর তাই বিশেষ ভাবে বারবার তাকে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে।

ফ্রাউ গ্রুবাক এমন সময় তার ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল। কে-র সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হবার পর থেকে ফ্রাউ গ্রুবাক কে-র প্রতি সমর্পিতপ্রাণ, তার প্রায় সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ করে দেয়। সে যেন মনে হয়, কে-র কাছে তার জীবনটাই উৎসর্গ করে দিয়েছে। তবু কে-তার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ রেখেছিল। আজ আর সে তার সঙ্গে কথা না বলে পারল না। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলল—'আজ এনট্রান্স হলে এমন গোলমাল কেন? অন্যসময়ে তো এইসব ঝাড়াপোঁছার কাজ হলে পারত। রবিবারেই কি এমন করতে হয় নাকি?' যদিও কে ফ্রাউ গ্রুবাকের দিকে তাকায়নি, কিন্তু তাকালে সে বুঝতে পারত ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কে-র প্রশ্নটা যদিও বেশ রুক্ষ তবু ফ্রাউ গ্রুবাক একে ক্ষমার নিদর্শন ভাবল অথবা কে যে তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত, এই প্রশ্ন করা থেকে তা বোঝা যায়। সে বলল, 'হের কে আজ তো ঝাড়পোঁছের কোনো কাজ হচ্ছে না। ফ্রয়লাইন মন্‌তাগ, ফ্রয়লাইন বার্সৎ-নারের ঘরে চলে যাচ্ছে। তাই তার মালপত্র সরাতে হচ্ছে', আর কথা বলল না ফ্রাউ গ্রুবাক। চুপ করে থেকে সে লক্ষ্য করল কথাটা কে কিভাবে গ্রহণ করে। আরো কিছু সে শুনতে চায় কিনা তা বুঝতে চাইল। কিন্তু কে কোনো কথা বলল না। তাকে ভাবনার মধ্যেই ডুবিয়ে রাখল। আর ওর কথাগুলো চিন্তা করতে করতে কফির পেয়ালায় চামচ ডুবিয়ে সে নাড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি আগে ফ্রয়লাইন বার্সৎনারকে যেভাবে সন্দেহ করতেন এখনো কি তাই করেন?'

'হের কে'! যেন চেঁচিয়ে উঠল ফ্রাউ গ্রুবাক। বুঝিবা এই প্রশ্নটি শোনার আশাতেই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। সে তার দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি আবেগে কে-র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'আপনি আমার সাধারণ একটা মন্তব্য এমন গভীরভাবে গ্রহণ করেছেন যে আপনাকে বা অন্য কাউকেই আমি অসন্তুষ্ট করতে চাই না। আপনি তো আমাকে বহুদিন ধরেই জানেন, হের কে, তাই আপনিও

নিশ্চয়ই বলবেন সত্যিই আমার মনোভাব ওরকম নয়। এই কদিন আমি যে কি যন্ত্রণা অনুভব করেছি, তার কিছুই আপনি জানেন না। আপনি জানেন না, কেন আমার একজন বোর্ডার সম্পর্কে আমি ওসব কথা বলেছিলাম। আপনি শুধু আমার কথাটাই শুনলেন। আর কিছু নয়, তাই আপনাকেও নোটিশ দেবার জন্য আপনি আমাকে বললেন। আপনাকে আমি নোটিশ দেব, আপনাকে?' শেষ কথাটি বলতে বলতে তার গলা প্রায় বন্ধ হয়ে এল। কান্নার আবেগে তার বুক ফুলে ফুলে উঠল। সে তার অ্যাপ্রনটা তুলে সশব্দে মুখ মুছল। কিন্তু তার কান্না বাঁধ মানল না কিছুতেই।

'অনুগ্রহ করে আর কাঁদবেন না'—জানালার বাইরে তাকিয়ে কে বলল। তখনো তার মনে ফ্রয়লাইন বার্সৎনার। অবাক হয়ে সে ভাবছে, ঐ অদ্ভুত মেয়েটাকে সে তার ঘরে এনে ঢোকাল কেন?

'এমন কাঁদবেন না' আবার বলল কে। বাইরে থেকে সে তার দৃষ্টি এখন ভিতরে ফিরিয়ে এনেছে। দেখলো তখনো ফ্রাউ গ্রুবাক কেঁদে চলেছে।

'আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেন নি, ফ্রাউ গ্রুবাক। আমার কথা অমন গভীরভাবে নেওয়ার কিছু ছিল না। আমরা দুজনেই দুজনকে ভুল বুঝেছি। আর এমন ঘটনা মাঝে মাঝে খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যেও ঘটে থাকে।'

ফ্রাউ গ্রুবাক তার চোখের ওপর থেকে অ্যাপ্রনের প্রান্তটা ফেলে দিল।

কে-র দিকে ভালো করে চেয়ে দেখল সত্যিই সে এবার খুশি কিনা।

'যাক্ গে, যা হবার হয়ে গেছে।' কে বলল, তারপর আরেকটু সাহস সঞ্চয় করে আবার শুরু করল, 'আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন ওই অদ্ভুত মেয়েটির জন্যে আপনার প্রতি আমি বিরূপ হব?'

'ঠিক তাই হের কে।' এটাই ওর দুর্ভাগ্য, যেই মনটা ওর হালকা হল, সঙ্গে সঙ্গে সে গোলমেলে কথা বলে ফেলল আবার, 'আমি প্রায়ই নিজের মনে মনে ভেবেছি—হের কে কেন ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের জন্য এত চিন্তা করেন। কেন তিনি ওর জন্য আমার সঙ্গেও ঝগড়া করেন? যদিও তিনি জানেন তার প্রতিটি কড়া কথা আমার রাতের ঘুম কেড়ে নেয় কিন্তু আমি নিজের চোখেই দেখেছি। তাই তো শুধু বলেছি মেয়েটির সম্পর্কে।'

কে কোনো জবাব দিল না। প্রথম কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার উচিত ছিল ফ্রাউ গ্রুবাককে ঘর থেকে বার করে দেওয়া। কিন্তু তা সে করল না। সে চুপচাপ বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল। তার ইচ্ছা হল, ফ্রাউ গ্রুবাক বুঝতে পারুক তার উপস্থিতি কে-কে পীড়িত করে তুলেছে। ঘরের বাইরে সে

ফ্রয়লাইন মন্‌তাগের ব্যস্ততার সাড়া পেল আবার, তখন সে এনট্রেন্স হলের এধার ওধার ছুটে বেড়াচ্ছে নিস্তেজ পায়ে। দরজার দিকে আঙুল তুলে কে জিজ্ঞাসা করল,

'আপনি সব শুনতে পাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ', দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিল ফ্রাউ গ্রুবাক। 'আমি ফ্রয়লাইন মন্‌তাগকে সাহায্য করবার কথা জানিয়েছিলাম। এমন কি চাকর ঝিদেরও বলেছিলাম মালপত্র সরিয়ে দিতে। কিন্তু কোনো কথাই শুনতে চাইল না। সব কিছুই সে নিজেই করতে চায়। ফ্রয়লাইন মন্‌তাগের মত বোর্ডার সম্পর্কে সবসময়েই আমার বীতস্পৃহা, এখন আমার আরো খারাপ লাগছে ফ্রয়লাইন বার্সৎনার আবার তাকে নিজের ঘরে ঢোকালো দেখে।' কফির কাপের তলায় জমা চিনিটুকু চামচে দিয়ে নাড়তে নাড়তে কে বলল, 'সে সম্পর্কে আপনার কিছু ভাবা কি উচিত হবে ? এতে আপনার কি কোনো ক্ষতি হচ্ছে ?' 'না' ফ্রাউ গ্রুবাকের জবাব—'বরঞ্চ একদিক দিয়ে আমার ভালোই হল, আমার একটা বাড়তি ঘরের দরকার ছিল। এখন সেটা পাওয়া গেল। আমার ভাইপো ক্যাপ্টেনকে ওখানেই থাকতে দেব। কিন্তু বাকি এ কটা দিন সে যদি আপনার কোনোরকম বিরক্তির কারণ হয় তবে আমি ভারি অস্বস্তি বোধ করব। কারণ আপনার ঘরের পাশেই বসার ঘরটা তাকে দিতে হয়েছে এখনকার মতো। সে এইসব ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখে না।' 'কি কাণ্ড! আপনি ওসব ভাবছেন কেন ? আমি ফ্রয়লাইন মন্‌তাগের এমন ছুটোছুটির জন্য তেমন স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারছি না বলে কি আমি এতই স্পর্শকাতর যে অন্য কোনো কিছুই সহ্য করতে পারব না।—ওই দেখুন সে আবার যাচ্ছে—আবার এখনই ফিরে আসছে।' ফ্রাউ গ্রুবাক এবার হতাশ বোধ করল।

'হের কে, আমি কি তাকে আপাতত কিছুক্ষণের জন্য তার মালপত্র সরানোর কাজ বন্ধ রাখতে বলব ? আপনি যদি বলেন তো আমি এক্ষুনি তাকে বলছি।'

'কিন্তু সে তো ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের ঘরে যাচ্ছেই।' কে উত্তেজিত হয়ে বলে।

'হ্যাঁ', ফ্রাউ গ্রুবাক উত্তর দেয়, সে কে-র কথার কোনো মানে বুঝে উঠতে পারছে না। 'তবে ? তাকে তার মালপত্র সরানোর জন্য এ-ঘর ও-ঘর করতে না দিলে চলবে কেন ?' এ কথায় ফ্রাউ গ্রুবাক শুধু তার ঘাড় নাড়ল। আর এভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে যেন কে-কে আরো ক্ষুব্ধ করে তুলল। অবশ্য তার অসহায় মূক ভাবটি বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে মহিলা অত্যন্ত একগুঁয়ে। জানালা আর দরজার মধ্যের জায়গাটুকুতে কে এবার উঠে পায়চারী করতে শুরু

করল। তার ইচ্ছা, ফ্রাউ গ্রুবাক এখন যেন চট্ করে চলে যেতে না পারে। ফ্রাউ গ্রুবাক হয়ত মনে মনে যাবার কথাই ভাবছে। কে সবে আবার দরজার কাছে গেছে, এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। দরজা খুলে কে বোর্ডিং-এর এক পরিচারিকাকে দেখতে পায়। সে জানালো, ফ্রয়লাইন মন্‌তাগ হের কে-র সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চান। তিনি এখন খাবার ঘরে অপেক্ষা করছেন, কে সেখানে যেন একবার যান, এটা তাঁর বিশেষ অনুরোধ। গম্ভীর হয়ে কে কথাগুলো শুনল। তারপর প্রায় ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল, আতঙ্কিত ফ্রাউ গ্রুবাকের দিকে। কে-র দৃষ্টিতে মনে হল যেন সে অনেক আগে থেকেই জানত এমন এক আমন্ত্রণ ফ্রয়লাইন মন্‌তাগ তাকে জানাবে। এতক্ষণ ধরে এই রবিবারের সকালটুকু যত কষ্ট কে-কে সহ্য করতে হয়েছে, তার সঙ্গে যেন সঙ্গতি রেখেই এই আমন্ত্রণ এল ফ্রাউ গ্রুবাকের বোর্ডারের কাছ থেকে। সে পরিচারিকাকে খবর দিতে বলল, যে সে এক্ষুনি যাচ্ছে। তারপর পোশাক বদ্‌লাতে চলে গেল। ফ্রাউ গ্রুবাক এতক্ষণ ধরে নাছোড়বান্দা ফ্রয়লাইন মন্‌তাগের ব্যবহারের জন্য মৃদু স্বরে বিলাপ করছিল। কে তার উত্তরে শুধু তাকে ব্রেকফাস্টের ট্রে-টা সরিয়ে নিয়ে যেতে বলল।

'কিন্তু আপনি যে কিছুই মুখে দেননি।' ফ্রাউ গ্রুবাকের সন্দেহ হতে শুরু করেছে। যত সব বাজে কাণ্ড।

খাবার ঘরে যাবার সময় কে একবার ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের ঘরে উঁকি মারল। ঘরটার কপাট আধখোলা। এখন পর্যন্ত সে ও ঘরে যাবার আমন্ত্রণ পায়নি। ফ্রয়লাইন মন্‌তাগ তাই তাকে খাবার ঘরে দেখা করতে বলেছে। কড়া না নেড়েই, বা অন্য কোনো ইঙ্গিত না দিয়েই কে ডাইনিং হলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো।

সঙ্কীর্ণ লম্বা ঘর, ঘরে মাত্র একটা বিরাট জানালা। দরজার দু-পাশে কোণা-কুনি খানিকটা জায়গা ছিল, তাও জিনিসপত্র রাখার দুটো শেলফ্ দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। ঘরের বাকি অংশটুকু বড়ো একটা ডাইনিং টেবিলেই ভরে গেছে। সেটা দরজার কাছ থেকে শুরু হয়েছে, তার অপর প্রান্ত ছুঁয়েছে জানালাটা পর্যন্ত। টেবিলটার এক ধার থেকে অন্য ধারে যাওয়া প্রায় অসম্ভব, টেবিল সাজানোই আছে, রবিবার বেশির ভাগ বোর্ডার দুপুরের খাবারটা বাড়িতেই খায়, তাই হয়তো এই ব্যবস্থা।

কে ঘরে ঢুকতেই ফ্রয়লাইন মন্‌তাগ জানালার কাছ থেকে তার দিকে এগিয়ে এল। নীরবতার মধ্যেই তাদের পারস্পরিক অভিনন্দন বিনিময় হল। তারপর

ফ্রয়লাইন মোনটাক্ তার স্বভাব মতো মাথাটা সোজা খাড়া করে বলল, 'আমি জানি না, আপনি আমার পরিচয় জানেন কি না।'

ভ্রূ কুঁচকে কে তার দিকে তাকাল, বলল, 'হ্যাঁ আমি জানি বই কি, অনেকদিন ধরে আপনি এখানে ফ্রাউ গ্রুবাকের সঙ্গে আছেন, তাই না? আমার মনে হয়, এখানকার অন্যান্য বোর্ডারদের কোনো খোঁজ খবরই আপনি রাখেন না, তাই কি?'

'হ্যাঁ'।

'আপনি বসবেন না?' ফ্রয়লাইন মোনটাক্ জিজ্ঞাসা করে, কথা না বলে তারা দুজন টেবিলের নিচ থেকে দু'খানা চেয়ার বার করে মুখোমুখি টেবিলের একপ্রান্তে গিয়ে বসল। কিন্তু তক্ষুনি আবার ফ্রয়লাইন মোনটাক্ উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে যাবার জন্য পা বাড়াল। জানালার তাকের ওপরে সে তার ছোটো ব্যাগটা ফেলে এসেছিল, ওটা সে আনতে গেল, প্রায় সম্পূর্ণ ঘরটাই তাকে ঘুরতে হল জানালার কাছে যাবার জন্য। ফিরে এসে ব্যাগটা হাতে নিয়ে অল্প দোলাতে দোলাতে সে কে-কে বলল, 'আমার বন্ধু আপনাকে কয়েকটি কথা বলতে বলেছে। আমি তাই আপনাকে ডেকে এনেছি। তার নিজেরই সে কথাগুলো আপনাকে বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজ সে সামান্য অসুস্থ থাকার জন্য আসতে পারল না। তবে সে যা বলত, আমি তার চেয়ে বেশি বা কম কিছুই বলব না, সে আমার কথাগুলো আপনাকে শুনতে বলেছে। আর এ'জন্য তাকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়েছে। তাছাড়া আমার মনে হয়, আমি সবকিছু ঠিকঠিকই বলতে পারব। তার কারণ আমি আপনাদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ। আপনিও কি তাই মনে করেন না?' 'বেশ, আপনি যা বলতে চান বলুন।' কে উত্তর করল। সে ততক্ষণে অস্থির হয়ে উঠেছে মোনটাকের আচরণে। ফ্রয়লাইন মোনটাক্ একদৃষ্টিতে কে-র ঠোঁটের দিকেই তাকিয়েছিল। তার ঐরকম দৃষ্টি যেন কথাগুলো চাপা দেবার চেষ্টা করছে। কে-র কোনো কথাই যেন উচ্চারিত হবার সুযোগ পাচ্ছে না। 'ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, তিনি আমার সে অনুরোধ মঞ্জুর করেননি।'

'সে কথা ঠিক।' ফ্রয়লাইন মোনটাক্ বলল, 'অথবা মোটেই তা সত্যি নয়। আপনি অযথা বাপারটা এমন সাদামাটা রসকষ হীনভাবে সাজাচ্ছেন। আর তাছাড়া নিজেদের ইচ্ছেমতো কেউ কারো সঙ্গে দেখা করল কি করল না, সে সব নিয়ে আমরা কোনো মতামত দিই না। কিন্তু এমন হতে পারে, এই সাক্ষাতের কোনো অর্থ আছে বলে ফ্রয়লাইন বার্সৎনার মনে করেনি, আপনার শেষ কথা-গুলোর পর আমি বোধহয় এবার সরলভাবেই সব বলতে পারি।'

'আপনি আমার বন্ধুকে চিঠি লিখতে, অথবা দেখা করে আলোচনা করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কি সম্পর্কে আপনি আলোচনা করতে চান, আমি জানি না। তবে তার যখন জানা আছে এবং তার হাবেভাবে বেশ স্পষ্ট যে তার ধারণা, তা যে কোনো কারণেই হোক, এই আলোচনায় আপনাদের কারো কোনো উপকার হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, কাল পর্যন্ত সে আমাকে কিছুই বলেনি। শুধু কথা প্রসঙ্গে সে বলল, এই ধরনের দেখা সাক্ষাতের ওপর আপনার বিশেষ কোনো গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়। কারণ হয়ত এই দেখা সাক্ষাৎ করার ধারণাটাই আপনার মনে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই এসেছে। সেজন্য খুব অল্প সময়েই আপনি আবার বুঝতে পারবেন কি ছেলেমানুষীই না আপনি করেছেন—আর সেটা বেশি আপনাকে বোঝাতেও হবে না। হয়তো এরমধ্যেই আপনি তা বুঝতে পেরেছেন। আমি তাকে বললাম, সম্ভবত তার কথা ঠিক, তবু আপনার একটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া উচিত এ বিষয়ে। সব বিষয়টা এর ফলে আপনাদের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে মিটে যাবে বলেই আমার ধারণা। তারপর আমি নিজে যখন মধ্যস্থতা করবার কথা জানিয়ে অনেক পীড়াপীড়ি করলাম, সে তখন রাজী হয়ে গেল, আগে খুবই ইতস্তত করছিল। আশাকরি এতে আপনারও উপকার হয়েছে, কারণ, সামান্য কোনো বিষয় নিয়ে অনিশ্চয়তা বোধও আমাদের সকলেরই প্রচুর উদ্বেগের কারণ হয়, আর এখন, অর্থাৎ এই আলোচ্য বিষয়টি, যা নাকি সহজেই পরিহার করা যায়, তাকে নির্বাসন দেওয়াই উচিত।

'ধন্যবাদ' কে বলল, ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। ফ্রয়লাইন মোনটাকের দিকে তাকাল, তারপরে টেবিলের দিকে, জানালার বাইরে—ওপাশে বাড়ির মাথায় তখন প্রখর সূর্য উজ্জ্বল। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কয়েক পা ফ্রয়লাইন মোনটাকও তার পিছু পিছু এল, সে যেন কে-কে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, দরজার কাছে গিয়ে তাদের দুজনকেই কয়েক পা পিছিয়ে আসতে হল। কারণ দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল, ক্যাপ্টেন ল্যানৎস ঘরে এল। এই প্রথম কে খুব কাছে থেকে তাকে দেখল। সে বেশ লম্বা, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তার মাংসল মুখের চামড়া বুঝি রোদে পোড়া তামাটে। ঘরে ঢুকে সে একটু মাথা নোয়ালো, যেন ফ্রয়লাইন মোনটাকের সঙ্গে সঙ্গে কে-কেও অভিবাদন জানাল সে। এই সামান্য লোকাচারের পর ফ্রয়লাইনের কাছে এগিয়ে এসে শ্রদ্ধার সঙ্গে তার হাতের ওপর চুমু খেল। বেশ স্বচ্ছন্দ তার গতিবিধি। ফ্রয়লাইন মোনটাকের প্রতি তার এমন নম্র ব্যবহার কে-র সঙ্গে তুলনা করলে বেশ চোখে পড়ার মতো। কে-র মত রুক্ষ মেজাজ সে মোটেও প্রকাশ করছে না। তবে, এজন্য মনে হয় না

ফ্রয়লাইন মোনটাক্ কে-র ওপর রুষ্ট হয়েছে। সে বরং এখন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যস্ত। কিন্তু কে এখন মোটেই পরিচিত হতে চায় না। ফ্রয়লাইন মোনটাক্ বা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মোলায়েম ব্যবহার করার মতো মানসিকতা এখন তার একেবারেই নেই। কে-র মনে হয়, এই হাতে চুমু খাওয়া, পরিপাটি ব্যবহার যেন এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দুটি লোকের বাইরের আবরণ মাত্র। তারা অতি ভদ্রতার আবরণ দিয়ে কে-কে ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। সে যেন বুঝতে পারল, আরো অনেক কিছুরই গভীর অর্থ এখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারল, ফ্রয়লাইন মোনটাক্ বেশ বুদ্ধিমানের মতো, যেন শাঁখের করাতের মতো এক অস্ত্র ব্যবহার করছে দুদিকেই যাতে কাটে তার জন্য। সে কে এবং ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের মধ্যে যে পরিচয়, তার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে বেশ যথার্থভাবেই, আর এই ব্যাপারে দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎকারের বিষয়টিকেও সে কম প্রাধান্য দিচ্ছে না। আবার একই সঙ্গে সে এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যাতে মনে হবে যতকিছু বাড়াবাড়ি তার মূলে কে। একসময়ে ফ্রয়লাইন মোনটাক্ বুঝতে পারবে সে প্রতারিত হয়েছে। সে কিছুই বাড়াবাড়ি করেনি, ফ্রয়লাইন বার্সৎনার যে একজন সামান্য টাইপিস্ট সে তা জানে। আর খুব বেশিদিন যে তাকে এভাবে এড়িয়ে থাকতে পারবে না তা'ও বোঝা যায়। এই সিদ্ধান্তে এসে ইচ্ছে করেই কে ফ্রয়লাইন বার্সৎনার সম্পর্কে ফ্রাউ গ্রুবাকের সব অভিযোগই মন থেকে উড়িয়ে দিল। বেশ সংক্ষিপ্ত রুক্ষ কথায় মোনটাক্ ও ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে এইসব কথা ভাবছিল কে। হঠাৎ পেছনে খাবার ঘর থেকে ভেসে আসা ফ্রয়লাইন মোনটাকের হাল্কা চাপা হাসির শব্দে একটা চিন্তা তার মাথায় উদয় হল। হয়তো ঐ দুজনকে সে বেশ অবাক হয়ে যাবার মতো একটা খোরাক দিতে পারে। ঐ ক্যাপ্টেন আর সেই সঙ্গে ফ্রয়লাইন মোনটাক্। সে চারিদিকে একবার ভাল করে দেখে নিল, সব ঠিক আছে। নিথর নিস্তব্ধ, শুধু খাবার ঘর থেকে তখনো গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আর যাতায়াতের পথে বারান্দার শেষে রান্নাঘরের দিক থেকে ফ্রাউ গ্রুবাকের গলার স্বর, বুঝল, আশেপাশের কোনো ঘর থেকেই এখন বাধা পাবার মতো ঘটনা কিছু ঘটবে না। সে বেশ নিশ্চিত হল যে, এই একটা অপূর্ব সুযোগ সে পেয়ে গেছে এখন। সে ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের ঘরের দরজার কাছে গেল আর খুব মৃদুভাবে কড়া নাড়ল, ভেতর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আবার সে কড়া নাড়ল, কিন্তু এবারো কোনো উত্তর পেল না, সে ঠিক ঘুমোচ্ছে? কে ভাবল, না সে সত্যিই অসুস্থ? অথবা এও হতে পারে সে বুঝতে পেরেছে অমন মৃদুভাবে কে

ছাড়া কেই বা আর কড়া নাড়তে পারে, আর তাই ঘরে না থাকার ভান করে চুপ করে আছে। কে এবার নিশ্চিত, এ সবই তার ভান, তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা তাই খুব জোরে শব্দ করে কড়া নাড়ল, তবু কোনো উত্তর পেল না দেখে, অবশেষে সে দরজাটা খুলে ফেলল খুব সাবধানেই। অবশ্য তার মনে হচ্ছিল সে বেশ অন্যায় কাজ করছে, বলতে কি খুবই অর্থহীন বাজে কাজ।

ঘরে কেউ ছিল না, তার ওপর এ ঘরের সঙ্গে কে-র দেখা ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের ঘরের যেন কোনোই মিল নেই। দেয়ালের গায়ে পাশাপাশি দুটো বিছানা, দরজার কাছে খানতিনেক চেয়ার, তার ওপর জঞ্জালের মতো জড়ো করা পোশাক আর অধোবাস, পোশাকের আলমারীটা খোলা পড়ে আছে। মনে হচ্ছে, ফ্রয়লাইন মোনটাক্ যখন তার সঙ্গে খাবার ঘরে বসে কথা বলছিল, তখন ফ্রয়লাইন বার্সৎনার বাইরে চলে গেছে। কে খুব আশ্চর্য হল না অবশ্য। কারণ, সে আশা করেনি এত সহজেই ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের দেখা পাওয়া যাবে। তবু সে চেষ্টা করছিল দেখা পেতে শুধুমাত্র ফ্রয়লাইন মোনটাক্‌কে চটিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু হঠাৎ তাকে হোঁচট খেতে হল। দরজাটা বন্ধ করে দেবার সময় সে দেখে ফ্রয়লাইন মোনটাক্ ও ক্যাপ্টেন ল্যানৎস ডাইনিং হলের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তারা সম্ভবতঃ অনেকক্ষণ ধরেই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু খুব বুদ্ধিমানের মতো একবারো প্রকাশ করল না যে, কে-র গতিবিধি তারা সবই লক্ষ্য করেছে। খুব নীচু স্বরে তারা কথা বলছিল। কে-র দিকে ভাসাভাসা চোখে একবার তাকালো, গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় সাধারণত এইভাবেই লোকে আশেপাশের মানুষের দিকে তাকায়, কিন্তু তাদের এই অন্যমনস্ক ভাসাভাসা দৃষ্টিও কে-র অসহ্য মনে হল, সে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দেয়ালের গা ঘেঁষে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

॥ পাঁচ ॥

চাবুকওয়ালা

কয়েকটি সন্ধ্যার পরে কে একদিন তার অফিসে বারান্দা দিয়ে ব্যাঙ্কের প্রধান সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল। সে ছাড়া প্রায় সকলেই তখন অফিস থেকে চলে গেছে। শুধু ডেসপ্যাচ্ বিভাগের দুজন কর্মচারী তখনো ল্যাম্পের মিটমিটে আলোয় কাজ করছে। বারান্দাটা পার হবার সময় কে একটা বন্ধ ঘরের ওপাশ থেকে কাঁপা কাঁপা বিক্ষুব্ধ শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, নিশ্চিত হয়ে জানতে চাইল সে ভুল কিছু শুনছে কিনা। সব ঠিক আগের মতোই শান্ত—কিন্তু একটু পরে আবার সেই নিঃশ্বাসের আওয়াজ। প্রথমে সে একজন ডেস্‌প্যাচের কেরানীকে ডেকে আনার কথা ভাবল। একজন সাক্ষী থাকা দরকার। কিন্তু অদৃশ্য কৌতূহলে সে আর অপেক্ষা করতে পারল না। নিজেই দরজাটা সজোরে খুলে ফেলল। ঠিকই ধরেছিল, সে ঘরটায় বাজে জিনিসপত্র রাখা হয়। চৌকাঠ পার হলেই দেখা যাবে মাটির তৈরি কালির শূন্য বোতলগুলো মেঝের ওপর স্তূপাকার করে রাখা আছে। কোনো কোনোটা বা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কোথাও বা পুরানো বাজে কাগজের বাণ্ডিল একসঙ্গে জড়ো করা। কিন্তু ঘরের মাঝখানে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে। ঘরের সিলিংটা নীচু থাকায় ওরা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা মোমবাতির অস্পষ্ট আলোয় তাদের দেখা যায়, মোমবাতিটা বুককেসের ওপরে রাখা।

'তোমরা এখানে কি করছ?' কে-র মনের উত্তেজনা তার গলার স্বরে স্পষ্ট। গলার পর্দা নীচু তবে প্রবল উত্তেজনায় গলার স্বরটা কেমন ভাঙা শোনালো। একজনকে ওদের মধ্যে উচ্চপদস্থ লোক বলে মনে হল তার, সহজেই সে চোখে পড়ে। চামড়ার কালো একটা পোশাক সে পরেছে। কিন্তু পোশাকটা দিয়ে তার গলা এবং বুকের অনেকটা অংশ এবং সম্পূর্ণ হাত দুটো ঢাকা পড়েনি। সে কোনো উত্তর করল না। অপর দুজন চীৎকার করে বলল, 'স্যার, আমাদের চাবুক মারা হবে। কারণ আপনি আমাদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করেছেন।'—এ'কথার পরই কে এই প্রথম লোক দু'জনকে চিনতে পারল। ওরা ফ্রানৎস্ ও ভিল্‌হেল্‌ম। তৃতীয় ব্যক্তির হাতে একটা লাঠি যেটি দিয়ে তাদের মারা

হবে। তাদের দিকে তাকিয়ে কে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? আমি তো তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করিনি! কেবলমাত্র আমার ঘরে যা ঘটেছিল আমি তাই বলেছি। আর তোমাদের ব্যবহারও তো সেদিন প্রশংসা করার মত কিছু ছিল না!' 'স্যার' ভিল্‌হেল্‌ম বলল, ফ্রানৎস্ তখন নিজেকে ভিল্‌হেল্‌মের পেছনে লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত। স্পষ্টতঃই সে তৃতীয় ব্যক্তির চোখের আড়ালে থাকতে চায়, 'আপনি যদি জানতেন, আমাদের মাইনে কতো কম, তবে আপনি এমন কাজ করতে পারতেন না। আমাকে একটি পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে হয়। এদিকে ফ্রানৎস্ আবার বিয়ে করতে চায়। মানুষ তো তার সাধ্যমত কাজই শুধু করতে পারে। কিন্তু খুব বেশি পরিশ্রম করে, এমন কি দিনরাত খেটেও আপনি বড়োলোক হতে পারবেন না। আপনার সুন্দর শার্টগুলো দেখে আমাদের লোভ হয়েছিল। যদিও আমাদের মত ওয়ার্ডারের পক্ষে ওসব পরা নিষিদ্ধ। কিন্তু অনেকদিন থেকেই এটা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে যে, গায়ের পোশাকগুলো ওয়ার্ডারাই পায়। বিশ্বাস করুন, এতদিন পর্যন্ত এমনই চলে আসছে। তাছাড়া একথা তো সহজেই বোঝা যায় যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার আর ও সব জিনিসের দরকার কি? তবু যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কিছু লাগায়, তবে আমাদের সাজা পেতেই হবে।' 'দেখ, আমি এসব কিছুই জানি না। তোমরা শাস্তি পাও এমন দাবিও আমি করিনি কখনো, আমি শুধু নীতির খাতিরেই আমার কথা জানিয়েছিলাম।'

'দেখলে ফ্রানৎস্।' অপর ওয়ার্ডারটির দিকে ফিরে ভিল্‌হেল্‌ম বলল, 'আমি বলিনি, আমাদের শাস্তি হোক তা এই ভদ্রলোক চান না? এখন দেখ, উনি জানতেনই না যে আমরা শাস্তি পাব।'

'ওদের কথায় বিশ্বাস করবেন না' কে-কে বলল তৃতীয় ব্যক্তিটি। 'ওদের শাস্তি পাওয়া ন্যায়তঃ উচিত, এবং তা পেতেও হবে।'

তৃতীয় ব্যক্তিটির মুখে হাত চাপা দিয়ে ভিল্‌হেল্‌ম বলে ওঠে 'এর কথা শুনবেন না।' কিন্তু তার হাতের ওপর লাঠিটার বাট দিয়ে জোরে আঘাত করতেই সে হাতটা সরিয়ে নিল। 'আপনি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বলেই আমাদের শাস্তি পেতে হচ্ছে। আপনি যদি তা না করতেন, এসব কিছুই ঘটত না। এমন কি আমরা কী করেছি তা যদি ওরা বুঝে ফেলত তা হলেও না। এটাই কি ন্যায়বিচার আপনি মনে করেন? আমরা দু জন, বিশেষ করে আমি বহুদিন ধরেই একান্ত বিশ্বস্ত ওয়ার্ডার হিসাবে নাম কিনেছি। আপনিও নিশ্চয়ই তা স্বীকার করবেন। সরকারী হিসেব মত দেখলে বোঝা যায় আমরা আপনার সঙ্গে ঠিক

ব্যবহারই করেছিলাম। আপনাকে পাহারাও দিয়েছি বেশ ভালোভাবেই। এর জন্য আমাদের পদোন্নতির আশাও ছিল, আমরাও নিশ্চয়ই শীগ্‌গিরি চাবুকওয়ালার পদে উঠে যেতাম। এই চাবুকওয়ালার মতো। কিন্তু আপনার অভিযোগই সব মাটি করে দিল। এই চাবুকওয়ালার ভাগ্য ভালো, ওর বিরুদ্ধে কখনো কোনো অভিযোগ আসেনি। আর এ ধরনের অভিযোগ, আপনি যা নাকি করেছেন, তা খুব কম লোকের বিরুদ্ধে কদাচিৎ কখনো এসেছে, এখন শুধু দণ্ড। আমাদের ভবিষ্যতের সব আশাই এবার নির্মূল হয়ে গেল। এরপর আর আমাদের ওয়ার্ডারের কাজও দেওয়া হবে না—অনেক ছোটো কাজ করতে হবে। তা ছাড়া এখন সাঙ্ঘাতিক যন্ত্রণাদায়ক চাবুক পেটা খেতে হবে—এমন মার যা সহ্য করা যায় না।'

সামনেই চাবুকওয়ালার হাতে লাঠিটি তখন এদিক ওদিকে দোল খাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে কে বলল, 'বার্চগাছের লাঠিতে কি খুব বেশি যন্ত্রণা হয়?'

ভিল্‌হেল্‌ম বলল 'প্রথমে আমাদের গা থেকে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলা হবে।'

'আহা, তাই নাকি!' কে বলল, এবার সে বিশেষ গভীর মনোযোগের সঙ্গে চাবুকওয়ালার দিকে তাকালো, নাবিকদের মুখের মতো তার মুখের চামড়াও রোদে পোড়া, সমস্ত মুখটাই তার অত্যন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর। কে তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'চাবুক না মেরে এই দুজনকে কি অন্য কোনো রকম শাস্তি দেওয়া যায় না?' 'না', মাথা নেড়ে হেসে জবাব দেয় লোকটি। তারপর ওয়ার্ডারদের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিল 'জামা প্যান্ট খুলে ফেল।' কে-কে বলল 'আপনি ওদের কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না, চাবুকের ভয়ে ওরা এরমধ্যেই ভুলে গেছে যে কি তারা বলছে, বা বলতে চায়। ওদের যাও একটু বুদ্ধি ছিল, তাও সব গোলমাল হয়ে গেছে, ধরুন এই ভিল্‌হেল্‌মের কথাই'—ভিল্‌হেল্‌মের দিকে সে আঙুল তুলল 'ও যে ওর প্রমোশন পাবার কথা বলছে, তা সব বাজে কথা, কোনো কালেই ও তা পাবে না। দেখুন, ও কেমন মোটা। চাবুকের প্রথম মার তো ওর চর্বিতেই ডুবে যাবে।—কি করে এমন মোটা হল জানেন আপনি? ওকে যাদের গ্রেপ্তার করতে পাঠানো হয়, তাদের ব্রেকফ্রাস্টটি ও খেয়ে ফেলে। ও বোধহয় আপনার ব্রেকফ্রাস্টও খেয়ে ফেলেছিল। তাই না? তবেই দেখুন, আমি ঠিক বলছি কি না, অতবড় ভুঁড়ি যার সে কোনোকালে চাবুকওয়ালা হতে পারে না। এটা স্রেফ বাজে কথা।'

প্যান্টের বেল্ট ঢিলে করতে করতে ভিল্‌হেল্‌ম বলে, 'কেন আমার মতন তো অনেক চাবুকওয়ালাই আছে।'

'না', চাবুকওয়ালা তার পিঠের ওপর লাঠিটা বুলিয়ে দিল, ও সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে উঠল।

'তোমার এসব কথা শোনার দরকার কি। ঝট্‌পট্‌ তোমার পোশাকটা খুলে ফেল।' 'আমি তোমাকে পুরস্কার দেব, যদি তুমি এদের ছেড়ে দাও',—চাবুক-ওয়ালার দিকে আর দৃষ্টিপাত না করেই কে কথাগুলো বলল। এসব ব্যাপারে কোনো দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সবকিছু এড়িয়ে কাজ সারা দু জনেরই উচিত। কথা শেষ করে সে পকেট বইটা বার করল। 'তাহলে কি আপনি আমার বিরুদ্ধেও নালিশ করতে চান? আমাকেও চাবুক পেটা করাতে চান?' 'না না, একটু বিবেচনা করে দেখ, কাউকেই আমি মার খাওয়াতে চাই না। আমার মনের ইচ্ছা যদি তাই হতো, তবে তোমাকে টাকা দিতে চাইতাম না। আমি বেশ ধীরে সুস্থে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটি বন্ধ করে দিতাম। তারপর চোখ কান বুঁজে বাড়ি চলে যেতাম। কিন্তু তা আমি চাই না, আমি এদের মুক্ত দেখে যেতে চাই। আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম, যে এদের শাস্তি দেওয়া হবে, তবে কস্মিনকালেও ওদের নাম উচ্চারণ করতাম না। আর বাস্তবিকই ওয়ার্ডারদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগই ছিল না। আমি ওদের একটুও দোষ দিই না। আমার অভিযোগ হল বিচার বিভাগের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে।'

'ঠিক বলেছেন', ওয়ার্ডার দুজন চেঁচিয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে চাবুকের একটা আওয়াজ হল তাদের পিঠে, তখন তাদের পিঠ অনাবৃত। তাই আওয়াজটা বেশ জোরে হল। চাবুকওয়ালা আবারো চাবুক চালাতে যাচ্ছিল। তার হাতটা নামিয়ে দিয়ে কে প্রশ্ন করল 'যদি কোনো প্রথম শ্রেণীর জজের বিরুদ্ধে আমি এই অভিযোগই করতাম। তবে তুমি কি তাকে এভাবে পেটাতে পারতে? আর যদি পেটাতে, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই তাতে বাধা দিতাম না, বরং তোমাকে বাড়তি বখ্‌শিস দিতাম একটা সৎ কাজ করার জন্য।'

'আপনার কথাগুলো যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘুষ আমি নেব না। আমার কাজ এখানে অপরাধীদের চাবকানো। আমি তা-ই করব' লোকটি বলল। ফ্রানৎস আশা করেছিল যে কে-র কথায় হয়ত কিছু কাজ হবে। তার সর্বাঙ্গে তখন প্যাণ্টটা ছাড়া আর কিছুই নেই, সে এগিয়ে এবার দরজার কাছে এল। এতক্ষণ সে যতটা সম্ভব পিছনেই ছিল। কে-র কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে সে তার হাত ধরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল :

'আপনি যদি আমাদের দুজনকে ছাড়াতে না পারেন, তবে অন্তত আমাকে একাই এর হাত থেকে খালাস করে দিন। ভিল্‌হেল্‌ম আমার চেয়ে বয়সে বড়ো, আর সে কারণে ওর তেমন বোধ বালাইও নেই। তাছাড়া, বছর খানেক আগে

ও একবার পেটানি খেয়েছে, কিন্তু আমার জীবনে প্রথম এই অপমান। তাও আমার নিজের দোষে নয়। শুধু ভিল্‌হেল্‌মের কথা শুনে বলার জন্যই আজ এই অবস্থা। ভাল অথবা মন্দ সব কাজেই ওই হল আমার গুরুদেব। জানেন, আমার বান্ধবী, যাকে আমি ভালোবাসি, সে বেচারী ব্যাঙ্কের দরজায় এখন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। এখন এর চেয়ে লজ্জার আর দুঃখের আমার আর কি থাকতে পারে? আপনিই বলুন।' চোখের জলে ভেসে যাওয়া মুখটা সে কে-র জ্যাকেটের ওপরে মুছে নিল।

'আর দেরি করতে পারব না', চাবুকওয়ালা ফ্রানৎসের সামনে দু হাতে ধরে বেতটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, ভিল্‌হেল্‌ম ভয় পেয়ে ঘরের এক কোণায় চলে গেল, আর যেন লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাতে লাগল, সে মাথা ঘুরিয়ে অন্য কোনোদিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। তারপর হঠাৎ ফ্রানৎসের এক ভয়ার্ত আর্তনাদ শোনা গেল। একই সুরে, যেন অপ্রতিরোধ্য একটানা চীৎকার, মনে হয় না কোনো মানুষের গলা থেকে এমন শব্দ বার হতে পারে! যেন ক্ষয়ে যাওয়া কোনো যন্ত্রের শব্দ! সেই চীৎকারে বাড়িটার বারান্দাগুলো বুঝি কেঁপে উঠল। সমস্ত বাড়িটাই সেই আর্তনাদের গভীরে ডুবে গেছে মনে হল।

'চীৎকার কোর না', জোরে জোরে কে বলল, সে তার পাশেই ছিল। সামনের দিকে তাকিয়ে ও দাঁড়িয়েছিল, চীৎকার শুনে হয়ত সেই পথেই কেরানীরা ছুটে আসবে। সে ফ্রানৎসকে এক ধাক্কা দিল, খুব একটা জোরে অবশ্য ধাক্কাটা সে দেয়নি, কিন্তু ফ্রানৎসের পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট। মার খেয়ে তার সম্পূর্ণ চেতনা প্রায় ছিল না। তাই ধাক্কা খেয়েই সে সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর ছটফট্ করে সে যেন মাটিটা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল, তবুও শাস্তির হাত থেকে সে রেহাই পেল না, বার্চের লাঠি তার মাটিতে পড়ে থাকা দেহটার ওপর সমানেই পড়তে লাগল। বেতটার ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটাও কুঁকড়ে কুঁকড়ে যেতে লাগল। এমন সময় একজন কেরানীকে একটু দূরে দেখা গেল, তার কয়েক পা পিছনে আরেকজন। কে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পাশের জানালার কাছে সরে গেল, সেখান থেকে বাড়ির খোলা প্রাঙ্গণের কিছুটা দেখা যায়। সে জানালাটা খুলে দিল। ফ্রানৎসের আর্তনাদ একেবারে থেমে গেছে। এখন কেরানী দু'জন যাতে আরো এগিয়ে না আসে তার জন্য কে চীৎকার করে বলে উঠল 'এখানে আমি।'

তারাও চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'গুড ইভিনিং স্যার, অ্যাসেসর, এখানে কিছু হয়েছে নাকি?'

'না না, একটা কুকুর বোধহয় বাইরে চীৎকার করছিল।' কেরানী দু'জন

তবুও নড়ছে না দেখে কে আবার বলল 'যান এখন আপনারা, আপনাদের নিজের নিজের কাজে যান।' অন্য আরো কথা পাছে আবার তাকে বলতে হয়, তাই সে জানালায় ঝুঁকে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে তাকিয়ে সে আর তাদের দেখতে পেল না। মালপত্র রাখার ঘরটায় যাবার তার আর সাহস নেই, আর বাড়ি ফিরে যেতেও এখন ইচ্ছে করছে না তার। তার অফিস বাড়ির সামনে ছোটো চৌকো একটা উঠোন, সেই দিকেই তাকিয়ে আছে সে। উঠোনটুকুর চারিদিক ঘিরে বিভিন্ন অফিস, বাড়িগুলির জানালাগুলি এখন অন্ধকার। কিন্তু সবচেয়ে উঁচু কাঁচের শার্শিতে চাঁদের আলোর প্রতিফলনের সামান্য আভাস। কে তার দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে উঠোনের দিকে তাকায়, অন্ধকারের মধ্যেও কে দেখতে পেল এক কোণে কতকগুলো ঠেলাগাড়ি একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা আছে, মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যই বোধহয় ওগুলো ব্যবহার করা হয়। তার অশান্ত মনকে তখনো একই চিন্তা নাড়া দিচ্ছে, সে ওদের বেত্রাঘাত থেকে বাঁচাতে পারল না। সে গভীরভাবে এর জন্য হতাশা বোধ করছিল। কিন্তু তার এই ব্যর্থতার জন্য সে নিজে তো দায়ি নয়, ফ্রানৎস যদি ওভাবে আর্ত চীৎকার না করে উঠত, তবে সে হয়তো চাবুকওয়ালাকে অন্য যে কোনো উপায়ে নিবৃত্ত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেত। একথা অবশ্য ঠিক যে চাবুকের মার প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু তেমন সমস্যার সামনে পড়লে নিজেকে একটু সংযত হয়ে সামলে রাখাটা তো উচিত! আদালতের নিচের দিকের সব কর্মীই যদি বদ হয় তবে আর একা চাবুকওয়ালাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? আর ওরই তো কপালে সবচেয়ে নৃশংস, অমানবিক কাজের দায়িত্ব জুটেছে। তাছাড়া কে লক্ষ্য করেছে ব্যাঙ্কের নোট দেখে তার চোখ লোভে জল জল করে উঠেছিল। আরো বেশি টাকা পাবার আশাতেই হয়তো সে ওরকম করে নিজের কাজের প্রতি বিশেষ আনুগত্য দেখালো। কে কিপ্‌টেমী করত না কখনোই, সে সত্যিই ওয়ার্ডার দু'জনকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। সে যখন আদালতের সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত অনিয়মের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে, তখন এই ঘটনারও প্রতিবাদ তার করা উচিত। এটা তার কর্তব্য বলেই সে মনে করে, কিন্তু ফ্রানৎস যেই চীৎকার করে উঠল, তারপর থেকে সবরকম প্রতিবাদই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কে কখনোই ডেস্‌প্যাচের কেরানী দুজনকে এবং হয়তো আরো অন্য সব লোকজনদের এই মালের গুদামে যাতে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারত না। কিন্তু তারা যদি এসেই পড়ত আর এইসব অদ্ভুত প্রাণীদের সঙ্গে তাকে দেখতে পেত, তাহলে এমন আশ্চর্য অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করার জন্য যে আত্মত্যাগ করার দরকার তা সে করতে পারবে না। আর যদি আত্মত্যাগই করতে হয়, তবে ওভাবে করবে

কেন ? তার চেয়ে নিজের জামাকাপড় খুলে সে চাবুকওয়ালার হাতেই নিজেকে সঁপে দিত। ওয়ার্ডারগুলোর বদলে তাকেই চাবুক মারতে বলত, যাই হোক না কেন, চাবুকওয়ালা এমন এক বিকল্প প্রস্তাবে হয়তো বা কোনোক্রমেই রাজীও হতো না। কারণ এতে তার নামমাত্র সুবিধা তো হতই না, বরঞ্চ কর্তব্যের ত্রুটি ঘটিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতে হত। কারণ মামলা যতদিন ধরে চলবে, ততদিন আদালতের কোনো কর্মচারীই তার গায়ে হাত তুলতে পারবে না। এখানকার বিধিনিয়ম সাধারণ আদালত থেকে যতই স্বতন্ত্র হক না কেন। কাজের মধ্যে তাই, সে শুধু দরজাটা বন্ধ করতে পেরেছে। আর কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু তার ফলে যদিও সবরকম বিপদকে সে ঠেলে সরাতে পারেনি, শেষ মুহূর্তে ফ্রানৎসকে ওভাবে ঠেলে ফেলে দেওয়াটাও কি লজ্জাকর একটা ব্যাপার হল না ? তার এরকম ব্যবহারের কারণ হিসাবে সে শুধু তার তখনকার মনের দারুণ উত্তেজিত অবস্থাটা কৈফিয়ৎ হিসাবে দাঁড় করাতে পারে মাত্র।

তখনো সে দূর থেকে কেরানী বাবুদের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে, সে আর তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না। জানালাটা এবার তাই বন্ধ করে দিল, আর মৃদু পায়ে হেঁটে সে বড় সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। অকেজো জিনিসপত্র রাখার গুদোম ঘরটার সামনে সে অল্প একটু সময় দাঁড়িয়ে কান পাতল। কিন্তু কিছুই শোনা যাচ্ছে না, যেন কবরখানার স্তব্ধতা ঘরের ভেতরে। চাবুকওয়ালাটা এতক্ষণ ধরে বোধহয় ওদের ভূত তাড়ানোর মার মেরেছে, আর ওয়ার্ডার দুজনে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছে ওর ওপর ন্যস্ত অত্যাচারের শক্তির ওপর, অজান্তেই কে-র হাত দরজার হাতলটা ধরবার জন্য এগিয়ে গেল। খেয়াল হতেই সে সরিয়ে নিল হাতটা, এখন তাদের আর সাহায্য করবার কোনো মানে হয় না, কিছু করবার নেই এখন, যে কোনো মুহূর্তেই কেরানীরাও এসে পড়তে পারে, তবু সে মনে মনে শপথ গ্রহণ করলো, ঘটনাটা সে চেপে যাবে না। আর সে নিজের সাধ্য-মতো চেষ্টা করবে ঘটনাটির উপযুক্ত তদন্ত যাতে হয় তার জন্য, প্রকৃত অপরাধী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী, এদের কেউই এখনো পর্যন্ত মুখ দেখাতে সাহস করছে না।

ব্যাঙ্কের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সে আশেপাশের লোকজনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার চারদিকেও লক্ষ্য করে দেখল, কিন্তু কোনো মেয়েকে সে অপেক্ষা করতে দেখতে পেল না। অতএব বোঝা গেল ফ্রানৎস তার কাছে এক মিথ্যা গল্প বলেছে। তার প্রেমিকার অপেক্ষা করে থাকার কথাটা বানানো গল্প মাত্র। যদিও তুচ্ছ করার মতই মিথ্যা, কে-র অতিরিক্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্যই সাজানো।

তার পরের সমস্ত দিনই কে-র মাথায় যেন ওয়ার্ডারদের ভূত চেপে রইল। কোনো কাজে তার মন নেই, কাজ শেষ করতে তাই তার আগের দিনের চেয়েও বেশিক্ষণ অফিসে থাকতে হল। অফিস থেকে বার হবার পথে আজো আবার সে গুদাম ঘরটার সামনে এসে হাজির হল। মনে তার আবার আগের দিনের মতো কৌতূহল, দরজাটা না খুলে সে পারল না। কিন্তু একি দেখল সে! ভেবেছিল ঘরটা গতকালের মতই অন্ধকার থাকবে, কিন্তু সে যা দেখতে পেল তাতে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ঘরটার ভিতরে সবকিছুই আগের দিনের মতোই আছে—দরজা খুলেই ঠিক যেমন সে দেখেছিল। চৌকাঠ পেরিয়েই একগাদা পুরনো কাগজের স্তূপ, কালির শূন্য বোতলগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে, চাবুকওয়ালা তার লাঠি নিয়ে এবং ওয়ার্ডার দুজন জামাকাপড় পরেই সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বুক্‌কেসের ওপরে একটা মোমবাতি জ্বলছে, ওয়ার্ডাররা তাকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল 'স্যার, স্যার!' মুহূর্তমাত্র আর কে সেখানে দাঁড়াল না। দরজাটা দুম করে বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর আবার দু হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করতে লাগল যেন ঘুসি দিলে দরজাটা নিশ্চিত ভাবেই ঠিকমত বন্ধ থাকবে। কে যেন প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল কেরানীদের কাছে। ওরা তখনো চুপচাপ বসে কপি করবার কাজ করছিল, তাকে দেখে ওরা অবাক!

'গুদোম ঘরটা এখনি পরিষ্কার করুন। নোংরায় যে আমাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, আপনারা এ কাজটা করতে পারেন না?' চিৎকার করে কে বলে উঠল। কেরানীবাবুরা তাকে কথা দিল পরের দিন তারা ওই ঘরটা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করবে। কে তাদের কথায় রাজি হল। এই সময়ে কাজটা করতে বলে ওদের ওপর তো সে চাপ দিতে পারে না। এখন অনেকক্ষণ হল সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। সে অবশ্য আগে ভেবেছিল তক্ষুনি ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে ফেলবে। আর কিছু করার না পেয়ে সে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ল, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য সে কারো সঙ্গ চায়। কিন্তু নিজের এই মনের ভাবটা সে প্রকাশ করতে চায় না, তাই কতকগুলো অনুলিপি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল, যেন সে তাদের কাজের তদারক করছে। শেষে দেখল, লোকগুলো মোটেই তার সঙ্গে অফিস থেকে বেরোতে সাহস করছে না, অগত্যা সে একাই বাড়ির পথ ধরল, সে বিস্রস্ত, শ্রান্ত. সমস্ত মনটা যেন তার শূন্য হয়ে গেছে।

॥ ছয় ॥

কে-র কাকা — লেনী

একদিন দুপুরে — কাজকর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল কে, কোনোদিকে নজর দেবার সামান্য অবসরও তার ছিল না। সেদিনকার ডাকে যাবার চিঠিপত্র সবেমাত্র বেরিয়ে গেছে। দুজন কেরানী কয়েকটা কাগজে সই করাতে নিয়ে এল। কিন্তু সই করা আর হল না। তার কাকা কার্ল ঘরে ঢুকে সেগুলি যেন তার টেবিল থেকে ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিলেন। কাকা তার গ্রাম থেকে আজই এসেছেন, তিনি গ্রামের এক ছোটখাট জমিদার। কাকা আসায় কে অবশ্য খুব আশ্চর্য হল না। কারণ বেশ কিছুদিন থেকে কাকা আসবেন এমন একটা সম্ভাবনার কথা ভেবেই সে মনে মনে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। প্রায় মাসখানেক আগে থেকেই সে বুঝতে পেরেছিল যে, তার কাকা একবার আসবেনই। সে একেবারে নিশ্চিত ছিল এ ব্যাপারে।

এতবার সে তার শহরে আসার কথা কল্পনা করেছে যে তার আসার একটা ছবিই তার মনে যেন আঁকা হয়ে গেছে। ঠিক এখন যেমন এলেন, তার মনে মনে আঁকা ছবিতে ঠিক তেমনি সে দেখেছে। তার সামান্য কুঁজো পিঠ, বাঁ হাতের মুঠোয় পানামা টুপিটা একটু চেপ্টে গেছে, দরজার মুখ থেকেই তিনি ডান হাতটা বাড়িয়ে এগিয়ে এসে ঘরে ঢুকছেন। তারপর টেবিলের ওপর বেপরোয়া ভঙ্গিতে হাত ছড়িয়ে সব কিছু যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেললেন। সব সময়েই তার কাকার এমনি ব্যস্তবাগীশ ভাব। শহরে এসে একদিনের মধ্যে তিনি তার সব কাজ সেরে ফেলতে চান। আর সব সময়ে নানা চিন্তার মধ্যে থাকার ফলেই তিনি সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত। তাছাড়া সাধারণ কথাবার্তা বলার একটি সুযোগও তিনি যেমন নষ্ট করতে চান না, তেমনি দরকারী আলোচনা বা হাসিঠাট্টার সুযোগও হারাতে চান না। আর সব ব্যাপারেই কে-কে তার সঙ্গে থাকতে হবে। কোনো কোনো সময়ে আবার তিনি কে-র সঙ্গে রাত্রেও থেকে যান। একসময়ে তিনিই ছিলেন কে-র অভিভাবক। নানাকারণে তাই কে তার কাছে কৃতজ্ঞও বটে। তাই যতটা সম্ভব কাকার সাহায্যে আসতে সে চেষ্টা করে।

কাকা ঘরে ঢুকতেই কে চেয়ার এগিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করল। কিন্তু বসবার

তার সময় কই ! না বসেই কে-কে জানালেন, তার সঙ্গে তিনি কয়েকটি কথা খুব গোপনে আলাপ করতে চান। খুব যন্ত্রণার সঙ্গে ঢোঁক গিলে তিনি বললেন, 'কথাগুলো খুবই জরুরি। তোমার সঙ্গে আলাপ না করে কিছুতেই আমি স্বস্তি বোধ করছি না।' কে একথা শুনে তার কেরানী দুজনকে বাইরে যেতে নির্দেশ দিল। আর বলল, কাউকে যেন ঘরের ভিতরে তখন ঢুকতে না দেওয়া হয়।

'জোসেফ, এসব কি শুনছি, এঁ্যা !' ঘরে তারা একা হয়ে যেতেই কাকা চিৎকার করে বলে উঠলেন। টেবিলের ওপর কিছু কাগজ পেতে ততক্ষণে তিনি আরাম করে বসার চেষ্টা করছেন। কি কাগজ পেতে বসছেন, তা তিনি লক্ষ্যই করছেন না। কে কিছু বলল না, বুঝতে তার কষ্ট হল না তার কাকা কি বলতে চান। কিন্তু তবু তার ভালো লাগল, অফিসের কাজের চাপ থেকে সামান্য মুক্তি পেয়েছে সে এখন। মনে মনে ভারি আরাম বোধ করে সে, খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার অপরদিকে কে তার দৃষ্টি প্রসারিত করল। সে যেখানে বসেছিল সেখান থেকে একটা খালি বাড়ির দুটো দেয়ালের তিনকোণা চেহারার অংশটা চোখে পড়ে। দুদিকে দোকানের দুটো জানালা। হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন তার কাকা, 'জানালা দিয়ে কি দেখছ ! জবাব না দিয়ে তুমি দিব্যি বসে আছ ! ভগবানের দোহাই, জোসেফ, জবাব দাও। আমি যা যা শুনেছি তা কি সত্যি ? এটা কি কখনো হতে পারে ?' 'তবে শুনুন কাকা।' কে তার শান্ত মগ্নতার জগৎ থেকে নিজেকে টেনে বার করে আনল। 'আমি বুঝতেই পারছি না, আপনি কোন কথাটা জানতে চান ?'

কাকা এ কথায় যেন একটু থম্‌কে গেলেন। তারপর তাকে সতর্ক করে দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখ জোসেফ, যতদূর আমি জানি, তুমি সবসময়েই সত্যি কথা বল। কিন্তু তোমার এখনকার কথা কিছু বুঝতে পারছি না—তুমি যেভাবে কথা বলছ, মনে হয় কোনো অমঙ্গলের সূচনা হয়েছে এরই মধ্যে।' কাকার সঙ্গে যেন সে বিবাদ তর্ক এড়াতে চায়, কে তাই বলল 'অবশ্য আমি অনুমান করতে পারছি আপনি কি জানতে চান। সম্ভবতঃ আপনি আমার বিচারের কথা কিছু শুনেছেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই', 'গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে জবাব দেন তিনি।

'হ্যাঁ তোমার বিচার সম্পর্কে আমি কিছু কিছু জেনেছি।'

'কিন্তু কার কাছ থেকে ?'

'এরনা আমাকে সব লিখে জানিয়েছে, এ-ও শুনলাম, তুমি নাকি আজকাল তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও কর না। এ বড় দুঃখের কথা, কিন্তু তবু সে তোমার

খবর রাখে, আজই সকালে আমি চিঠি পেলাম, তারপর প্রথম ট্রেনেই চলে এলাম এখানে। এখানে আসার আমার আর কোনো গরজ ছিল না। শুধু তোমার জন্যই আসতে হল, সবকিছু আমি জানতে চাই, চিঠিতে এরনা খোলাখুলিভাবে সব লেখেনি।' কথা শেষ করে তিনি তার পকেটবুক থেকে চিঠিটা বার করলেন—'এই যে এই তার লেখা, সে লিখেছে—অনেকদিন হল আমি জোসেফের কোনো খবর পাই না। গত হপ্তায় একবার তার ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। কিন্তু জোসেফ ব্যস্ত থাকায় তার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আমি একঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলাম, আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা আমি হয়তো করতাম। কিন্তু সেদিনটা ছিল আমার পিয়ানো শেখার ক্লাশ, তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে আমারই খুব ভাল লাগত। হয়তো শীঘ্রই আমি তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব। আমার জন্মদিনে সে আমাকে সুন্দর বিরাট বড়ো একটা চকোলেটের বাক্স উপহার পাঠিয়েছে। সে কি ভীষণ ভালো আর সহৃদয়, আমি একথা তাকে লিখতে ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার কথায় তা এখন মনে পড়ল। কারণ অবশ্য আছে একটা, চকোলেটগুলো বোর্ডিঙে এসে পেঁছিনোমাত্র মুহূর্তে সব উধাও হয়ে গেল। আর যে উপহার মুহূর্তে শেষ হয়ে যায় সেটা যে আদৌ তুমি পেয়েছিলে তা কি আর তোমার মনে থাকে? যাই হোক, জোসেফ সম্পর্কে অন্য আরো কথা আছে, যা আমার মনে হয় তোমাকে বলা উচিত। আগেই বলেছি, আমি তার সঙ্গে ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখা করতে পারিনি। কারণ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সে কথা বলছিল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করবার পর একজন পরিচারককে আমি ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম জোসেফের ঘরের ভদ্রলোকটির কাজ সেরে বার হতে কতো দেরি হবে। একথায় পরিচারকটি বলল—লোকটির সঙ্গে তার আলোচনা দীর্ঘক্ষণের জন্য হতে পারে, কারণ তারা সম্ভবতঃ একটা মামলা নিয়ে আলাপ করছে। আর মামলাটা নাকি জোসেফেরই বিরুদ্ধে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিসের মামলা, অথবা সে কোনো ভুল করছে কিনা? কিন্তু জবাবে সে বলল, সে কোনো ভুল করছে না। অ্যাসেসর সাহেবের বিরুদ্ধেই মামলাটা চলছে। আর মামলাটি বেশ গুরুতরও বটে। কিন্তু তার বেশি আর সে কিছু বলতে পারল না। পরিচারকটি আরো বলল যে, সে অ্যাসেসর সাহেবকে সাহায্য করতে চায়। কারণ তিনি অত্যন্ত সৎ এবং ভালো মানুষ। কিন্তু কি ভাবে যে সে সাহায্য করবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তবে তার মনে হয়, কোনো প্রতিপত্তিশালী লোক যদি এ বিষয়ে তদ্বির করে তবে হয়তো একটা সুরাহা হতে পারে। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সবই ঠিক

হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে অ্যাসেসর সাহেবের মনের অবস্থা লক্ষ্য করে অবস্থা কিছু ভালো বলে বোধ হচ্ছে না।

'তুমি বুঝতেই পারছো লোকটির সব কথার আমি বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। তবে ভালোর জন্যই আমি তাকে আশ্বস্ত করে তাকে এসব কথা অন্য কাউকে না বলতে বলে দিয়েছিলাম। ও বেচারা খুবই সাদাসিধে লোক। আমার সবই বাজে গল্প বলে মনে হচ্ছে। তবে, সবচেয়ে ভালো হয়, বাবা, তুমি এরপর যখন শহরে আসবে তখন যদি এই ব্যাপারে খোঁজ খবর নাও। তোমার পক্ষে হয়তো আসল ব্যাপারটা জানা তেমন কঠিন হবে না। যদি সম্ভব হয়, আর যদি প্রয়োজন ঘটে তোমার কোনো প্রভাবশালী বন্ধুকে দিয়েই এ ব্যাপারে একটা তদারক করাতে তোমার কোনো কষ্ট হবে না মনে হয়। হয়তো এসবের কিছুই দরকার পড়বে না, তবু তুমি যদি এই উপলক্ষে আস তবে আমি তোমাকে কয়েকদিন আগে দেখবার সুযোগ পাব। আর তাই বা কম আনন্দের নাকি তোমার মেয়ের কাছে?— বড়ো ভালো মেয়ে আমার এই এরনা'—চিঠি পড়া শেষ করে কে-র কাকা মন্তব্য করলেন। চোখে তার জল এসে গেছে এরনার প্রসঙ্গে। কে মাথা নেড়ে সায় দিল, সত্যিই সাম্প্রতিক নানা ঝামেলায় এতোদিন সে এরনার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। আর চকোলেটের কথা তার বানানো গল্প। সে কোনো চকোলেটের বাক্স এরনাকে উপহার পাঠায়নি। কাকা ও কাকীমার কাছে কে-র মুখ রক্ষার তাগিদেই সে ওই গল্প বানিয়েছে! সত্যি বেচারী মনে বড় দুঃখ পেয়েছে। কে একবার ভাবল। সে এবার থেকে নিয়মিত ভাবে এরনার জন্য থিয়েটারের টিকিট কিনে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু, আবার তার মনে খট্‌কা লাগে। এই কি যথেষ্ট? কিন্তু সে কি করবে? এখন আর তার ভালো লাগে না আঠারো বছরের একটি স্কুলের মেয়ের সঙ্গে বোর্ডিঙে গিয়ে গল্প করতে। 'বল, এখন তুমি কি বলতে চাও।' কাকা জিজ্ঞাসা করলেন। সাময়িক ভাবে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর তাড়াহুড়োর কথা। চিঠিটা বারে বারে তিনি পড়েছেন আর উত্তেজিত ও ব্যস্ত হয়েছেন।

'হ্যাঁ কাকা সত্যিই আমি একটা মামলায় অভিযুক্ত।'

'এ্যাঁ সত্যি বলছ?'

'এ'ও আবার সম্ভব না কি? কোনো ফৌজদারী মামলা নিশ্চয়ই নয়। তাই না জোসেফ?'

'হ্যাঁ কাকা, ফৌজদারী মামলাই।'

'আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে মাথার ওপর এক ফৌজদারী মামলা ঝুলিয়ে বসে বেশ আছ!' কাকার গলার পর্দা ক্রমেই ধাপে ধাপে ধাপে বাড়ছে।

'আমি যত শান্ত থাকতে পারি, ততই মঙ্গল', কে ক্লান্ত ভাবে জবাব দিল। 'যাই হোক, আপনি এ নিয়ে ব্যস্ত হবেন না।'

'তোমার পক্ষে একথা বলা বেশ সহজ জোসেফ।' চেঁচিয়ে উঠলেন কাকা। 'বাছা জোসেফ, তুমি একবার তোমার নিজের কথা ভাব। ভাব তোমার আত্মীয় পরিজনদের কথাটা। এতদিন পর্যন্ত তুমি আমাদের পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছিলে। লোকে তোমার প্রশংসা করত। এখন তুমি আমাদের পরিবারের একটা কলঙ্ক হয়ে যেতে পার না। না, এ কিছুতেই আমি হতে দেব না।' একটু থেমে ঘাড় বাঁকিয়ে তিনি কে-র দিকে তাকালেন।

'তোমার চালচলনও আমার মোটেও ভাল লাগছে না। একজন নির্দোষ লোক, যদি তার বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে, তবে কখনোই এমন ব্যবহার করে না। চট্ করে এবার বলতো, আসল ঘটনাটা কি! দেখি যাতে তোমায় আমি সাহায্য করতে পারি। নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কেরই কোন ব্যাপারে তুমি জড়িয়ে পড়েছ—তাই না?'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কে বলল, 'না কাকা, ওসব কিছু নয়। কিন্তু আপনি বড়ো জোরে জোরে কথা বলছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যাঙ্কের পরিচারকটি দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। এসব আমার ভালো লাগে না, তার চেয়ে চলুন, আমরা বাইরে কোথাও যাই। সেখানে আমি আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেব। যতটা আমার পক্ষে সম্ভব। আমি বুঝি কাকা, পরিবারের কাছে এ বিষয়ে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

'বেশ তাই চল, চট্‌পট্ তৈরি হয়ে নাও তবে।' চিৎকার করেই কাকা বলে উঠলেন।

'না আমার দেরি হবে না। শুধু কতকগুলি কাজ বুঝিয়ে দিলেই চলবে।' এই বলে সে তার চীফ্ এ্যাসিস্টান্টকে ডাকল, কয়েক মিনিট পরেই সে এসে হাজির হল। উত্তেজনার চোটে কে-র কাকা তার হাত নেড়ে যেন ইশারায় কেরানীটিকে বুঝিয়ে দিলেন যে কে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। যদিও সেটা সে আগেই বুঝেছিল। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কে নানারকম কাগজপত্র দেখিয়ে নিচু গলায় সেই তরুণ-টিকে কি সব বুঝিয়ে দিল। ছেলেটি খুবই মনোযোগ দিয়ে, শান্ত ভাবে সব শুনে নিল। কে চলে যাবার পর কি কাজ তাকে করতে হবে সেই সবই কে বলছিল। পাশে দাঁড়িয়ে কাকা তাকে বিরক্ত করছিলেন, তিনি যেন বড়ো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। চোখ গোল গোল করে তাকাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন।

তিনি কে-র কথা শুনছিলেন না আসলে, অথচ শোনার মতো ভান করাই যথেষ্ট বিরক্তি সৃষ্টি করে। এরপর তিনি ঘরময় পায়চারী করতে শুরু করে দিলেন, মাঝে মাঝে কি যেন ভাবতে ভাবতে তিনি হয় জানালার কাছে নতুবা কোনো ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আর হঠাৎ বলে উঠছেন 'না না এ ভাবাই যায় না।' অথবা বলছেন 'ভগবানই জানেন কি হবে।' চীফ এ্যাসিস্ট্যান্ট-এর ভাব দেখে মনে হয়, যেন সে কিছুই লক্ষ্য করছে না, বরং শান্ত হয়ে কে-র প্রতিটি কথা শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে শুনে, বুঝে নিচ্ছে। নির্দেশগুলির কিছু কিছু নোট করে নেবার পর সে কে এবং তার কাকাকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে বিদায় নিল। কে-র কাকা হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। তারপর হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে পাশের জানালার পর্দাটা মুঠির মধ্যে চেপে ধরলেন। দরজাটা তখনো বন্ধ হয়নি। কাকা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—'লোকটা গেল তাহলে এতক্ষণে! তবে আর দেরি কেন? এখন তো আমরাও যেতে পারি?'

তারা ঘর থেকে বার হল, বারান্দায় কয়েক জন কেরানী আর পরিচারক দাঁড়িয়ে। ডেপুটি ম্যানেজারও সেই সময় ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। এখানেও কোনোভাবে কে তার কাকাকে মামলার আলোচনা থেকে নিবৃত্ত করতে পারল না। তার কপালটাই খারাপ আজ। অপেক্ষমান কেরানীদের অভিবাদনের উত্তরে সামান্য মাথা নুইয়ে তিনি বললেন, 'তাহলে জোসেফ, এবার সত্যি করে বল দেখি তোমার মামলার ব্যাপারটা কি?'

কে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা হেসে হেসে বলতে চেষ্টা করল। তারপরে সিঁড়ির কাছে এসে কাকাকে জানালো, যে কেরানীদের সামনে সে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা করতে চাইছিল না। 'তা অবশ্য ঠিক।' কাকা বললেন, 'যাই হোক, এখন তো আর কেউ ধারে কাছে নেই। এখন খোলসা করে বলতো বাপু।' মথা নিচু করে তিনি কে-র কথা শুনতে লাগলেন। এর মধ্যে একটা সিগারও ধরিয়ে ফেলেছেন তিনি। আর ঘন ঘন টান দিচ্ছেন তাতে।

'প্রথম কথা হল, কাকা, যে এই মামলা সাধারণ কোনো আদালতে হচ্ছে না।'

'তাহলে তো আরো বেশি খারাপ।'

কাকার দিকে তাকিয়ে কে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন খারাপ কেন?' 'অতশত বলতে পারি না বাপু, তবে আমার মনে হচ্ছে এটা খারাপ।'

ব্যাঙ্ক থেকে বেরোবার সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছে তারা, মনে হল দ্বাররক্ষী তাদের কথা শুনছে। তাই কে তাড়াতাড়ি কাকাকে ওখান থেকে টেনে আনল। রাস্তার জনতার ভিড়ে তারা যেন মিশে গেল। কাকা কে-র হাত ধরে আছেন,

এখন আর তিনি তেমন ব্যস্ত ভাবে মামলার বিষয় নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করছেন না। সত্যিই, এই এতক্ষণ পর খানিকটা পথ তারা নীরবেই হাঁটল।

'তাহলে ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটল?' অবশেষে তিনি প্রশ্ন করলেন। এমনি ভাবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন যে, পেছনে যে লোকেরা আসছিল তারা আর একটু হলেই ধাক্কা খাবার ঝুঁকি থেকে বাঁচতে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

'আর এ ধরনের ব্যাপার তো হঠাৎ ঘটে না। নিশ্চয়ই অনেকদিন ধরে তুমি এর আভাস পাচ্ছিলে। তখন তুমি আমায় জানালে না কেন? তুমি তো জান, আমি তোমার জন্য সব কিছু করতে রাজী আছি। আমি এখনো এক অর্থে তোমার অভিভাবক। আর সে জন্য আমার গর্বও হয়। এখনো পর্যন্ত অন্তত। নিশ্চয়ই আমি যতটুকু আমার সাধ্যে আছে তোমাকে সাহায্য করব। তবে এত দেরি হয়ে যাওয়ার ফলে একটু অসুবিধা হবে হয়ত। কারণ মামলা বোধহয় এখন বেশ জোর কদমে চলছে। তাই একটু অসুবিধা হতে পারে। যাই হোক এখন আমার মনে হয়, সবচেয়ে ভালো হয় যদি তুমি কয়েকদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে গ্রামে আমাদের কাছে এসে থাক। তুমি একটু রোগাও হয়ে গেছে।

'গ্রামে গেলে তোমার শরীরটাও সারবে, বল ফিরে পাবে। মামলার ধকল তো কম নয়। তোমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এই আদালতের আওতার বাইরে তো তুমি কিছুকাল থাকতে পারবে। আদালতের হাতে এখন সবরকম আধুনিক উপকরণ আছে। ইচ্ছে করলেই সে সব তারা তোমার বিরুদ্ধে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে তোমার অসুবিধা ঘটাতে পারে। কিন্তু গ্রামে গেলে এতো সহজে তা পারবে না। তোমার খবরের জন্য তাদের আলাদা লোক রাখতে হবে। বিশেষ দরকার পড়লে টেলিফোন বা পোস্ট অফিস তো আছেই প্রয়োজন মনে করলে তার করতে পারবো। এর ফলে সব ব্যাপারটিই ঢিলে হয়ে যাবে। অবশ্য তুমি ওদের হাত থেকে একেবারে তো পালাতে পারছ না। কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছ মাত্র।' এতক্ষণে কাকার মনের ভাব কে বুঝতে শুরু করেছে। এবার সে জবাব দিল, 'তারা ইচ্ছে করলে আমাকে নাও যেতে দিতে পারে।' একটু ভেবে কাকা বললেন, 'আমার মনে হয় না তাদের কোনরকম আপত্তি হবে। কারণ, তুমি এখান থেকে চলে গেলে তাদের কোনো ক্ষতি হবার তো সম্ভাবনা নেই।' কে কাকার হাত ধরলো যাতে তিনি চুপ করে আবার দাঁড়িয়ে না পড়েন। তারপর বলল, 'আমার প্রথমে মনে হয়েছিল, কাকা, আপনি বোধহয় মামলার ব্যাপারটায় আমার চেয়েও কম গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এখন দেখছি, এ বিষয়ে আপনিও কিছু কম চিন্তিত নন!'

'জোসেফ' কাকা চিৎকার করে উঠলেন। তারপর কে-র হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। কে তা হতে দিল না। কারণ, আবার কাকা দাঁড়িয়ে পড়বেন। আবার পিছনের পথচারীদের গতি হঠাৎ বন্ধ বয়ে যাবে।

'তুমি একেবারে বদলে গেছ জোসেফ, আমরা সকলেই জানতাম তোমার মাথা বেশ পরিষ্কার। এখন কি তোমার মাথা কাজ করছে না? মামলায় তোমার হার হোক, তাই তুমি চাও? আর তুমি কি বুঝতে পারছ, মামলায় হারার ফল কি হতে পারে? এর একমাত্র অর্থ, তুমি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, তোমার আত্মীয় পরিজন তাদের সেই সঙ্গে ধুলোয় মিশে যেতে হবে। জোসেফ, ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাব। তোমার ভাবসাব, এমন উদাসীনতা দেখে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। তোমাকে দেখে পুরনো প্রবাদই মনে হয়। অর্থাৎ যারা মামলায় ফেঁসে যায়, তারা সব সময়েই হারে।' 'না কাকা, এমন কথায় কথায় উত্তেজিত হয়ে কোনো লাভ নেই। আপনার তো নয়ই। আমারও নয়। এর ফলে কোনো কিছুই এগুবে না। কোনো মামলাই কেউ উত্তেজিত হয়ে জিততে পারেনি। আমার তো কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি তা থেকেই বলছি, অভিজ্ঞতা আপনারও তো কিছু কম নয়। আর আপনার অভিজ্ঞতাকে আমার অমূল্য মনে হয়। এমন কি আপনার কথার যখন আমি মানে বুঝতে পারি না, অবাক হই, তখনো।

'এই মাত্র আপনি বললেন, পরিবারের সকলে জড়িয়ে পড়বে নানা কুৎসায়, এবং তার জন্য দায়ী হব আমি। কারণ মামলা চলছে আমাকে নিয়ে, কিন্তু কেন তা হবে, আমি বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এসব কথা ভেবে লাভ নেই। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব। শুধু আমার আপত্তি গ্রামের বাড়িতে যাওয়ায়। এতে মনে হতে পারে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। আর পালানো মানেই অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া। আমার মনে হয় ব্যাপারটা আপনার দিক থেকেও অভিপ্রেত হবে না। তাছাড়া যদিও এখানে আমার ওপর চাপ অনেক, তবু আমি নিজেরই স্বার্থে নিজেই জোড় কদমে মামলাটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

'ঠিক বলেছ', কাকা বললেন। তার গলার স্বরে স্পষ্টতই স্বস্তির আভাস, যেন এতক্ষণে তিনি বুঝতে পেরেছেন তাদের দুজনের চিন্তাই একই ধারায় প্রবাহিত। 'না' কাকা আবার তার পুরনো কথার খেই ধরতে বললেন, 'আমি গ্রামের বাড়ি যাওয়ার কথা বলেছিলাম এ জন্যই যে আমার মনে হয়েছিল মামলা সম্পর্কে তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং তুমি এখানে থাকলে মামলার ক্ষতিই হবে। এবং তোমার জায়গায় সমস্ত দায় দায়িত্ব আমি নিলে ভাল হবে।'

'তাহলে আপনিও আমার সঙ্গে একমত যে গ্রামের বাড়ি আমি যাচ্ছি না। এখন বলুন, এরপর আমার কি করা কর্তব্য ?'

'এভাবে না ভেবে চিন্তে কিছু বলতে পারছি না। আমাকে একটু ভাববার সময় দাও', কাকা বললেন। 'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ গ্রামের বাড়িতে এক নাগাড়ে প্রায় কোনোরকম ছেদ না দিয়ে আমি গত কুড়ি বছর ধরে বসবাস করছি। তাই এ ধরনের একটি পরিস্থিতি সম্পর্কে আগের মত চট্ জলদি মতামত দেওয়া আমার পক্ষে আর তত সহজ নয়। আগে অনেক প্রভাবশালী লোকজনকে আমি চিনতাম। এ ধরনের মামলায় তারা হয়ত সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু অনেককাল এখানে না থাকায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আমার আর তেমন নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও শিথিল হয়ে গেছে। আর তুমি তো জানই, গ্রামে আমি মোটামুটি স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছি। এ ধরনের কোনো দুর্ঘটনাই শুধু আমার সমস্ত সম্পর্কহীন একাকীত্ব মনে করিয়ে দেয়। আর তোমার সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসেছে। আর এমনই অদ্ভুত, যে ব্যাপারটা আমি জানতে পারি এরনার চিঠি থেকে। চিঠিতে পরিষ্কার করে কিছু লেখা না থাকলেও অনেক কিছুই আমার মনে হয়েছিল। আর তোমার সঙ্গে আজ দেখা হবার পর আমি বুঝতে পারছি, আমার দুশ্চিন্তা একেবারে অর্থহীন না। যাই হোক, এগুলি নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। জরুরি হল এখন আর সময় নষ্ট না করা।'

কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল, তার কাকা পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ট্যাক্সির খোঁজ করছেন। ট্যাক্সি এসে পৌঁছতেই ড্রাইভারকে চেঁচিয়ে একটা ঠিকানা বললেন, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কে-র হাতে ঝটকা টান মেরে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে তার পাশে বসিয়ে দিলেন।

'আমরা এখন সোজা অ্যাডভোকেট হুলড-এর বাড়ি যাচ্ছি।' তিনি বললেন 'আমরা দুজনে একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। আমার মনে হয়, তুমিও তার নাম শুনেছ। শোন নি ? আশ্চর্য, কারণ বিবাদী আইনজীবী হিসেবে তিনি সুপরিচিত। শুধু তাই নয়, তাকে লোকে চেনে গরীব মানুষের আইনজীবী হিসেবেও। কিন্তু মানুষ হিসেবেই তার ওপর আমার আস্থা আছে। আমি তার ওপরই নির্ভর করতে চাই।'

'আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।' কে বলল। যদিও কাকার এমন দ্রুততার সঙ্গে সব কিছু করতে যাওয়া তার ভালো লাগছিল না। আবেদনকারী হিসাবে তার মামলার জন্য গরীবের উকিলের কাছে যাওয়ায় যে খুশি হওয়ার

মতো কিছু আছে কে-র তা মনে হয়নি। সে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, যে মামলায় জড়িয়ে পড়েছি, তার জন্য কোনো আইনজীবীর দরকার আছে কিনা।'

'নিশ্চয়ই আছে', বেশ জোর দিয়েই কাকা বললেন। 'এতে না বোঝার কি আছে? আর উকিল থাকবেই না কেন? এখন তুমি আমাকে সব খুলে বল। যাতে আমি বুঝতে পারি আমরা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে।'

কে সঙ্গে সঙ্গে আদ্যন্ত সব ঘটনা বলতে আরম্ভ করল। এমন কি যা যা ঘটেছে, তার খুঁটিনাটি সমস্ত বৃত্তান্ত। কিছুই বলতে বাদ রাখল না। তার মামলা সকলের কাছে লজ্জার কারণ তার কাকার এই ধারণার প্রতিবাদ হিসেবেই যেন খোলাখুলি সব কথা সে বলল। ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের কথা মাত্র একবার সে বলল, তাও প্রসঙ্গান্তরে। তার অর্থ এই নয় যে সে কিছু গোপন করেছে। কারণ ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের সঙ্গে তার মামলার কোনো সম্পর্কই নেই। মামলা সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা বলতে বলতে কে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সে বুঝতে পারল, শহরতলীতে এসে তারা পৌঁছেছে। আর এখানেই এক বাড়িতে আদালতের চিলে কোঠায় অফিস। কাকাকে সে কথাটা জানাল, কিন্তু মনে হল না, তার কাকা এমন হঠাৎ মিল দেখে তেমন অবাক হলেন। কারণ, ট্যাক্সিটা ওখানেই একটা অন্ধকার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একতলার প্রথম দরজার ঘণ্টা বাজাল তার কাকা, অপেক্ষা করতে করতে কাকা তার অদ্ভুত দাঁতগুলি বার করে একটু হাসলেন। তারপর ফিস ফিস করে বললেন, 'সন্ধ্যে আটটা এখন। উকিলবাবুরা এ সময় বড় একটা মক্কেলের সঙ্গে দেখা করে না। তবে আমার বিশেষ বন্ধু, সে কিছু মনে করবে না।'

দরজার গ্রীলের পেছনে দুটি উজ্জ্বল চোখ হঠাৎ চকচক করে উঠল। অতিথি দুজনকে মুহূর্তের জন্য দেখে আবার কোথায় চোখদুটো উধাও হয়ে গেল। 'সম্ভবত পরিচারকটি নতুন। অচেনা লোক দেখে ঘাবড়ে গেছে।' কথাগুলি বলে কে-র কাকা আবার দরজার বেল বাজালেন। আবার চোখ দুটোর দেখা পাওয়া গেল দরজার গ্রীলের ওপারে, এবার চোখ দুটো অনেকটা বিষণ্ণ। হতে পারে মাথার ওপর খোলা গ্যাসের বাতি সমস্ত আবহাওয়াটাই বিষণ্ণ করে তুলেছে, কারণ বাতিটা তীক্ষ্ণ শব্দে হিস হিস করছে। আওয়াজটা যত জোরেই হোক আলোর জোর কিন্তু ততটা নয়।

'দরজা খোল।' পরিচারকটিকে উদ্দেশ করে কাকা বললেন, সেই সঙ্গে হাত মুঠো করে দরজার ওপর জোরে জোরে কিল মারতে আরম্ভ করলেন। 'আমরা উকিলবাবুর বন্ধু।' তাদের পেছন থেকে মৃদু আওয়াজ এল, 'উকিলবাবু অসুস্থ।'

সরু গলির অপর প্রান্তে একটি দরজা খোলা। সেখানে একজন দাঁড়িয়ে, ড্রেসিং গাউন পরে। সে-ই ফিসফিস করে খবরটা দিচ্ছিল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে কে-র কাকা ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড রেগে গেছেন। একই জায়গায় পাক খেতে খেতে চিৎকার করে বললেন, 'অসুস্থ, তুমি বলছ? সে অসুস্থ?' এবং এমনভাবে লোকটিকে ধমকাতে শুরু করলেন যে মনে হবে যেন মানুষটাই সাক্ষাৎ রোগ। 'যান, দরজাটা খোলা হয়েছে।' লোকটি অ্যাড-ভোকেটের দরজার দিকে আঙুল দিয়ে বলল। তারপর ড্রেসিং গাউনটা ঠিক করতে করতে উধাও হয়ে গেল। দরজাটা সত্যি সত্যি খোলা। হল ঘরে দাঁড়িয়ে একটি যুবতী। কে দেখেই চিনতে পারল সেই কালো, ভাসা ভাসা চোখ দুটো, পরনে তার লম্বা সাদা অ্যাপ্রন, হাতে মোমবাতি। 'দরজা খুলতে যে অতোটা দেরি করতে হয় না, সেটা এর পরের বার থেকে তুমি বুঝবে। আরো একটু চটপটে হতে হয়।' অভিবাদনের বদলে কথাগুলি মেয়েটির উদ্দেশে ছুঁড়ে মারলেন কাকা। মেয়েটির সামান্য সৌজন্যও আমলে আনলেন না তিনি। চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'চল জোসেফ।' কে আস্তে আস্তে আড় চোখে মেয়েটির দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেল। 'উকিলবাবুর শরীর ভালো নেই।' মেয়েটি কাকাকে উদ্দেশ করে বলল, কারণ, ইতস্তত না করে কাকা হল পেরিয়ে ভেতরের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কে তখনো হা করে যেন মেয়েটিকে গিলছিল। মেয়েটি গেটের দরজা বন্ধ করার জন্য পেছন ফিরল, মেয়েটিকে দেখতে বেশ, গোলগাল পুতুলের মতো, শুধু যে রক্তহীন গাল এবং থুতনীই গোল, তা নয়। কপাল এবং কপালের দুপাশটাই বেশ গোলাকৃতির। 'জোসেফ!' কে-র কাকা আবার তাকে চিৎকার করে ডাকলেন, মেয়েটিকে এবার জিজ্ঞাসা করলেন—'অসুখটা কি হার্টের?'

'আমার তো তাই মনে হয়।' বলল পরিচারিকা। এতক্ষণে যেন তার সময় হল মোমবাতি হাতে নিয়ে এগিয়ে যাবার, এবং একটি ঘরের দরজা খোলার। ঘরের এক কোণে, যেখানে মোমবাতির আলো পৌঁছয় না, দেখা গেল একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত লোক বালিশের ওপর ভর দিয়ে উঠছেন।

'লেনী কে এল?' মোমবাতির হঠাৎ আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তাই প্রথমে কাউকে চিনে উঠতে পারেন নি।

'আমি তোমার পুরনো বন্ধু, অ্যালবার্ট।'

কে-র কাকা বললেন।

'ও অ্যালবার্ট।'

কথাগুলি বলে আবারো বালিশে ডুব দিলেন অ্যাডভোকেট, যেন তাদের জন্য মাথা উঁচু করে বসার কোনো দরকার নেই।

'তোমার শরীর কি খুবই খারাপ?' বিছানার এক প্রান্তে বসতে বসতে কে-র কাকা জিজ্ঞাসা করলেন। 'আমার বিশ্বাসই হতে চায় না তোমার তেমন কোনো খারাপ অসুখ হয়েছে। সেই পুরনো হার্টের গোলমাল, তা নিয়ে অত ভাবনার কিছু নেই। কয়েকদিনেই সেরে যাবে।'

'হতে পারে।' ক্ষীণ গলায় বলল অ্যাডভোকেট, 'কিন্তু এবার অনেক বেশি খারাপ। আগে কখনও এমন হয়নি। আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, রাত্রে ঘুমুতে পারি না। এবং প্রত্যেক দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।'

'তাই বুঝি,' পানামা টুপিটা তার বিশাল হাত দিয়ে হাঁটুর ওপর ধরে রাখতে রাখতে কে-র কাকা বললেন, 'খুবই খারাপ খবর সন্দেহ নেই, তোমার দেখাশোনা ঠিক মতো হচ্ছে তো? আর তোমার বাড়ির এই বাচ্চা কাজের লোকটিকেও তেমন একটা চটপটে মনে হচ্ছে না। অথবা হতে পারে, সে তার আসল চেহারাটা লুকিয়ে রেখেছে।' মেয়েটি কিন্তু তখনো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। হাতে তার মোমবাতি। টিম টিম করে জ্বলা সেই অনুজ্জ্বল আলোতে মেয়েটির চোখের দিকে তাকালে বোঝা যাবে সে তাকিয়ে আছে জোসেফের দিকে। এমন কি কে-র কাকা যখন তার সম্পর্কে কিছু বলছে তখনো তার চোখ সরে আসে নি কাকার দিকে। কে একটি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। ঠেলে ঠেলে চেয়ারটি সে মেয়েটির কাছে নিয়ে গেছে।

'একজন মানুষ যখন আমার মতো অসুস্থ, তখন তার একটু নির্জনতা দরকার।' অ্যাডভোকেট বললেন। 'আর তা ছাড়া বাড়ির পরিবেশ আমার তো বিষণ্ণ মনে হয় না।' একটু থেমে অ্যাডভোকেট আবার বলতে শুরু করলেন। 'তাছাড়া লেনী আমার দেখাশোনা বেশ ভালোভাবেই করে। লেনী লক্ষ্মী মেয়ে।'

অ্যাডভোকেটের কথায় কে-র কাকা মোটেও আশ্বস্ত হলেন না। তাকে দেখেই মনে হবে লেনী প্রসঙ্গে তার মন অত্যন্ত বিরূপ। তিনি লেনীর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন। যদিও তিনি রুগ্ন বন্ধুর কথার কোনো জবাব দিলেন না— কিন্তু তার চোখ অনুসরণ করে চলেছে লেনীকে। ততক্ষণে লেনী এগিয়ে এসেছে বিছানার কাছে। সাইড টেবিলের ওপর সন্তর্পণে মোমবাতিটা রাখল। রোগীর বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে বালিশগুলো ঠিক করতে করতে ফিসফিস করে কি যেন বলল। কে-র কাকা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলেন ওটা একজন অসুস্থ মানুষের ঘর। এক লাফে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে লেনীর পেছনে গিয়ে পায়চারি করতে

লাগলেন। কে অবাক হত না, যদি সে দেখত তার কাকা লেনীর স্কার্ট ধরে টানতে টানতে বিছানার পাশ থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যায়। কে সব কিছুই এক নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে অনুসরণ করে চলেছে। অ্যাডভোকেট অসুস্থ থাকায় সে মোটেই অখুশি হয়নি। কারণ তার মামলা সম্পর্কে কাকার এত আগ্রহ তার মোটেও পছন্দ নয়, ফলে সমস্ত পরিস্থিতিটাই তার মনে হল স্বাগত জানাবার উপযুক্ত।

কে-র ভাবনায় হঠাৎ ছেদ পড়ল। তার কাকা সম্ভবত নার্সটিকে বিরক্ত করার মতলব নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফ্রয়লাইন, দয়া করে অন্তত কিছুক্ষণ আমাদের একা থাকতে দাও। বন্ধুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু আলাপ আলোচনা করার আছে।'

মেয়েটি তখনো অ্যাডভোকেটের বুকের খুব কাছে ঝুঁকে। বিছানার চাদর ঠিক করতে করতে শুধু মাত্র মুখ ঘুরিয়ে একবার কে-র কাকার দিকে তাকাল। তারপর খুব ধীর এবং শান্ত গলায় বলল, 'আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, মালিকের অসুখ। যে-কোনো বিষয় নিয়ে আপনি এখন তাঁর পরামর্শ চাইতে পারেন না।' কাকার অমন তর্জন গর্জনের পাশে তার গলার স্বর অদ্ভুত আলাদা শোনাল। হয়ত বেশ খোলা মনেই লেনী কথাগুলি বলল। কিন্তু যে-কোনো মানুষের কাছেই লেনীর কথা বিদ্রূপের মতই শোনাবে। স্বাভাবিকভাবেই কে-র কাকা কথাগুলি শুনে চিড়বিড়িয়ে উঠলেন, যেন তাকে হুল ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'তুমি গোল্লায় যাও।' মাত্র এই কটি কথাই তিনি বলতে পেরেছিলেন। রাগে আর কোনো কথাই তার মুখ দিয়ে বেরল না। কাকার অমন মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছিল জোসেফও। সে একমুখ ভয় নিয়ে কাকার দিকে তাকাল। অবশ্য অনেকক্ষণ ধরেই তার মনে হচ্ছিল কাকা এমন একটা বিস্ফোরণ ঘটাবেন। সে ভাবল দৌড়ে কাকার কাছে গিয়ে দুহাত দিয়ে জোরে তার মুখ চাপা দেয়, যাতে কাকা আর কথা বলতে না পারেন। ভাগ্য ভাল, এরই মধ্যে রোগী, যার জন্য এত কাণ্ড, বিছানার ওপর থেকে কনুইয়ে ভর দিয়ে খানিকটা উঠে পড়েছেন, তার মুখ ঢাকা পড়েছে মেয়েটির পেছনে। কে-র কাকা মুখে একটা বিশ্রী ভাব আনলেন। যেন তাকে জোর করে কেউ গা গোলানো কিছু খাইয়ে দিয়েছে। এবার তিনি অনেকটা শান্ত গলায় মেয়েটিকে বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমাদের সব কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়নি। আমি যা বললাম, তা যদি অসুবিধার মনে হয় অ্যাডভোকেটের—তবে আমরা তা নিয়ে আজ আর কথা বলব না। এবার দয়া করে তুমি একটু বাইরে যাও তো।' কে-র কাকার কথায় মেয়েটি টান হয়ে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি তার দিকে

ফিরল। তখনও, অন্তত কে-র তাই মনে হল, মেয়েটি এক হাতে অ্যাডভোকেটের হাতের আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করছে।

'লেনীর সামনেই তুমি সব আলোচনা করতে পারো,' অ্যাডভোকেট বললেন। তার কথায় কেমন একটা কাতর অনুরোধ।

'এটা ঠিক আমার ব্যাপার নয়। মানে আমার ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার নয়।' কে-র কাকা বললেন, এবং কথাগুলি বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন। যেন সব থেকে তিনি নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিতে চলেছেন। অবশ্য তার ভাবখানা এমন যে অ্যাডভোকেট যদি ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে চান, সে সময়টুকু দিতে তিনি রাজী।

'তাহলে এটা কার ব্যাপার?' অ্যাডভোকেট ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন। কথাগুলি বলে আবার তিনি শুয়ে পড়লেন।

'আমার ভাইপোর। তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।' কে-র কাকা বললেন। তাকে অ্যাডভোকেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এর নাম জোসেফ কে, ব্যাঙ্কের অ্যাসেসর।' 'ও' অসুস্থ লোকটি এবার নড়ে চড়ে উঠে বসলেন। কে-র দিকে তার হাত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—'মাফ কর আমাকে। আমি তোমাকে লক্ষ্য করি নি। লেনী, তুমি বরঞ্চ এখন যাও।' পরিচারিকাকে অ্যাডভোকেট বললেন। তখনো লেনীর হাত তার হাতের মুঠোয়। এমনভাবে তার হাত তিনি ধরেছিলেন যে মনে হবে দীর্ঘ সময়ের জন্য তিনি বিদায় জানাচ্ছেন তাকে। লেনী মাথা নিচু করে ওখান থেকে চলে গেল। 'তাহলে তুমি আমার কাছে আসনি?' অবশেষে কে-র কাকাকে অ্যাডভোকেট বললেন। কে-র কাকার মেজাজ ততক্ষণে একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। রোগীর বিছানার পাশে গিয়ে বসলেন। 'তাহলে তুমি তোমার অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে আসনি। এসেছ কাজ নিয়ে।'

তাঁর অসুখের খবর শুনে কে-র কাকা বন্ধুকে দেখতে এসেছেন, ব্যাপারটা মোটেও এতক্ষণ অ্যাডভোকেটের ভালো লাগেনি। এসেছেন কাজ নিয়ে শুনে তিনি যেন খুশি হলেন, মনে হল যেন উজ্জীবিত হলেন। কনুইয়ে ভর দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে আর একটু উঠে বসার চেষ্টা করলেন। অসুস্থ রোগীর পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, বসে তিনি দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন।

'এই সামান্য সময়ের মধ্যেই তোমাকে এখন অনেকটা ভালো লাগছে। কারণটা হয়তো ডাইনীটা আর এখানে নেই।' কে-র কাকা বন্ধুকে বললেন।

অ্যাডভোকেট হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে

ফিসফিস করে বললেন, 'আমি বাজি ধরতে পারি, লেনী আমাদের কথা শুনছে।' অনেকটা যেন দৌড়েই দরজার কাছে গেলেন। কিন্তু দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কেউ ছিল না দেখে তিনি আবার ফিরে এলেন। অবশ্য তেমন হতাশ হয়ে নয়। লেনী নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হয়েছিল। তাই ওদের কথাবার্তা শোনার কোনো চেষ্টা না করে শোধ তুলল! 'লেনী সম্পর্কে তোমার ধারণা কিন্তু ঠিক নয়।' পরিচারিকার সমর্থনে এটুকু ছাড়া আর কিছু অ্যাডভোকেট বললেন না। সম্ভবত কথা না বাড়িয়ে এটুকু বলেই তার মনে হয়েছিল, এর বেশি আর লেনীর সমর্থনে বলার কোনো দরকার নেই। একটু থেমে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি বললেন, 'তোমার ভাইপোর এই মামলা, আমার যদি সামর্থ্যে কুলোয়, করতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। কারণ মামলা লড়তে গেলে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে, আমার ভয়, আমি অতোটা পারব কি না। তবে যাই হোক, আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব। আমি না পারলে তুমি তখন আর কাউকে বলতে পারবে। তাতে কোনো বাধা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এই মামলাটা আমাকে বেশ কৌতূহলী করে তুলেছে, এবং আমার পক্ষে কাজটা নেওয়ার লোভ সম্বরণ করা বেশ শক্ত। আমার হার্টের গোলমালটা ইতিমধ্যেই যদি বেড়ে গিয়ে না থাকে, তবে অন্তত এই মামলাটিই হয়ত হার্টফেল হবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।'

কে এসব কথাবার্তার প্রায় কিছুই বুঝতে পারল না। এক ঝলক সে কাকার দিকে তাকাল—কিছু জানবার আশায়। কিন্তু তার কাকা জ্বালানো মোমবাতিটা হাতে নিয়ে বিছানার পাশের টেবিলটার ওপর বসে। টেবিলের ওপর থেকে ইতিমধ্যেই একটি ওষুধের শিশি মেঝের ওপরে কার্পেটে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাকা শুধু অ্যাডভোকেটের কথায় ঘাড় নাড়ছেন, যেন তার সব কথায় তিনি সম্মতি জানাচ্ছেন। আর সেই সঙ্গে আড় চোখে দেখছেন জোসেফকে। এ সব দেখে সহজেই মনে হতে পারে যে তিনি চাইছেন কে-ও তার মতো সব কথায় সায় দিক। কাকা কি এরই মধ্যে অ্যাডভোকেটকে মামলার খুঁটিনাটি সব বলতে পেরেছেন? তা কি সম্ভব? যা কিছু ঘটে গেল এতক্ষণ ধরে! এ সব ভেবেই কে আরম্ভ করল: 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ও আমিই কি তবে তোমার ব্যাপারটা ভুল বুঝলাম?' অ্যাডভোকেট জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি ঠিক কে-র মতই অবাক হয়েছেন, একটু বোধ হয় হত-চকিতও। 'সম্ভবত খুব দ্রুত সব কিছু বলে ফেলেছি আমি। তাহলে কি ব্যাপারে আমার পরামর্শ তোমার দরকার। আমার ধারণা—এটি তোমার মামলা সংক্রান্ত।'

'অবশ্যই ওর মামলা সম্পর্কে।' কে-র কাকা তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলেন ; 'তুমি কি নিয়ে এত ভাবছ ?'

কাকার কথার উত্তর দিল না সে। কে-র প্রশ্ন অ্যাডভোকেটকে, 'কিন্তু আপনি আমার সম্পর্কে অথবা আমার এই মামলার বিষয়ে এত কথা জানলেন কি করে ?'

'ও এই কথা।' মৃদু হেসে অ্যাডভোকেট বললেন। 'দেখ আমি একজন আইন-জীবী, আমি এমন সব লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করি, এমন সব জায়গায় যাই, যেখানে নানা ধরনের মামলা-মকদ্দমার কথাবার্তা হয়। আর যে সব মামলা বেশ জটিল, সেগুলি আমার মনে গেঁথে থাকে। বিশেষ করে তোমার মামলার ব্যাপার আমি আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতে চেয়েছি। তার কারণ তুমি আমার পুরনো এক বন্ধুর ভাইপো, তাই আমার সব জানায় মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

'তোমার এতসব ভাবনার কারণটা কি বলত ?' কে-র কাকার পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি, 'দেখছি সহজেই তুমি কেমন নার্ভাস হয়ে পড়।'

'তা হলে আপনি সেই সমস্ত লোকজনের মধ্যে ঘোরাফেরা করেন ?' কে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ' অ্যাডভোকেটের উত্তর।

'তোমার কথাগুলো ঠিক বাচ্চাদের মতো', কে-র কাকা বললেন। 'আমার পেশার লোক ছাড়া আমি কাদের সঙ্গেই বা মিশব, বল ?'

অ্যাডভোকেটের জিজ্ঞাসা।

কে-র মনে হল, অ্যাডভোকেটের অকাট্য যুক্তি, তাই সে আর প্রশ্ন করল না। তার অবশ্য মনে হয়েছিল বলে যে 'আপনি তো প্যালেস অভ জাস্টিসে যে আদালত আছে, তার সঙ্গে যুক্ত। ছাদে জানালাওয়ালা চিলেকোঠার আদালতের সঙ্গে নয়'—কিন্তু যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে কথাগুলি সে বলতে পারল না।

অ্যাডভোকেট তখনো কথাচ্ছলে বলে চলেছেন, এবং যা বলছেন তা এমনই সরল এবং আপাত সত্য যে অমনভাবে বলার দরকার পড়ে না। 'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে এধরনের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করি আমার মক্কেলদের স্বার্থে। এবং সেসব কথা আমার মতে বলারও অপেক্ষা রাখে না। কয়েকদিন হল, অসুখের জন্য আমি বাইরে যেতে পারছি না। তাতে খানিকটা অসুবিধা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমার যে-সব বন্ধু আইন ব্যবসায় জড়িত, তারা প্রায়ই আমাকে দেখতে আসেন। তাদের কাছ থেকে আমি অনেক খবর পাই। এমন কি বলা যায়, যারা নিয়মিত আদালতে যান, আমার থেকেও স্বাস্থ্য যাদের অনেক

ভালো, তাদের থেকেও অনেক বেশি খবর আমার কাছে আসে। যেমন এখনই এখানে এসে উপস্থিত আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু'—অ্যাডভোকেট ঘরের অন্ধকার এক কোণের দিকে হাত তুলে দেখালেন। 'কোথায়?' কে-র প্রশ্ন বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কাটাতে তার গলা বেশ কর্কশ। অনির্দিষ্টভাবে সে ঘরের চারপাশে তাকাল। মোমবাতির আলো এমনই অস্বচ্ছ যে ঘরের সর্বত্র তা পৌঁছয় না। এমন কি বিপরীত দিকের দেয়াল পর্যন্তও নয়। তবে চোখে অন্ধকার সয়ে গেলে কে দেখল, অন্ধকারে কিছু একটা আকৃতি নড়তে আরম্ভ করেছে। মোমবাতির অস্পষ্ট আলোয়, মোমবাতিটা কে-র কাকা তার মাথার ওপর তুলে ধরেছেন, কে দেখতে পায় একজন বয়স্ক লোক ছোট টেবিলের ওপর বসে রয়েছে। ভদ্রলোকের সম্ভবত নিঃশ্বাসও পড়ছে না। না হলে সে এতক্ষণ তাকে দেখতে পায়নি কেন? ভদ্রলোক কোনোরকম ঘটা না করেই হঠাৎ উঠে পড়ল। উপস্থিতি ঘোষণায় মনে হল বেশ বিরক্তই হয়েছে সে। পাখির ছোটো ডানার মত হাত দুটো ঝাপটাতে ঝাপটাতে সে উঠে এলো এবং সমস্ত রকম পরিচয় এবং অভিবাদন উপেক্ষা করে আবার যেন সে অন্ধকারেই মিলিয়ে যেতে চাইলো। যেখানে গেলে তার উপস্থিতি আর কারো মনে থাকবে না; অন্য কোনো ভদ্রলোকের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় তিনি একেবারেই তা চান না। কিন্তু তার সেই প্রার্থিত সুবিধা বেশিক্ষণ থাকল না। যেন অপরাধ স্খালনের চেষ্টায় অ্যাডভোকেট বললেন, 'তোমার আসা আমাদের অবাক করেছে।' কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে হাত নাড়লেন যাতে মনে হয় যে অ্যাডভোকেট ভদ্রলোককে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই উৎসাহ দিচ্ছেন। ভদ্রলোকের মধ্যে কোনো তড়িঘড়ি ব্যাপার নেই। আস্তে আস্তে সে ফিরে যাচ্ছে; চারিপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে এগোচ্ছে। তার চালচলন বিশেষ সম্মানিত কোনো ব্যক্তির মতই মর্যাদাপূর্ণ। 'আদালতের চীফ ক্লার্ক, ওঃ—আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তোমার সঙ্গে আমি এদের পরিচয় করিয়ে দিইনি। এই ভদ্রলোক আমার বন্ধু, অ্যালবার্ট কে, আর সঙ্গে তার ভাইপো, জোসেফ কে, অ্যাসেসর, আর ইনি হলেন আমার বন্ধু কোর্টের চীফ ক্লার্ক, হ্যাঁ, যা আমি বলছিলাম, অত্যন্ত সদাশয় ইনি, আমাকে দেখতে এসেছেন। তার আসা সহজ নয়, আদালতে তাকে পাহাড় প্রমাণ কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। যারা তাকে জানেন, তার কাজের পরিমাণ, তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না তার আসা এমন বিশেষভাবে বলতে হয় কেন? এমন ভয়াবহ কাজের ভীড়ে থেকেও তিনি একটু সময় করে আমাকে দেখতে এসেছেন। আমরা বেশ শান্তভাবেই কথা বলছি, অন্তত আমার কথা বলতে পারি, আমার অসুস্থ শরীরে যতখানি কুলোয়

আমি করছি। লেনীকেও বলা হয়নি, কেউ এলে তাকে বারণ করে দিতে। অবশ্য এটাত ঠিক, আমরা কোনো অতিথি আসবেন আশা করিনি। কিন্তু তবু বেশ সোরগোল তুলে এল তোমার কাকা, আর এলেন মাননীয় এই ক্লার্ক মশাই। তিনি তার চেয়ার টেবিল নিয়ে এককোণে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন। যাই হোক, এখন মনে হচ্ছে, এই একটা সুযোগ যখন তোমার মামলাটা নিয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা করতে পারি। তবে তুমি যদি চাও। কারণ মামলাটা এমনই যে আমরা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে জড়িত, আর আমরা সকলে মিলে কিছু একটা ভেবে হয়তো বার করতে পারি। দয়া করে আপনি বসুন, কোর্টের মাননীয় ক্লার্ক' অ্যাডভোকেট তার দিকে তাকিয়ে নুয়ে পড়ে যেন আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মতো হেসে কোর্টের ক্লার্ককে কথাগুলি বললেন। সেই সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন তার বিছানার পাশে আর্ম চেয়ারটা।

'আমাকে মাফ করতে হবে। আমি মাত্র খানিকক্ষণ আরো বসতে পারব।' কোর্টের চীফ ক্লার্ক চেয়ারে বসতে বসতে হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অমায়িক গলায় বলল, 'কাজের খাতিরে আমাকে উঠতেই হবে। কিন্তু আমার বন্ধুর আর এক বন্ধুর সঙ্গে এখানে পরিচিত হবার সুযোগও আমি হারাতে চাই না।' কথাগুলি বলে অ্যালবার্টের উদ্দেশ্যে মাথা সামান্য নোয়ালে। এমন একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে কে-র কাকা যেন বেশ কৃতার্থ বোধ করলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্বাভাবিক ক্ষমতা তার নেই। তাই লজ্জা লজ্জা মুখ করে বিকট শব্দ করে তিনি হাসলেন। পরিচিত হতে পেরে তিনি যে কত খুশি হয়েছেন এভাবেই তিনি তা ব্যক্ত করলেন।

সমস্ত মুহূর্তটাই যেন কেমন গা গোলানো! বেশ ঠাণ্ডা মাথায় কে সমস্তই বেশ লক্ষ্য করল। কারণ তার দিকে নজর দেবার মত আর কেউ নেই।

আদালতের চীফ ক্লার্ক এবার হয়ে উঠল সকলের মধ্যমণি। আর তার যা স্বভাব, প্রত্যেক ব্যাপারেই সেই প্রধান নির্দেশক। অ্যাডভোকেটের দিকে এখন তাকালে মনে হতে পারে—অসুখটা তার ভান। কোনো অতিথি যাতে না আসে, তাই তিনি অমন অসুখ-অসুখ ভাব করে শুয়ে ছিলেন। এখন তিনি মন দিয়ে কানের পাশে হাত রেখে সব কথা বেশ শুনছেন, কে-র কাকার কাজ মোম-বাতি ধরে রাখা। তিনি তার হাঁটুর ওপর রাখা মোমবাতির ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যস্ত, সন্ত্রস্ত চোখে অ্যাডভোকেট মাঝে মাঝে সেদিকে তাকাচ্ছেন। তার এই বিব্রত বোধ মাত্র কিছুক্ষণের জন্য ছিল, একটু পরেই তার পুরো দৃষ্টি সরে কোর্টের ক্লার্কের ওপর নিবদ্ধ হল। আকর্ণ বিস্তৃত খুশিতে অ্যাডভোকেট তার বাগ্মীতায়

ডুবে আছেন। কথার সঙ্গে সঙ্গে কোর্টের ক্লার্ক ঢেউ তোলার ভঙ্গীতে হাত সঞ্চালন করছে। কে খাটের ডাণ্ডার ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। কোর্টের ক্লার্ক সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। হয়তো ইচ্ছে করেই। ওখানে তার ভূমিকা নেহাতই এক দর্শকের। তাছাড়া তাদের কথাবার্তার প্রায় কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। কে-র তখন মনে হয় পরিচারিকাটির কথা। কাকা তার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছেন। পরমুহূর্তেই তার চিন্তা সরে এল কোর্টের ক্লার্কের ওপর। সে ভাবল ভদ্রলোকটিকে কি আগে কখনো সে দেখেছে? হয়তো হবে, তাকে প্রথম যারা জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। হয়তো তাদের সঙ্গেই, দর্শকদের মধ্যে সে বসেছিলো। তার ভুলও হতে পারে। তবে দর্শকদের আসরের প্রথম সারিতে রুক্ষ ভাঙা চেহারার শ্মশ্রুমণ্ডিত এই ভদ্রলোকটিকে বেশ মানিয়ে যেত।

বাড়িতে ঢুকেই যে হলঘর হঠাৎ সেখান থেকে একটা শব্দ পাওয়া গেল। হাত থেকে কাপ-ডিস পড়ে ভেঙে গেলে যেমন শব্দ হয়, তেমনই একটা শব্দ। সকলের কানে শব্দগুলি এসে যেন খোঁচা মারল। 'আমি যাব, গিয়ে দেখে আসব!' কথাগুলি বলেই কে সেখান থেকে চলে গেল। যাবার সময় গতি একটু মন্থর করল, যেন ওখানকার আর সকলকে শেষ সুযোগ দিচ্ছে তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনার। তখনো সে হলঘর পর্যন্ত পৌঁছয়নি। অন্ধকারে সে ভাবতে আরম্ভ করল, হাতড়ে দেখবে কি না হলে ঢোকার দরজাটা কোথায়? সে সময় কোথা থেকে তার হাতের চেয়ে ছোট একটা হাত এসে তার হাতের ওপর পড়ল। সে হাত দিয়ে তখনো দরজা ধরে ছিল। তারপর সেই ছোটো হাত আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ওই হাত আর কারো নয়, অ্যাডভোকেটের নার্সের। মনে হয়, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিল। ফিসফিস করে সে বলল, 'কিছুই হয়নি, আমি একটা প্লেট দেয়ালের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিলাম মাত্র। যাতে আপনি ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন।' কে কি বলবে যেন বুঝতে পারে না। একটু বিব্রত বোধ করল সে। তাই বলল, 'আমিও তোমার কথা ভাবছিলাম। তাহলে তো ভালোই হল।' নার্স বলল, 'তাহলে এদিকে আসুন,' এক-পা কি দু-পা হবে, তারা একটা দরজার কাছে এল। দরজাটার প্যানেল পুরু কাঁচে তৈরি, দরজাটা খোলাই ছিল। 'এই যে এখানে', নার্স বলল। ঘরটা না বললেও বোঝা যায়, অ্যাডভোকেটের অফিস। বড় বড় দুটো জানালা দিয়ে চাঁদের উজ্জ্বল আলো ঘরের ভেতরে এসে পড়েছে। ঘরের যা কিছু সবই পুরনো আমলের ভারী ভারী আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। 'এই আপনার বসার জায়গা।' নার্স কালো একটা সিন্দুকের মত কী দেখালো। পিঠের দিকটা উঁচু বাঁকানো, বসার পর কে তখনো

চারপাশটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। অনেকটা জায়গা নিয়ে ঘর। গরীব মানুষের এই অ্যাডভোকেটের ঘরে ঢুকেই কোনো মক্কেল হয়তো হারিয়ে যাবে। বুঝে উঠতেই পারবে না তার কী করা দরকার। কে মনে মনে এমনই এক মক্কেলের ছবি কল্পনা করল, ঘরে ঢুকেই মক্কেলের মাথা ঘুরে গেল। সে বুঝে উঠতে পারছে না সে কী করবে। তারপর ভয়ে ভয়ে এক পা দু পা করে সে ওই বিশাল টেবিলের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু একটু পরেই সব কিছু ভুলে তার চোখ শুধু মাত্র নার্সকেই অনুসরণ করল। নার্স তার পাশেই বসে ছিল একেবারে তার গা ঘেঁষে। যেন তাকে বেঞ্চির অপরদিকের হাতলের সঙ্গে সেপ্টে দেবে। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি নিজে নিজেই বেরিয়ে আসবেন। আমার ডাকার জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনার ব্যবহার কিন্তু অদ্ভুত। প্রথম থেকেই আমি লক্ষ করেছি। আমার ওপর থেকে আপনি আপনার চোখ সরাতে পারেননি। আমি যেখানে, আপনার দৃষ্টিও গেছে সেখানে। তা সত্ত্বেও আমাকে আপনি অপেক্ষা করিয়ে রাখলেন, যাই হোক আপনি এখন থেকে আমাকে লেনী বলেই ডাকবেন।' তার কথার শেষ অংশটুকু লেনী কেমন যেন হঠাৎ এবং আচমকা বলে ফেলল। মনে হবে, আর এক মুহূর্তও সে নষ্ট করতে চাইছে না। 'আমি তোমার নাম ধরে ডাকতে পারলে খুশিই হব।' কে বলল, 'কিন্তু তুমি যে বললে আমি অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছি। সে বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। প্রথমেই বলতে হয় এই বুড়োগুলো বিড়বিড় করে কী বলছিল আমার তা শোনার দরকার ছিল। আমি এমনি এমনিই কোনো ছুতো না করে বেরিয়ে আসতে পারি না, আর দ্বিতীয়ত, আমি তেমন এক সাহসী যুবক নই। বরঞ্চ বলতে পার, একটু লাজুক। আর লেনী, তোমাকে দেখে বাস্তবিক মনেও হয় না যে বললেই তোমাকে কাছে পাওয়া যাবে।' 'না, কথাটা ঠিক তা নয়।' বেঞ্চের পিঠে হাত রেখে কে-র দিকে তাকিয়ে থেকে লেনী বলল। 'আর তাছাড়া প্রথমে বোধহয় আমাকে', এবার লেনী আপনি থেকে তুমিতে অবতরণ করল, 'তোমার ভালো লাগেনি, এমন কি এখনো হয়ত আমার সান্নিধ্য তোমার ভালো লাগছে না।' 'দেখ, ভালো লাগা কথাটা বড় দুর্বল।' কে লেনীর প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলল। 'ওঃ' মৃদু হেসে সে বলল এবং তাছাড়া কে-র মন্তব্য সম্পর্কে লেনীর এই ছোট্ট অভিব্যক্তি কে-কে খানিকক্ষণ বিহ্বল করে রাখল। সে খানিকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না। ঘরের অন্ধকারে যতই তার চোখ সয়ে যেতে লাগল, সে স্পষ্টই আসবাবপত্রগুলির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারল। একটার নকশা থেকে অন্যটার নকশার পার্থক্য বুঝতে পারল, একটি বড় ছবির দিকে বিশেষ করে তার চোখ পড়ল। দরজার

ডানদিকে সেটি টাঙানো। সামনের দিকে ছবিটা একটু নোয়ানো। যাতে মুখ তুললেই স্পষ্ট দেখা যায়। ছবিটি এক ভদ্রলোকের, জজের পোশাক পরা। সিংহাসনের মত উঁচু একটি আসনে তিনি বসে। সোনার সূক্ষ্ম কারুকার্য করা আসনটি সব রঙ ছাপিয়ে যেন বেরিয়ে আসছে। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য, জজসাহেব কিন্তু যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আসনে বসে ছিলেন না। তার বাঁ হাতটা পেছন দিক থেকে এসে সিংহাসনের একপাশে হাতলের ওপর রাখা, ডান হাতটা অথচ কোনো কিছুর ওপরেই ন্যস্ত নয়। হাতটা চেয়ারের ওপর ভর করে চেয়ারের অন্য হাতলটা মুঠো করে ধরে। যেন কোনো বিশেষ মুহূর্তে ছবিখানি নেওয়া হয়েছে। যখন তিনি ভয়ঙ্কর এবং সম্ভবত ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গী করেছিলেন কোনো এক চরম মন্তব্য করতে অথবা কারো দণ্ডাদেশ দিচ্ছেন। ওই ছবির পরিপ্রেক্ষিতে তেমন কিছু একটা কল্পনা করা যেতে পারে; অপরাধী সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে— যেখান থেকে সিঁড়িটা ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে বিচারকের আসনের নিচে গিয়ে থেমেছে। ছবিতে সিঁড়ির ওপরের সবথেকে শেষ ধাপটি দেখা যাচ্ছে। একটি হলুদ রঙের গালিচায় মোড়া। ছবিটির দিকে আঙুল দেখিয়ে কে বলল, 'হয়ত এই আমার বিচারক।' 'আমি ওঁকে চিনি।' লেনী জানাল, সেও ছবিটির দিকে তাকাল। 'এখানে তিনি প্রায়ই আসেন। ছবিটি আঁকা হয়েছিল যখন ভদ্রলোকের বয়স কম ছিল। কিন্তু ছবিটা একেবারেই তাঁর মতো দেখতে নয়। তিনি মানুষটা ছোটোখাটো, প্রায় বামনের মতো। তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে তাঁর প্রতিকৃতিকে এই ভাবে আঁকতে দিয়েছেন, তার কারণ মানুষটা প্রচণ্ড রকমের দাম্ভিক, অবশ্য এখানে যাদের যাতায়াত, তাঁরা সকলেই এ রকম।' লেনীর এই কথার উত্তরে কে বলল, 'দাম্ভিক আমিও কিছু কম নই। আমার খুব খারাপ লেগেছিল যে তুমি আমাকে মোটেও আমল দিচ্ছিলে না।' লেনীর কোমর ততক্ষণে কে-র হাত দিয়ে জড়ানো। তাকে ওই অবস্থাতেই কাছে নিয়ে আসছে। কে-র কাঁধের কাছে লেনী তার মাথাটা এলিয়ে দিল— কোনো রকম কথা না বলে। কে তখন তার কথার বাকী অংশটুকুর উত্তর জানতে চাইল। 'পদমর্যাদায় লোকটির স্থান কোথায়?' 'তিনি এগজামিনিং ম্যাজিস্ট্রেট।' লেনী জবাব দিল। তার কোমরে জড়ানো কে-র হাত আলগা করে নিল লেনী। কে-র আঙুলগুলো নিয়ে খেলতে লাগল। 'আর শুধু একজন এগজামিনিং ম্যাজিস্ট্রেট মাত্র'। কে-র যেন আশাভঙ্গ হল। 'উঁচু পদমর্যাদা সম্পন্ন সরকারী কর্মীরা সব সময়েই নিজেদের আড়ালে রাখেন। কিন্তু এখানে তো তাঁকে দেখা যাচ্ছে উঁচু আসনে বসে।' 'এগুলো সব বানানো' লেনী বলল। তার মুখ কে-র হাতের ওপর নামানো।

'আসলে তিনি বসে ছিলেন রান্নাঘরের চেয়ারে, ঘোড়ার জিনের নিচে যে-কম্বল পাতা হয় তার ওপর। কিন্তু সব সময়েই কি তুমি তোমার মামলা নিয়ে ভাববে— আর কিছু করার নেই?' আস্তে আস্তে আহ্লাদী গলায় লেনী জিজ্ঞাসা করল। 'না, না, একেবারেই তা নয়।' কে বলল, 'হয়ত ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু বেশিই ভাবি।' 'সেটা তোমার কোনো ভুল নয়।' লেনী বলে, 'তুমি কিছুতেই তোমার গোঁ ছাড় না, অন্তত আমি সে রকমই শুনেছি।' 'কোন ব্যক্তিটি তোমাকে এমন কথা বলল, শুনি?'

কে-র পাল্টা প্রশ্ন। কে অনুভব করছিল, লেনীর শরীরটা তার বুকের সঙ্গে লেপ্টে আছে। কালো একরাশ ঘন চুল লেনীর, শক্ত করে বাঁধা। কে তাকিয়ে রইল সেদিকে। 'না, তা বলা যাবে না। তাহলে আমাকে অনেক কথাই তোমাকে বলে দিতে হয়।' লেনী বলল। 'আমাকে কারো নাম জিজ্ঞাসা কর না। আমার কথা শোনো। ভবিষ্যতে অমন গোঁ ধরে থেকো না। এই আদালতের বিরুদ্ধে তোমার কোনো প্রতিরোধই টিকবে না। তোমার উচিত, তোমার অপরাধ স্বীকার করা। প্রথমেই, সুযোগ আসা মাত্র তুমি তোমার স্বীকারোক্তি দিও। আর যতদিন তা না করবে, এই আদালতের কব্জা থেকে তোমার মুক্তি নেই। একেবারেই না। তা করলেও যে তুমি অনায়াসে রেহাই পাবে, তা নয়। তোমার বাইরের কারো সাহায্য দরকার হবে। তবে তা নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে। আমি নিজেই না হয় সেটা দেখব।'

'দেখছি এই আদালতের অনেক কিছুই তুমি জান। এমনকি এখানকার অনেক গোপন ষড়যন্ত্রের রহস্যও।' কে বলল এবং বলতেই কে লেনীকে তার হাঁটুর ওপর বসিয়ে দিল। লেনী তার সমস্ত শরীরের ভার কে-র ওপর এলিয়ে দিয়েছিল। 'এই বরঞ্চ ভাল' স্কার্ট আর ব্লাউজটা টেনে ঠিক করতে করতে লেনী তার খুশি হওয়ার কথা জানাল কে-কে। কোলে বসেই দুহাতে সে তার গলা জড়িয়ে ধরল। তার পর নিজের শরীরটা একটু পেছনে হেলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কে-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আর আমি যদি আমার অপরাধ সম্পর্কে কোনো স্বীকারোক্তি না দিই, তাহলে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার না?' কে যেন লেনীকে বাজিয়ে দেখছে। হঠাৎ তার এই ভেবে বিস্ময় বোধ হল যে সে কি তবে মেয়ে সাহায্য-কারীদের দলভুক্ত করার কাজে নেমেছে? প্রথমে ফ্রয়লাইন বার্সৎনার, তারপর আদালতের সেপাইয়ের স্ত্রী। আর এখন, এখন এই ছোট্ট একটি প্রাণী, যাকে কাছে পেতে মনে মনে ইচ্ছে পোষণ করা স্বাভাবিক। যার আমার সম্পর্কে

অভাবনীয় দুর্বলতা। সে আমার শরীর ঘেঁষে হাঁটুর ওপর বসে, যেন এইটিই তার ঠিক ঠিক বসার জায়গা।' 'না।' লেনীর উত্তর। আস্তে আস্তে সে মাথা নাড়ল। 'তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। আর তাতেই বা কি। তুমি তো আমার সাহায্য চাওনি। তোমার এমনই গোঁ, যে তোমাকে বোঝানো মুশকিল।' একটু পরে লেনী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি এমন কেউ ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আছে, যাকে তুমি তোমার প্রেয়সী বলতে পার?' 'না', কে বলে। 'ওঃ নিশ্চয়ই আছে।' লেনী বলল। 'তাহলে, হবেও বা।' কে বলল। 'তাহলে ভেবে নাও। আমি তো বললাম, এমন কারো অস্তিত্ব নেই। তবু তার ছবি সব সময়েই আমার পকেটে।' লেনীর অনুরোধে সে এলসার ছবি তাকে দেখাল। লেনী কে-র হাঁটুর ওপর গুড়িসুড়ি মেরে বসে এলসার ছবিটি বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এলসার এটি একটি স্ন্যাপ সট। সে যখন ক্যাবারে হলে শেষ পর্যায়ের স্কার্ট ডান্স করছিল, তখন চকিতে ছবিটি তোলা হয়। ক্যাবারেতে প্রায়ই তাকে নাচতে দেখা যায়। তার স্কার্ট তখনো পাখার ব্লেডের মত তার চার পাশে উড়ছিল। তার হাত দুটো তার নিতম্বের ওপর প্রোথিত। চিবুকটা একপাশে উঠিয়ে যেন অন্য কারো দিকে তাকিয়ে সে হাসছে। অবশ্য ছবিতে তাকে দেখা যাচ্ছে না। ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লেনী বলল, 'ওর লেসে বোনা জামাটা বড় বেশি আঁটোসাঁটো।' এই বলে যেখানে জামাটা অমন টাইট মনে হচ্ছে তার সেই জায়গাটা দেখাল। 'ওকে আমার মোটেও ভালো লাগছে না। ওর চেহারা বড্ড রুক্ষ তাছাড়া কেমন যেন সব মিলিয়ে জবড়জঙ্গ। হয়ত সে তোমার প্রতি নরম, স্নিগ্ধ। ছবি দেখে কারো তেমন মনে হতেও পারে। ওর মত বড়-সড় এবং শক্ত-সমর্থ মেয়েরা করুণাপ্রবণ হতে বাধ্য, কিন্তু তোমার জন্য ওর কি সব কিছু ত্যাগ করার ক্ষমতা আছে?' কে জানাল, 'না, নেই। সে আমার প্রতি নমনীয় স্নিগ্ধ কিছুই নয়। এমন কি আমার জন্য বিন্দুমাত্র স্বার্থ ত্যাগও সে করবে না। আর এ পর্যন্ত আমি এর কোনটাই তার কাছ থেকে দাবি করিনি। বলতে কি তোমার মত এমন যত্ন নিয়ে খুঁটিয়ে ছবিটি আমিও এ পর্যন্ত দেখিও নি।' লেনী বলল, 'তাহলে তুমি বলতে চাও সে তোমার প্রেয়সী অথবা প্রণয়িনী কিছুই নয়, তোমার কাছে তেমন মূল্যবান কেউ নয়।' 'তা কেন হবে?' কে উত্তর দিল, 'আমি আমার কোনো কথাই ফিরিয়ে নিচ্ছি না।' 'তাহলে ঠিক আছে, মানলাম সে তোমার প্রণয়িনী। তার মানে ওর বদলে তুমি যদি আর কাউকে পাও, ধরো যদি আমাকে, তবে তোমার বিশেষ লোকসান কিছু হবে না?' 'ঠিক বলেছ।' কে একটু হেসে

বলল, 'সেটা অনুমানও করা যায়। তবে তার পক্ষে একটা কথা বলা যায়, যা তোমার সম্পর্কে ঠিক খাটে না।

'এলসা আমার এই মামলা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। এবং ও এ নিয়ে কিছু ভাববেও না। আর যদি কিছু জানেও, তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাবে না। তাছাড়া এলাসা কখনই বলবে না আমাকে আমার গোঁড়া মনোভাব পরিত্যাগ করতে।' 'ওটা কোনো সুবিধেই নয়' লেনী বলল। 'যদি এগুলিই মাত্র আমার ওপর তার সম্পর্কে বাড়তি আকর্ষণের কারণ হয়, তাহলে আমি হাল ছাড়ব না। ওর কি শরীরের কোনো খুঁত আছে?' 'কোনো খুঁত।' কে জিজ্ঞাসা করল।' 'হ্যাঁ' লেনী বলল। 'কারণ আমারও একটা ছোট্ট খুঁত আছে। দেখ।' এই বলে লেনী তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। মাঝের দুটো আঙুল প্রসারিত—চামড়ার জালে ওই জায়গায় আঙুলের সংযোগ পর্যন্ত জোড়া লাগানো আছে। চামড়াটুকুর আয়তন প্রায় আঙুলের মতই ছোট। অন্ধকারে কে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল না লেনী তাকে ঠিক কি দেখাতে চাইছে। তাই লেনী কে-র হাতটা নিজের হাতের ওপর টেনে এনে ওই জায়গাটার ওপর তার আঙুল রাখল। 'প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল!' কে বলল। তারপর সমস্ত হাতটার ওপর আঙুল বোলাতে বোলাতে হাতটা যেন পরীক্ষা করে।

লেনীও তাকাল। চোখে তার বেশ গর্বের দৃষ্টি। কে তখন বিস্ময়ে লেনীর ওই দুটো আঙুল একটা থেকে আর একটা আলাদা করে টানতে লাগল। আবার সে দুটো আঙুল পাশাপাশি রাখল। শেষ পর্যন্ত আলতো চুমু দিল আঙুলের ওপর। আঙুল দুটো মুক্তি পেল। 'ওঃ!' চিৎকার করে উঠল লেনী। 'তুমি আমাকে চুমু খেলে!' লেনী দ্রুত যেন অনেক কষ্টেসৃষ্টে কে-র হাঁটুর ওপর হাঁটু গেড়ে বসল। তার মুখ খোলা। কে তার দিকে তাকাল। সে যেন বোবা হয়ে গেছে; লেনী এখন তার খুব কাছে, তার শরীর ঘেঁষে বসে। তার গা থেকে কেমন এক তেতো উত্তেজক গন্ধ বেরচ্ছে। যেন পিপুলের গন্ধ; লেনী কে-র মাথাটা জড়িয়ে শক্ত করে আলিঙ্গন করল, তার শরীরটাকে আরো কাছে টেনে আনল। তার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার ঘাড়ে চুমু খেল। কামড় দিল। এমন কি মাথার ওপর চুল-গুলোও তার কামড় থেকে নিস্তার পেল না। 'বুঝেছো, শেষ পর্যন্ত তুমি তাকে পাল্টে আমাকে নিয়েছ!' চাপা উত্তেজনায় বারে বারে প্রায় চিৎকার করে কথাগুলো লেনী বলল। তারপর তার হাঁটু পিছলে গেল। একটা মৃদু আওয়াজ করে সে কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। কে তাকে জড়িয়ে ধরল, যাতে তুলে আনা যায়। কিন্তু লেনী তাকেও কার্পেটের ওপর টেনে নামাল। 'তুমি এখন আমার।'

লেনা বলল। 'এই যে এখানে দরজার চাবি। যখন তোমার খুশি তুমি এখানে আসতে পার।' লেনীর এই ছিল শেষ কথা। এবং কে-র কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে আবার তার কাঁধে, ঘাড়ে চুমুর বর্ষণ নামিয়ে দিল। কে যখন বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়াল, বাইরে তখন ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। সে চেষ্টা করছিল রাস্তার মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার। যাতে জানালায় দাঁড়ানো লেনীকে আর একবার দেখা যায়। কিন্তু বাড়ির সামনে যে-গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল, সেটি, এতক্ষণ এমনই মগ্ন হয়েছিল সে, যে দেখতেই পায়নি। হঠাৎই তার এমন একাগ্রতা ব্যাহত হল। গাড়ি থেকে তার কাকা বেরিয়ে আসছেন। তিনি কে-র হাতটা সজোরে চেপে ধরলেন। তার পর দেয়ালে তার পিঠ রেখে এমন ভাবে দাঁড় করালেন যে মনে হবে যে দেয়ালের ওপর কে-র দেহটা তিনি লোহা পুঁতে ফেলবেন। 'জোসেফ, এসব তুমি কি ভাবে করলে?' তিনি চিৎকার করে উঠলেন। 'তোমার সমস্ত মামলাটারই ক্ষতি করলে। বেশ ভালোর দিকে তা এগুচ্ছিল, এখন সব ঝুলে গেল। তুমি একটা ক্ষুদে নোংরা মাগীর সঙ্গে সরে পড়লে। জান না, আসলে ও তো অ্যাডভোকেটের মেয়েছেলে, ওকে টোপ হিসাবে সে ব্যবহার করে। আর তুমি কিছু না বুঝে ওর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কাটিয়ে দিলে? এমন কি তুমি কোনো ছুতো ধার ধারলে না। কিছুই লুকিয়ে চুরিয়ে করলে না। তোমার যা কিছু করার দিব্যি সকলের নজরে এনে খোলাখুলি ভাবেই করলে। তুমি স্রেফ ওর সঙ্গে একটু আড়ালে গিয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলে। আর এই সমস্ত সময়টা আমরা তিনজন সেখানে বসে। তোমার কাকা, যে তোমার জন্য যথাসাধ্য করছে, অ্যাডভোকেট—যাকে তোমার দিকে নিয়ে আসা দরকার এবং সবার ওপর আদালতের চীফ ক্লার্ক। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক, আর প্রথমদিকে তোমার মামলাটা তার হেফাজতে। সেখানে আমরা বসে পরামর্শ করছিলাম, তোমাকে কেমন করে সাহায্য করা যায়। সব দিকে নজর রেখে বেশ সতর্কতার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম। আর অ্যাডভোকেট আমার বন্ধু হওয়ায় চীফ ক্লার্কের সঙ্গে সবদিক সামলে কথা চালিয়ে যাচ্ছিল। কেউ তো এমন ভাবতেই পারে, যে এসব ক্ষেত্রে তোমারও উপস্থিত থেকে আমাকে সাহায্য করা উচিত ছিল। আর তা না করে তুমি দিব্যি আড়ালে চলে গেলে! আর এতক্ষণ ধরে তোমার অনুপস্থিতি যে কেন, তার কারণ কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না। অবশ্য ওই ভদ্রলোক দুজন অত্যন্ত বাস্তববাদী। তাই এ নিয়ে কেউ কোনো মন্তব্য করেননি। তারা আমার অসোয়াস্তি বুঝতে পারছিলেন। তাই কোনো কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাও কম অবাক

হননি। আর যেহেতু তারা তোমার ব্যাপার নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি সে জন্য কোনো কথাও বলেননি। কারণ কথা বললেই তো তোমার কথা উঠত। ওখানে একেবারে চুপ করে আমরা বসেছিলাম। অপেক্ষা করেছিলাম তোমার পায়ের শব্দের জন্য। তুমি ফিরে এলে না। ফলে সব মাটি হয়ে গেল। অবশেষে চীফ ক্লার্ক উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় জানালেন। বোঝাই যাচ্ছিল, আমার অবস্থা দেখে এবং আমার কোনরকম সাহায্যে না আসায় বেশ দুঃখ বোধ করছিলেন। তিনি আমার জন্যই অতক্ষণ বসে ছিলেন। তাঁর অতক্ষণ অপেক্ষা করার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। একেবারে চলে যাওয়ার আগেও দরজার কাছে গিয়ে বেশ খানিকক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তোমাকে বলছি, তিনি চলে যাওয়ার আগে আমি যেন নিঃশ্বাস নিতেও পারছিলাম না। আর বেচারা অ্যাডভোকেট, ভদ্রলোকের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। আমি বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় তিনি একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারেননি। খুবই সম্ভব। তুমি তার প্রায় অক্কা পাবার ব্যবস্থা করেছিলে। তার মৃত্যু, তুমি যেন খানিকটা এগিয়ে নিয়ে এলে অথচ তার সদিচ্ছার ওপরেই তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আর আমাকে, তোমার কাকাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বৃষ্টির মধ্যে অপেক্ষা করিয়ে রাখলে। দেখ, আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ। আমি একেবারেই ভিজে গেছি।'

॥ সাত ॥

অ্যাডভোকেট — প্রস্তুতকারক — চিত্রকর

শীতের একটি সকাল—জানালার বাইরে তুষার পড়ছে, কুয়াশায় প্রায় সব কিছু অন্ধকার—কে তার অফিসে বসে। তখনো বেশি বেলা হয় নি, অথচ সে যেন পুরোপুরি বিধ্বস্ত। নিজের মুখরক্ষা করার জন্য, অন্তত তার অধস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকে, সে তার ক্লার্ককে নির্দেশ দিল যেন কাউকে তার ঘরে ঢুকতে দেওয়া না হয়। তারা বলবে জরুরি এক কাজ নিয়ে সে ব্যস্ত। কিন্তু কাজ করার বদলে সে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। আলস্যের সঙ্গে সে তার ডেস্কের ওপরের কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে রাখল। এবং তারপর প্রায় নিজেরই অজ্ঞাতসারে তার হাতদুটো টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে মাথা নুইয়ে বসে থাকল—একবারে না-নড়েচড়ে।

তার মামলার কথা তাকে আজকাল আর কখনোই ছেড়ে যায় না। অনেক বার সে ভেবেছে। তার স্বপক্ষে যা কিছু বক্তব্য, সে লিখে আদালতে জমা দিয়ে দেবে। আত্মপক্ষ সমর্থন করে লিখিত বক্তব্যে সে তার নিজের জীবন সম্পর্কেও ছোটো করে কিছু জানাবে। এবং সেই প্রসঙ্গে কোনো ঘটনা যদি তার বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তাহলে সে ব্যাখ্যা হিসেবে লিখবে কি কারণে সে অমন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, এবং সে কি করেছিল। পরে পেছনের দিকে তাকিয়ে যখন সে তার ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করেছে তখন তার কি মনে হয়েছে। অর্থাৎ সে তার কাজের সমর্থন অথবা নিন্দা কখনো করেছে কি-না তাও সে লিখবে! লিখবে কোন কোন কারণে সে তার কাজের নিন্দা অথবা সমর্থন করছে। আইনের কোনো বিশেষজ্ঞের সওয়াল জবাবের চেয়ে এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বক্তব্য উপস্থিত সম্পর্কে সে নিঃসন্দেহ। কারণ অ্যাডভোকেটকেও নিষ্পাপ ভাববার কোনো কারণ নেই। কে-র কোনো ধারণাই নেই, তার মামলা নিয়ে অ্যাডভোকেট কি করছেন। যাই করুন না কেন, কাজ যে খুব বেশি এগুচ্ছে মনে হয় না।

একমাসের বেশি হয়ে গেল। হুলড তাকে ডেকে পাঠাবার পর। প্রথমেই ধরা যাক, হুলডের এখন পর্যন্ত কোনো জেরা-ই হয়নি। অথচ তাকে অনেক প্রশ্ন করার আছে। তাকে প্রশ্ন করা অবশ্যই একটা জরুরি কাজ। বাস্তবিক পক্ষে কে মনে মনে অনুভব করে যে সে-ই প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলি তৈরি করতে পারে। কিন্তু

অ্যাডভোকেট ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করার বদলে হয় সারাক্ষণ কথা বলে যাবেন, অথবা চুপচাপ অন্য দিকে তাকিয়ে বোবার মতো বসে থাকবেন ; কিম্বা তার বড় টেবিলটার সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসবেন। কারণ কানে তিনি একটু খাটো। অথবা দাড়ির মধ্যবর্তী একটি অংশে হাত বুলোতে বুলোতে কার্পেটের ওপর চোখ রাখবেন। হয়ত কার্পেটের সেই জায়গাটাই দেখেন, যেখানে কে লেনীকে নিয়ে শুয়ে ছিল। আর কথায় কথায় কে-কে তিনি শূন্যগর্ভ ভৎর্সনা করবেন— যেমন সাধারণত ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ব্যাপারে করা হয়। তার ভৎর্সনা যেমন ফাঁকা, তেমনি ক্লান্তিকর। হিসেব পত্র যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন কে এসবের জন্য কিছুই দেবে না। অ্যাডভোকেট যখন নিশ্চিত হন যে ইতিমধ্যে কে-কে যথেষ্ট অপদস্থ করা গেছে, তখন আবার নতুন করে তিনি তাকে চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি ফিরিস্তি দেন আগে এ ধরনের আরো কতো মামলায় তিনি মক্কেলকে জিতিয়ে দিয়েছেন।—যে সমস্ত মামলা, নিচের দিকে হয়ত তত জটিল মনে হয় না—যেমন কে-র মামলা, বাইরে থেকে সেগুলি আরো বেশি হতাশা তৈরি করে। তার টেবিলের ড্রয়ারে এ ধরনের মামলাগুলির সব সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখা আছে। কথাগুলি বলে তিনি একটি ড্রয়ার টানেন—কিন্তু বার করেন না কিছুই। দেখানো যাবে না বলে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এগুলি সমস্ত সরকারী গোপন দলিল। তবে এই সমস্ত মামলা করে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তা এখন কে-র সাহায্যে ব্যবহার করা যাবে। তিনি আর বিলম্ব না করেই কে-র মামলা শুরু করতে চান। এবং তার প্রথম সওয়াল ইতিমধ্যেই দাখিল করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। সেটি অত্যন্ত জরুরি। কারণ বিচারপতির মনে বিবাদী প্রথম যে ধারণার সৃষ্টি করবে তা সুদূরপ্রসারী। মামলার পরবর্তী পর্যায়ে সেই ধারণা অনেক কিছু স্থির করে দেয়। যদিও, তার কে-কে সতর্ক করে দেওয়া কর্তব্য যে দুর্ভাগ্যবশত অনেক সময় এমন হয় যে প্রথম দরখাস্তটি আদালতে প্রায়ই পড়া হয় না। অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে ফাইল-বন্দী করে দেওয়া হয়। এবং বলা হয় যে আসামীকে জেরা করা, এবং তার বক্তব্য শোনা ওই পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আদালতে দরখাস্ত পেশ করা থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি দরখাস্তকারী এ নিয়ে বেশি চাপ দিতে থাকেন, তখন সওয়াল জবাবের সঙ্গে বলা হয়, রায় দেবার আগে যে যে কাগজপত্র জমা হয়েছে, অর্থাৎ মামলা সম্পর্কিত সমস্ত নথিপত্র এবং প্রথম দিকে পেশ করা দরখাস্ত খুব যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করা হবে। কিন্তু কপাল যদি মন্দ হয়, অধিকাংশ মামলার ক্ষেত্রে সেটি খাটে না। শেষ পর্যন্ত কাগজপত্র যদি ঠিক ঠিক রাখাও হয়, সেগুলি কদাচ পড়া হয়। তবে প্রায়ই দেখা গেছে, হয়

কাগজপত্র হারিয়ে যায়, না হয়তো ঠিক জায়গায় সেগুলি থাকে না, অবশ্য অ্যাড-ভোকেট আশার বাণীও উচ্চারণ করেন। অ্যাডভোকেট স্বীকার করেন যে এগুলি নেহাৎ গুজব। এ ধরণের গুজব দুঃখজনক, কিন্তু কারণও যথেষ্ট আছে। কে-র মনে রাখা উচিত যে মামলার ধারা বিবরণী প্রকাশ্যে গ্রহণ করা হয় না। আদালত যদি প্রয়োজন মনে করে, তবে তা প্রকাশ্যে অবশ্যই হতে পারে তবে আইন তা কখনোই জনসাধারণের গোচরে আনা অনুমোদন করে না। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই, মামলার আইন সংক্রান্ত রেকর্ড, তার ওপর প্রকৃত চার্জশীট বিচারাধীন অপরাধী অথবা তার আইনজীবীর কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়। সাধারণভাবে কেউ জানে না, এমন কি পরিষ্কারভাবেও জানে না, প্রথম দরখাস্তে কী ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে আবেদন করতে হবে। তাই প্রাথমিক আবেদনে অপরাধের প্রাসঙ্গিকতা যদি কিছু থেকে থাকে তো তা নেহাৎই দৈবঘটনা। কী ধরনের সওয়াল করা হচ্ছে, কী ধরনের সাক্ষী সাবুদ উপস্থিত করা হচ্ছে, এগুলি সম্পর্কে মামলা চলার কয়েকদিন পরই একটা মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা হতে পারে এবং কেবলমাত্র তার পরেই কারো পক্ষে যথার্থ এবং কার্যকরী আবেদন করা সম্ভব, যা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এই সমস্ত অবস্থায় বিবাদীপক্ষের সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল এবং দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। এবং তাও বলা যায় ইচ্ছাকৃত। কারণ, প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থনের আইনানুগ কোনো নির্দেশ নেই, তাকে সহ্য করা হয় মাত্র। এভাবে প্রতিবাদের সুযোগ দেওয়ার পক্ষে আইনের ব্যাখ্যা নিয়েও মতভেদ আছে। যদি ঠিক বলতে হয় তো বলা উচিত, আইনের আক্ষরিক অর্থ ধরলে আদালতে যে সমস্ত অ্যাডভোকেট মামলা লড়তে দাঁড়ান তাঁরা কেউই আদালত কর্তৃক স্বীকৃত নয়। আসলে, আমরা অর্থাৎ অ্যাডভোকেটরা সব গোপন সুড়ঙ্গে বিচরণকারী অ্যাডভোকেট। এটা আমাদের পেশার ওপর মস্ত একটা কালিমা। আমাদের ওপর এর অপমানকর প্রভাব পড়তে বাধ্য। এরপর কে যখন আদালতের দপ্তরগুলিতে যাবে, তখন যেন সে অ্যাডভোকেটরা যে ঘরে বসে অবশ্যই সেটা একবার দেখে। জীবনে অন্তত একবারের জন্য হলেও তার তা দেখা উচিত। যে ধরনের লোক ওখানে জড়ো হয় তাদের দেখে কে খুব সম্ভব ভয় পেয়ে যাবে! ঘরটা ছোট, তার মধ্যেই সকলে বসে গাদাগাদি করে। ঘরটার চেহারাই দেখিয়ে দেয় কোর্ট তাদের কিরকম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে গণ্য করে। ও ঘরে আলো আসার একমাত্র পথ ওপরের স্কাইলাইট। সেটা এতই ওপরে যে তুমি যদি বাইরে তাকাতে চাও তাহলে তোমার দরকার হবে এমন কোন সহকর্মীকে যে তোমাকে তার পিঠের ওপর তুলে ধরবে। তা সত্ত্বেও

পাশের চিমনীর ধোঁয়া ক্রমশ তোমার দম বন্ধ করে দেবে, আর শুধু তাই নয়, তোমার মুখে কালি মাখিয়ে দেবে। শুধু তোমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম, আমরা কি অবস্থায় আছি। তাছাড়া ও ঘরের মেঝেতে একটা বড় গর্ত, আজ প্রায় এক বছরের বেশি হয়ে গেল এখনো সারানো হয়নি। অবশ্য গর্তটা এত বড় নয় যে একটা মানুষ সশরীরে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু একটা পা গলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অ্যাডভোকেটদের ঘরটা সব থেকে উঁচুতে, চিলে ছাদে। তাই তুমি যদি হুমড়ি খেয়ে পড়, আর তোমার পা যদি গর্ত দিয়ে গলে যায়, তাহলে সোজাসুজি তা নিচের তলায় বারান্দার মাথার ওপর ঝুলতে থাকবে। যেখানে মক্কেলদের সব অপেক্ষা করতে হয়। এটা মোটেও বেশি বলা হবে না যদি অ্যাড-ভোকেটরা সমস্ত ব্যাপারটাকে কলঙ্কময় বলে অভিহিত করে! কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেও কোনো ফল হয়নি। এমনকি অ্যাডভোকেটরা নিজেরা টাকা খরচ করে যে সব সারিয়ে নেবে অথবা কাঠামোর কিছু বদল ঘটাবে তারও উপায় নেই। কারণ, সেখানেও নিষেধাজ্ঞা। তা সত্ত্বেও, বলা যায়, কর্তৃপক্ষের এ ধরনের মনোভাবের পক্ষে যুক্তি আছে। যতটা সম্ভব, তারা চেয়েছিলেন বিবাদীর পক্ষে দাঁড়ানো আইনজীবীদের নিরুৎসাহিত করতে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত দায়িত্ব যেন অভিযুক্ত যারা, তারাই নেয়। এ ধরনের যুক্তির একটা দিক নিশ্চয়ই আছে। এসব থেকে যদি কেউ এমন একটা ধারণায় উপস্থিত হয় যে আদালতে হাজির হবার সময় অভিযুক্ত কারো অ্যাডভোকেটের সাহায্য নেবার দরকার নেই, তবে তার থেকে বড় ভুল আর কিছুই হতে পারে না। এর উল্টোটাই বরঞ্চ ঠিক। অন্য আর কোনো আদালতে আইনের সাহায্য এই আদালতের মতো এত জরুরি নয়। কারণ মামলার সমস্ত কার্যবিবরণী সাধারণের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়। শুধু তাই নয়, আসামীর কাছ থেকেও, অবশ্য যতখানি সম্ভব। তবে দেখা গেছে অনেকটাই গোপন রাখা যায়। আসামী মামলার রেকর্ড দেখার সুযোগ কখনোই পায় না। তা ছাড়া সওয়াল জবাবের মধ্য দিয়ে যে মামলাটা কিভাবে সাজানো হচ্ছে, আদালত কি কি নথিপত্র পেশ করবে তাও অনুমান করা শক্ত। বিশেষ করে অভিযুক্ত ব্যক্তি যেখানে নিজেই জড়িত সেক্ষেত্রে তার নানারকম দুর্ভাবনা তার মনঃসংযোগে বাধা সৃষ্টি করবে। ঠিক এ কারণেই আসামীর পক্ষ সমর্থন করতে আইনজীবীর আসা। কারণ সাধারণতঃ পরীক্ষার সময় কোনো অ্যাডভোকেটকে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয় না। ফলে জিজ্ঞাসাবাদের পরেই অভিযুক্তকে নানাভাবে জেরা করতে হয়, সম্ভব হলে কোর্ট অভ এনকোয়ারির দরজা থেকেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে হয়। এ থেকে টুকরো টুকরো এবং বিক্ষিপ্ত

ভাবে যা জানা যায়—সেগুলি একত্র করে বিবাদী পক্ষের অ্যাডভোকেটকে তার যুক্তি খাড়া করতে হয়। তাও অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ অথবা জরুরি বিষয় নয়। কারণ এভাবে তেমন একটা কিছু কেউ ঠাহর করতে পারে না। তবে তেমন যোগ্য কেউ হলে এরই মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় খবরাখবর টেনে বার করতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে যা খুব কাজে দেয় তা হল আদালতের উচ্চপদস্থ কর্মীদের সঙ্গে অ্যাড-ভোকেটের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয়; সেটাই বিবাদী পক্ষ সমর্থনের সব থেকে বড়ো অস্ত্র। কে তো নিজেই এ কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কার করল যে আদালতের সব থেকে নিচের দিকের কর্মচারীর সকলেই ভালো নয়। এদের মধ্যে অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং টাকা দিয়ে তাদের কেনা যায়। যার ফলে বিচার ব্যবস্থার, এমন আঁটোসাঁটো ব্যবস্থার মধ্যেও অনেক ফাঁক থেকে গেছে। এবং এই ফাঁক ফোকরের মধ্যে দিয়েই সাধারণত নিচু মানের অ্যাডভোকেটরা পথ করে নেবার চেষ্টা করে, তা ঘুষ দিয়ে হোক, কিম্বা গুজব শুনেই হোক। দেখা গেছে অনেকক্ষেত্রে নথিপত্রও আদালতের হেফাজত থেকে চুরি গেছে। অন্তত আগে তো এমন অনেক হয়েছে। অস্বীকার করা যায় না যে এসব কাজের ফলে অনেক সময় অনুকূল ফল পাওয়া গেছে এবং এই সমস্ত ভাড়াটে মতামতের দ্বারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনেও সাহায্য করে। বলা দরকার, যত দ্রুততার সঙ্গে তারা ভিন্ন মতে সায় দেন, তার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়াও কোন শর্তেই উচিত নয়। কারণ ধরে নেওয়া যায় যে বিবাদীপক্ষের কৌশুলি তার মক্কেলের অনুকূলে যে যুক্তিটা দেখাবেন, সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহে হওয়া সত্ত্বেও হয়ত সে সোজা দপ্তরে গিয়ে বিপরীত কিছু একটা বিবৃতি লিখে পাঠাবে, দেখা যাবে সেটি আসামীর পক্ষে নিশ্চিতভাবেই অনেক বেশি কঠোর হতে বাধ্য। প্রথমদিকে অভিযোগ নিয়ে যে নরম মনোভাব ছিল সেটা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে এবং এর বিরুদ্ধে বাস্তবিক কিছু করার নেই। কারণ যা তোমাকে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার সময় বলেছে তা নেহাৎই ঘরোয়া আলোচনার অংশবিশেষ। ফলে প্রকাশ্যে তা নিয়ে কোনো কথা চলবে না। এমনকি পক্ষ সমর্থনকারী অ্যাডভোকেটরা গর্বের সঙ্গে তাদের এ ধরনের ছল চাতুরি সম্পর্কে গুজব ছড়িয়ে মক্কেলদের প্রলুব্ধ করে।

কিন্তু পরবর্তীকালে মামলা যত এগিয়ে যাবে এসব কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারে না। যাও বা পারে তা খারাপ দিকেই যায়। স্বভাবতই যা খানিকটা কাজের তা হল অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে যারা কিছুটা পদমর্যাদায় উঁচু তাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখা। শুধুমাত্র এই ধরনের সম্পর্কর মধ্য দিয়েই আদালতের কার্যপ্রণালীর ওপর প্রথমে অলক্ষ্যে খানিকটা

প্রভাব বিস্তার করা যায়। কিন্তু মামলা যতই এগোবে, এই প্রভাব ততই আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে খুব অল্প সংখ্যক অ্যাডভোকেটেরই এ ধরনের সম্পর্ক আছে। এদিক থেকে কে ভাগ্যবান তার নির্বাচন ঠিক ঠিক হয়েছে। ডঃ হুলডের মত সম্ভবত মাত্র আর দু-একজন অ্যাডভোকেটের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ফলে অ্যাডভোকেটের ঘরের ওই উচ্ছৃঙ্খল ভীড় নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কিম্বা কাজের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কও নেই। কিন্তু আদালতের কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনেক বেশি হৃদ্যতাপূর্ণ। রোজ রোজ আদালতে হাজিরা দেওয়া, ম্যাজিস্ট্রেটের পাশের ঘরে অপেক্ষা করে থাকা, তার মেজাজ সহ্য করা এবং মামলায় আপাত সাফল্য কিম্বা ম্যাজিস্ট্রেটের ধমক শোনা—কোনটাই ডঃ হুলডকে করতে হয় না। একটা সম্মানজনক ব্যবধান তাদের মধ্যে আছে। না, কে নিজেই দেখেছে, আদালতের কর্মচারীরা এমনকি পদমর্যাদায় যারা বেশ উঁচুতে তারাও ডঃ হুলডের কাছে নিজেরাই আসেন। তাকে নিমন্ত্রণ জানাতে হয় না, তারা তার সঙ্গে অকপটে অনেক খবরাখবর দেন। অন্তত হাবেভাবেও যা বলেন বোঝার পক্ষে সেগুলিই যথেষ্ট। বিভিন্ন মামলা কিরকম বাঁক নেবে তারও আলোচনা করেন ; অধিকন্তু, তাদের অনেক সময় নতুন একটা কৌশুলির যদি এই সমস্ত ভদ্র-লোকের সুনজরের প্রয়োজন নাও থাকে, তবুও না। অন্যদিকে শুধু বন্ধুপ্রীতি কিম্বা পরোপকারের মানবিক কারণ এই সমস্ত ভদ্রলোকের মন স্পর্শ করতে পারে না। এবং এ সমস্ত কারণের জন্য তারা বিবাদীপক্ষের কৌশুলির বাড়ি আসেন না। এক্ষেত্রে অভিজাত কৌশুলিদের কথাই বলা হচ্ছে। তারা কোনো কোনো অর্থে বিবাদীপক্ষের আইনজীবীর ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। আমাদের এই আইন ব্যবস্থার প্রথম থেকে গোপনীয়তা রক্ষার ওপর জোর দেওয়ার যে নিয়ম চালু, এর অসুবিধাগুলি নিয়ে এরাও কম ভোগেন না। কী হচ্ছে না হচ্ছে তা তাদের জানার এতই বাইরে যে তারা সমসাময়িক জীবনযাত্রার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগই রক্ষা করতে পারেন না। সাধারণ মামলার ব্যাপারে এরা চমৎকার সড়গড়। সে সমস্ত মামলা অনেকটা যান্ত্রিক নিয়মে চলে। শুধু মাঝে মাঝে তদ্বির করার অপেক্ষায় আর কি। তবু সাধারণ অথবা জটিল, মামলা যাই হোক না কেন, এরা প্রায়ই হাবুডুবু খান। মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা নেই। তার সময়ও নেই তাদের। দিনরাত তারা এই আইন ব্যবস্থার জাঁতাকলে ঘুরপাক খাচ্ছেন—অথচ এ ধরনের মামলায় মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অপরিহার্য। এই সমস্ত ক্ষেত্রে তারা অ্যাডভোকেটদের কাছে আসেন পরামর্শের জন্য। সঙ্গে তাদের চাকর থাকে কাগজের তাড়া হাতে নিয়ে। ও-সব নথিপত্র অবশ্য গোপনীয়। ওই

যে জানালাটা, ওখানে হতাশার দৃষ্টি নিয়ে অনেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টার কাটিয়েছে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। এদের সাধারণত সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অ্যাডভোকেট তখন তাদেরই কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখছে যাতে তাদের সঠিক পরামর্শ দেওয়া যায়। আর ঠিক এমন এমন সময়েই বুঝতে পারা যায় এরা তাদের বৃত্তিকে কী নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এবং কোনোরকম বাধার সামনে এসে তারা কেমন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অথচ তাদের কাজের এমনই প্রকৃতি যে সেই হতাশাকে তারা সহজে জয় করতে পারেন না। তাদের পদের দায়িত্বও কিছু সহজ নয়, এবং যদি কেউ মনে করেন যে তাদের কাজ নেহাতই গৌণ, তবে তাদের প্রতি অবিচারই করা হবে। বিচার ব্যবস্থায় আধিকারিদের পদ অন্তহীন ভাবে বেড়ে চলে, যে কারণে কোনো সুদক্ষ ব্যক্তিও সর্বাঙ্গীনভাবে ক্রমোচ্চ শ্রেণী-ভাগ সম্পর্কে কিছু জানতে পারে না, এবং আদালতের কার্যবিবরণী অধস্তন কর্ম-চারীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়। ফলে যে মামলা নিয়ে তাদের কাজ, তা যখন এগুতে থাকে তখন কদাচিৎ তারা তা অনুধাবন করতে পারে। কোনো বিশেষ মামলা তাই তাদের আওতার মধ্যে যখন এসে পড়ে, তারা জানতেও পারেন না কখন তা এল, বা কখন তা তাদের এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেল। সেজন্যই মামলাগুলির প্রত্যেকটি স্তর অনুসরণের মধ্য দিয়েই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। শেষ পর্যন্ত কি রায় জজসাহেব দেবেন, অথবা বিশেষ একটি রায় কেন দেওয়া হল, এর সবকিছুই এই আমলাদের ধারণার বাইরে থেকে যায়। আইন অনুসারে যেটুকু তাদের জানা দরকার, ঠিক তার মধ্যেই তাই তাদের বাধ্য হয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। মামলার পরে কি হবে, অর্থাৎ মামলার ফলাফল তাদের কাজের ফলে কি দাঁড়াবে, তা তাদের থেকে আসামী পক্ষের অ্যাডভোকেট অনেক বেশি জানেন। তার কারণ, অভিযুক্তের সঙ্গে অ্যাডভোকেটের যোগাযোগ প্রায় একটা নিয়মের মতই মামলার শেষ পর্যায় পর্যন্ত থাকে। অতএব, সেই অর্থেও এই আমলারা আসামীপক্ষের কৌশুলিদের কাছ থেকে অনেক কিছুই মূল্যবান তথ্য জানতে পারেন। এই সমস্ত জানার পর কে কি এখনও বিস্ময়বোধ করবে কেন এই আমলারা সব সময়েই এমন তিরিক্ষি মেজাজে থাকে, যার প্রকাশ মাঝে মাঝে কেন মক্কেলদের কথায় বার্তায় অত্যন্ত আপত্তিকর ভাবে বেরিয়ে আসে, এ অভিজ্ঞতা সকলের। আমলারা সকলেই সব সময়েই স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন। এমন কি বাইরে থেকে যখন তাদের বেশ শান্ত মনে হয়, তখনো কিন্তু মনে মনে তাদের এই স্পর্শকাতরতা যায় না। স্বভাবতই হেজিপেজি আইনজীবীদের এসব কারণে নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। উদাহরণ হিসাবে তোমাকে এমন

একটা ঘটনার কথা বলি : ঘটনাটি খুবই হাল আমলের। এবং আপাতদৃষ্টিতে গল্প মনে হলেও ঘটনাটি পুরোপুরি সত্যি। সদিচ্ছা সম্পন্ন, শান্ত এক আমলার হাতে একটা কঠিন মামলা এসে পড়ে। অ্যাডভোকেটের আবেদন পেশ করার পর মামলাটি আরো জটিল হয়ে ওঠে। তিনি দিন রাত খুব ভালো করে মামলাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। তিনি অবিশ্বাস্য রকমে বিবেকবান। ভালো কথা, চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করার পর সকালের দিকে সম্ভবত কোনরকম হদিশ করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি হলে ঢোকার দরজা পর্যন্ত গিয়ে তার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন। সিড়ি দিয়ে যখনই কোনো অ্যাডভোকেট ওপরে এসে হলে ঢোকার চেষ্টা করেছেন, আমলাটি তাকেই ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছেন। নিচে তখন একে একে অ্যাড-ভোকেটরা সিড়ির মুখে জড়ো হয়েছেন এবং পরামর্শ করছিলেন, তারা কি করবেন তাই নিয়ে। একদিকে অফিসে ঢোকার যথার্থ কোনো অধিকার বা দাবি তাদের নেই। তাই কদাচিৎ আমলাটির বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব, এবং এও ঠিক, আগে বলা হয়েছে, আমলারা যাতে চটে না যায়, সে বিষয়েও তাদের যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া দরকার। কিন্তু, আবার অন্যদিকে কোর্টের বাইরে একদিন থাকা মানেই একটা দিন লোকসান।

অতএব তাদের কোর্টে যাওয়ার ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে। তাই শেষ পর্যন্ত তারা সকলেই একমত হন যে যে-করেই হোক, ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে ক্লান্ত করে ফেলতে হবে। তাই পরোক্ষ প্রতিরোধের নিদর্শন হিসাবে একের পর এক অ্যাডভোকেটরা, দৌড়ে ওপরে যেতে লাগলেন—ওপরে প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়ানো আমলাটি আবার তাদের এক একজনকে অ্যাডভোকেটদের কোলে ছুঁড়ে ফেলে দেন, তার জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রায় একঘণ্টা ধরে এমন চলতে থাকল, তারপর সেই বৃদ্ধলোকটি—যিনি সারারাত জেগে কাজ করার জন্য সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েই ছিলেন, এবারে পুরোপুরি এমনই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে আর ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে তিনি তার অফিসে ফিরে গেলেন। নিচে দাঁড়ানো অ্যাডভোকেটরা ব্যাপারটা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি, তাই তারা তাদের একজনকে ওপরে পাঠালেন দরজার পিছনে উঁকি মেরে দেখতে হলঘরের মধ্যে আমলাটি ঘাপটি মেরে আছেন কিনা। যখন নিশ্চিত হলেন যে ঘরটা একেবারে ফাঁকা, তখনই তারা একে একে ওপরে উঠে এলেন। এবং বলতে কি, এ নিয়ে তারা কোনো রকম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না। কারণ যদিও বটতলায় বসা উকিলরাও আদালতের অবস্থা এমন কেন তার কিছুটা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন, কিন্তু অ্যাডভোকেটদের কেউই এই অবস্থার উন্নতির জন্য জোর করে কিছু বলা বা কিছু

পরামর্শ দেওয়া যে উচিত—একথা মাথায়ই আনেননি। অথচ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা এবং অত্যন্ত সাধারণ ধরনের অভিযুক্ত লোকগুলোও দু চারদিন আদালতে এসেই এখানকার অব্যবস্থা ধরে ফেলেন এবং মনে মনে তীব্র ইচ্ছা পোষণ করেন, যাতে ব্যবস্থার কিছু উন্নতি ঘটানো যায়। তবে এ সবই পণ্ডশ্রম। বরঞ্চ তাদের এই উৎসাহ এবং কর্মশক্তি অন্যভাবে ব্যয় করলে ভাল হত। সব থেকে বুদ্ধিমানের কাজ হবে, এই ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া। হয়ত এখানে সেখানে একটু আধটু পরিবর্তন সম্ভব—কিন্তু এসব নিয়ে চিন্তা করা পাগলামো ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ফলে ভবিষ্যতের মক্কেলদের হয়ত খানিকটা সুবিধা হবে, কিন্তু যারা এদিকে বর্তমান, তারা তাদের এতে অপূরণীয় ক্ষতিই করবেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এর ফলে আমলাদের দৃষ্টি অবশ্যই এদের ওপর পড়বে। আর আমলারা এমনই প্রতিহিংসাপরায়ণ যে এক সময় না এক সময় তার শোধ তুলবে। ওপরওলার দৃষ্টিতে পড়তে আছে? যতটা পারা যায়, অগোচরে থাকাই ভালো। তা যদি তার ব্যক্তিত্বের বাইরেও যায়, তো চিন্তা করার কিছু নেই। একজনের বোঝা উচিত যে এই বিরাট সংগঠন এক কথায় খুব সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। এবং কেউ যদি এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের দায় নিজের হাতে তুলে নেন, তবে তিনি তার দাঁড়াবার জায়গা আর খুঁজে পাবেন না, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবেন। সংস্থাটির হয়ত সামান্য উন্নতি ঘটবে খেসারৎ হিসাবে অন্য কোনো অংশের অব্যবস্থাকে খানিকটা ঠিক করে—কারণ এই সংস্থার সমস্ত ব্যবস্থাই একটির সঙ্গে অন্যটি জড়িত কিন্তু তার ফলে সমগ্র ব্যবস্থার কোনো হেরফের ঘটবে না। অপরিবর্তনীয়ই থাকবে। হয়ত এর ফলে সম্ভবত সমস্ত ব্যবস্থা আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে। একজনের উচিত হস্তক্ষেপ না করে অ্যাডভোকেটকে তার কাজ করতে দেওয়া। গালমন্দ করে কোনো লাভ হয় না। বিশেষ করে যখন অপরাধী তার পক্ষে আইনের কি কি বিধি আছে তা সম্পূর্ণভাবে জানে না, অ্যাডভোকেট শুধু কে-কে এইটুকুই বলতে পারে যে, আদালতের চীফ ক্লার্কের প্রতি অসৌজন্য দেখিয়ে কে তার নিজের মামলায় বেশ খানিকটা ক্ষতি করেছে। এর ফলে এই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিটি কে-র মামলা থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নিজেকে এবার থেকে সরিয়ে রাখলেন। অথচ যারা কে-র জন্য কিছু করতে পারতেন, তাদের তালিকায় এই ব্যক্তিটির আসন বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক সময় অত্যন্ত সাধারণ ঘটনায়—যা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়—তারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন—দুর্ভাগ্যবশত কে-র যে অবস্থা তাতে মোটেও তা তেমন হেলাফেলার পর্যায়ে যায় না। ক্ষুণ্ণ বোধ করলে তারা পুরনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ

করে দেয়। এক নির্লিপ্ত ভাব দেখায় এবং কল্পনায় যা কিছু আসে, তেমন সমস্ত রকম পথেই তাদের বিরুদ্ধে তারা কাজ করে। কিন্তু তারপর হয়ত হঠাৎ নেহাৎই এক তুচ্ছ ঘটনায় অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে, বিনা কারণে সামান্য ঠাট্টায় হাসিতে ফেটে পড়ে। তুমি হয়তো খুব সাহস করেই একটু হাসি ঠাট্টা করার চেষ্টা করেছ —কারণ ততদিনে তুমি জেনে গেছ—যা হয়েছে, তার থেকে আর বেশি ক্ষতি হবার সম্ভাবনা তোমার নেই। তারপর আবার তারা তোমার বন্ধু হয়ে গেলেন, তাদের সঙ্গে চলাফেরা করা একদিকে যেমন সহজ, অন্যদিকে তেমনি কঠিনও। কি রকম ব্যবহার করলে যে তারা চটেন না—তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তুমি সময় সময় এই ভেবে অবাক হবে যে মানুষের সাধারণ একটা জীবনে এই পেশায় সাফল্য অর্জনের জন্য দরকারী মোটামুটি ভাবে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করা কি করে সম্ভব হয়। খারাপ সময় যে আসে না, তা নয়। সকলেরই সময় কখনো কখনো খারাপ যায়। যখন তোমার মনে হয় জীবনে কিছুই হয় না। যে সময় তোমার এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে শুধুমাত্র যে সমস্ত মামলা আরম্ভ থেকেই সফল হবে বলে নির্দিষ্ট থাকে তাদেরই একটা শুভ সমাপ্তি হয়। আর ফল হতই, অ্যাডভোকেট থাক বা না থাক। আর তোমার সাফল্য অর্থই অন্য-পক্ষের প্রত্যেকের ব্যর্থতা। দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি সব রকম পরিশ্রম দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও এই ব্যর্থতার নরকভোগ। এবং মাঝে মধ্যে ছোটখাটো মরীচিকার মত সুখের আনন্দে গা এলিয়ে দেওয়া এও একধরনের মানসিকতা, অবশ্য এর মধ্যেও নিশ্চিত হবার মতো কিছু থাকে না। তাই তুমি সরাসরি অস্বীকার করতে পার না যদি আমি বলি, যে মাঝে মধ্যে তোমার হস্তক্ষেপের ফলে অনেক মামলাই, যা বেশ ভালো এগুচ্ছিল, একপাশে মোড় নিয়ে নিল। অথচ তুমি মাঝখানে এসে না পড়লে এটা হত না। নিশ্চিন্ত হবার জন্য চাই বেপরোয়া ধরনের আত্ম-বিশ্বাস আর তাই একমাত্র উপায় যা এসব সময় খুবই দরকার। এ ধরনের মনোভাব, কারণ এটাই স্বাভাবিক এবং এর অতিরিক্ত আর কিছু নয়—অ্যাড-ভোকেটকে বেশি পীড়িত করে, বিশেষ করে যখন একটা মামলা যার সন্তোষজনক পরিচালনায় অভীপ্সিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ হস্তক্ষেপে তাদের সমস্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনাকেই শেষ করে দেয়। সন্দেহ নেই, অ্যাড-ভোকেটের পক্ষে এমন একটা অবস্থাই সব থেকে খারাপ। এটা নয় যে মক্কেল তার উকিলকে খারিজ করে দিচ্ছেন, তা সচরাচর ঘটনা। অভিযুক্ত যে-কেউই হোক না কেন, একবার একজন অ্যাডভোকেটকে পরামর্শের জন্য নিয়োগ করলে যাই ঘটুক না কেন, তার সঙ্গেই তার থাকা উচিত। কারণ একবার একজনের

কাছে সাহায্যের জন্য যাওয়ার পর সে আবার কিভাবে তার বিষয়টি নিয়ে ঘোরাফেরা করবে, তাই, এমন ঘটনা কখনোই ঘটে না। তবে এমন হতে পারে যে মামলাটা হঠাৎ এমন একটা বাঁক নিল যে অ্যাডভোকেট আর তার হদিস রাখতে পারল না। অভিযুক্ত নিজেকে এবং তার মামলা সমস্ত কিছুই অ্যাড-ভোকেটের কাছ থেকে তুলে নিল। আমলাদের সঙ্গে যার যত ঘনিষ্ঠতাই থাকুক না কেন, তাতে কাজ দেয় না। কারণ এসব সম্পর্ক দিয়ে কোনো ফল পাওয়া যায় না, আমলারাও কিছু জানে না। মামলাটি এমন একটি অবস্থায় এসে পৌঁছায় যখন আর কোনো রকমের সাহায্যের প্রশ্নই আসে না। তখন মামলাটির গতি হয় আদালতের এমন এক কোণায়, যেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই, সেখানে উধাও হয়ে যাওয়া। যে অবস্থায় অ্যাডভোকেটও অভিযুক্তর ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। তারপর একদিন বাড়ি ফিরে দেখতে পেলে যে অতিকষ্টে ও যত্নে এবং অনেক আশা করে তুমি পক্ষ সমর্থনের জন্য যে অসংখ্য বক্তব্য জমিয়েছিলে, সেগুলি টেবিলের ওপর পড়ে আছে। সেগুলি তোমার কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে তার কারণ ওই সমস্ত কাগজপত্র মামলার নতুন পরিস্থিতিতে অপ্রয়োজনীয়। সেগুলি তখন একেবারেই বাজে কাগজ। তবে তখনো কিন্তু কোনমতেই মামলায় হার হয়নি। অন্তত এমন একটি ধারণা করার কোনো যুক্তিসম্মত সাক্ষ্য নেই। এ অবস্থায় তোমার পক্ষে মামলা সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে বেশি কিছু জানা সম্ভব নয়। তবে এও বলি, এমন ঘটনা সচরাচর হয় না, এমন কি কে-র মামলাটাও যদি তেমন ধরনেরই হয়, তবুও এরকম একটা অবস্থায় তার পৌঁছুতে এখনো অনেক দেরি। আপাতত অ্যাডভোকেটের পরিশ্রমের যথেষ্ট সুযোগ আছে এবং কে-ও নিশ্চিত হতে পারে যে যেটুকু ভালো সম্ভাবনা এখনো আছে, তার পুরোপুরি সুযোগ নেওয়া হবে। আগেই বলা হয়েছে, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রথম সওয়ালের কপি এখনো দাখিল করা হয়নি। কিন্তু এ নিয়ে তাড়াহুড়ো করারও কিছু নেই। কারণ এখন যা অত্যন্ত জরুরী তা হল সংশ্লিষ্ট আমলাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা ; এবং তা করাও হয়েছে। তবে খোলাখুলি বলাই ভালো যে এ ব্যাপারে মাত্র আংশিক সাফল্য লাভ করা গেছে। তবে এখনই আলোচনার দরকার নেই। কারণ তাতে সে হয় অকারণে খুশি হবে অথবা খবর তেমন অনুকূল না হলে বিষণ্ণ বোধ করবে। এই সূত্রে একথা বলা উচিত, কোনো আমলা ইতিমধ্যেই তাদের মনোভাব বেশ সহায়তার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। এবং এমন ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন যে বলামাত্রেই সাহায্য করতে প্রস্তুত, আবার কেউ কেউ সদয় নন—তারা ততটা অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করেননি। তা

সত্ত্বেও তারা সাহায্য বা সহযোগিতা করতে পরাঙ্মুখ নন। সবটা মিলিয়ে ফল বেশ খুশি হবার মতো যদিও এ থেকে কারো একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হবে না কারণ, প্রাথমিক আলোচনার পর্যায়ে সমস্ত মামলাই ঠিক এমনই মনে হয়—অর্থাৎ খানিকটা পক্ষে, খানিকটা বিপক্ষে। শুধুমাত্র মামলা যত এগোয়, ততই বোঝা যায় এসব কথাবার্তার আসলে কোন মূল্য আছে কি নেই। সব দিক থেকে বিচার করেই বলা যায়, হতাশ হবার মতো এখনো এমন কিছু ঘটেনি, যা কিছু ঘটেছে, তা সত্ত্বেও যদি আদালতের চীফ ক্লার্কের মন জয় করা যায়—সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য নানা দিক থেকে অনেকখানি এগুনো গেছে—তাহলে কোনো সার্জনের ভাষায়—এই মামলা সম্পর্কে বলা চলে, এটি একটি পরিষ্কার খোলা ক্ষতেরই চেহারা নিয়েছে, ক্ষতটি ক্রমে ক্রমে আরো যাতে বিস্তৃত হয় তার জন্য এখন শুধু খোলা মনে অপেক্ষা করে থাকা।

এ রকম এবং অনুরূপ বাগাড়ম্বরে অ্যাডভোকেটের কখনো ক্লান্তি আসে না। যতবার কে তার সঙ্গে দেখা করতে গেছে, প্রতিবারই একই কথার পুনরাবৃত্তি সে শুনেছে। মামলার কাজ অনেকটা এগিয়েছে, কিন্তু এগুলো কি ধরনের, কখনোই প্রকাশ করা হয় না। এসব কাজে প্রথম সুযোগেই কাজ না করার অজুহাত বার করে অ্যাডভোকেট। কিন্তু এর সমাপ্তি মরীচিকার মতন। পরের বার যখন এই নিয়ে কে দেখা করে, তখন অ্যাডভোকেটেরই সুবিধে। কারণ ইতিমধ্যে যে দিনগুলি পার হয়ে গেছে, সেগুলি হয়ত খুব অশুভ ছিল। তাই হাত দেওয়া হয় নি। যদিও এমন সম্ভাবনা কেউ ভাবতেও পারে না। যদি কে, যা অবশ্য মাঝে মধ্যে ঘটেছে, অ্যাডভোকেটের বক্তৃতায় ক্লান্ত হয়ে বলে ফেলে যে সমস্ত অসুবিধা স্বীকারও যদি করতে হয় তবু দেখা গেছে মামলার গতি খুবই মন্থর, তখন তাকে আরো কটু জবাবে অভ্যর্থিত হতে হয়। তাকে শুনতে হয় যে মামলার গতি কখনোই মন্থর হয়নি। অবশ্য আরো অনেকখানিই এগুনো সম্ভবপর ছিল যদি কে ঠিক সময়মতো অ্যাডভোকেটের কাছে আসত। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে এই ব্যাপারটি বেশ অবহেলাই করে এসেছে, এবং এই ত্রুটি তাকে অসুবিধাজনক একটি অবস্থায় এনে ফেলেছে, আর তা একেবারেই সাময়িক নয়।

অ্যাডভোকেটের কাছে যাওয়া এবং বিরস কথাবার্তার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম লেনীর স্বাগত আবির্ভাব। সে সব কিছুই এমনভাবে ব্যবস্থা করে যাতে কে যখন উপস্থিত থাকে সে অ্যাডভোকেটের চা নিয়ে আসতে পারে। সে এসে কে-র চেয়ারের পেছনে দাঁড়াবে, বাইরে থেকে মনে হবে সে সব কিছু তাকিয়ে দেখছে। কৃপা করতে ইচ্ছে হয় এমন লোভীর মতন সে মাথা নামিয়ে চায়ের

কাপের দিকে তাকায়। তারপর সেই অবস্থাতেই চা ঢেলে চুমুক দেয়। এই সমস্ত সময় সে কে-র কাছে হাত এগিয়ে দেয়, যাতে গোপনে সে তার হাত ধরতে পারে। সবই হয় সম্পূর্ণ নীরবে। অ্যাডভোকেটের চায়ে চুমুক, লেনীর হাত মুঠোর মধ্যে ধরে নিয়ে টেপা, এরই মধ্যে সাহস করে লেনী কে-র চুলেও মুখ ঘষে। 'তুমি কি এখনো এখানে?' চা শেষ করে অ্যাডভোকেট জিজ্ঞাসা করেন। 'আমি চায়ের ট্রেটা আবার নিয়ে যাব বলে দাঁড়িয়ে।' লেনী এমনই উত্তর দেয়। এ কথার পরেই হাতে শেষবারের মত জোরে চাপ দেবে, অ্যাডভোকেট মুখ মুছে নিয়ে নতুন উৎসাহে আবার তার বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা শুরু করবেন।

অ্যাডভোকেট কি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন নাকি হতাশার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন? কে বলতে পারবে না। কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পেরেছিল যে তার পক্ষ সমর্থনের কাজটা খুব একটা ভালো হাতে নেই। অ্যাড-ভোকেট যা বলেছেন, তার হয়তো সবটাই ঠিক, যদিও এই মামলায় তার গুরুত্ব যে কতখানি তা জলের মতো পরিষ্কার করে বোঝাতে তিনি ছাড়েননি। সম্ভবত এমন ধারণা করাও অন্যায় হবে না যে এমন জটিল মামলা তিনি এর আগে আর কোনোদিন করেননি। কে-র মামলাটা যে কত জটিল, তিনি অন্তত তা বিলক্ষণ বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমলাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আরো কত বেশি তা নিয়ে তার এতই দম্ভ তা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহ সৃষ্টি করে। কে কী করে নিশ্চিত হতে পারে যে তার সুবিধার জন্য অ্যাডভোকেট তার ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগাবে? অ্যাডভোকেট কখনোই বলতে ভোলেননি আমলারা সকলেই অধস্তন। অতএব আমলারা নির্ভরশীল পদমর্যাদায়, তাই মামলার কাজে যদি তাদের খানিকটা অগ্রসর হতে হয় তবে বিভিন্ন মামলায় নতুন বাঁক নিলে সম্ভবত খানিকটা গুরুত্ব তারা পেতে পারেন। মামলার মোড় ঘোরাবার জন্য তারা কি সম্ভব মতো অ্যাডভোকেটের সাহায্য নেবে, কিম্বা নিশ্চিতভাবেই মামলাকে যখন আসামীর বিপক্ষে ফেরাবার দরকার তখন? খুব সম্ভব। তারা সব সময় তা করেন না। কখনো কখনো মামলাটা তারা এমন ভাবে সাজাবেন যে অ্যাডভোকেট তার কাজের পুরস্কার হিসেবে দু একটি ক্ষেত্রে জয়লাভ করবেন এবং এটা আমলারা করবেন নিজেদেরই স্বার্থে। অ্যাডভোকেট মহাশয়ের পেশাগত সুনাম বজায় থাকলে তাদেরই বারোআনা সুবিধে। যদি সমস্ত অবস্থাটা তেমনই দাঁড়ায়, তবে কে-র মামলাটা তারা কোন পঙক্তির অন্তর্ভুক্ত করবেন? অ্যাডভোকেটই বলেছেন, এবং তার কথা থেকে তিনি কখনোই সরে আসেননি, কে-র মামলাটা অত্যন্ত দুরূহ, তাই বেশ গুরুত্বের অধিকারী। সেই কারণেই প্রথম থেকেই

আদালতে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। তারা যে এই মামলা নিয়ে কি করবেন, সে সম্পর্কে খুব একটা সন্দেহের কিছু নেই। ইতিমধ্যেই হদিশ পাওয়া গেছে যে প্রথম সাওয়ালটিও এ পর্যন্ত পেশ করা হয়নি, যদিও ইতিমধ্যে বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে। অ্যাডভোকেটই বলেছেন যে মামলার কার্যধারা এখনো একেবারেই প্রাথমিক স্তরে। মনে হয় এসব কথা বেশ হিসেব করেই অ্যাডভোকেট বলেছেন যাতে আসামী দমে যায় এবং নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। যাতে পরে তাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করতে হঠাৎ এক সময় ঘোষণা করতে পারেন প্রাথমিক সওয়াল জবাব শেষ হয়ে গিয়েছে এবং মামলার সব কিছুই তার বিপক্ষে গেছে। ফলে মামলাটি এখন আরো উচ্চপদস্থ আমলাদের হাতে গিয়ে পড়েছে।

মামলার ব্যাপারটায় ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করা কে-র পক্ষে পুরো দস্তুর দরকার হয়ে পড়েছিল। প্রচণ্ড বিধ্বস্ত অবস্থায়, যেমন এই শীতের সকালে সে অনুভব করেছে, যখন এই সমস্ত এলোমেলো চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে তখন বিশেষ করে এই বিশ্বাস থেকে সরে আসতেও সে অসমর্থ যে এই মামলা সম্পর্কে প্রথম দিকে তার যেমন এক অবজ্ঞার ভাব ছিল এখন আর তা তার কাছে যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না। এই পৃথিবীতে তার অবস্থিতি যদি একার হত, তবে সমস্ত মামলাটাই সে খুব সহজে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে পারত। যদিও এটাও ঠিক যে তেমন অবস্থায় এরকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভবই হত না। কিন্তু এখন তার কাকা তাকে এই অ্যাডভোকেটের কাছে টেনে এনেছেন, পরিবারের কথা এসে পড়েছে, মামলাটা যে-পথে এগুচ্ছে, সেখানে তার অবস্থাটা আর এখন সম্পূর্ণ তার হাতে নেই, একটা অবর্ণনীয় তৃপ্তির সঙ্গে, সে নিজেই অবিবেচকের মতো মামলা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা তার পরিচিতদের কাছে বলেছে, কেউ কেউ যে আবার কি ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে তা কে-র কাছেও অজ্ঞাত। ফ্রয়লাইন বার্সৎনারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতায় যে কিছুটা টানা পোড়েন চলছে তাও এই মামলারই কারণে—সংক্ষেপে, এখন এই মামলা চালু রাখা বা মামলাটা বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে তার আর পছন্দ-অপছন্দের কিছু নেই। সে এখন সবকিছুর মধ্যে এসে পড়েছে, এখন তার কর্তব্য এর মধ্যে থেকেই নিজের দিকে তাকানো।

তথাপি, ঠিক এই মুহূর্তে অতিরঞ্জিত দুর্ভাবনারও কোনো দরকার নেই। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই কে ব্যাঙ্কের এই উঁচুপদে উঠে আসার মত কাজটা সামলেছে, এবং ওই পদে টিকে থাকা এবং সকলের স্বীকৃতি আদায় করা সবই সে মোটামুটি বজায় রেখেছে, নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যে যোগ্যতার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। মামলার আসল ব্যাপারটা উদ্ঘাটন করার কাজে এখন সেই

যোগ্যতাকেই তার কাজে লাগাতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, চেষ্টা করলে সে তা ভালোভাবেই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সব থেকে বড় কথা হল এই যে, সে যদি কিছু পেতে চায়, তবে তার মন থেকে সমস্ত রকম সম্ভাব্য অপরাধ-বোধও নির্বাসন দেওয়া একান্ত জরুরি। তেমন কোনো অপরাধের ব্যাপার এখানে নেই। আইনানুগ এই সমস্ত কাজ অবিকল ব্যবসায়ের লেনদেনের মতো। ব্যাঙ্কের যাতে লাভ হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে এধরনের লেনদেন সে নিজেও অনেকবার করেছে। যে-কোনো ব্যবসায়িক চুক্তিতে অনেক রকম বিপজ্জনক ঝুঁকি থেকে যায়—যেগুলি কিনা আগে থেকেই এড়িয়ে যেতে হয়। ঠিক কৌশলটা আসলে আর কিছুই নয়। কারো যদি কোনো দিক থেকে কোনো ঘাটতি থাকে তবে কেউ যেন সে সমস্ত নিয়ে ভাবার তেমন সুযোগ অপর পক্ষকে না করে দেয়। আর যেদিক থেকে সে পোক্ত, সেইটাই জোর করে ধরে থাকা। এদিক থেকে দেখলে কে-র পক্ষে একমাত্র সিদ্ধান্ত এই হতে পারে যে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় অ্যাডভোকেটের কাছ থেকে মামলাটা তুলে নেওয়া, সম্ভব হলে সেদিন সন্ধ্যা-বেলাতেই। আডভোকেটের মতে এমন কথা কখনো শোনাও যায়নি। কথাটা সত্যি হওয়াই সম্ভব, এবং এমন কিছু করা হলে তা আডভোকেটের পক্ষে অপমান-জনক কিন্তু কে সহ্য করতে পারবে না যে তার মামলায় তার নিজের সমস্ত চেষ্টা এবং উদ্যোগ এমন সমস্ত কাজের ফলে ব্যাহত হবে, যে সমস্ত কাজের উৎস খুবই সম্ভব তার প্রতিনিধি অ্যাডভোকেটের দপ্তরে। একবার যদি অ্যাডভোকেটকে নাড়া দেওয়া যায়, তাহলে তার সওয়াল সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই পেশ করা হবে এবং আমলাদের ওপরও সম্ভবমত প্রত্যেকদিন চাপ সৃষ্টি করা যাবে যাতে মামলাটির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ তারা দেন। ভয়ে ভয়ে চিলে কোঠার সরু বারান্দায় টুপিটি বেঞ্চের নিচে রেখে, যেমন অন্যান্যরা করে, বসে থাকলে তা হবে না। কে নিজে, অথবা মহিলাদের কেউ, অথবা অন্য কোনো বার্তাবাহক আমলাদের সঙ্গে দিনের পর দিন যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে, এবং তাদের বাধ্য করবে যাতে এখনকার মতো কাঠের রেলিঙের ওপর দিয়ে হাঁ করে বারান্দায় বসা লোকগুলির দিকে তাকিয়ে থাকার পরিবর্তে কে-র কাগজপত্র তারা মনোযোগ দিয়ে দেখেন। এই কৌশল বিরামহীনভাবে, যতদিন না মামলার নিষ্পত্তি হয়, চালিয়ে যেতে হবে, সব কিছু সংগঠিত করে তাদের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে, অন্তত আদালতের এমন একজন আসামী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হবে, যে নাকি জানে তার অধিকার কেমনভাবে আদায় করতে হয়।

কে যদিও বিশ্বাস করে যে সে নিজে নিজেই সমস্ত ব্যাপারটার সুরাহা করতে

পারবে, তথাপি আত্মপক্ষ সমর্থন করে সওয়াল জবাব তৈরি করার অসুবিধাগুলি মনে হয় অতিক্রম করা তেমন সহজ হবে না। এক সময়, তাও এক সপ্তাহের বেশি নয়, সে ভেবেছিল, নিজের জন্য নিজে নিজে সওয়াল লেখাটা একটা লজ্জার বিষয় মাত্র, একবারো তার মনে হয়নি যে তা করতে গিয়ে তার অসুবিধা হতে পারে। সে মনে করতে পারল যে তার কর্মব্যস্ত কোনো এক সকালে হঠাৎ সে তার অফিসের কাগজ পত্র একপাশে সরিয়ে রেখে খসড়া করার প্যাড এগিয়ে নিয়েছিল, ভেবেছিল নিজের পক্ষ সমর্থন করে সওয়ালের একটা খসড়া লিখে সে সেটা অ্যাড-ভোকেটকে দিয়ে দেবে যাতে সে তার ওপর ডিম পারতে পারে; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ম্যানেজারের ঘরের দরজটা খুলে গেল, এবং ডেপুটি ম্যানেজার এসে তার ঘরে ঢুকলো হো হো করে হাসতে হাসতে। সেই সময়টা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল কে-র কাছে, যদিও ডেপুটি ম্যানেজার তার সওয়ালের খসড়া দেখে হেসে ওঠেনি, অবশ্য এবিষয়ে কে কিছু জানতও না—সে হাসছিল শেয়ার মার্কেটের একটা মজার গল্প শুনে যেটি ঠিক সেই সময়েই সে শুনেছিল। গল্পটি বোঝাবার জন্য ছবি আঁকার দরকার ছিল, তা না হলে গল্পটি ঠিক ঠিক উপভোগ করা যেত না। তাই ডেপুটি ম্যানেজার ডেস্কের ওপর নুয়ে পড়ে, কে-র হাত থেকে পেন্সিলটা নিয়ে নিল। তারপর শুরু করল তার সেই মনের মতন ছবিটি আঁকতে তার খসড়া করার প্যাডের ওপর। অথচ একটু আগেই ভেবেছিল সে তার সওয়ালের খসড়া লেখা শুরু করবে ওই প্যাডেরই পাতায়।

কোনোরকম লজ্জার অনুভূতি এখন আর কে-র গতিরোধ করতে পারবে না। সে জানে, সোজাকথায় সওয়ালটা তাকে লিখে ফেলতে হবে। যদি অফিসে বসে সে এজন্য কোনো সময় না করে উঠতে পারে, যা খুবই সম্ভব, তাহলে রাত্রে তাকে তা তার ডেরায় বসে লিখতে হবে। আর যদি রাত্রেও যথেষ্ট সময় করে নিতে না পারে, তবে তাকে ফার্লো অর্থাৎ লম্বা ছুটিতে যেতে হবে। কিছু করতে গিয়ে মাঝপথে এসে থেমে যাওয়ার মত বোকামো আর কিছু নেই। তা সে যে কাজই হোক। ব্যবসা অথবা অন্য কিছু। সন্দেহ নেই, এই কাজ যথেষ্ট কষ্ট ও শ্রমসাধ্য। কাজটা সম্পূর্ণ করা যে প্রায় অসম্ভব এমন একটা ধারণায় প্ররোচিত হবার জন্য কারো ভীতু কিম্বা ভয়ার্ত স্বভাবের মানুষ হবার দরকার নেই। কাজের ধরনটা সহজেই বোঝা যায়, এর কারণ আলস্য অথবা শুধুমাত্র অ্যাডভোকেটের ক্ষতি করবে এমন বিদ্বেষজনিত বাধা দেবার প্রবৃত্তি নয়, পরন্তু তার ঘাড়ে যে অপরাধের বোঝা চাপানো হয়েছে, যে অপরাধের বিষয়বস্তু সেও জানে না সেই অভিযোগের মোকাবিলা করা। এক অভিযোগ থেকে আবার অন্য অন্য আর কি অভিযোগ

উঠতে পারে সে কথা না বলাই ভালো। একজনের সমস্ত জীবনটাই পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে। জীবনের সেই ছোটো ছোটো কাজ অথবা দুর্ঘটনা সবকিছুই এখন পরিষ্কারভাবে সূত্রবদ্ধ করার পর বিভিন্ন দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আর এ সমস্ত কাজ, কে না জানে, শুধু বিষণ্ণতাই তৈরি করে। অবসরপ্রাপ্ত কারো পক্ষে যখন সে তার দ্বিতীয় শৈশবে ফিরে আসে, এ ধরনের কাজ হয়তো তার দীর্ঘ সময় কাটাবার উপযুক্ত একটা পেশা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যে সময় কে-র উচিত সর্বান্তঃকরণে শুধুমাত্র কাজে নিয়োগ করা, যখন প্রতিটি মুহূর্ত কাজে এমনই ঠাসা যে থই পাওয়া যায় না—কারণ তার চাকরি জীবনের এখনো অনেক বাকি এবং ধাপগুলো তার সামনে এখনো খোলা। এমনকি প্রমোশনের ব্যাপারে এখন সে ক্রমে ডেপুটি ম্যানেজারেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে—তার সময় এতই কম যে কোনো অবিবাহিত যুবকের সন্ধ্যা ও রাত্রি যেভাবে কাটে তার সে ভাবে তা উপভোগ করারও সময় নেই। অথচ এমন সময়েই তাকে এই সমস্ত মামলা মকদ্দমার কাজ নিয়ে বসতে হল। এই সমস্ত ভাবনায় আরো একবার নিজেকে বড্ড বেশি বেচারা বেচারা মনে হল তার। যেন প্রায় অনিচ্ছাকৃতভাবে, এই সমস্ত ভাবনার এক কথায় ইতি টানতে, তার আঙুল গিয়ে পড়ল কলিং বেলের বোতামের ওপর। ফলে ওয়েটিং রুমের ঘণ্টাটা বেজে উঠল। ঘণ্টা বাজাবার মুহূর্তে সে ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল। ঘড়িতে তখন এগারোটা। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে তার দুঘণ্টা কেটে গেছে, তার মূল্যবান সময়ের অনেকটা। অবশ্য তখনো তার ক্লান্তি যায়নি। বরঞ্চ আগের থেকেও বেশি ক্লান্ত সে বোধ করছিল নিজেকে। তবে সবটুকু সময়েরই যে অপচয় হয়েছে, তা নয়। অন্ততপক্ষে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পেরেছে সে। হয়ত এটাই পরবর্তীকালে তার কাছে মূল্যবান প্রমাণিত হবে। তার বেয়ারা ঘরে ঢুকলো একরাশ চিঠি এবং দুজন ভদ্রলোকের ভিজিটিং কার্ড হাতে নিয়ে। তারা অনেকক্ষণ ধরে কে-র জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারা বস্তুতপক্ষে ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ দুই মক্কেল, এবং তাদের কোনোমতেই এতক্ষণ বসিয়ে রাখা উচিত হয়নি। কিন্তু তারাই বা এমন অসময় এসেছেন কেন? কেন? ওদের যখন সময় আসবে দরজার পেছন থেকে ঠিক একই প্রশ্ন হয়তো ওরাও করতে পারেন। ওরা হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন কে-র মত অধ্যবসায়ী অফিসার নিজের ব্যাপার নিয়ে অফিসের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে দিয়েছেন কেন? তাকে বিব্রত করতে আগে যা যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে আরো যা হয়তো ঘটবে, কে আর ভাবতে পারছে না।

কেমন অবসন্ন বোধ করে। কে উঠে দাঁড়াল তার অপেক্ষমান মক্কেলদের প্রথম-জনকে অভ্যর্থনা করতে।

তিনি দিব্যি হাসিখুশি ছোট্ট খাট্ট একটি মানুষ। একটি কারখানার মালিক। জিনিসপত্র প্রস্তুতকারক। কে তাকে বিলক্ষণ চেনে। ঘরে ঢুকেই তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন, কে-র জরুরি কাজের মধ্যে এসে তার সময় নষ্ট করার জন্য। উত্তরে কে-ও দুঃখ প্রকাশ করল তাকে এতক্ষণ ধরে বসিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু কে তার এই দুঃখ প্রকাশ এমনই যান্ত্রিকভাবে করল যে তার এই দুঃখ প্রকাশের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব এমনই স্পষ্ট যে আগন্তুক তার ব্যবসার ব্যাপারে অত নিবিষ্ট না থাকলে, শত চেষ্টা করেও তা লক্ষ্য না করে পারতেন না। ঠিক যেমন হওয়া উচিত, তিনি সেভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। তিনি সঙ্গে যে সমস্ত কাগজপত্র এনেছেন তার প্রত্যেকটিতেই নানারকমের হিসেব কষা। কাগজগুলি কে-র সামনে মেলে ধরলেন, এবং বিভিন্ন খাতে যা যা যোগ করা হয়েছে—তাদেরও ব্যাখ্যা করলেন। এমন তাড়াহুড়োয় সব কিছুর ওপর চোখ বুলোবার সময় একটি সামান্য ভুলও ভদ্রলোকের চোখ এড়াল না। ভুলটি তিনি সংশোধন করলেন। কে-র মনে পড়ল বছরখানেক আগে এধরনেরই একটি চুক্তি সে ভদ্র-লোকের সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছিল। ভদ্রলোক এবার জানালেন যে অন্য একটি ব্যাঙ্ক আরো ভাল শর্তে তার সঙ্গে চুক্তি করতে চায়। কথাগুলির পর চুপ করে তিনি কে-র মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন, কে কি বলে শোনার জন্য। প্রথম-দিকে কে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ভদ্রলোকের যুক্তিগুলি শুনছিল, কাজের বিষয় নিয়ে এ ধরনের জরুরি কথাবার্তার আকর্ষণ সেও বোধ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তার এই মনোযোগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। অল্পক্ষণ পরেই কথাগুলির শব্দ মাত্র তার কানে যাচ্ছিল এবং শুধুমাত্র কথার মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছিল, নতুন ধরনের যাবতীয় শর্ত সম্পর্কে পণ্য উৎপাদনকারী ভদ্রলোকের যে দাবি তা তখন উৎসাহের প্রলেপে ঢাকা। অবশেষে কে কথাগুলি শোনার ভান করার উৎসাহও হারাল। এখন শুধু মাত্র ভদ্রলোকের বিরল-কেশ মাথার দিকে অর্থহীনভাবে তাকিয়ে থাকল। সামনে মেলে ধরা কাগজগুলোর দিকে অন্যমনস্কভাবে কয়েকবার মাথা নিচু করে চোখ বুলিয়ে ভাবল, লোকটা কখন বুঝবে যে তার সমস্ত বাগ্মীতা বিফল হতে চলেছে। ভদ্রলোকের কথায় যখন মুহূর্তের ছেদ পড়ল, কে সত্যি সত্যি ভেবেছিল এই সুযোগে স্বীকার করে যে তার মনের অবস্থা তখন কোনোরকম কাজ করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। কিন্তু কে শুধু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করল যে তার মক্কেলের চোখে মুখে উদগ্রীব দৃষ্টি, সতর্কতা, যেন সমস্তরকম আপত্তির মোকাবিলা

করতে তিনি তৈরি হয়েই এসেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর অর্থ হল এই সাক্ষাৎকার অনেকক্ষণ ধরে চলবে। কাজে কাজেই সে এমনভাবে মাথা নামাল যে মনে হবে কোনো আদেশ সে পালন করছে। তারপর শুরু হল তার পেন্সিলের মাথার কাগজের ওপর ধীর সঞ্চারণ, কয়েকটি সংখ্যার ওপর এসে একটু সময়ের জন্য থামা। পণ্য উৎপাদকের সন্দেহ হল কে বুঝি তার পরিকল্পনার কোনো ত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছে, সম্ভবত অঙ্কের সংখ্যাগুলি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠেনি, চুক্তির পক্ষে সংখ্যাগুলি হয়ত অপরিহার্য নয়। যাই হোক, ভদ্রলোক তার কাগজপত্র-গুলির ওপর হাত রাখলেন, এবং কে-র আরো কাছে সরে এসে বললেন অঙ্কগুলি সমস্ত চুক্তির মূল উপাদানেরই ব্যাখা মাত্র। 'কিছু করা খুবই কঠিন।' কে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল। এই কাগজগুলিই যখন তার একমাত্র আলোচ্য এবং অবলম্বন তখন সে সেগুলি ফাইলের মধ্যে ভরে রেখে অসহায়ের মতো চেয়ারের হাতলের ওপর এলিয়ে পড়ল। কে একবার মাথা তুলে তাকাল। অর্থহীন চোখেই শুধুমাত্র সে তাকাল যখন ডেপুটি ম্যানেজারের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। সেখানে আবছা আবছা এক মূর্তি, দেখে মনে হয় ব্যাণ্ডেজের মত খুব পাতলা কাপড়ের আবরণে ঢাকা, এমন একটি অপচ্ছায়ার আবির্ভাবে কে বিন্দুমাত্র চিন্তিত বোধ করল না, শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক এক প্রতিক্রিয়া সে অনুভব করল—এবং তা তাকে বেশ খুশিই করল। কারণ ওই ভদ্রলোক ডেপুটি ম্যানেজারকে দেখামাত্র চেয়ারের সীমানা থেকে যেন ছিটকে বেড়িয়ে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যদিও কে আরো খুশি হত যদি পণ্য-প্রস্তুতকারক সেই ভদ্রলোক আরো দশগুণ দ্রুততার সঙ্গে উঠে যেতেন, অবশ্য সেই সঙ্গে কে ভয়ও পেল যে সঙ্গে সঙ্গে হয়ত সেই অপচ্ছায়া ওখান থেকে আবার অপসৃত হতে পারে। কে-র এমন দুর্ভাবনা অমূলক। কারণ ভদ্রলোক দুজন, একজন অপরজনের সান্নিধ্যে আসার পর, করমর্দন করলেন, এবং দুজনে মিলেই কে-র টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন। মক্কেল ভদ্রলোক দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে তার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে অ্যাসেসর, অর্থাৎ কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করছে না। কে ততক্ষণে, ডেপুটি ম্যানেজারের চোখের সামনেই আবার টেবিলে রাখা কাগজপত্রের ওপর মাথা নামিয়ে চোখ রাখল। আগন্তুক দুজন, তখন প্রায় তার টেবিল ঘেঁষে ঝুঁকে দাঁড়াল। আর মক্কেল ভদ্রলোক দুজন যেন উঠে পড়ে লাগলেন তার প্রস্তাবের অনুমোদন ডেপুটি ম্যানেজারের কাছ থেকে আদায় করতে। কে-র মনে হল যেন বিরাট মাপের দুই দৈত্য তার মাথার ওপর, তার জন্য দর কষাকষি করছে। আস্তে আস্তে, যতটুকু সাহস সঞ্চয় করতে পারল, কে ওপরের দিকে চোখ তুলে তাকাল,

তাকাল বুঝতে যে বাস্তবিক তারা কি চায়, তারপর টেবিলে রাখা দলিলগুলি থেকে এলোমেলো ভাবে একটি তুলে নিয়ে তার খোলা হাতের তালুর ওপর বিছিয়ে দিল, এবং ক্রমে ক্রমে হাতটা ওপরের দিকে তুলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে সেও তাল রেখে উঠতে শুরু করল—যাতে তাদের সমকক্ষ হতে পারে। এমন করার ঠিক প্রত্যক্ষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু তার মনে হয়েছিল যখন সে আত্মপক্ষ সমর্থনে তার সেই মহান সওয়াল সম্পূর্ণ করবে পুরোপুরিভাবে আইনের আওতা থেকে মুক্তি পেতে, অর্থাৎ বেকসুর খালাস পেতে তখন, অর্থাৎ সে রকম অবস্থায় তাকে এমনভাবেই সব কিছু করতে হবে। ডেপুটি ম্যানেজার, যিনি ওদের কথাবার্তা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, কাগজপত্রগুলিতে কি লেখা আছে না পড়েই শুধুমাত্র একবার সেগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কারণ মনে হল অ্যাসেসরের কাছে যা প্রয়োজনীয়, তার কাছে তা অপ্রয়োজনীয়। কে-র হাত থেকে কাগজপত্রগুলি নিয়ে বললেন: 'ধন্যবাদ, আমি ইতিমধ্যে এ সমস্ত কিছুই জেনেছি', এবং কথা না বাড়িয়ে টেবিলের ওপর আবার কাগজগুলি তিনি রেখে দিলেন। কে তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, কিন্তু ডেপুটি ম্যানেজার তা দেখলেন না, অথবা তিনি যদি দেখেই থাকেন, তবে কৌতুক বোধ করছেন, তিনি প্রচণ্ড শব্দ করে বার কয় হাসলেন, একটি দ্রুত ঠেলা মেরে বাহ্যতঃ পণ্যপ্রস্তুত-কারক ভদ্রলোককে যেন একটু অপ্রতিভ করে তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেই সেই ধাক্কাটা সামলে নিলেন এবং অবশেষে তিনি ভদ্রলোককে তার প্রাইভেট অফিসে ডেকে নিয়ে গেলেন যেখানে তারা দুজনে মিলে ব্যবসার সম্পূর্ণ শর্তাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। 'প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' তিনি ভদ্রলোককে বললেন, 'আমি সম্পূর্ণ একমত এবং মাননীয় অ্যাসেসর মশাই'—এমনকি একথা বলার সময়েও তিনি প্রস্তুতকারককে উদ্দেশ করেই কথা বলছিলেন—'তার কাঁধ থেকে আমার হাতে কাজটা নিয়ে নিলে ভারমুক্ত হবেন। এই ব্যবসায়িক প্রস্তাবটি নিয়ে অনেক ভাববার আছে। তাকে দেখে মনে হয় আজ তিনি কাজের চাপে ক্লান্ত; তাছাড়া তার জন্য তার সংলগ্ন ঘরে অনেকে ঘণ্টার ঘণ্টা অপেক্ষা করে আছেন।' কে-র তখনো যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় ছিল যাতে করে সে ডেপুটি ম্যানেজারকে আমল না দিয়ে এবং তার সৌহার্দ্যপূর্ণ কিন্তু খানিকটা যেন অভ্যাসজাত হাসি মুখে নিয়ে শুধুমাত্র প্রস্তুতকারকের উদ্দেশে তাকাল; শুধুমাত্র এইটুকুই—ওছাড়া তার আর কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না, টেবিলের ওপর, নিজের দুহাতে ভর করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অবিকল এক আজ্ঞাবাহী কেরানীর মতো সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার ঘরের ওই দুজন তখনো কথা বলে চলেছেন, কথার সঙ্গে সঙ্গে

টেবিলের ওপর থেকে কাগজপত্র গুছিয়ে তুলে নিলেন এবং পরে ম্যানেজারের ঘরে অদৃশ্য হলেন। ঘর থেকে বার হবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতকারক ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, যে তিনি কিন্তু তখনো বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন না। এবং পরে অবশ্যই তাদের সাক্ষাৎকারের সব বিবরণ তিনি মাননীয় অ্যাসেসরকে জানাবেন ; তাছাড়া আরো একটা খুবই সাধারণ বিষয় তাকে উল্লেখ করতে হবে।

এতক্ষণ পর কে একা। অন্য কোনো অপেক্ষমান মক্কেলকে ডেকে পাঠিয়ে কথাবার্তা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আর তার নেই এবং আবছা আবছা ভাবে খুশি বোধ করল এই ভেবে যে বাইরের অপেক্ষমান মক্কেলরা এখনো বিশ্বাস করে বসে আছে যে প্রস্তুতকারক ভদ্রলোককে নিয়ে সে ব্যস্ত, যাতে আর কেউ, এমনকি তার বেয়ারাও, তাকে বিরক্ত না করে। সে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর অন্য একটা হাত ছিটকিনিটার ওপর রেখে বাইরে নিচের স্কোয়ারটার দিকে তাকাল। তখনো তুষার পড়ছে, আকাশ তখনো পরিষ্কার হয়নি।

বাস্তবিক পক্ষে তার অসুবিধা কেন হচ্ছে বুঝতে না পেরেই অনেকক্ষণ ধরে কে একইভাবে বসেছিল। মাঝে মাঝে শুধু তার চেম্বারের সংলগ্ন ঘরের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, ওখানে, ভুল করেই তার মনে হচ্ছিল কি যেন গোলমাল হচ্ছে। কিন্তু কেউ ভেতরে না আসায় সে আবার তার স্থৈর্য ফিরে পেল। উঠে সে ওয়াস বেসিনের সামনে গেল, ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুল এবং জানালার পাশে, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ফিরে এল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার মন নিয়ে। নিজের হাতে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সিদ্ধান্ত এখন আগে যেমন ভেবেছিল তা থেকেও, আরো গুরুতর মনে হল। যতদিন পর্যন্ত অ্যাডভোকেটের দায়িত্বে তার মামলা ছিল, সে সব কিছু ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। সমস্ত মামলাটাই একরকম নির্লিপ্ততার সঙ্গে সে নিয়েছিল, এবং সব সময়েই মামলা নিয়ে জড়িয়ে না থাকে সেজন্য খুঁটিনাটি থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। সে ইচ্ছেমতো মামলা নিয়ে কথা বলত, আবার ইচ্ছেমতোই নিজেকে সরিয়ে নিত। এখন, যদি সে তার মামলাটা নিজের হাতে তুলে নেয়, তবে পুরোপুরি তাকে আদালতের কাছেই সমর্পিত হতে হবে। এর ফলে, শেষ পর্যন্ত হয়ত সে পাকাপাকিভাবে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবে, কিন্তু তার ফলে কে জানে, সাময়িকভাবে, আগের চেয়েও বেশি বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। এবিষয়ে যদি তার কোনো সন্দেহ থেকে থাকে, তবে ডেপুটি ম্যানেজার এবং পণ্য-প্রস্তুতকারকের সামনে আজ যা ঘটে গেল, এবং যে অবস্থায় তা ঘটেছে, তাই তার মানসিক অবস্থা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। এক অসার নির্জীবতা যেন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তখন পর্যন্ত তো পাকাপাকি-

ভাবে সে ঠিকও করেনি, যে তার মামলা পরিচালনার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধেই তুলে নেবে। আর বুঝে উঠিতে পারেনি সমস্ত ব্যাপারটাই পরে কি মোড় নেবে? সে তার জন্য সমস্ত দিন কি অপেক্ষা করে আছে? এই সমস্ত নানারকম অসুবিধা সত্ত্বেও, সে কি তার জন্য সঠিক পথ খুঁজে পাবে? তাকে যদি অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সব কিছু নিজেকে করতে হয়—এবং আর সমস্ত কিছুই যদি সময় অপচয়ের সামিল হয়—এই পক্ষ সমর্থনের কাজ সম্পূর্ণভাবে করতে গিয়ে, তবে আর অন্য সমস্তরকম কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা অপরিহার্য নয়। এই সমস্ত কিছু কি সে সামলে উঠতে পারবে? তাছাড়া ব্যাঙ্ক অফিস থেকেই বা সে কি করে তার মামলা পরিচালনা করবে? এটা তো শুধুমাত্র নিজের জন্য সওয়াল তৈরি নয়; সেটা না হয় কয়েক সপ্তাহের ছুটি নিয়েই করা যায়; যদিও ঠিক এমনই কয়েকদিনের ছুটি চাওয়া নিঃসন্দেহে বেশ ঝুঁকির ব্যাপার হবে; কিন্তু মামলা পরিচালনা বেশ একটা বড় ধরনের কাজ। এবং কতদিন সেজন্য দরকার, আগে থেকে তার কিছুই বলা যায় না। কে-র কর্মজীবনের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করতে কি এক বাধা হঠাৎ সৃষ্টি হল!

অথচ এখনই কি সময় নয়। যখন ব্যাঙ্কের কাজে কে-র পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করার কথা? চোখ নামিয়ে সে তার টেবিলের ওপর রাখল। এই সময়েই তো তাকে ব্যাঙ্কের মক্কেলদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে দরকষাকষির ব্যাপারগুলো সব চুকিয়ে ফেলা দরকার। অথচ যখন তার মামলার বিষয়গুলি একে একে প্রকাশ হচ্ছে, যখন চিলেকুঠীতে আদালতের দপ্তরে কেরানীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সব খুঁটিনাটি দেখতে ব্যস্ত, তখন কি তার ব্যাঙ্কের কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত? মনে হয়, আদালতের অনুমোদন নিয়েই এই এক ধরনের যন্ত্রণা তার ওপর চাপানো হয়েছে। সমস্তটাই তার মামলা এবং তারই অনুষঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে। এবং সেক্ষেত্রে কি তার এই অদ্ভুত অবস্থায় যখন ব্যাঙ্কের দায়িত্বের কথা বিচার্য, তখন তার জন্য কি বিশেষ কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে? কখনোই নয়, এবং কেউই তা করবে না। ব্যাঙ্কে তার মামলার কথা যে ঠিক জানা নেই, তা নয়—তবে এটা পরিষ্কার নয় যে কে এ সম্পর্কে কি জানে অথবা কতটুকু জানে? বাইরে থেকে মনে হয়, ডেপুটি ম্যানেজারের কানে তখনো তা যায়নি। তা হলে তা কে-র চোখও এড়াত না এবং লোকটি যেমন, বিন্দুমাত্র বিবেক দংশন বোধ না করে—কিংবা সহকর্মীর জন্য অথবা একান্ত মানসিকতার খাতিরেও সে এই জানাকে নিজের কাজে লাগাতে দ্বিধা বোধ করত না। আর ম্যানেজার নিজে? নিশ্চিতভাবেই বলা যায় তিনি কে-র প্রতি বন্ধুভবাপন্ন, এবং যখনই তিনি কে-র মামলা সম্পর্কে

জানতে পারবেন, সম্ভবত তাঁর ক্ষমতায় যতটুকু কুলোয়, কে-র কাজের দায়িত্ব লাঘব করতে প্রয়োজনমত সচেষ্ট হবেন। কিন্তু তার সদিচ্ছাগুলি বাধা প্রাপ্ত হবে, কারণ কে-র ক্ষয়িষ্ণু সম্মান এখন আর ডেপুটি ম্যানেজারের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ডেপুটি ম্যানেজার এখন ম্যানেজারের পঙ্গু অবস্থাকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে ক্রমশই তার ওপর তার নিজের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। অতএব কে কি-ই বা আশা করতে পারে? হতে পারে যে এই সমস্ত চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়ে সে শুধু তার প্রতিরোধের ক্ষমতার ধার কমিয়ে দিচ্ছে। তবু দরকার, কোনোরকম মোহ জালে আচ্ছন্ন না হওয়া এবং সময় অনুযায়ী সমস্ত অবস্থাটা যতখানি সম্ভব পরিষ্কার ভাবে দেখা।

কোনো কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই শুধুমাত্র নিজের কাজের টেবিলের সামনে গিয়ে আবার যাতে বসতে না হয়, সেজন্য আবার জানালাটা খুলল। জানালাটা খোলা অত্যন্ত কঠিন। ছিটকিনিটা দুহাত দিয়ে তাকে ঠেলতে হয়েছিল। তার পরেই খোলা জানালা দিয়ে ধোঁয়া এবং কুয়াশা ঢুকলো, ঘরের বাতাসে কেমন ভূষি পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল, ঘরময় ভেসে বেড়াল কয়েক টুকরো তুষারের মেঘও। 'ভয়াবহ হেমন্ত' কে-র পেছন থেকে পণ্যউৎপাদক ভদ্রলোকের গলা পাওয়া গেল, ডেপুটি ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে কে-র অলক্ষ্যে ঘরে এসে তিনি ঢুকেছেন। কে মাথা নাড়ল, হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল ভদ্রলোকের অ্যাটাচে কেসের ওপর। কে নিঃসন্দেহ যে তাদের আলোচনা কেমন হয়েছে জানাবার জন্য এখন তার মধ্যে থেকে তিনি কাগজপত্র সব বার করবেন। কিন্তু ভদ্রলোক, কে-র চোখমুখের অবস্থা দেখে অ্যাটাচি কেসের ওপর আঙুল দিয়ে চাপ দিলেন, সেটা খুললেন না। তিনি বললেন: 'আপনি বোধ হয় জানতে চান যে আমাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হল? চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলতে পারেন, আমার পকেটে থাকারই সামিল। আপনাদের ডেপুটি ম্যানেজার—বড় ভালো মানুষ। কিন্তু তার মন বোঝা ভয়ঙ্কর ব্যাপার।' কথাগুলি বলে বেশ জোরে হেসে তিনি কে-র করমর্দন করলেন, চেষ্টা করলেন যাতে কে-ও হাসে। কিন্তু পণ্যউৎপাদককারী তাকে কোনো কাগজপত্র না দেখানোয় এবং হাসবার মতো কিছু না পাওয়ায় কিছুটা সন্দেহ কে-র চিন্তা দখল করল। 'অ্যাসেসর মহাশয়', পণ্য উৎপাদককারী বললেন, 'আজকের আবহাওয়ার প্রভাব আপনার ওপর পড়েছে, আপনাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।' 'হ্যাঁ', কে বলল। কপালে তার হাত। 'মাথার যন্ত্রণা তার ওপর পারিবারিক ঝামেলা।' 'ওহ্, হ্যাঁ'। পণ্যউৎপাদককারী বললেন। ভদ্রলোক সব সময়েই তাড়ার মধ্যে, শান্ত হয়ে কারো কোনো কথা তিনি কখনোই শোনেন

না, 'একটা না একটা ঝামেলা তো আমাদের সকলেরই আছে।' কোনো কিছু না ভেবে কে দরজার দিকে পা বাড়াল। যেন পণ্যপ্রস্তুতকারককে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত। কিন্তু ভদ্রলোক কে-র ইঙ্গিত যেন বোঝেননি, এমনভাবে বললেন, 'অ্যাসেসর মশাই, আরো একটি ছোটখাটো ব্যাপার আছে। যেটা আপনাকে বলা দরকার। মনে হচ্ছে, সেই সমস্ত কথা বলার উপযুক্ত সময় এটা নয়। কিন্তু এর আগে যে দুবার আমি এখানে এসেছি, আমি বলতে ভুলে গেছি সে কথা বলতে। আমি যদি এখনো সে-কথা বলা থেকে বিরত থাকি, তবে মনে হয় সেই কথাগুলির কোনো গুরুত্ব থাকবে না। আর সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার হয়ে পড়বে। কারণ আমার মনে হচ্ছে, আমার কথাগুলো আপনার কাছে মূল্যবান মনে হতে পারে।' কে কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক পা বাড়িয়ে কে-র খুব কাছে চলে এলেন। কে-র বুকের ওপর একটি আঙুলে টোকা মেরে নিচুগলায় বললেন : 'আপনি একটা মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন, তাই না?' কে একটু পিছু সরে এসে প্রায় চিৎকার করে বলল 'ডেপুটি ম্যানেজার নিশ্চয়ই আপনাকে এসব সবিস্তারে বলেছেন?' 'একেবারেই না।' পণ্যউৎপাদনকারী ভদ্রলোক বললেন। 'ডেপুটি ম্যানেজার এসব কথা জানবেন কি করে?' 'আপনি একথা তাহলে কি করে জানলেন?' কে বিস্ময়জমা গলায় জিজ্ঞাসা করল। 'মাঝে মধ্যেই কিছু কিছু খবর আদালত থেকে আমি জোগাড় করি। আমার কাজের ব্যাপারেও কিছু কিছু খবর উল্লেখ করা দরকার হয়ে পড়ে।' মাথা নামিয়ে ভদ্রলোককে আবার টেবিলের কাছে নিয়ে আসতে আসতে কে বলল 'আদালতের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য লোক জড়িত।' তারা আবার আগের মতো মুখোমুখি বসল। পণ্যউৎপাদনকারী আবার বলতে শুরু করলেন : 'দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি আপনাকে খুব বেশি কিছু জানাতে পারব না। কিন্তু এসব ব্যাপারে সামান্যতম চেষ্টারও ত্রুটি থাকা ঠিক নয়। তাছাড়া আমি আপনাকে সাহায্য করার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করি, তা সে সাহায্য যত নগণ্যই হোক না কেন। ব্যবসা সূত্রে এযাবৎকাল আমরা দুজনে দুজনের অকৃত্রিম বন্ধু রয়ে গেছি, তাই না? সে কারণেই', সকালের ব্যবহার সম্পর্কে কে ভাবছিল ক্ষমা প্রার্থনা করবে কিনা। কিন্তু পণ্যউৎপাদনকারী ভদ্রলোক তা শুনতে চান না, তিনি তার অ্যাটাচে কেসটা জোরে তার বগলের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন, দেখাতে চাইলেন, তার যাবার কত তাড়া এবং আবার বলতে শুরু করলেন : 'টিটোরেল্লি নামে একটি লোকের কাছ থেকে আমি আপনার মামলার খবরটা প্রথম শুনি। সে একজন চিত্রকর। টিটোরেল্লি শুধু তার ছদ্মনাম। আমি নিজেও জানি না, তার আসল নাম কি। অনেক বছর ধরে মাঝে মাঝে সে

আমার অফিসে আসে, এটা প্রায় তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সে যখন আসে, তখন সঙ্গে করে তার আঁকা ছোটো ছোটো ছবি থাকে। সেগুলির জন্য আমি কিছু দিয়ে থাকি। বলতে পারেন অনুগ্রহ মূল্য। লোকটির অবস্থা প্রায় ভিখিরীর মত। তবে ছবিগুলি কিছু খারাপ নয়। খোলা উষর প্রান্তর অথবা লতা-পাতায় ঘেরা বনভূমি এই সমস্ত নিয়েই তার ছবি। এমন একটা ব্যবস্থা—আমরা দুজনেই বেশ মেনে নিয়েছিলাম—ভালই চলছিল। কিন্তু এমন একটা সময় এল, যখন প্রায়ই তার আবির্ভাব ঘটতে লাগল এবং আমারও এমন ঘনঘন আসা তেমন পছন্দ হত না। কথাটা আমি তাকেও বলেছিলাম। সে এলে আমরা গল্প গুজব করতাম। শুধুমাত্র ছবি এঁকে তার কেমন করে চলে জানতে আমার একদিন কৌতূহল হল। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম যে জীবিকা অর্জনের জন্য তার প্রধান আয় পোর্ট্রেট এঁকে। সে জানাল, আদালতে অনেক কাজ সে করে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আদালতের জন্য। তখন সে আমাকে এই আদালতের কথা বলল। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, তার এই গল্প শুনে আমি কেমন অবাক হয়েছিলাম। তারপর থেকে, যখনই সে আসে, নিয়ে আসে আদালতের নতুন নতুন খবর। আর এসব শুনে আদালতের কাজকর্ম কেমনভাবে চলে, সে বিষয়ে আমার মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাল। অবশ্য টিটোরেল্লির জিভ বড় আলগা। যা মনে আসে তাই বলে। আর প্রায়ই তার মুখে আমার কুলুপ আঁটতে হয়। এর কারণ অবশ্য এই নয় যে সে স্বভাবতই মিথ্যেবাদী; আমার মতো এমন ব্যস্ত ব্যবসায়ী যার নিজেরই ঝামেলার অন্ত নেই, তার অন্য লোকের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় কোথায় বলুন তো? গল্পগুজবের মধ্যে এসব কথা এসে পড়লে মন্দ লাগে না, তবে আমার মনে হয়েছিল, হয়ত টিটোরেল্লি আপনার কোনো কাজে আসতে পারে। সে অনেক জজকেই চেনে। যদি তার নিজের কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি না-ও থাকে, তবে সে আপনাকে বলে দিতে পারে, কেমন করে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ভগবান প্রেরিত কোনো দূত বলে যদি আপনি ওই চিত্রকরকে নাও মনে করেন, তবু আমার মনে হয়, আপনার হাতে ওর দেওয়া খবরাখবর কাজে লাগতে পারে। কারণ আপনি নিজেই একজন আইনজ্ঞের চেয়েও বেশি। ওহ্, আপনার মামলা নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। ভালো কথা, আপনি কি টিটোরেল্লির ওখানে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চান? আমার সুপারিশে সে নিশ্চয়ই আপনার জন্য যথাসাধ্য করবে। বাস্তবিক আমি মনে করি, আপনার ওখানে যাওয়া উচিত। অবশ্য

আজকেই যাবার কোনো দরকার নেই। কোনো এক সময়, যে-কোনো সময় গেলেই চলবে। তবে আপনাকে আমার বলা উচিত যে আমি পরামর্শ দিলাম বলেই আপনাকে যে যেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই, একেবারেই না। যদি আপনি টিটোরেল্লিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েই আপনার কাজ চালিয়ে নিতে পারেন, তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। সম্ভবত আপনি কি করবেন, তার বিস্তারিত পরিকল্পনা আপনি ইতিমধ্যেই ছকে ফেলেছেন, এবং ঠিক এই পর্যায়ে টিটোরেল্লির কথা হয়ত সব কিছু নষ্ট করে দিতে পারে। তাহলে, আমার মনে হয়, টিটোরেল্লির সঙ্গে দেখা করতে না যাওয়াই ভালো। আমি অবশ্যই বুঝতে পারি ওর মত একজন মানুষের পরামর্শ নিতে যাওয়া মানে নিজের সমস্ত আত্মবিশ্বাস ও অহঙ্কার গলধঃকরণ করা। যাইহোক, যা বোঝেন, করবেন। এই আমার সুপারিশ পত্র, এই নিন তার ঠিকানা।'

কে ঠিকানাটা নিল, তার মনে হল, তার মাথা ঝিমঝিম করছে, চিঠিটা সে তার পকেটে ঢুকিয়ে দিল। অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশেও তার সুপারিশ পণ্য-প্রস্তুতকারকের পক্ষে যতখানি সুবিধাজনক হত, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা নিহিত এই ঘটনার মধ্যেই যে তিনি কে-র মামলা সম্পর্কে অবহিত এবং ওই চিত্রকর মামলা সম্পর্কে নানা খবর ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে কে কিছু বলবে, তাও সে পারল না, কারণ পণ্যপ্রস্তুতকারক ভদ্রলোক ততক্ষণে চলে যাবার জন্য বাইরের দিকে পা বাড়িয়েছেন। 'আমি চিত্রকরের সঙ্গে দেখা করতে যাব, অথবা লিখব যাতে এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে।' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে করমর্দন করবার সময় কে কথাগুলি বলল। 'কারণ আমি অত্যন্ত ব্যস্ত।' 'আমি জানতাম সব থেকে ভালো যাতে হয়, সে রকম কিছুর ওপর আপনি নির্ভর করবেন। যদিও আমি একথাও সঙ্গে সঙ্গে বলব যে এই ধরনের লোকের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো, বিশেষ করে, আপনার মামলা নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য টিটোরেল্লিকে ব্যাঙ্কে ডেকে পাঠানো। তাছাড়া এই ধরনের লোক যাতে আপনার চিঠিপত্র নাড়াচাড়া করতে না পারে সেদিকে সজাগ থাকাও যুক্তিযুক্ত। তবে আমার বিশ্বাস আছে যে, আপনি এই সমস্ত কিছুই বেশ ভেবে দেখেছেন, এবং জানেন যে ঠিক আপনি কি করতে চলেছেন।' কে মাথা নাড়ল এবং ভদ্রলোকের সঙ্গে ওয়েটিং রুমের মধ্য দিয়ে আরো একটু এগিয়ে গেল। কে-র বাইরের শান্ত সমাহিত চেহারা সত্ত্বেও তার নিজের বুদ্ধির অভাব তাকে ভেতরে ভেতরে আতঙ্কিত করে তুলল। টিটোরেল্লির কাছে চিঠি লেখার কথা সে বলেছিল শুধুমাত্র ভদ্রলোককে বোঝাতে যে তার সুপারিশ পেয়ে সে কত খুশি

হয়েছে। এবং বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে চিত্রকরের সঙ্গে সে যোগাযোগ করতে চায়। কিন্তু বিষয়টি যদি সে নিজের বুদ্ধির ওপরেই ছেড়ে দিত এবং মনে করত টিটোরেল্লির সাহায্য তার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে তার কাছে চিঠি লিখতে একটুও ইতস্তত সে করত না। সে কারণেই পণ্যপ্রস্তুতকারক ভদ্রলোকের পক্ষে প্রয়োজন হল এমন করে চিঠি লিখে যোগাযোগ করার ফলে কি বিপদ ঘটতে পারে তারো উল্লেখ করা। সব কিছু বিচার করার ক্ষমতা কি তার এতটাই লোপ পেয়ে গেছে? এমনকি তার এবং ডেপুটি ম্যানেজারের ঘরের মধ্যে একটি দরজার ব্যবধান মাত্র একথা জানা সত্ত্বেও একজন অপরিচিত এবং সন্দেহভাজন লোককে ব্যাঙ্কে ডেকে এনে তার মামলা সম্পর্কে আলোচনা করার মত চিন্তা তার মাথায় আসা যদি সম্ভব হয়, তবে হয়ত এও সম্ভব, শুধু সম্ভব কেন, অত্যন্ত বেশি মাত্রায়ই সম্ভব যে অন্যান্য বিপদের ঝুঁকি তার ধারণাতেই আসছে না, অথবা অন্ধের মত এত সমস্ত বিপদের মধ্যেই সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে? তার পাশে এমন কেউ নেই যে তাকে সতর্ক করে দেবে। অথচ এমন সময়েই সে মনে মনে ভেবেছে নিজের মামলায় সে পুরোপুরি, সমস্ত শক্তি দিয়ে, মনোনিবেশ করবে, অথচ এই সময়েই তার তৎপরতা ও কর্মশক্তি সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ব্যাঙ্কে তার নিজের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার পক্ষে যে সমস্ত অসুবিধা হচ্ছে, সেগুলি কি তার মামলার ওপরেও প্রভাব ফেলতে আরম্ভ করেছে? সে এখন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না যে টিটোরেল্লিকে চিঠি লিখে ব্যাঙ্কে আসার আমন্ত্রণ জানাবার কথা সে ভাবতে পারল কেমন করে?

এই কথা মনে পড়ায় সে তখনো মাথা নাড়ছিল। একজন পরিচারক এসে তাকে জানাল যে তিনজন ভদ্রলোক তার জন্য অনেকক্ষণ ধরে ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করছেন। কে-র সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেক অগেই তারা এসেছেন। এখন যেহেতু পরিচারক কে-র সামনে তাদের অপেক্ষা করার কথা বলল, তারা সকলেই একযোগে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাদের প্রত্যেকেই প্রথম সুযোগেই কে-র দৃষ্টির একচ্ছত্র অধিকার যাতে পায় তার জন্য সচেষ্ট। যদি ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা এতটা বিবেচনাহীন হন যাতে দর্শনার্থীদের এতখানি সময় নষ্ট করতে হয় মাত্র ওয়েটিং রুমে বসে অপেক্ষা করে, তাদের তবে এমন বিবেচনাহীন ব্যবহারের অধিকার জন্মায়। 'অ্যাসেসর মশাই', তাঁদেরই একজন শুরু করলেন। কিন্তু কে তার ওভারকোটটি নিয়ে আসতে বলল, এবং তার পরিচারক যখন তাকে ওভারকোটটি পরতে সাহায্য করছে, তাদের তিনজনকেই বলল: 'আমাকে এখনকার মত মাফ করুন। আপনাদের একথা বলার জন্য আমি সত্যিই

দুঃখিত। এখন আপনাদের সঙ্গে কথা বলি এমন সময় আমার নেই। আমি আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না যে আমি কত নিঃসঙ্গ, কিন্তু একটা জরুরি কাজের তাগিদে আমাকে এখনই এবাড়ির বাইরে যেতে হচ্ছে। আপনারা নিজেরাই দেখে থাকবেন এই মাত্র যে দর্শনার্থী বিদায় নিলেন, তিনি আমাকে কতক্ষণ আটকে রেখেছিলেন। আপনারা কি অনুগ্রহ করে কাল অথবা অন্য কোনো এক সময় আসবেন? অথবা, টেলিফোনে আমাদের কথাবার্তা সেরে নেওয়া কি সম্ভব? অথবা এখনই সংক্ষেপে কি কাজে আপনারা এসেছেন বলতে পারেন, আমি লিখে আপনাদের পরিষ্কার করে আমার বক্তব্য জানিয়ে দেব। অবশ্য সব থেকে ভালো হয়, যদি অন্য কোনো একটা সময় ঠিক করে নেন।' তিন-জন দর্শনার্থী যাদের এতটা সময় উদ্দেশ্যহীনভাবে নষ্ট হল, কে-র এই পরামর্শ তাদের এমনই হতবুদ্ধি করে তুলল যে তারা একজন আর একজনের দিকে বোবার মত তাকিয়ে থাকলেন। 'তাহলে একথাই থাকল?' এই কথা বলতে বলতে কে তার পরিচারকের দিকে ফিরল। সে তখন কে-র টুপিটা নিয়ে আসছিল। খোলা দরজা দিয়ে কে দেখল, বাইরের তুষারপাত তখন অনেক ঘন। ফলে সে তার ওভারকোটের কলারটি ঘাড় পর্যন্ত উঁচু করে বোতাম আটকে দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের ঘর থেকে ডেপুটি ম্যানেজার বেরিয়ে এলেন, কে তার ওভারকোট পরে মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলছে—সেদিকে একটু তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: 'অ্যাসেসর মশাই, আপনি কি বেরিয়ে যাচ্ছেন?' 'হ্যাঁ।' নিজেকে সোজা করে কে জবাব দিল। 'কাজে আমাকে একটু বাইরে যেতে হচ্ছে।' কিন্তু ডেপুটি ম্যানেজার ততক্ষণে তিনজন মক্কেলের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছেন। 'তাহলে এই ভদ্রলোকদের কি হবে?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 'আমার বিশ্বাস, ইতিমধ্যেই তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছেন।' 'আমাদের যা করার তা আমরা ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছি।' কিন্তু তখন আর ওই মক্কেলদের আটকে রাখা গেল না। তাঁরা কে-কে ঘিরে ধরলেন এবং প্রতিবাদ করে বললেন যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা অপেক্ষা করছিলেন শুধু শুধু নয়, তাদের কাজ অত্যন্ত জরুরি এবং বলতে কি, গুরুত্বপূর্ণ—তা না হলে তারা এতক্ষণ অপেক্ষা করতেন না। তাই অবিলম্বে, এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার। ডেপুটি ম্যানেজার এক কি দুই মুহূর্তের জন্য তাদের কথা শুনলেন, ইতিমধ্যে একবার কে-র দিকেও তাকিয়ে দেখলেন। সে তখন যেন এক বিক্ষুব্ধ আবেশে তার টুপিটা ধরে সেটির ধুলো ঝাড়ছে। ডেপুটি ম্যানেজার তখন বললেন: 'এই সমস্যার শুধুমাত্র একটিই সহজ সমাধান আছে। আপনারা যদি মনে করেন আমার সঙ্গে আলোচনা করে সন্তুষ্ট

হবেন, তবে অ্যাসেসর মহাশয়ের বদলে আমি আপনাদের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করে খুশি বোধ করব। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আপনাদের কাজের বিষয়টি নিয়ে এখনই কথা বলা দরকার। আপনাদের মত আমরাও ব্যবসায়ী, তাই বুঝতে পারি, সময়ের দাম ব্যবসায়ীদের কাছে কতখানি। আপনারা কি আমার সঙ্গে বসতে আমার ঘরে আসবেন?' এই কথাগুলি বলে হের অ্যাসেসরের দরজা খুললেন যেখান দিয়ে তার ঘর সংলগ্ন তারই দপ্তরের ওয়েটিং রুমে যাওয়া যায়।

কি ধূর্ত এই ডেপুটি ম্যানেজার, কেমন চালাকি করে সে কে-র এলাকায় থাবা বসালো। আর এমনভাবেই তা কে—কে তার এই অনধিকার প্রবেশ মেনে নিতে বাধ্য করল! কিন্তু যতটুকু দরকার তার চেয়ে কি অনেকটা বেশিই কে ছেড়ে দিল না? যখন একটা অস্পষ্ট ধারণাকে স্বীকার না করে পারল না এবং ক্ষীণতম আশা নিয়ে ঝড়ের বেগে সে বেরিয়ে যাচ্ছে অচেনা এক চিত্রকরের সঙ্গে দেখা করতে, ব্যাঙ্কে তার সম্মান তখন অপূরণীয় ভাবে নষ্ট হতে বাধ্য। বরঞ্চ তার পক্ষে বুদ্ধির কাজ হবে ওভারকোটটি খুলে আবার কাজে বসা এবং যে দুজন মক্কেল তখনও পাশের ঘরে বসে আছেন ডেপুটি ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাদের পালা আসার অপেক্ষায় তাদের একে একে ডেকে পাঠানো। কে হয়ত তখন তাই করার চেষ্টা করত যদি না সে সেই মুহূর্তে তারই ঘরে ডেপুটি ম্যানেজারকে দেখতে পেত তার ফাইলের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে, মনে হবে যেন ওগুলি সমস্ত তারই হেফাজতে। ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে হয়ে সে তার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে ডেপুটি ম্যানেজার হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন: 'ও আপনি এখনো চলে যান নি।' কে-র দিকে তিনি ফিরে দাঁড়ালেন—তার মুখের ওপরকার গভীর রেখাগুলি যেন তার ক্ষমতার চিহ্ন, বেশি বয়সের নয়। এবং আর কোনো কথা না বলেই আবার কাগজপত্র হাতড়াতে আরম্ভ করলেন। 'আমি চুক্তির একটি অনুলিপির খোঁজ করছি।' তিনি বললেন 'ওই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির ধারণা সেটি আপনার কাগজপত্রের মধ্যেই আছে। কাগজটা খুঁজে পেতে আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করবেন না?' কে এক পা এগিয়ে গেল, কিন্তু ডেপুটি ম্যানেজার বললেন: 'ধন্যবাদ, আমি কাগজটা এখন খুঁজে পেয়েছি,' এবং স্পষ্টতই বিভিন্ন দলিলের একটা বিশাল মোড়ক হাতড়ে নিয়ে তিনি তার অফিসে ফিরে গেলেন। নানা কাগজের ওই মোড়কের মধ্যে যে শুধু ওই প্রতিষ্ঠানেরই দলিল ছিল, তাই নয়। আরো অনেক দরকারী কাগজপত্রও ছিল।

কে নিজে নিজেই বলল, 'ঠিক এখন আমি তার সমকক্ষ নই। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত গোলমালগুলি একবার মিটে যাক, তখন সে-ই প্রথম বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল, আমি দেখব যাতে এর খেসারৎ তাকেও কড়ায় গণ্ডায় দিতে হয়।' এই কথাগুলি মনে আসতেই কে অনেকটা শান্ত বোধ করল। পরিচারককে, যে অনেকক্ষণ ধরে বারান্দার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল, তাকে কে বলল যে সে যেন একটা সময় বুঝে সুবিধামতো ম্যানেজারকে খবর দেয় যে সে কাজের ব্যাপারে একটু বাইরে গেছে। অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও এবার সে তার মামলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সময় দিতে পারবে, এই কথা মনে হতেই সে আনন্দে প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠল। তারপর সে ব্যাঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

একটুও দেরি না করে সেই ঠিকানার উদ্দেশে সে গাড়ি চালিয়ে দিল যেখানে চিত্রকর থাকে। সেটি শহরতলির ঠিকানা, এবং শহরের যেখানে আদালত তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। জায়গাটায় অত্যন্ত গরীব মানুষের বসতি। বাড়িগুলো আরো অন্ধকার, রাস্তাগুলি থেকে বরফ গলার ফলে বরফের মাথায় আস্তে আস্তে কাদা উঠে আসছে। বসতির ভাড়া ঘরে যেখানে চিত্রকর থাকে সেখানে দুপাল্লার বড় দরজার একটি পাল্লা হাট করে খোলা। আর একটি পাল্লার নিচে রাস্তার লাগোয়া যে জায়গাটা ঢালাই করা, সেখানে বিরাট একটা গর্ত। সেখান থেকে কে একটু এগিয়ে দেখতে পেল, গা ঘিন ঘিন করা হলদে রঙের কি রকম একটা গরম ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একরকম তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে। একটা ধেড়ে ইঁদুর পাশের নালায় লাফিয়ে পালাল। সিঁড়ির ঠিক নিচে একটি শিশু উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে বিকট স্বরে চিৎকার করছে, কিন্তু সেই চিৎকার কদাচিৎ কারো কানে যাবে কারণ বাড়ির প্রবেশপথের অন্যদিকে টিনমিস্ত্রীর কারখানা। ওখান থেকে তখন কান কালা করে দেবার মত আওয়াজ আসছিল। কারখানার দরজা খোলা, তিনজন হবু মিস্ত্রী কি যেন একটি বস্তু অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। দেওয়ালের ওপর টাঙানো একটা বিশাল টিনের পাত এক বিবর্ণ আলো মেলে ধরছে। দুই শিক্ষার্থীর মধ্যে এসে পড়া সেই আলো যেন তাদের মুখ এবং অ্যাপ্রনের রঙ উদ্ভাসিত করে তুলেছে। কে এসবের দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মাত্র, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পরিবেশ থেকে সে পালাতে চায়। সে চিত্রকরকে শুধুমাত্র কয়েকটি গূঢ় প্রশ্ন করবে এবং তারপর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে ফিরে যাবে। ব্যাঙ্কে তার কাজ দিনের অবশিষ্ট সময়ের মত লাভজনক হবে যদি সে এখানে যে আশা নিয়ে এসেছে তা পূরণ হয়। চারতলার ওপর যখন সে গিয়ে পৌঁছল, তখন তার সিঁড়ি ভাঙার গতি একটু আস্তে করতে

হল—তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল, বাড়ির সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি এবং এক তলা থেকে অন্য তলা সামঞ্জস্যহীনভাবে উঁচু, আর চিত্রকরটি অনুমান করা যায়, সব থেকে ওপরে চিলে কোঠায় থাকে। বাতাস কেমন সেখানে ভারী; সিঁড়িগুলির পাশে কোনো শূন্য জায়গা নেই—তার দুদিকেই বৈচিত্র্যহীন ফাঁকা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় একপ্রকার খুব উঁচুতে একটি করে ছোট্ট জানালা দেখা যায়। ঠিক কে যখন একটু থামল নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য, বেশ কয়েকজন যুবতী একটি ফ্ল্যাট থেকে দৌড়ে বেড়িয়ে গেল। সিঁড়ির কাছে তার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তারা হাসছিল। কে ধীর গতিতে তাদের অনুসরণ করল, তাদেরই একজন হোঁচট খেল, কে তাকে ধরে ফেলল। হোঁচট খাওয়ার জন্য সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে এগিয়ে যেতে পারেনি। সে পেছনে পড়ে থাকল। কে তার হাত ধরে তুলল। তারা যখন সিঁড়ির ওপর একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল: 'এখানে কি টিটোরেল্লি নামে একজন চিত্রকর থাকে।'

মেয়েটির মেরুদণ্ডে বোধহয় কোনো বিকৃতি আছে, দেখে মনে হয় বড় জোর তেরো হবে। কনুই দিয়ে সে তাকে ধাক্কা মারল যেন কে-র প্রশ্নে কত কিছুই না সে বুঝে গেছে। তার তারুণ্য অথবা অঙ্গ বিকৃতি তাকে ভ্রষ্ট চরিত্র থেকে বিরত করতে পারেনি। সে হাসল না পর্যন্ত। নিষ্পলক ভাবে তীক্ষ্ণ ও প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে বড় বড় চোখ করে সে কে-র দিকে তাকিয়ে থাকল। কে এমন একটা ভান করল যে মনে হবে সে এমন অদ্ভুত ব্যবহারের কিছুই তেমন লক্ষ্য করেনি। সে আবার জিজ্ঞাসা করল: 'চিত্রকর টিটোরেল্লিকে তুমি চেনো?' মেয়েটি মাথা নাড়ল। এবার তার প্রশ্ন করার পালা: 'তুমি কি জন্য তার খোঁজ করছ?' কে-র মনে হল, এই বোধহয় একটা ভালো সুযোগ, হাতেও যখন একটু সময় আছে তখন টিটোরেল্লি সম্পর্কে যতটা পারা যায়, জেনে নেওয়া উচিত। 'আমি তাকে দিয়ে আমার একটা প্রতিকৃতি আঁকাতে চাই,' কে বলল। 'তোমার ছবি আঁকতে?' সে কে-র কথার পুনরাবৃত্তি করল, সেই সঙ্গে তার চোয়ালটাও যেন খুলে বেরিয়ে এল, কে-র গালে এমন ভাবে মৃদু এক চাপড় দিল, যে মনে হবে কে অদ্ভুত কিছু, অথবা কিছু একেবারেই অপ্রত্যাশিত কিম্বা বোকার মত কোনো প্রশ্ন করে ফেলেছে। মেয়েটি তার সংক্ষিপ্ত স্কার্ট দুহাত দিয়ে ওপর দিকে তুলে অন্য অন্য মেয়ের পিছু ধরতে এবার যতখানি সম্ভব জোরে দৌড় দিল। দূর থেকে তাদের চিৎকার অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। তা সত্ত্বেও, সিঁড়ির একেবারে ঠিক পরের বাঁকেই কে তাদের মধ্যে গিয়ে পৌঁছাল। স্পষ্টতই কুঁজো মেয়েটি কে কেন সেখানে এসেছে, তার উদ্দেশ্য আর আর মেয়েদের কাছে বলে দিয়েছে। এবং তারা মনে

হল সেজন্যই ওখানে কে-র জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা সিঁড়ির দু-পাশে, দেয়ালে হেলান দিয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে। নিজেদের প্রায় দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছিল কে-র জন্য যাবার রাস্তা সহজ করে দেবার জন্য। তারা দুহাত দিয়ে স্কার্ট নামিয়ে তার পাট মসৃণ করতে চেষ্টা করছিল। তাদের মুখে ছেলেমানুষির সঙ্গে কেমন যেন সারল্যের অভাব মিশে, যা কে-কে তৎপর করে তুলল ওই দৃষ্টির শাস্তি-ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে, ওদের দু-দিকের দুই সারির মধ্যে দিয়ে দৌড়ে পালাতে। মেয়েদের সারির মাথায়, যারা এতক্ষণে হাসির ছররা ছুটিয়ে কে-র পেছনে এসে জড়ো হয়েছে, কুঁজো মেয়েটি দাঁড়িয়ে তাকে রাস্তা দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি। মেয়েটিকে ধন্যবাদ। সে সোজা ঠিক দরজার সামনে গিয়ে হাজির হতে পারল। কে ঠিক করেছিল প্রধান সিঁড়ি দিয়ে যাবে, কিন্তু মেয়েটি পাশের একটা সিঁড়ি ইশারায় দেখিয়ে দিল। সিঁড়িটি প্রধান সিঁড়িরই অন্য একটা শাখা, টিটোরেল্লির ঘরের দিকে চলে গেছে। এই সিঁড়িটা আরো বেশি সঙ্কীর্ণ, খুবই লম্বা অথচ কোনো বাঁক নেই। সেই জন্য সিঁড়ির সমস্তটাই দেখা যায়, সিঁড়িটা হঠাৎই গিয়ে মিশেছে শুধুমাত্র টিটোরেল্লির দরজার সামনেই গিয়ে। সিঁড়ির বাকি অংশের তুলনায় এই দরজাটা অপেক্ষাকৃত আলোয় উজ্জ্বল।

দরজার ওপর কোনাকুনি ভাবে সেখানে একটা ছোটো ফ্যানলাইট জ্বালানো। দরজার কাঠের তক্তাগুলির ওপর কোনো রঙ নেই, ওরই একটার ওপর আঁকাবাঁকা অক্ষরে লাল দিয়ে লেখা টিটোরেল্লির নাম। দেখলেই বোঝা যায় দ্রুত ব্রাশ টেনে লেখাগুলি আঁকা। কে তার পথপ্রদর্শককে নিয়ে সিঁড়ির সবেমাত্র অর্ধেকটা পার হয়েছে, এমন সময়, অনেকগুলি পায়ের আওয়াজে স্পষ্টতই বিরক্ত হয়ে দরজার অর্ধেকটা খুলে একজন উঁকি মারল। গায়ে তার রাত্রে পরার একটা শার্ট মাত্র। 'ওঃ!' অতজনের এগিয়ে যাওয়া ভীড় দেখে সে চীৎকার করে উঠল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কুঁজো মেয়েটা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল এবং অন্যান্য সমস্ত মেয়েরা কে-র পেছনে এসে জড়ো হল যাতে সে আরো দ্রুত এগিয়ে যায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই মেয়েরা সিঁড়ির ওপর দিকে উঠে যাচ্ছিল যখন চিত্রকর দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে যতটা পারা যায় মাথা নামিয়ে কে-কে ঘরে আসতে আহ্বান জানাল। আর ওই মেয়েগুলিকে, সে তাদের তাড়িয়ে দিল। সে তাদের এক-জনকেও ঢুকতে দেবে না, অনুরোধ উপরোধ করে অনুমতি নিয়েই হোক, অথবা জোর করেই চেষ্টা করুক, কোনোরকমেই তারা ঢুকতে পারবে না। সে তার

হাত প্রসারিত করে তাদের আটকাচ্ছিল, তবে কুঁজো মেয়েটি তার প্রসারিত হাতের নিচ দিয়েই চকিতে ঘরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সে তাকে ছাড়ল না, পিছু ধাওয়া করে তার স্কার্ট ধরে ফেলল, তারপর তাকে মাথার ওপর বার কয় চরকির মত ঘুরপাক দিয়ে দরজার সামনে অন্য অন্য মেয়েদের সামনে বসিয়ে দিল। যদিও সে আর দরজা আগলে নেই, চৌকাঠ পার হবার জন্য পা বাড়িয়েছে, তবু মেয়েরা আর ঘরে ঢুকতে সাহস করল না। কে এ সবের কোনো অর্থ খুঁজে বার করতে পারল না, কারণ তার ধারণা এদের সকলের সঙ্গে চিত্রকরের সম্পর্ক পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত। বাইরে দাঁড়ানো মেয়েরা একজন আর একজনের পেছনে দাঁড়িয়ে সারসের মতো ঘাড় উঁচু করে ঘরে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। বাইরে দাঁড়ানো মেয়েরা চিত্রকরের সঙ্গে চিৎকার করে নানা রকম ঠাট্টা তামাসা করছে, যার অর্থ কে বুঝতে পারে না। এবং চিত্রকরও হাসছিল কুঁজো মেয়েটাকে প্রায় বাতাসে ছুঁড়ে দেবার সময়। যাই হোক, সে দরজা বন্ধ করে দিল, এবং আরো একবার কে-র সামনে আনত হল, এবং দু হাত কে-র দিকে প্রসারিত করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমিই চিত্রকর টিটোরেল্লি।' কে পেছনের দরজা, যেখানে তখনো মেয়েগুলি দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছে সেদিকে আঙুল নির্দেশ করে বলল: 'মনে হয় তুমি এখানকার সকলেরই খুব প্রিয়।' 'ওঃ, এই ছুঁড়িগুলো?' গলার কাছে জামার বোতামটা আটকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে সে বলল। চিত্রকরের পায়ে জুতো ছিল না, এবং নাইট শার্ট ছাড়া আর গায়ের পোশাকের মধ্যে শুধুমাত্র ছিল দু পা ঢুকে যায় এমন ঢলঢলে একটা হলুদ রঙের সুতীর ট্রাউজার—কোমরে বেল্ট দিয়ে বাঁধা, বেল্টের লম্বা প্রান্তটি এদিক সেদিক ঝুলছে। 'এই ছুঁড়িগুলো একটা আসল উপদ্রব,' সে বলে চলল, তখন সে শার্টের বোতাম লাগাবার চেষ্টায় ক্ষান্তি দিয়েছে, কারণ সেই মুহূর্তে তার শার্টের সেই বোতামটা খুলে বেরিয়ে এসেছে। একটা চেয়ার টেনে এনে সে অনুরোধ করল কে যাতে বসে। 'একবার মাত্র আমি ওদের একজনের ছবি এঁকেছিলাম—যারা ওখানে বসে তাদের অবশ্য কাউকে নয়। কিন্তু তারপর থেকে ওরা আমাকে ওদের ছবি আঁকতে ক্রমাগত পীড়ন করে চলেছে। ঘরে যখন থাকি তখন আমি ঢুকতে দিলেই শুধু তারা আমার ঘরে ঢুকতে পারে, কিন্তু যখনই আমি বাইরে যাই, তখন ওদের কেউ না কেউ দেখা যাবে ঘরে ঢুকে বসে আছে। ওরা আমার দরজার একটা চাবিও বানিয়ে নিয়েছে, এবং ওরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একজন করে চাবি নিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, কি পরিমাণ বিরক্তিকর এই সমস্ত। আপনাকে একটা উদাহরণ দিই। ধরুন আমি কোনো

ভদ্রমহিলাকে ঘরে নিয়ে এলাম যার প্রতিকৃতি আমি আঁকতে চাই। ঘরের দরজা খুলে আমি দেখতে পেলাম ওই কুজো ছুঁড়িটা ওখানে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আমার রঙের ব্রাশ দিয়ে ঠোঁট লাল করছে। তখন দেখা যাবে ওর বাচ্ছা বোন-গুলো যাদের ওপর ওর সব সময়েই চোখ রাখার কথা, সমস্ত ঘরময় গড়াগড়ি দিচ্ছে, এবং ঘরে আনাচে কানাচে সব কিছু লণ্ড-ভণ্ড করে ফেলেছে। অথবা, ঘটনাটা কাল রাত্রেই ঘটেছিল, আমি সাধারণত রাত করে বাড়ি ফিরি, এখানে বলা দরকার যে এ কারণেই আমার এমন বিশ্রী অবস্থা। ঘরটাও তাই এমন অগোছালো। আশাকরি কিছু মনে করবেন না। আমি দেরি করে বাড়ি ফিরি, তারপর কোনোরকমে যখন বিছানায় উঠতে যাই তখন বুঝতে পারি আমার পায়ের গোড়ালি যেন কে ধরে আছে, বিছানার নিচ থেকে তখন আমি বার করে আনি ওই বিরক্তিকর কীটগুলিরই একটাকে। আমার সঙ্গে যে কেন এমন আঠার মতো লেগে থাকে, বুঝতে পারি না। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে ওদের আমি মোটেও তেমন আশকারা দিই না। তাছাড়া আমার কাজেও এরা অত্যন্ত অসুবিধা সৃষ্টি করে। যদি না আমি আমার স্টুডিওর জন্য বিনাভাড়ায় এই থাকার জায়গাটা পেতাম তবে অনেক আগেই আমি তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকে চলে যেতাম।' ঠিক তখুনি দরজার পেছন থেকে যেন কতো সঙ্কোচ ও চিত্রকরের জন্য কতো চিন্তা ওদের, এমনই সুরে খুব নিচু গলায় কে বলল : 'টিটোরেল্লি, আমরা কি তোমার ঘরে একবার এখন আসতে পারি?' 'না।' চিত্রকরের উত্তর। আহ্লাদে গলায় সেই মেয়েটিই বলল : 'আমাকেও না?' 'না, তোমাকেও না' চিত্রকর বলল। কথাগুলি বলতে বলতে সে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে কে ঘরের চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, তার কখনো মনেই হয়নি এই জঘন্য গর্তটাকে কেউ আবার একটা ছবি আঁকার স্টুডিও আখ্যা দিতে পারে। কোনো দিকেই কেউ দু পায়ের বেশি এগোতে পারবে না। সম্পূর্ণ ঘরটা ঘরের মেঝে, দেওয়াল, ছাদ সব মিলিয়ে আবরণহীন কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী একটা বাক্স—তাও আবার কাঠের তক্তাগুলি ফাটা। কে-র ঠিক উল্টোদিকে একটা বিছানা, তার ওপর নানা ধরনের জিনিসপত্র বিছানো এবং বহুবর্ণের আচ্ছাদন পাতা। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ইজেলে হেলান দিয়ে লাগানো ক্যানভাস—ওপরটা তার একটা শার্ট দিয়ে ঢাকা। শার্টের হাতা দুটো মেঝে পর্যন্ত ঝুলছে। কে-র ঠিক পেছনেই একটা জানালা, সেখান থেকে বাইরের কুয়াশার মধ্য দিয়ে তুষারে ঢাকা পাশের বাড়ির ছাদের বাইরে দৃষ্টি আর কোনোমতেই এগুবে না।

ঘরের ভেতর থেকে চাবি লাগানোয় কে-র মনে পড়ল, সে সেখানে বেশিক্ষণ থাকার জন্য আসেনি। সেই মতো সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিত্রকরের উদ্দেশ্যে পণ্যপ্রস্তুতকারক ব্যবসায়ীর লেখা চিঠিটা হাতড়ে বার করে আনল। চিত্রকরের হাতে চিঠিটা দিয়ে সে বলল : 'এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি আপনার কথা জানতে পারি। শুনেছি, তিনি আপনার বন্ধু। আমি তারই পরামর্শমতো এসেছি।' চিত্রকর অত্যন্ত দ্রুত চিঠিটা পড়ে ফেলল এবং সেটি বিছানার ওপর চাপা দিয়ে রাখল। ব্যাঙ্কের মক্কেল যদি বেশ স্পষ্ট করে বলে না দিতেন তার সঙ্গে টিটোরেল্লির সম্পর্কের কথা, অথবা চিত্রকর অত্যন্ত গরীব এবং অনেকটা তার দাক্ষিণ্যের ওপরেই সে নির্ভরশীল তাহলে কারো মনে হতে পারে যে চিত্রকর তার মক্কেলকে তেমন একটা চেনেই না। অথবা তিনি যে কে, সে কথা ঠিক মনে করতেও পারছে না। তার ওপর চিত্রকর জিজ্ঞাসা করল : 'আপনি কি কোনো ছবি কিনতে এসেছেন, না আমাকে দিয়ে আপনার পোর্ট্রেট আঁকাতে চান ?' অবাক হয়ে কে চিত্রকরের দিকে তাকাল। চিঠির মধ্যে তাহলে কি লেখা থাকতে পারে ? কে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছিল যে পণ্যপ্রস্তুতকারক ভদ্রলোক মোটামুটি ভাবে টিটোরেল্লিকে জানিয়েছেন কে কেন এখানে এসেছে এবং তার মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর করা ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এখন সে বুঝতে পারছে যে এমন বেপরোয়া এবং অস্থির হয়ে এভাবে সঙ্গে সঙ্গে লোকটার কাছে আসা উচিত হয়নি তার। কিন্তু তাকে এখন প্রাসঙ্গিক কিছু না কিছু একটা উত্তর দিতে হবে। সুতবাং ইজেলের দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে সে বলল : 'ঠিক এখনই কি আপনি একটা ছবি আঁকার কাজে হাত লাগিয়েছেন ?' 'হ্যাঁ।' টিটোরেল্লি বলল। 'ইজেলের ওপর থেকে শার্টটা সরিয়ে দিতে হবে।' শার্টটা খুলে নিয়ে সে সেটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল। শার্টটা খুলে নেবার সময় সে বলছিল : 'এটা একটা পোর্ট্রেট। বেশ ভালো কাজ, কিন্তু এখনো শেষ হয়নি।' মনে হবে কে-র ভাগ্য ভালো, কোর্টের কথাটার উল্লেখ করে তার মাথায় ঢুকিয়ে দেবার এই এক সুযোগ। কারণ দেখেই বোঝা যায়, এটি এক জজের প্রতিকৃতি। তাছাড়া অ্যাভোকেটের অফিসে যে পোর্ট্রেটটি টাঙানো আছে, তার সঙ্গে এটির অদ্ভুত মিল। সত্যি, ইনি এক আলাদা জজ, বেশ বলিষ্ঠ মানুষ, কালো ঘন জঙ্গলের মতো দাড়ি যা তার গালের দুপাশ পর্যন্ত বিস্তৃত ; তার ওপর অন্য পোর্ট্রেটটি তেল রঙে আঁকা, আর এটা হাল্কা টানে প্যাস্টেলে অস্পষ্ট স্কেচ মাত্র। তা সত্ত্বেও সব কিছু একসঙ্গে দেখলে মিলটা চোখে পড়ে, কারণ এখানেও জজ সাহেব হিংস্র চোখে উঁচু আসন থেকে তাকিয়ে আছেন, চেয়ারের দুই হাতলের ওপর দুই হাত

দৃঢ়ভাবে রেখে। 'ওটা নিশ্চয়ই কোনো জজ,' কে সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাইল। কিন্তু সাময়িকভাবে তার ইচ্ছা সম্বরণ করল। এবং ছবিটির কাছে, খুব কাছে সরে গেল যেন সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিটি দেখতে চায়। ছবিটির ঠিক মধ্যিখানে একটা বড়সড় চেহারা চেয়ারের উঁচু পিঠ ছাড়িয়ে উঠে আসছে, কিন্তু চেহারাটা কার, কে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না এবং সে চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করল ছবিটা সে কার আঁকছে। চিত্রকর বলল, ছবিটায় আরো কিছু কাজ দরকার, এবং টেবিলের ওপর থেকে একটা ক্রেয়ন সে হাতে তুলে নিল। ক্রেয়ন হাতে চিত্রকর স্কেচের দেহরেখার ওপর কয়েকটি দাগ বোলালো, কিন্তু তাতেও কের কাছে ছবিটা তেমন বোধগম্য হল না। 'এটি বিচার।' অবশেষে চিত্রকর বলল। 'এখন আমি চিনতে পারছি।' কে বলল। 'চোখের ওপর দেখছি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, আর এখানে দাড়িপাল্লা। কিন্তু আকৃতির গোড়ালিতে ডানা লাগানো, এবং আকৃতিটা কি উড়ছে না?' 'হ্যাঁ।' চিত্রকর বলল। 'আমাকে এই ভাবেই আঁকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসলে বিচার এবং জয়ের দেবী দুটি বিষয়কেই এই একটি ছবির মধ্যেই ধরে রাখা হয়েছে।' 'অবশ্যই এটা একটা ভালো মিলন নয়।' কে মৃদু হেসে বলল। 'বিচার অনড় ও স্থির হয়ে থাকবে তা না হলে বিচারের মানদণ্ডটি এদিক ওদিক দুলবে এবং তাকে সঠিক রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।' 'সে যাই হোক, কাজটা আমাকে যে দিয়েছে, তার নির্দেশ আমাকে শুনতেই হবে,' চিত্রকর বলল।

'নিশ্চয়ই' কে উত্তর করল। সে তার মন্তব্যে চিত্রকরকে আঘাত করতে চায় না। 'আপনি এমনভাবেই ছবিটাকে এঁকেছেন যে মনে হয় ছবির মূর্তিটি সব দিক থেকে উচু আসনের ওপরে দাঁড়িয়ে।' এ কথা শুনে চিত্রকর বলল, 'ঠিক তা নয়। কারণ ঐ চেহারার মানুষটাকেও দেখিনি এবং ওই আসনটাকেও না। এগুলি সবই আমার আবিষ্কার। তবে আমাকে বলা হয় কি আঁকতে হবে, এবং আমি তাই আঁকি।' 'তার মানে?' কে ইচ্ছা করেই এমন ভাব করল যে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। 'নিশ্চয়ই ছবিটি একজন জজের এবং তিনি বিচারকের আসনেই বসে।' 'হ্যাঁ।' চিত্রকর বলল। 'কিন্তু ইনি কোনো মতেই একজন বড় জজ নন, এবং জীবনে এমন উঁচু আসনে কখনো বসেন নি।' 'কিন্তু তা সত্ত্বেও তো আপনি তাকে এমন ভাবগম্ভীর ভঙ্গীতে বসিয়েছেন, কিন্তু কেন? তাকে এমনই এক আসনে বসানো হয়েছে যে দেখে মনে, হবে তিনিই আদালতের প্রেসিডেন্ট!' 'আসলে এরা শূন্যগর্ভ অথচ অত্যন্ত দাম্ভিক। কিন্তু এদের যারা উপরে, তারা এদের এমনভাবে ছবি আঁকাতে অনুমতি দেন। এদের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট এবং পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, তিনি কিভাবে তার নিজের

পোর্ট্রেট আঁকাবেন। শুধুমাত্র পোশাকের খুঁটিনাটি এবং আসনটা দেখেই এই ছবিটার বিচার করতে পারবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ ধরনের ছবিতে প্যাস্টেল মোটেও উপযোগী নয়।' 'হ্যা।' কে বলল। খুবই অবাক লাগছে যে আপনি প্যাস্টেলও ব্যবহার করেছেন।' 'আমার মক্কেল এ রকমই চেয়েছিলেন।' চিত্রকর বলল। 'একজন মহিলার জন্য তিনি এই ছবিটি করাচ্ছেন।' ছবিটিতে, মনে হয়, তার উদগ্র কামনাকে জাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সে শার্টের আস্তিন গুটিয়ে নিল, অনেকগুলি ক্রেয়ন হাতে তুলে নিল, এবং কে লক্ষ্য করল, ক্রেয়নের সূক্ষ্ম রেখা বুলিয়ে সে জজের মাথার চারপাশে একটা লাল আভার গোলক তৈরি করছে—সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে হতে সেই রঙের আভা লম্বা লম্বা রেখায় ছবির প্রান্তে গিয়ে মিশেছে। একটু একটু করে মাথার চারপাশে রঙের এই খেলায় এক বর্ণবলয় অথবা বলা যায় পরম বৈশিষ্ট্যের এক স্বাক্ষর আঁকা হয়ে চলেছে। কিন্তু বিচারের মূর্তিটি উজ্জ্বলই রাখা হয়েছে, শুধু জায়গায় জায়গায়, চোখে ধরা পড়ে না এমন সূক্ষ্ম ছায়ার তুলি বোলানো, এই ঔজ্জ্বল্যের কারণে পেছনের আবছা রঙের পটভূমি থেকে হঠাৎ যেন সামনে এসে হাজির হয়েছে, এমনকি জয়ের দেবীরও কোনো ইঙ্গিত নিয়ে আসে না, মনে হয় একেবারে যেন ব্যাধ কিম্বা বলা যায় চণ্ডালের দেবী। শিকারীর বিকট ধ্বনি দিতে দিতে বধ্য প্রাণীর দিকে এগিয়ে চলেছে। চিত্রকরের এই কারুকৌশল কে-কে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিভোর করে রাখল, শেষকালে নিজেই নিজেকে এই ভেবে দোষারোপ করল যে, যে-কাজ তাকে ওখানে নিয়ে এসেছিল, সে তার কিছুই আলোচনার জন্য তুলতে পারল না। 'এই জজের নাম কি?' হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল। 'আমার বলা বারণ।' কে-কে কোনোরকম আমল না দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে চিত্রকর ছবিটির ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল। অথচ এই অতিথিকেই একটু আগে সমাদরে চিত্রকর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। কে বুঝতে পারে, এ সমস্তই চিত্রকরের খেয়াল তাই এভাবে সময় নষ্ট হওয়াতে সে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করল। 'আদালতের বিশ্বাস আপনার ওপর আছে, এটা বোধহয় আমি ধরে নিতে পারি?' চিত্রকর সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রেয়ন নামিয়ে রাখল, সোজা হয়ে দাঁড়াল, এবং কে-র দিকে একটু হেসে তাকাল। 'অতএব আসল কথাটা এবার বেরিয়ে এল' সে বলল। 'আপনি তাহলে আদালত সম্পর্কে কিছু জাননে চান, আমার বোধহয় বলা দরকার অন্তত আপনার সুপারিশ পত্রে তাই-ই আমাকে বলেছে। কিন্তু আমার মন জয় করবার জন্য আপনি আমার ছবি নিয়ে কথা বললেন। অবশ্য এতে আমি কিছু মনে করিনি। আপনি কিভাবেই বা জানবেন, যে ঠিক এভাবে আমার মন

পাওয়া যায় না। না, না আপনাকে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে না।' কে-র অপরাধ স্বীকারের চেষ্টা দেখে চিত্রকর তীক্ষ্ণ স্বরে বলল। আবার সে শুরু করল, 'তাছাড়া আপনি যা বলেছেন, তা খুবই খাঁটি কথা। আমি আদালতের অত্যন্ত বিশ্বস্ত'। সে এবার একটু থামল। যেন কে-কে তার জানানো এ সমস্ত তথ্যগুলি হজম করতে একটু সময় দিল। এখন আবার দরজার বাইরে ওই মেয়েগুলোর গলার আওয়াজ তারা শুনতে পেল। মনে হল, চাবির গর্তের চারপাশে ওরা ভীড় করে আছে। সম্ভবত দরজার ফাটলের মধ্য দিয়েও তারা ঘরের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। কে ক্ষমা প্রার্থনার সমস্ত চেষ্টা ছেড়ে দিল, কারণ সে চায় না তাদের কথাবার্তায় অন্য কিছু এসে পড়ুক। অথবা সে এ-ও চায়নি যে চিত্রকর নিজেকে অযথা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ একজন বলে মনে করুক, যার কাছে পৌঁছনো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সে কারণেই সে জিজ্ঞাসা করল: 'আপনি কি কোনো সরকারী কাজে নিযুক্ত আছেন?' 'না।' চিত্রকরের কাঠখোট্টা সংক্ষিপ্ততম উত্তর। যেন এই প্রশ্ন করে তাকে ছোটো করা হয়েছে, ভাবখানা তার এমনই। কিন্তু কে চায় সে আরো কথা বলুক। তাই আবার সে বলল: 'এ ধরনের পদ, সরকারী অনুমোদন সরাসরি না থাকলেও প্রায়ই অনেক বেশি প্রভাব সম্পন্ন।' 'আমার বেলাতেও ব্যাপারটা ঠিক সে রকমই'। ভ্রূ কুঁচকে ঘাড় নাড়তে নাড়তে চিত্রকর বলল। 'পণ্যউৎপাদনকারী ভদ্রলোক কালকেই আপনার কথা আমাকে বলছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনাকে আমি সাহায্য করব কি-না। তাকে আমি জানিয়েছিলাম যে যে-ভদ্রলোককে সাহায্য করতে বলছেন, তিনি একদিন আসুন, আমার সঙ্গে এসে দেখা করুন। এবং আপনাকে এত তাড়াতাড়ি আসতে দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। মামলার ব্যাপারটা, নিশ্চয়ই আপনার মনের অনেকটা দখল করে আছে, অবশ্য সেটা অবাক হওয়ার মত কিছু নয়। খানিকক্ষণের জন্য আপনি কি কোটটা খুলে রাখবেন না?' যদিও কে ভেবেছিল খুব অল্প সময়ের জন্য সে ওখানে থাকবে, কিন্তু এই অনুরোধকে সে স্বাগত না জানিয়ে পারল না। সে অনুভব করল ঘরের বাতাস কেমন যেন দম বন্ধ করে দেয়, ইতিমধ্যে অনেকবার সে ঘরের এক কোনায় একটা ছোটো লোহার স্টোভ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে। স্টোভটা হয়ত অকেজো হয়েই পড়ে আছে, ঘরের গুমোট গরম যে কত অস্বস্তিকর তা বর্ণনাও করা যায় না। কে তার ওভারকোটটা খুলে ফেলল, কোটের বোতাম-গুলোও সে খুলতে শুরু করল। চিত্রকর বেশ ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলল: 'আমার গরম দরকার, আর এই জায়গাটাও বেশ আরামের, তাই না? সেদিক থেকে আমি বেশ ভালোই আছি।' এ কথা শুনে কে কিছুই বলল না। কারণ

তার অস্বস্তির কারণ যা হয়েছে, তা ঘরের উত্তাপ নয়, বরঞ্চ ঘরের চাপা বিষণ্ণ আবহাওয়া; ঘরে অনেকদিন হাওয়া ঢুকতে পারেনি। তার অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল তখনই যখন চিত্রকর তাকে বিছানার ওপর বসতে প্রায় যেন আকুতি জানাল, আর ইজেলের পাশে রাখা ঘরের একমাত্র চেয়ারটির ওপর সে নিজে বসে পড়ল। মনে হল টিটোরেল্লিও ঠিক বুঝতে পারে কেন কে তার বিছানার এক কোণে গিয়ে বসেছিল, কারণ সে তাকে বলছিল পা গুটিয়ে বিছানার ওপর বেশ আরাম করে বসতে; শুধু তাই নয়, অনিচ্ছুক কে-কে ঠেলা মেরে বিছানার মাঝখানে গোটানো চাদর ও বালিশগুলোর মধ্যে প্রায় ডুবিয়ে দিল। তারপর টিটোরেল্লি আবার তার চেয়ারে ফিরে এল এবং অবশেষে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি করল যা কে-কে আর সমস্ত কিছু ভুলিয়ে দিল। 'আপনি কি নির্দোষ?' চিত্রকর জিজ্ঞাসা করল। 'হ্যাঁ', কে বলল। এই প্রশ্নের জবাব দিতে পেরে কে বাস্তবিক খুশি বোধ করল, কারণ সে একজন আদালতের বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলছে, তাই এর ফলাফল নিয়ে তার ভয় পাবার কিছু নেই। এ পর্যন্ত এমন খোলামেলা প্রশ্ন কেউ তাকে করেনি। তার এই খুশির সম্পূর্ণ স্বাদ পেতে সে যোগ করল: 'আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।' 'আচ্ছা', মাথা নামিয়ে যেন কত কিছু চিন্তা করছে এমন একটা ভঙ্গী এনে বলল চিত্রকর। হঠাৎ মাথা উঁচু করে আবার বলল: 'আপনি যদি নির্দোষই হয়ে থাকেন, তো ব্যাপারটা তো খুবই সহজ।' কে-র চোখে কালো ছায়া নেমে এল; এই লোকটা যে নাকি আদালতের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন—সে এমন ছেলেমানুষের মত কথা বলছে কি করে? 'আমার নির্দোষিতার ব্যাপারটা মোটেও সহজ হয়ে উঠছে না' কে বলল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু না হেসে পারল না। এবং তারপরেই আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। 'অনেক সূক্ষ্ম ছোটোখাটো বিষয়ের বিরুদ্ধে আমাকে এমনভাবে লড়তে হয় যাতে শেষ পর্যন্ত আদালতই হারে। কিন্তু আমার এসমস্ত চেষ্টার শেষেও, এমনকি একেবারে শূন্য থেকেই জোড়া দিয়ে দিয়ে অপরাধের বিশাল এক আস্তরণ যেন অলক্ষ্যে তৈরি হয়ে যায়।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই,' যেন অকারণে কে তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে ফেলছে, এমনভাবে চিত্রকর বলল। 'কিন্তু তা হলেও তো আপনি নিরপরাধী?' 'কেন, নিশ্চয়ই,' কে বলল। 'আসল কথা ওটাই,' চিত্রকর বলে। তর্ক দিয়ে তাকে টলানো যায় না, তা সত্ত্বেও তার এমন নিশ্চিত কথা থেকে বোঝা যায় না সে তার স্থির বিশ্বাস অথবা নির্লিপ্ততা—কিসের ওপর ভর করে কথাগুলি বলছে। কে চেয়েছিল, প্রথমেই এ নিয়ে নিশ্চিত হতে, সে তাই বলল: 'আপনি এই আদালতটিকে আমার চেয়েও বেশি জানেন, নানা লোকের কাছ থেকে শুনে এবং তাদের অবস্থা দেখে যতটুকু বোঝা

সম্ভব তার বেশি যে আমি আর কিছুই জানি না, সে সম্পর্কে আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ। কিন্তু এরা সকলেই অন্তত একটি বিষয়ে একমত যে কারো বিরুদ্ধে আদালত তুচ্ছ কারণে কোনো অভিযোগ দায়ের করে না; আর আদালত যখন কাউকে অভিযুক্ত করে, তখন অপরাধ সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস নিয়েই তা করে, এবং একমাত্র প্রচুর কাঠ-খড় পুড়িয়েই আদালতকে এই বিশ্বাস থেকে নড়ানো যায়।' 'এইটেই কি সব থেকে কষ্টকর?' চিত্রকর একটা হাত ওপরে বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল। 'কোনো মামলাতেই আদালতকে তার সেই বিশ্বাস থেকে কখনোই সরানো যায়নি। যদি সব কজন জজের মূর্তি আমাকে একটা ক্যানভাসের ওপর একসারিতে আঁকতে হত, এবং যদি আপনাকে আপনার মামলা নিয়ে সেই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সওয়াল করতে হত, তবে হয়ত আপনার সওয়াল সফল হলেও হতে পারত। অন্তত আসল আদালত থেকে ওই অবস্থায় অনেক বেশি সুরাহা হওয়া সম্ভব।' 'তাই বলুন', সে যে শুধুমাত্র চিত্রকরের কাছ থেকে খোঁজ খবর করতেই চেয়েছিল, সে কথা যেন ভুলে গিয়েই কে বলল।

আবার একটি মেয়ের গলার স্বর দরজার বাইরে থেকে যেন পাইপের মধ্যে দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলো: 'টিটোরেল্লি, লোকটা কি তাড়াতাড়ি বিদেয় হবে না?' কে-র ঘাড়ের ওপর দিয়ে চিত্রকর চিৎকার করে বলল, 'ওখানে চুপ করে থাক। দেখতে পারছ না আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছি'। কিন্তু মেয়েটিকে থামায় কার সাধ্য। সে জিজ্ঞাসা করল 'তুমি কি ওরও ছবি আঁকতে চলেছ।' এবং যখন চিত্রকর কোনো জবাব দিল না সে বলে চলল: 'লক্ষ্মীটি, ওর ছবি এঁকো না, লোকটা কি কুৎসিৎ।' অন্য অন্য মেয়েরাও চেঁচিয়ে তার কথায় সায় দিল। যদিও তাদের সমস্বর কলরোল পাকিয়ে তুলেছিল। চিত্রকর লাফিয়ে দরজার কাছে গেল, দরজাটা একটু ফাঁক করায় কে দেখতে পেল মেয়েগুলোর হাত সামনের দিকে সনির্বন্ধ আবেদনে করজোড়ে এগুনো। চিত্রকর বলল: 'তোমরা যদি গোলমাল বন্ধ না কর আমি তোমাদের সিঁড়ি দিয়ে নিচে ফেলে দেব। কোনোরকম আওয়াজ না করে এখানে সিঁড়ির ওপর সকলে বসে থাক।' বোঝাই গেল, তার কথা তারা তৎক্ষণাৎ মেনে নিল না, কারণ সে যেন হুকুম করছে সেইভাবে আবার চিৎকার করতে হল! 'তোমরা গোল্লায় গেছ, সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কি করছ!' তারপর সব কেমন নিশ্চুপ হয়ে গেল।

'আমাকে মাফ করবেন।' কে-র কাছে আবার ফিরে এসে চিত্রকর বলল। কে দরজার দিকে হয়ত তাকিয়েও দেখেনি, কিভাবে তাকে রক্ষা করতে হবে সেই সমস্ত ব্যাপারটা চিত্রকরের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি যখন চিত্রকর

নুয়ে পড়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করল, যাতে বাইরের মেয়েরা কিছু শুনতে না পায়, তখনো কে একটুও নড়েনি : 'এই মেয়েগুলোও আদালতের সম্পত্তি।' 'কি বললেন?' চিত্রকরের দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে কে চিৎকার করে বলল। চিত্রকর আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল, তারপর কিছুটা ঠাট্টা মিশিয়ে কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল : 'আপনি বুঝতেই পারছেন, সবকিছুই আদালতের জিম্মায়।' 'এই ব্যাপারটা আমার নজরেই আসেনি'—কে-র সংক্ষিপ্ত জবাব; চিত্রকরের সাধারণ বক্তব্য এই মেয়েগুলোর এই বিরক্তিকর উপস্থিতির অংশটুকু ছেঁটে ফেলে এক নতুন অর্থ যোগ করল। তা সত্ত্বেও কে দরজার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। দরজার ওপাশে, সিড়ির ওপর মেয়েগুলো চুপচাপ এখন বসে। ওদের একজন একটা খড়কুটো কাঠের ভাঙা দরজার ফোকড় দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে ওপর থেকে নিচে এবং নিচ থেকে ওপরে নাড়াতে লাগল।

'মনে হচ্ছে আদালত সম্পর্কে এখনো আপনার কোনো ধারণা হয়নি', চিত্রকর তার দু পা দুদিকে ফাঁক করে মেঝের ওপর জুতো ঠুকতে ঠুকতে বলল। 'কিন্তু যেহেতু আপনি নির্দোষ, আপনার এসব না জানলেও চলবে। আপনার হয়ে আমিই সব ব্যবস্থা করব।' 'আপনিই বা এত সব করবেন কি ভাবে।' কে জিজ্ঞাসা করল। 'কারণ একটু আগে আপনিই আমাকে বলেছেন যে আদালতের কাছে প্রমাণের তেমন গুরুত্ব নেই।' 'আমি বলেছিলাম আদালতের কাছে যদি কেবলমাত্র কেউ কোনো প্রমাণ নিয়ে আসে তবে সে সম্পর্কে আদালত তেমন গুরুত্ব দেয় না', চিত্রকর এই কথা বলে তার একটা আঙুল তুলল যেন কে এই সূক্ষ্ম প্রভেদটুকু বুঝতে অসমর্থ। 'কিন্তু সব কিছুর নেপথ্যে একজনের চেষ্টার ব্যাপারটা আলাদা, এবং এই চেষ্টা চালানো হয় আলোচনার ঘরে, লবিতে অথবা উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি ছবি আঁকার এই ঘরে।' এখন চিত্রকর যা বলছে, কে-র কাছে তা মোটেও তেমন আর অবিশ্বাস্য মনে হল না। বস্তুত, অন্য অন্য লোকের কাছ থেকে সে যা শুনেছে, চিত্রকরের কথা তার সঙ্গে মিলে যায়। অধিকন্তু, এসব কথা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। যদি জজ, বাইরের সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ অ্যাডভোকেট যার ওপর খুব বেশি জোর দিচ্ছে, তবে চিত্রকর এবং এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ ভারপ্রাপ্ত ফাঁপা কর্মীদের সম্পর্কও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত তা অবহেলা করার মত নয়। কে তারপাশে ক্রমে ক্রমে যে সমস্ত সাহায্য-কারী জোগাড় করছে তাদের মধ্যে চিত্রকর একটি উৎকৃষ্ট সংযোজনা। তার সংগঠন দক্ষতা একসময় ব্যাঙ্কের গর্ব ছিল, এবং এখন যে তাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের

দায়িত্বে নিজের ওপর নির্ভর করেই যা কিছু করার করতে হবে সেটা তাকে তার সেই দক্ষতা প্রমাণের আর একটা প্রকৃষ্ট সুযোগ এনে দেবে। টিটোরেল্লি লক্ষ্য করল, তার কথা কে-র ওপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং পরে সামান্য অস্বস্তির সঙ্গে বলল : 'সম্ভবত আপনার মনে হয়েছে আমি প্রায় একজন আইনজ্ঞর মতো কথা বলছি, তাই না ? তার কারণ আদালতের ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ-কালের সম্পর্ক, যার ফলে আমার মনোভাব এভাবে তৈরি হয়েছে। এ থেকে আমার অনেক সুবিধা হয়, তবে অবশ্যই চিত্রকর হিসাবে আমি আমার সৃষ্টির আবেগ অনেকটা হারিয়ে ফেলেছি।' 'যাই হোক, আমি প্রথম থেকেই শুরু করছি। জজের সংস্পর্শে আপনি এলেন কি করে ?' কে জিজ্ঞাসা করল, তাকে কাজে লাগাবার আগে সে প্রথমেই চিত্রকরের বিশ্বাস অর্জন করতে চায়। 'ব্যাপারটা খুবই সাধারণ', চিত্রকর বলল। 'উত্তরাধিকার সূত্রে আমার এই যোগাযোগ পাওয়া। আমার আগে আমার বাবা আদালতের চিত্রকর ছিলেন। এই একটিই পদ আছে যা বংশানুক্রমে পাওয়া যায়। এসবে নতুন লোক কোনো কাজেই আসে না। বিভিন্ন পদমর্যাদার ভদ্রলোকদের ছবি আঁকার জন্য নানারকম জটিল ও ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে, এবং সেই সব সম্পর্কে ধারণা কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। ওই ওপরের সিন্দুকের মধ্যে আমি আমার বাবার সমস্ত ড্রইং রেখে দিয়েছি, ওগুলো আমি কাউকে দেখাই না পর্যন্ত। এবং যে এই সমস্ত ড্রইং বেশ ভালভাবে অনুশীলন করে সেই সম্ভবত জজের প্রতিকৃতি আঁকতে পারে। তা সত্ত্বেও যদি এগুলো হারিয়েও যেত নিজে নিজে এদের সম্পর্কে আমি এত কিছু ধারণা সংগ্রহ করে মাথায় রেখেছি যে যে-কোনো জজই আসুন না কেন, তার কাছেই আমার এই পদ পাকা থেকে যাবে। কারণ প্রত্যেক জজই তার প্রতিকৃতি যেন পুরোনো দিনের বিশিষ্ট ও মহৎ কোনো বিচারকের মতো করে আঁকা হয়, তার জন্য চাপ দেন। এবং আমি ছাড়া সে ভাবে আর কেউই আঁকতেও জানেন না।' 'আপনি যে কাজ করছেন, তা অন্যের ঈর্ষার কারণ হতে পারে।' ব্যাঙ্কে তার নিজের পদমর্যাদার কথা ভাবতে ভাবতে কে কথাগুলি বলল। 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, আপনাকে কেউ টপকে যেতে পারবে না ?' বেশ গর্বের সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিত্রকর উত্তর দিল, 'এবং সেই কারণের জন্যেই প্রায়ই আমি গরীব লোককে মামলার ব্যাপারে সাহায্য করার চেষ্টা করি।' 'কিন্তু আপনি কিভাবে তা করেন ?' যেন তখনো কে নিজেই গরীব বেচারা হিসাবে বর্ণিত হয়নি তেমন করেই সে এই প্রশ্ন করল। কিন্তু এসব কথায় টিটোরেল্লি নিজেকে ভেড়াতে অস্বীকার করল এবং সে বলে চলল : 'আপনার ব্যাপারে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যেহেতু আপনি

সম্পূর্ণ নির্দোষ, এই ব্যবস্থাটাই আমি নেব।' বারে বারে তার নির্দোষিতার উল্লেখ ইতিমধ্যেই কে-র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাল। মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে তার নির্দোষিতার এই ক্রমাগত উল্লেখে তার সম্পর্কে একটা সাদামাঠা ধারণা ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এতে হয়ত মামলার ফলাফল ভাল হবে এবং এই হিসেবে চিত্রকরের সাহায্য কাজেরও হবে। কিন্তু তার এত সমস্ত সন্দেহ সত্ত্বেও কে চুপ করে থাকল এবং চিত্রকরের কথায় বাধা দিল না। টিটোরেল্লির সাহায্য নিতে অস্বীকার করতে সে প্রস্তুত ছিল না, অন্তত এটুকু সে মনে মনে ইতিমধ্যেই ঠিক করে নিয়েছিল। অ্যাডভোকেটের চেয়ে অন্তত বেশি সন্দেহজনক এই চিত্রকর নয়। বস্তুত, সে চিত্রকরের সাহায্যের প্রস্তাব অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করছে। বিশেষ করে তার প্রস্তাব সরাসরি এমন অকপট এবং খোলামনে করা হয়েছে বলে।

টিটোরেল্লি তার চেয়ারটা বিছানার কাছে টেনে এনে নিচু গলায় আবার বলতে আরম্ভ করল : 'আমি আপনাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি, মামলার অভিযোগ থেকে আপনি কি ধরনের নিষ্কৃতি চান? এ ব্যাপারে তিনটি সম্ভাবনা আছে। সেগুলো হল ; বেকসুর খালাস, লোক দেখানো নিষ্কৃতি, অথবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মামলার শুনানী স্থগিত রাখা। বেকসুর খালাস হলেই অবশ্য সবথেকে ভাল, কিন্তু এই ধরনের রায় পেতে গেলে যে প্রভাব থাকা দরকার, আমার বিন্দুমাত্র তা নেই। যতদূর আমি জানি, এমন একজনও নেই যে তার প্রভাব খাটিয়ে বেকসুর খালাস করিয়ে দিতে পারে। তবে হতে পারে একমাত্র নির্দিষ্ট কারণে। তা হল আসামীর নির্দোষিতা। যেহেতু আপনার কোনো দোষ নেই, অতএব আপনার মামলাটার সমস্তটুকুই সাজানো। আপনার পক্ষে রায় সম্ভব হবে একমাত্র আপনার এই নির্দোষিতার ওপর ভিত্তি করে। তবে সেক্ষেত্রে আপনার আমার অথবা আর কারো সাহায্যের দরকার হবে না।'

এমন স্বচ্ছ ব্যাখ্যায় কে প্রথমে একটু হতচকিত হল, কিন্তু সে-ও চিত্রকরের মতই চাপা গলায় উত্তর করল 'আমার মনে হচ্ছে আপনি আপনার নিজের কথারই প্রতিবাদ করছেন।' 'কিভাবে?' একটু হেসে, পেছনে হেলান দিয়ে শান্ত গলায় চিত্রকর জিজ্ঞাসা করল। মৃদু হাসি কে-র মনে এই সন্দেহের সৃষ্টি করল যে চিত্রকর বোধহয় তার নিজের বক্তব্যের চেয়ে আদালতের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মেই যে স্ববিরোধিতা আছে তাই প্রকাশ করে দেবে। যাইহোক, সে বিন্দুমাত্র লজ্জা পেল না। কিন্তু বলে চলল : 'আপনি আগে বলেছিলেন আদালত প্রমাণের কাছে অভেদ্য, তারপর আপনার কথার সঙ্গে কয়েকটি শর্ত যোগ করে বলেছিলেন, আদালতের সাধারণ অধিবেশনেই সব স্থির হয়, আর এখন

আপনি প্রকৃতপক্ষে যা বলছেন তা হল যে আদালতের সামনে নির্দোষ কারো কোনো সাহায্যের দরকার হয় না। এই কথাগুলিই স্ববিরোধী। কিন্তু, এই সঙ্গে আপনি যোগ করেছিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে কেউ মধ্যস্থতা করলে জজকে টলানো সম্ভব, আর এখন আপনি বলছেন, আপনারই মতে, কারো মধ্যস্থতায় বেকসুর খালাস পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। এই কথাগুলির মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় স্ববিরোধিতা'। 'এধরনের স্ববিরোধিতার ব্যাখ্যা সহজেই দেওয়া যায়।' চিত্রকর বলল। 'দুটি বিষয়ের পার্থক্য আমাদের অবশ্যই করা উচিত, আইনের দ্বারা কি প্রতিষ্ঠিত এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি কি আবিষ্কার করেছি; এই দুটি বিষয় আপনার গুলিয়ে ফেলা চলবে না। আইনের রীতি অনুসারে, আমি এ প্রসঙ্গে বলতে পারি যে আইন আমি পড়িনি, পরিষ্কারভাবে একদিকে বলা হয়েছে যে নির্দোষীরা মুক্তি পাবে, কিন্তু অন্য দিকে এমন কথা কোথাও উল্লেখ করা নেই যে বিচারকেরাও নানারকমের প্রভাবের কাছে নরম হয়ে পড়েন। এখন, আমার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি এপর্যন্ত একটি ক্ষেত্রেও বেকসুর খালাস হতে দেখিনি, এবং বহুক্ষেত্রেই আমি দেখেছি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় কাজ হয়েছে। এটা অবশ্য হওয়া সম্ভব যে, আমার জানা এতগুলি মামলার মধ্যে এমন একটিও ছিল না যেখানে অভিযুক্ত প্রকৃতপক্ষে নির্দোষ। কিন্তু তা কি সম্ভব নয়? এতগুলি মামলায় একটিওমাত্র নির্দোষ কারো বিরুদ্ধে মামলা নেই? এমন কি, আমি যখন ছোট আমি খুব মন দিয়ে বাবার গল্প শুনতাম, সেই সমস্ত মামলার খবর যেগুলি তিনি জানতে পারতেন; জজেরাও যারা তার স্টুডিওতে আসতেন সব সময়েই তাকে আদালতের নানা গল্প বলতেন, আমাদের মধ্যেও আলোচনার একমাত্র বিষয় হল এগুলো, যে মুহূর্তে আমি আদালতে উপস্থিত থাকার সুযোগ পাই, আমি তার পূর্ণ সুযোগ নিতে শুরু করি। অসংখ্য মামলা যখন বেশ চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌছেছে, সেগুলি আমি শুনি, যতখানি সম্ভব এবং আমার সাধ্যে যা কুলোয়, সেগুলি বোঝবার চেষ্টা করি—তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করছি এ পর্যন্ত আমি কোনো মামলায় অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস হতে দেখিনি।' 'বেকসুর খালাস একটি ক্ষেত্রেও হয়নি তাহলে' কে বলল। যেন সে নিজের কাছে নিজের আসার কথা বলছিল, 'অবশ্যই আদালত সম্পর্কে আমি যে ধারণা ইতিমধ্যে তৈরি করেছি আপনার কথায় তারই সমর্থন পাওয়া যায়। যে দিক থেকেই দেখা যাক না কেন, এটি একটি উদ্দেশ্যহীন প্রতিষ্ঠান। মাত্র একজন জল্লাদই যা দরকার তা করতে পারে।' 'সবকিছুই এক ছাঁচে ঢেলে দেখা আপনার পক্ষে অনুচিত', চিত্রকরের গলায় স্পষ্টতই অসন্তোষের সুর। 'আমি শুধু-

যাক আমার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলাম,' 'তাই যথেষ্ট,' কে বলল। 'অথবা আগে কেউ খালাস পেয়েছে বলে কখনো শুনেছেন?' 'এধরনের নিশ্চয়ই,' চিত্রকর উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই আগে অনেক হয়েছে। শুধু সেই ঘটনাগুলি প্রমাণ করা কঠিন। আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত হয় না, এমনকি বিচারপতিরাও তা যোগাড় করতে পারেন না। ফলে আমাদের কাছে ওই সমস্ত প্রাচীন মামলার কাহিনী গল্প কথার মত হয়ে আছে। এই সমস্ত কাহিনী থেকেই জানতে পারি অনেক অভিযুক্ত মামলা ওঠামাত্র খালাস পেয়েছে; আসলে এই সমস্ত গল্পগুলির অধিকাংশই যারা মুক্তি পেয়েছে, তাদের কথা, এগুলি বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে এই সমস্ত গল্পগুলি পুরোপুরি হিসেবের বাইরে রাখা ঠিক নয়, এদের মধ্যে কিছুটা অবশ্যই ঠিক। তাছাড়া এগুলি শুনতেও ভালো লাগে। এসব কাহিনী নিয়ে আমি নিজে অনেকগুলি ছবি এঁকেছি।' 'শুধুমাত্র গল্পকাহিনী আমার ধারণা বদলাতে পারে না,' কে বলল, 'তাছাড়া আদালতের কাছে এই সমস্ত গল্পকাহিনীর দোহাই পেড়ে কি কোনো লাভ আছে?' চিত্রকর হেসে ফেলল। 'কেউ তা করতে পারে না, কেউ না।' সে বলল। 'তাই ওই সব কথা বলে কোনো লাভ নেই।' কে বলল, চিত্রকরের মতের সঙ্গে সে যেন একমত হতে ইচ্ছুক। এমনকি যে সব ক্ষেত্রে অসম্ভব মনে হয়েছে, অথবা মনে হয়েছে স্ববিরোধী, কিম্বা অন্য রিপোর্ট যা সে আগে শুনেছে তার বিপরীত সে ক্ষেত্রেও। চিত্রকর যা বলেছে তার সত্যতা খোঁজ করার কোনো সময় এখন নেই, সেগুলি যে ঠিক নয়, সে কথা বলতে যে প্রমাণ দরকার, তার খোঁজ করার সময় আরো কম। নিদেনপক্ষে সে যা করবে বলে আশা করতে পারে তা এই লোকটির সাহায্য কোনো-না-কোনোভাবে পাওয়া, এমনকি এই সাহায্য যদি কোনো মীমাংসার দিকে না-ও নিয়ে যায়। সেই অনুসারে কে বলল 'সমস্ত হিসেবের বাইরে আমাদের দরকার বেকসুর খালাসের, তারপর, আপনি আরো দুটি সম্ভাবনার কথাও বলেছেন।' 'লোক দেখানো মামলা খারিজ এবং মামলাটা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা। এগুলিই একমাত্র সম্ভাবনা', চিত্রকর বলল। 'কিন্তু এসব নিয়ে কথা বলার আগে আপনি কি গায়ের জ্যাকেটটা খুলে রাখবেন না? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খুব গরম লাগছে।' 'হ্যাঁ', কে বলল। সে এতক্ষণ আর কিছু লক্ষ্য না করে দেখছিল চিত্রকর কেমনভাবে আদলতের কাজকর্ম অনাবৃত করছে। কিন্তু এখন যখন গরমের কথা বলা হল, সে বুঝতে পারল তার কপাল ঘামে ভিজে গেছে। 'এখানকার গরম প্রায় অসহ্য।' চিত্রকর সম্মতিতে মাথা নাড়াল যেন সে বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছিল কে-র অস্বস্তি। 'আমরা

জানালাটা খুলে দিতে পারি না?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'না'। চিত্রকর উত্তর করল, 'ওটা ছাতের দেওয়ালের মধ্যে আটকানো একটা কাঁচ মাত্র, এটা খোলা যায় না।' এতক্ষণে কে বুঝতে পারল যে সে এতক্ষণ বৃথাই আশা করছিল যে সে অথবা চিত্রকর কেউ না কেউ তাদের মধ্যে হঠাৎ জানলার কাছে গিয়ে সেটা খুলে দেবে। যদি বাতাসের সঙ্গে খানিকটা কুয়াসাও আসে তাও সে গলধঃকরণ করতে রাজী। বাইরের পরিচ্ছন্ন বাতাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে সে যেন মরিয়া হয়ে উঠল। এই গুমোটঘরে তার মাথা ঘুরতে লাগল। পালকের বিছানার ওপর দুহাত নামিয়ে আনল, হাতের পাতা বিছানার ওপর বিছিয়ে দিয়ে খুব ক্ষীণ গলায় বলল 'এটা খুবই অস্বস্তির এবং অস্বাস্থ্যকর'। 'ওঃ না না,' চিত্রকর তার ওই জানলার পক্ষ নিয়ে বলল। 'এটা সীল করা থাকায়, ঘরের তাপ দু জানালা বিশিষ্ট ঘর থেকে অনেক ভাল থাকে। যদিও জানলাটা একটা কাঁচ দিয়ে আটকানো। যদি আমি চাই ঘরে বেশ হাওয়া আসুক, যার অবশ্য তেমন দরকার নেই, কারণ ঘরের সব জায়গায় ফাটল আছে, তার মধ্য দিয়েই হাওয়া আসছে। তবে অতিরিক্ত বাতাস আমি সব সময়েই পেতে পারি। তেমন হলে একটা কিম্বা দরকার হলে দুটো দরজাও আমি খুলে দিতে পারি।'

এ কথায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে কে দ্বিতীয় দরজার খোঁজে ইতস্তত তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সে কি করছে, চিত্রকর দেখতে পেল এবং বলল: 'দরজাটা ঠিক আপনার পেছনেই, এর সামনে বিছানা রেখে আমার ওটা বন্ধ রাখতে হয়েছে।' শুধু তখনই কে দেওয়াল আটকানো ছোট্ট দরজাটা দেখতে পেল। 'এটা স্টুডিওর পক্ষে খুবই ছোট', চিত্রকর বলল যাতে কে ঘর নিয়ে আর কোনো-রকম সমালোচনা করার সুযোগ না পায়। 'আমি যেখানে পেরেছি, সেখানেই আমার জিনিসপত্র রেখেছি, অবশ্য বিছানা রাখার জায়গাটা মোটেও ভালো নয়, মানে ঠিক দরজার সামনে। যেমন ধরুন যে জজের ছবি আমি ঠিক এখন আঁকছি, সব সময়েই তিনি ওই দরজাটা দিয়ে ঘরে আসেন, এবং তাকে ঘরের একটা চাবিও দিয়ে দিতে হয়েছে আমাকে। কারণ যদি আমি বাইরে যাই তিনি যেন এসে আমার জন্য স্টুডিওতে অপেক্ষা করতে পারেন, তবে তিনি শুধু একেবারে ভোরের দিকেই আসেন, যে সময় আমি ঘুমিয়ে থাকি। কিন্তু আমার ঘুম যত গভীরই হোক না কেন, আমার বিছানার পেছনে হঠাৎ খুলে যাওয়া দরজায় চাবি ঘোরানো মাত্রই আমি জেগে উঠি। সেই সাত সকালে জজ বিছানার ওপর যখন এসে ওঠেন তখন তাকে যে ভাষায় শাপ শাপান্ত করে অভ্যর্থনা জানানো হয়, তা যদি শোনেন, তবে জজদের সম্পর্কে আপনার সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা চলে যাবে।

আমি অবশ্যই তার কাছ থেকে আবার চাবিটা নিয়ে নিতে পারি, তাতে অবস্থা আরো খারাপ হবে। তখন এখানে এই ঘরের যে-কোনো দরজাই ধাক্কা দিয়ে খোলা সম্ভব হবে।' যখন এই কথাবার্তা চলছিল, কে ভাবছিল যে জ্যাকেটটা সে খুলে রাখবে কি না, অন্তত এইটুকু সে বুঝতে পেরেছে যে যদি খুলে না রাখে তবে ঘরে আর টিকতে পারবে না, কাজে কাজেই জ্যাকেটটা খুলে ফেলল। যদিও সেটা হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখল যাতে চিত্রকরের সঙ্গে তার এই সাক্ষাৎকার শেষ হওয়া মাত্রই সময় বাঁচাতে আবার জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে নিতে পারে। জ্যাকেটটা তখনো সে পুরোপুরি খুলতে পারে নি যখন মেয়েগুলোর মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠল: 'লোকটা তার জ্যাকেট এক্ষুণি খুলে ফেলল।' কে বুঝতে পারে এই কথা শোনার পর সব কজন মেয়ে দরজার ফোঁকরের কাছে দাঁড়াল যাতে ঘরের ভেতরকার সম্পূর্ণ দৃশ্যটা দেখতে পারে।

'মেয়েরা ভাবছে,' চিত্রকর বলল, 'আমি বোধহয় আপনার ছবি আঁকতে চলেছি। এবং সে কারণেই আপনি গা থেকে জ্যাকেটটা খুলে রাখছেন।' 'বুঝতে পারছি,' কে বলল। কথাটা মোটেও তার মজার মনে হল না, কারণ আগের চেয়ে একটুও বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করল না। সে জিজ্ঞাসা করল: 'আপনি আর দুটি সম্ভাবনার কথা যেন কি বলেছিলেন?' সে এমন কি নামগুলিও ভুলে গেছে। 'লোক দেখানো মামলা খারিজ এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী', চিত্রকর বলল। 'এখন এটা নির্ভর করে আপনি এ দুটোর মধ্যে কোনটা পছন্দ করেন তার ওপর। আমি এ দুটোর যে-কোনো একটার জন্য আপনার হয়ে চেষ্টা করতে পারি, যদিও তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, এবং এই দুটি সম্পর্কে এটুকুই বলা যায় যে, এদের দুটোর মধ্যে তফাৎ—লোক দেখানো মামলা খারিজ দাবি করে দীর্ঘ বিরতির পর গভীর মনোনিবেশ, আর অনির্দিষ্টকালের জন্য মামলা মুলতুবী হলে আপনার সামর্থ্যের ওপর অপেক্ষাকৃত কম চাপ সৃষ্টি করবে, কিন্তু তার জন্য মনের ওপর চাপ থাকবে পাকাপাকিভাবে।

'প্রথমে, তাহলে, মামলাটা লোক দেখানো গোছের খারিজ করে দেবার কথাটা ধরা যাক। আপনি যদি এতে রাজী থাকেন, তাহলে, আমি একটা কাগজের ওপর আপনার নির্দোষিতা সম্পর্কে একটা অ্যাফিডেভিট লিখে ফেলব। অ্যাফিডেভিটের ভাষা কি হবে, সেটা আমার বাবা আমাকে শিখিয়ে গিয়েছেন। যাতে কোনোরকম কথার মারপ্যাঁচ নেই। তারপর এই অ্যাফিডেভিট নিয়ে বিভিন্ন জজ যাদের আমি চিনি, তাদের সঙ্গে দেখা করব। প্রথমেই ধরুন যে জজ সাহেবের ছবি আমি এখন আঁকছি, তিনি যখন আজ রাত্রে এখানে তার মিটিঙের জন্য

আসবেন, তার সঙ্গে কথা বলব, আমি তার সামনে অ্যাফিডেভিটটা পেশ করে বলব যে আপনি নির্দোষ এবং আমি নিজে আপনার নির্দোষিতার জামিনদার দাঁড়াব। এটা শুধু মাত্র একটা আনুষ্ঠানিক জিম্মাদারি হবে না, প্রকৃত অর্থে তা হবে বাধ্যতামূলক।' চিত্রকরের চোখে, কে বুঝতে পারে, কেমন এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভর্ৎসনার দৃষ্টি, যেন ইঙ্গিতে কে-কে বলতে চাইছে যে সে যেন বুঝতে পারে চিত্রকরের ওপর কি এক গুরুদায়িত্ব পড়ল। 'আপনার সহানুভূতির তুলনা নেই', কে বলল। 'এবং জজ সাহেব আপনাকে বিশ্বাস করবেন। অথচ আমাকে বেকসুর খালাস দেবেন না?' 'আমি তো এর আগেই আপনাকে বলেছি।' চিত্রকর উত্তর দিল, 'তাছাড়া বিন্দুমাত্র এমন নিশ্চয়তাও নেই যে প্রত্যেকটি জজই আমার কথা বিশ্বাস করবেন; যেমন ধরুন, কোনো কোনো জজ হয়ত আপনাকে চাক্ষুষ দেখতে চাইবেন। এবং তখন আপনাকে আমার সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া উচিত তার সামনে আপনাকে উপস্থিত করতে। অবশ্য সেরকম অবস্থার যখন সৃষ্টি হবে, তখন আপনি বুঝবেন যে আমাদের এই যুদ্ধের অর্ধেকটাই জেতা হয়ে গেছে। বিশেষ করে তখন আমি আপনাকে ঠিক ঠিক আগে থেকে বলতে পারব। প্রত্যেকটি জজের সঙ্গে কথা বলার সময় কি লাইনে কথা বলতে হবে। আসল অসুবিধে হয় সেই সমস্ত জজের বেলায় যারা শুরুতেই আপনাকে নাকচ করে দেন—এবং সেটাও ঘটতে বাধ্য। অবশ্য যাতে তাদের কাছে গিয়েও আমার কাজ হতে পারে, কারণ, একজন তেমন কিছু এই জন্যই করতে পারেন না একজনের ভিন্নমত পোষণের ফলে মামলার ফলাফলের ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তবুও বলব, যে বেশ অনেক জজের সম্মতি যদি অ্যাফিডেভিট সম্পর্কে আমি পাই, তবে এটা আমি আপনার মামলা যিনি পরিচালনা করছেন তার কাছে পেশ করব। সম্ভবত আমি তার সইও জোগাড় করব। তখন সব কিছুই বেশ তাড়াতাড়ি মিটে যাবে, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যেটুকু সময় লাগে, তার চেয়ে কিছু কম সময় লাগবে। মোটামুটি এটা বলা যায়। তারপর তেমন আর কোনো অসুবিধা হবার নেই, ঠিক এই অবস্থায় যথেষ্ট নিশ্চিন্ত বোধ করবেন। বলা যায়, এটা লক্ষ্য করার বিষয়, এবং একথাও সত্যি যে মামলার এই অবস্থায় পৌঁছতে পারলে আত্মবিশ্বাস খালাস হয়ে যাবার চেয়েও অনেক বেশি বেড়ে যায়।

'অভিযুক্তদের তখন আর তেমন কিছু করার থাকে না। জজ অ্যাফিডেভিট সম্পর্কে অন্যান্য জজের সম্মতি থাকার ফলে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারেন, এবং তখন সহজেই তিনি অভিযুক্তকে মামলা থেকে মুক্তির নির্দেশ অত্যন্ত সহজ মনে মঞ্জুর করতে পারেন। যদিও তখন পর্যন্ত কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপার বাকি

থেকে যায়, কিন্তু আমাকে এবং তার অন্যান্য বন্ধুদের খুশি করার জন্য তিনি নিঃসন্দেহে মুক্তির আদেশ মঞ্জুর করবেন। তখন আপনি আদালত থেকে একজন মুক্ত মানুষ হিসেবে বেরিয়ে আসতে পারবেন।' 'তাহলে তখন আমি মুক্ত' কে সন্দেহ নিয়ে বলল। 'হ্যাঁ', চিত্রকর বলল, 'কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মুক্ত, অথবা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয় শর্ত সাপেক্ষ মুক্তি। কারণ আমার সঙ্গে যে-সব জজের পরিচয়, পদাধিকারে তারা সব থেকে নিচে। চূড়ান্ত মুক্তি মঞ্জুর করার ক্ষমতা তাদের নেই। সেই ক্ষমতার অধিকার একমাত্র সর্বোচ্চ আদালতে সংরক্ষিত, যে আদালত আপনার আমার, আমাদের সকলেরই কাছে অগম্য। ওখানকার ভবিষ্যৎ পরিণতি কি হওয়া সম্ভব আমরা জানি না, আর প্রসঙ্গত বলি, জানতে চাইও না। তাই, কাউকে তার অপরাধ থেকে নির্দোষ বলে রায় দেওয়ার যে বিরাট সুবিধা, আমাদের জজ সাহেবদের তা নেই, কিন্তু আপনার কাঁধ থেকে অভিযোগের সমস্ত ভার তারা লাঘব করতে পারেন। তার মানে দাঁড়াল এই যে এইভাবে আপনি যখন খালাস হলেন, সাময়িকভাবে তখন আপনার কাঁধ থেকে অভিযোগ তুলে নেওয়া হল, কিন্তু আপনার ওপর তা সব সময়েই ঝুলতে থাকবে এবং উর্ধ্বতম আদালতের আদেশ আসা মাত্র আবার আপনার কাঁধে তা চাপিয়ে দেওয়া হবে। যেহেতু আদালতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, আমি আপনাকে বলতে পারি, আপাত এবং নির্দিষ্ট মুক্তির তফাৎ নিয়মমাফিক আদালতের দপ্তরগুলির কাজে কোন সময় আনুষ্ঠানিক চেহারা নেয়।

'নির্দিষ্টভাবে খালাস হবার ক্ষেত্রে মামলা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র বাতিল করে দেওয়া হয়, সেগুলি একেবারে সম্পূর্ণ দেখার বাইরে চলে যায়, শুধু অভিযোগই নয়, মামলার সমস্ত নথিপত্রও, এমনকি মুক্তির আদেশও—এক কথায় সবকিছু নষ্ট করে ফেলা হয়। আপাত মুক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। সমস্ত নথিপত্র যেমন ছিল, তেমনই থাকে, অতিরিক্ত শুধু অ্যাফিডেভিটটা তখন তার সঙ্গে যুক্ত হয় আর একত্রে রাখা হয় মুক্তির আদেশের নথি এবং কিসের ওপর ভিত্তি করে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত তথ্য। তারপর সমস্ত দলিল একত্রে দপ্তরের নিয়মিত কর্মীদের গতানুগতিক কাজের যেমনটি নিয়ম সেই অনুসারে পর পর বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে পাঠানো হতে থাকে—একেবারে উর্ধ্বতন আদালত পর্যন্ত, আবার তা নিম্ন আদালতের মন্তব্যের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে ফিরে আসে, এভাবেই কখনো সামনের দিকে, কখনো পেছনের দিকে দলিলগুলো যাতায়াত করতে থাকে।

'ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এই একদিক থেকে অন্য দিকে টাল খাওয়ার গতি এরই মধ্যে কখনো বেশ দ্রুত কখনো মন্থর। কতদিন এই এগোনো-পেছনো চলবে

তা সব রকম আন্দাজের অতীত। নিজে জড়িত নয়, এমন কোনো পর্যবেক্ষক হয়ত কল্পনা করতে ভালবাসেন যে সমস্ত মামলাটিই ভুলে যাওয়া হয়েছে, নথিপত্র হারিয়ে গেছে এবং চূড়ান্তভাবে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা আদালতের সঙ্গে পরিচিত, তারা এমন কথা ভাবতেও পারে না। নথিপত্রের কোনোটাই কখনো হারায় না, আদালত কখনোই কিছু ভুলে যায় না। একদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো একজন জজ এই সমস্ত নথিপত্র হাতে তুলে নেবেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন—তখন তিনি বুঝতে পারবেন যে অভিযোগ-গুলোর মেয়াদ তখনো ফুরিয়ে যায়নি, এবং কালবিলম্ব না করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেবেন; এমনটি হওয়া সম্ভব এবং এমন অনেক ঘটনার কথা আমি জানি, কিন্তু এমনো ঠিক সম্ভব হতে পারে যে মুক্তিপ্রাপ্ত কেউ আদালত থেকে সোজা বাড়ি ফিরে দেখলেন অফিসাররা তাকে আবার গ্রেপ্তার করার জন্য ইতিমধ্যেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। তখন অবশ্য এই সমস্ত স্বাধীনতার শেষ।' 'তারপর আবার মামলাটি প্রথম থেকে শুরু হবে?' প্রায় অবিশ্বাসের স্বরে কে প্রশ্ন করল। 'নিশ্চয়ই', চিত্রকর বলল, 'মামলাটি আবার প্রথম থেকে শুরু হবে, কিন্তু আবার ঠিক আগের মত এমন আপাতগ্রাহ্য যুক্তি জোগাড় করাও সম্ভব। আবার একজনকে নতুন করে মামলায় তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মনোনিবেশ করতে হবে এবং কোনোভাবেই হাল ছেড়ে দেওয়া চলবে না।' এই শেষের কথাগুলি সে সম্ভবত বলল কারণ ইতিমধ্যে সে লক্ষ্য করেছে কে অনেকটা যেন অচৈতন্য অবস্থায়। 'কিন্তু', কে বলল, যেন সে আরো কিছু নতুন কথা শুনতে চায়, 'আগের বারের চেয়ে দ্বিতীয়বার এমন ভাবে অভিযোগ থেকে মুক্তি জোগাড় করা কি আরো কঠিন নয়?' 'এই নিয়ে', চিত্রকর বলল, 'নিশ্চিত-ভাবে কিছুই বলা যায় না। আপনি হয়ত বলতে চাইছেন, অন্তত আমি তাই বুঝেছি, দ্বিতীয়বারের গ্রেপ্তার জজদের একটি নতুন অ্যাফিডেভিটে সই করার বিরুদ্ধে কি প্রভাবিত করবে? তা নাও হতে পারে। এমনকি তারা যখন প্রথমবার মুক্তির নির্দেশজারি করছেন, জজেরা পরবর্তী সময়ে গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনার কথাটাও ভেবে রাখেন। এ ধরনের বিরূপ চিন্তা তাই কদাচিৎ প্রশ্ন হিসেবে জায়গা করে নেয়। কিন্তু অসংখ্য কারণে এমন ঘটতে পারে। যেমন মামলা সম্পর্কে জজদের ভিন্ন মানসিকতা, এমনকি আইনের দিক থেকেও। এবং এর ফলে দ্বিতীয়বারের মুক্তি জোগাড় করার কারো প্রচেষ্টা অবশ্যই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, এবং প্রচেষ্টার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশটিও সমান উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে করতে হবে, যেমন প্রথমবার মুক্তি জোগাড়ের সময় করা হয়েছিল।'

'কিন্তু এই দ্বিতীয় মুক্তিও তো চূড়ান্ত নয়', কে চিত্রকরের বক্তব্য খণ্ডন করার ভঙ্গীতে মাথা সরিয়ে নিয়ে বলল। 'অবশ্যই নয়', চিত্রকর বলল। 'দ্বিতীয়বার মুক্তির পর আসে তৃতীয়বারের গ্রেপ্তার। তৃতীয়বার খালাসের পর আবার চতুর্থবার গ্রেপ্তার, এবং এইভাবেই চলবে। এটা আপাতগ্রাহ্য মুক্তির অন্তর্নিহিত সূত্র।' কে এবার আর কিছুই বলল না। চিত্রকরই আবার বলল, 'মনে হচ্ছে আপাতগ্রাহ্য মুক্তির প্রস্তাবটি আপনার তেমন মনে ধরছে না, সম্ভবত আপনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভাল হবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মামলা যদি মুলতুবি রাখা হয়। আমি কি ব্যাখ্যা করে বলব মামলাটা কেমন করে মুলতুবি হয়?' কে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। চিত্রকর তার চেয়ারে পুরো হেলান দিল, তার রাত্রে পরার শার্টটার বুকের বোতামগুলো সম্পূর্ণ খোলা, একটা হাত সে জামার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল এবং আলতো ভাবে আঙুল দিয়ে বুক চুলকোতে লাগল।

'মুলতুবি', নিজের সামনের দিকে একঝলক তাকিয়ে, যেন একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা সে খোঁজ করছে, চিত্রকর বলতে আরম্ভ করল, 'মুলতুবির অর্থ হল মামলা প্রথম যে অবস্থায় শুরু হয়েছিল তা থেকে যেন আর কখনো একটুও না এগোয় তারই জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্য সফল করতে গেলে অভিযুক্ত এবং তার দালালের দরকার, ব্যক্তিগতভাবে আদালতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রাখা। এখানে আবার আমার বলা দরকার যে এ কাজে আপাতগ্রাহ্য মুক্তির জন্য যে শক্তি ও গভীর মনোনিবেশ দরকার এ ক্ষেত্রে ততটা দরকার হয় না, কিন্তু অন্যদিকে আবার দরকার আরো নিবিষ্ট এবং সতর্ক দৃষ্টি। আপনি আপনার দৃষ্টির বাইরে কোনোমতেই মামলাটাকে যেতে দেবেন না, নিয়মিত এবং জরুরি অবস্থাতে তো বটেই, জজের সঙ্গে গিয়ে আপনাকে দেখা করতে হবে, এবং তার সঙ্গে মোটামুটি সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য যাকিছু দরকার, সবই করতে হবে; আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে জজকে না জানেন, তবে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে আপনাকে অন্য অন্য জজের মাধ্যমে, যাদের আপনি চেনেন, কিন্তু নিজে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা আপনাকে চালিয়ে যেতে হবেই। এই সমস্ত জিনিসের কোনোটিই যদি আপনি অবহেলা না করেন, তবে আপনি বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ততার সঙ্গেই ধরে নিতে পারেন যে মামলাটা প্রথম অবস্থার বাইরে আর একটুও এগোবে না। মামলাটা যদিও তুলে নেওয়া হবে না, কিন্তু অভিযুক্ত সমস্ত রকম দণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারবে, মনে হবে সে যেন বাস্তবিক মুক্ত। আপাতগ্রাহ্য মুক্তির চেয়ে মামলা মুলতুবি থাকার এই হচ্ছে সুবিধা, অভিযুক্তর ভবিষ্যৎ এক্ষেত্রে কম অনিশ্চিত,

হঠাৎ গ্রেপ্তারের আতঙ্ক থেকে সে সুরক্ষিত এবং তার এমন আশঙ্কার কারণ নেই যে আপাতগ্রাহ্য মুক্তির ক্ষেত্রে যে মানসিক পীড়ন ও উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, এবং সম্ভবত অত্যন্ত অসুবিধাজনক সময়ে তাকেও সেই সমস্ত পীড়াদায়ক অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যদিও অভিযুক্তর পক্ষে মুলতুবি মামলারও কিছু কিছু অসুবিধা আছে, এবং এগুলিকে ছোট করে দেখারও কোনো কারণ নেই। এই কথা বলার মধ্য দিয়ে আমি কিন্তু এমন কিছু ইঙ্গিত করছি না যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কখনোই মুক্ত নন ; অবশ্য আপাতগ্রাহ্য মুক্তির পরেও প্রকৃতপক্ষে মুক্ত নন। সেখানে কতকগুলি অসুবিধা আছে, যেমন মামলাটা অনির্দিষ্ট কালের মত ঝুলিয়ে রাখা যায় না। তা করতে হলে অন্তত লোক দেখানো গোছের হলেও একটা কারণ দেখাতে হয়। তাই আদালতের রীতি অনুসারে মাঝে মাঝে কিছু যে একটা করা হল, নানারকম পদক্ষেপ নেওয়া হল এমন—দেখাতে হয়। অভিযুক্তকে জেরা, সাক্ষ্য জোগাড় ইত্যাদি করা হয়। কারণ মামলাটা যে চলছে, দেখানো দরকার, যদিও মাত্র ছোট একটা গণ্ডীর মধ্যে তা কৃত্রিম ভাবে সীমাবদ্ধ। এরজন্যে স্বাভাবিকভাবেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাঝে মাঝে নানারকম অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়, কিন্তু আপনি যেন না ভেবে বসেন যে তা খুব বেশি অপ্রীতিকর। কারণ এগুলি সমস্তই গতানুগতিক নিয়ম, যেমন জেরা করা, অবশ্য খুবই কম সময় নেওয়া হয় এর জন্য ; আর আপনার যদি জেরায় হাজির হবার সময় অথবা ইচ্ছে কোনোটাই না থাকে, মাঝে মাঝে আপনি অনুপস্থিত থাকতেও পারেন, এমনকি কোনো জজের সঙ্গে বসে অনেক আগে থেকেই আপনি জেরার দিনক্ষণ ঠিক করে নিতে পারেন, এসবের একমাত্র নিয়মানুগ অর্থ হল আপনি যে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই হিসেবে নিয়মিত জজসাহেবের সামনে হাজিরা দিয়ে সেটা স্বীকার করে নেওয়া।' ইতিমধ্যে শেষের কথাগুলি যখন বলা হয়ে গেল কে তার জ্যাকেটটা হাতের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে উঠে দাঁড়াল। 'সে এখন উঠে দাঁড়াচ্ছে', দরজার পেছন থেকে সঙ্গে সঙ্গে শোরগোল ভেসে এল। 'আপনি কি এখনই চলে যাচ্ছেন', চিত্রকর উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'আমি নিশ্চিত এখানকার বাতাস আপনাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এজন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমার আরো অনেক কিছু আপনাকে বলার ছিল। অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজেকে আমার প্রকাশ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমি আশা করি আমি যা বললাম তা যথেষ্ট প্রাঞ্জল।' 'ও, নিশ্চয়ই', কে বলল। জোর করে এত সব কথা শোনার উৎপীড়ন তার মাথা ধরিয়ে দিয়েছে। যা কিছু বলা হয়েছে তার সব কিছু কে-র মেনে নেওয়া সত্ত্বেও চিত্রকর আবার তার সমস্ত

বক্তব্যের সারাংশ ব্যাখ্যা করতে শুরু করল, যেন তাকে শেষবারের মত সান্ত্বনা দিতে চায় : 'দুটি ব্যবস্থার মধ্যেই এই একটি বিষয়ের কোনো বদল নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তি, এই দুই পদ্ধতিতেই দণ্ডাদেশের জন্য হাজির হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে।' 'কিন্তু এগুলিও তো বাস্তবিক মুক্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে', কে খুব নিচু গলায় বলল, যেন সে নিজেই নিজের পরিষ্কার ধারণার জন্য বিব্রত। 'আপনি সমস্ত বিষয়টির সারকথা বুঝতে পেরেছেন।' দ্রুত কথাগুলি বলল চিত্রকর। কে তার ওভারকোটের ওপর হাত রাখল, কিন্তু জ্যাকেটটা গায়ে চড়ানোর মত মানসিকতা এখন পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি। তার সব থেকে ভালো লাগত যদি ওই দুটোর একটা পোঁটলা বেঁধে বাইরে ছুটে গিয়ে খোলা হাওয়ায় দাঁড়াতে পারত। এমনকি মেয়েগুলোর চিন্তাও তাকে জ্যাকেট আর কোট পরতে উদ্বুদ্ধ করতে পারল না, যদিও সে যে তা করবে এমন একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে মেয়েগুলোর তীক্ষ্ণ কলরব যেন নলের মধ্য দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। চিত্রকর কে-র মনোভাব জানার জন্য উদগ্রীব, সে তাই জিজ্ঞাসা করল : 'আমি কি তাহলে ধরে নেব যে আমার পরামর্শগুলি সম্পর্কে আপনি পাকাপাকিভাবে কিছুই ঠিক করেননি। সেটাই হয়ত ঠিক। আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে চাইতেন আমিই আপনাকে নিষেধ করতাম। এটা অনেকটা সেই চুলচেরা বিচারের মত। সুবিধা এবং অসুবিধাগুলির পার্থক্য বোঝা। সব কিছুই আপনাকে নিক্তির ওজনে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মেপে দেখতে হবে। অন্যদিকে আবার এই করতে গিয়ে যেন অযথা বেশি সময় নিয়ে নেবেন না।' 'আমি আবার শিগগিরই আসব', কে বলল। তারপর সহসা সে গায়ে জ্যাকেটটা চড়িয়ে নেওয়া স্থির করে ফেলল, আর ওভারকোটটা কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে দিল, তারপর দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিল, যে দরজার পেছনে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েগুলো চিৎকার করতে আরম্ভ করল। কে-র মনে হল, সে যেন দরজার মধ্য দিয়ে ওদের দেখতে পাচ্ছে। 'আপনি কিন্তু আপনার কথা অবশ্যই রাখবেন', চিত্রকর বলল। যদিও সে তার পেছন পেছন এগিয়ে গেল না, 'আর তা না হলে আমাকেই খোঁজ নিতে আপনার ব্যাঙ্কে যেতে হবে।' 'দরজাটা কি দয়া করে খুলবেন?' কে বার কয়েক দরজার হ্যাণ্ডেলটা ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করল, কিন্তু যে ধরনের বাধা সে পেল তা থেকে তার বুঝতে অসুবিধা হল না যে মেয়েগুলো বাইরে দরজার হ্যাণ্ডেলটা ধরে ঝুলে আছে। 'ওই মেয়েগুলো আপনাকে বিরক্ত করুক আপনি নিশ্চয়ই তা চান না, তাই না?' চিত্রকর জিজ্ঞাসা করল। 'আপনি বরঞ্চ এদিক দিয়ে বেরিয়ে যান', এই বলে সে বিছানার পেছনের

দরজাটা দেখিয়ে দিল। কে-র বিন্দুমাত্র এতে আপত্তি ছিল না, তাই সে সঙ্গে সঙ্গে জোরে পা চালিয়ে ওদিকে গেল। কিন্তু দরজাটা খোলার বদলে চিত্রকর হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার নিচে ঢুকে গেল, এবং সেখান থেকে বলল : 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আপনি কি দু একটা ছবি দেখবেন না, যেগুলি আপনি কিনতে পারেন।' সৌজন্যবোধের অভাব দেখাতে পারে না কে, চিত্রকর তার ব্যাপারে সত্যি সত্যি যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছে, এমন কি ভবিষ্যতেও সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে, শুধুমাত্র কে-র অমনোযোগিতার ফলে তাকে তার কাজের জন্য পারিশ্রমিকের কথাটা সে উল্লেখ করেনি, ফলে এখন চিত্রকর যে প্রস্তাব দিয়েছে, কে তা ঠেলতে পারে না, অতএব সে ছবিগুলি দেখতে রাজী হয়ে গেল, যদিও অধৈর্যের সঙ্গে কাঁপছিল—কতক্ষণে সে ওই জায়গাটা ছেড়ে যাবে! বিছানার নিচ থেকে টিটোরেল্লি একগাদা ফ্রেমবিহীন ক্যানভাস বার করে আনল, সেগুলোর ওপর পুরু হয়ে ধুলো জমেছে, সে যখন ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝাড়ছিল, কে-র তখন দমবন্ধ অবস্থা, ধুলোয় তার চোখ অন্ধ হয়ে যাবার মত—ঘরময় ধুলোর মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। 'বন্য প্রকৃতি, বেনাবনের ছবি', কের হাতে একটা ছবি দিতে দিতে চিত্রকর বলল। এখানে দেখা যাচ্ছে দুটো বামন গাছ একটার থেকে আর একটা অনেক দূরে যেন কালো ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে। পেছনে অনেক বর্ণের সূর্য অস্তগামী। 'চমৎকার', কে বলল, 'আমি এটা কিনব', কে-র এমন রূঢ় অভিব্যক্তির কোনো অর্থই হয় না এবং সে যখন দেখল চিত্রকর অসন্তুষ্ট না হয়ে মেঝের ওপর থেকে অন্য একটা ছবি তুলছে, সে বরঞ্চ খুশিই হল। 'এই ছবিটি হল ওটারই সহোদর', সে বলল। ছবিটি হয়ত সহোদর ছবির হিসেবে ভাবা হয়েছিল কিন্তু ও-দুটোর মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও নেই যা থেকে একজন একটি ছবি থেকে আর একটিকে আলাদা ভাবতে পারে। এখানে সেই দুটো গাছ, কালো ঘাস, এবং সূর্যাস্ত কিন্তু কে ওসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামাল না। 'ওগুলো দারুণ জমবে', সে বলল, 'আমি দুটোই কিনব এবং অফিসে টাঙিয়ে রাখব'। 'মনে হচ্ছে এই বিষয়টি আপনার বেশ ভালো লেগেছে', তৃতীয় একটি ক্যানভাস বার করতে করতে চিত্রকর বলল। 'বলতে পারেন ভাগ্যই এমন একটা সুযোগ করে দিল, প্রকৃতি সম্পর্কে আমার চিন্তার এই আর একটি নমুনা।' কিন্তু এটা শুধুমাত্র একই ধরনের স্টাডি নয়, বিষয়টি শুধু এক—লতাগুল্ম পরিবৃত বেনাবন। চিত্রকর এই ফাঁকে তার বেশ কয়েকটি পুরনো ছবি বিক্রী করার তাল করছে। 'আমি ওটাও নেব', কে বলল। 'তিনটে ছবির কত দাম?' 'দামের কথাটা আমরা পরের বার ঠিক করে নেব।' চিত্রকর বলল। 'আজকে আপনার তাড়া আছে,

যাই হোক, আমরা একজন আর একজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে আমার ছবি আপনার ভালো লেগেছে, তাতে আমি অত্যন্ত খুশি বোধ করছি। এবং আমি আমার অবশিষ্ট ছবিগুলো আবার বিছানার নিচে ছুঁড়ে ফেলব। ওগুলো প্রত্যেকটিই বেনাবনের ছবি, যখন আমার সময় ছিল আমি একধরনের প্রায় এক ডজন ছবি এঁকেছিলাম। অনেকেই এই ছবিগুলোর বিষয়বস্তু পছন্দ করে না কারণ ছবিগুলি অত্যন্ত হতাশার তবে আপনার মত মানুষও আছেন, যারা ছবিতে এমন বিষণ্ণতাই পছন্দ করেন।' এতক্ষণে কে-র ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তার চিত্রকরের এই পেশাগত বক্তৃতা শোনবার মত আর মানসিকতা ছিল না। 'আপনি ছবিগুলো জড়িয়ে দিন', চেঁচিয়ে সে টিটোরেল্লির বকবকানি থামিয়ে দিল। 'আমার কোনো বেয়ারা কাল এসে ছবিগুলো নিয়ে যাবে'। 'তার কোনো দরকার হবে না।' চিত্রকর বলল। 'আমি আপনার জন্য একজন পোর্টার জোগাড় করে দিচ্ছি, সে-ই আপনার সঙ্গে এগুলো নিয়ে যেতে পারবে।' এবং অবশেষে সে বিছানার প্রান্তে গিয়ে দরজার চাবিটা খুলে দিল। 'বিছানার ওপর দাঁড়াতে ভয় পাবেন না', সে বলল। 'এখানে যারা আসে, তাদের প্রত্যেকেই এরকম করে'। সে এমন আশ্বাস না দিলেও কে তাই-ই করত, সে সত্যি সত্যি নরম পালকের বিছানার ঠিক মধ্যখানে একটি পা রাখল, কিন্তু যেই মাত্র সে খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে তাকাল, সে আবার তার পা টেনে নিয়ে এল। 'এটা কি?' সে চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করল। 'আপনি কি দেখে এমন অবাক হলেন?' চিত্রকর নিজেও বিস্মিত হয়ে কে-র কথা ফিরিয়ে দিল। 'এগুলো আদালতের সব দপ্তর। আপনি জানতেন না, আদালতের অনেকগুলি দপ্তর এখানে। প্রায় প্রত্যেকটি চিলে কোঠাতেই আদালতের দপ্তর আছে, এখানেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? আমার স্টুডিওটিও আদালতেরই সম্পত্তি, কিন্তু আদালত এটি আমার অধিকারে দিয়েছে।' আদালত এবং তার দপ্তরগুলি নিয়ে কে-র এই আবিষ্কার তাকে যতটা বিস্মিত করেছে, সে আরো বেশি অবাক হয়েছে আদালতের সব কিছু সম্পর্কে তার এমন অজ্ঞতা আবিষ্কার করে। সে ধরে নিল, একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির মৌলিক নীতি হওয়া উচিত সব কিছু সম্পর্কে আগে থেকে জেনে বুঝে নেওয়া। কোনো সময়েই সে অসর্তক অবস্থায় ধরা না পড়ে, শূন্যদৃষ্টিতে সে যেন ডান দিকে তাকিয়ে না থাকে—যখন তার জজ সাহেব চোখ তুলে বাঁদিকে তাকিয়ে, আর এই নীতি সে বারে বারে লঙ্ঘন করছে। তার সামনে দীর্ঘ একটা বারান্দা, সেখান থেকে একটা হাওয়া ভেসে আসছে, স্টুডিওর বদ্ধ আবহাওয়ার তুলনায় তা অনেকবেশি উপভোগ্য। বারান্দার দুপাশে বেঞ্চি, ঠিক যেমন অফিসের লবিতে দেখা যায়,

কে-র মামলা যেখানে হচ্ছে সেখানকার দপ্তরের মতই। তবে মনে হল, এই দপ্তর গুলির ভেতরকার ব্যবস্থায় যেন একটা নির্দিষ্ট নিজস্ব বিন্যাস রয়েছে। ঠিক সেসময় অনেক মক্কেলের তেমন আনাগোনা ছিল না। একজন বেঞ্চির ওপর অর্ধেক বসা এবং অর্ধেক হেলান দিয়ে থাকার অবস্থায়, তার মুখ হাতের আড়ালে ডুবে, এবং তাকে মনে হল ঘুমিয়ে আছে, আর একজন বারান্দার শেষ প্রান্তে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। কে এখন বিছানার ওপর তার পা ফেলল, চিত্রকর বাছাইকরা ছবিগুলো হাতে নিয়ে তাকে অনুসরণ করছে। অল্পক্ষণ পরেই তারা আদালতের একজন অ্যাটেনডেন্টকে দেখতে পেল—ততক্ষণে কে এই লোকগুলোর সাধারণ অসামরিক সরকারী কর্মচারীর পোশাকের ওপর সোনার বোতাম তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। সে এদের চিনতে পারল—চিত্রকর তাকে নির্দেশ দিল ছবি নিয়ে কে-র সঙ্গে সঙ্গে যাবার। কে যেন ঠিকভাবে হাঁটছে না, টলতে টলতে এগুচ্ছে, মুখে তার রুমাল গোঁজা। তারা প্রায় বাইরে যাবার রাস্তার মুখে এসে পৌঁছেছে, এমন সময় ওই মেয়েগুলো দুরন্ত বেগে দৌড়ে এল ওদের দেখা পেতে, অতএব কে-ও এই সম্মুখ সমর থেকে বাঁচল না। মেয়েগুলো নিশ্চয়ই দ্বিতীয় দরজাটা খোলা হচ্ছে দেখে, ঘুরপথে পূর্ণবেগে দৌড়েছে অন্য সিঁড়ি দিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হতে। 'আমি আর আপনার পাহারাদারি করতে পারব না', মেয়েগুলো যখন তাকে প্রায় ঘিরে ধরেছে হেসে হেসে চিত্রকর তখন বলল, 'অন্তত এর পরের বার আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত। তবে একটা কথা বলি, ভেবে চিন্তে সব ঠিক করতে যেন খুব বেশি সময় নেবেন না!' কে এমনকি একবারের জন্য পেছন ফিরেও তাকাল না। যখন সে রাস্তার ওপর এসে পৌঁছল, প্রথম যে ঘোড়ার গাড়িটা তার সামনে দিয়ে গেল, সেইটেই সে ডাকল। এই আদালত পরিচারকের হাত থেকে তাকে অবশ্যই মুক্তি পেতে হবে। ওদের সোনার বোতামগুলো তার চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও খুবই সম্ভব যে, অন্য কারো চোখেই হয়ত বোতামগুলো পড়েনি। পরিচারক একান্ত বশংবদের মত পাদানিতে করে কোচম্যানের পাশে গিয়ে বসল, কিন্তু কে তাকে আবার নেমে যেতে বাধ্য করল। ব্যাঙ্কে এসে যখন কে পৌঁছল তখন তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। ঘোড়ার গাড়িতেই ছবিগুলো যদি সে ফেলে আসতে পারত তবে সে খুবই খুশি হত। কিন্তু এই ভেবে ভয় পেল যে একদিন হয়ত চিত্রকরের কাছে ওই ছবিগুলোর কি হল, তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হতে পারে। তাই সে অফিসেই ওগুলো নিয়ে গেল এবং তার ডেস্কের সব থেকে নিচের ড্রয়ারে তালা বন্ধ করে রাখল, পরের কয়েকটা দিন যাতে কিছু না হয়, অন্তত ডেপুটি ম্যানেজারের দৃষ্টির বাইরে রাখা যায়।

॥ আট ॥

কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলার ও অ্যাডভোকেটের পদচ্যুতি

শেষ পর্যন্ত কে মনস্থির করতে পারল যে অ্যাডভোকেটের হাত থেকে সে তার মামলাটা তুলে নেবে। তার এই পদক্ষেপ কতখানি বিচক্ষণ হবে সে সম্পর্কে যদিও সে নিঃসংশয় হতে পারেনি, কিন্তু তবু এটার যে প্রয়োজন ছিল এমন একটা বোধই তার কাছে প্রাধান্য পায়। এই সিদ্ধান্তে নিজেকে আবদ্ধ করতে তার প্রচুর শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে। ঠিক যেদিন সে ঠিক করল অ্যাডভোকেটের কাছে যাবে সেদিন তার অনেক কাজ সারতে বাকি ছিল। তাই অনেক রাত পর্যন্ত তাকে অফিসে থাকতে হয়েছিল, অ্যাডভোকেটের বাড়ির দোরগোড়ায় যখন সে পৌঁছুলো তখন রাত দশটাও পার হয়ে গেছে। ঠিক বেল বাজাবার আগে সে আরো একবার ভাবল যে টেলিফোনে অথবা চিঠির মারফৎ অ্যাডভোকেটকে তার মামলার কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার কথাটা জানানো বেশি ভালো হবে কিনা। সামনাসামনি কথাবার্তা বেদনাদায়ক হতে বাধ্য। তথাপি সামনাসামনি দেখা হওয়ার সুযোগটা সে হাতছাড়া করতে চায়নি, অন্য কোনো পদ্ধতিতে অ্যাডভোকেটকে পদচ্যুত করলে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন নিঃশব্দে ঘটে যেত, অথবা খানিকটা আনুষ্ঠানিক প্রাপ্তি স্বীকারের মধ্যে দিয়ে, পদচ্যুতির পর অ্যাডভোকেটের কি প্রতিক্রিয়া হল, অথবা অ্যাডভোকেটের মতে এর ফলে কে-র সম্ভাব্য পরিণাম কি হতে পারে এবং তার গুরুত্বই বা কতখানি সেই সমস্ত খবর সঠিক তাকে তখন লেনীর কাছ থেকে বার করতে হবে। অ্যাডভোকেটের সামনাসামনি বসে পদচ্যুতির কথাটা তাকে আকস্মিক চমকে দেওয়ার জন্য নিক্ষেপ করা যাবে। এবং একজন যতই নিজেকে চেপে রাখার চেষ্টা করুক না কেন, কে অ্যাডভোকেটের আচরণ দেখেই বুঝে নিতে সমর্থ হবে সে যা জানতে চায়। এও হয়ত সম্ভব হতে পারে যে শেষ পর্যন্ত সব দেখে শুনে অ্যাডভোকেটের হাতেই হয়ত মামলার দায়িত্ব রাখার মতো বিচক্ষণ দৃষ্টি সে পাবে। সে তার এই চরম সিদ্ধান্ত পরিত্যাগও করতে পারে।

অ্যাডভোকেটের দরজায় প্রথম বেল টেপার শব্দ, যা স্বাভাবিক, কেউ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। 'লেনী হয়ত একটু তৎপর হতে পারত', কে ভাবল। তবে কৃতজ্ঞ বোধ করার পক্ষে এটাই যথেষ্ট ছিল যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি এর মধ্যে

নাক গলাতে আসেনি, যা এখানে স্বভাবতই হয়, যেমন ড্রেসিং গাউন পরে কেউ অথবা তার ব্যাপারে নাক গলাতে চায় এমন কেউ কেউ। কে দ্বিতীয়বার বেলের বোতাম টিপতে টিপতে অন্য দরজার দিকে একবার তাকাল। কিন্তু এক্ষেত্রেও দুটো দরজাই বেশ ভালো করে বন্ধ করা। অবশেষে অ্যাডভোকেটের দরজার গ্রীলে এক জোড়া চোখ আবির্ভূত হল। একজন দরজার ছিটকিনিটা পেছন দিকে টানল, কিন্তু তখনো রাস্তা আটকানো। লবি দিয়ে ঘোষণা করতে শোনা গেল 'সেই লোকটা' এবং একমাত্র তখনই দরজাটা সশব্দে খোলা হল। কে দরজাটা ঠেলতে লাগল, কারণ সে শুনতে পেল ইতিমধ্যে একটা চাবি পাশের তালাটাতেও দ্রুত ঘোরানো হচ্ছে, এবং তারপর হঠাৎ যখন দরজাটা খুলে গেল সে আক্ষরিক অর্থেই হলের মধ্যে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেখানেই লেনীকে এক ঝলক দেখতে পেল, যার জন্য সেই সতর্কতামূলক ধ্বনিটি এর আগে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সে দ্রুত তার নাইটগাউন পরা অবস্থায় নিচে লবিতে নেমে এল। এক মুহূর্তের জন্য সে লেনীর পেছন থেকে উঁকি মারল এবং তারপরেই দেখতে ঘাড় ঘোরাল যে কে দরজাটা খুলে দিয়েছিল। সে ছিল শুকনো খটখটে বেঁটে খাটো একটা মানুষ, মুখে তার একমুখ লম্বা দাড়ি, হাতে তার একটা মোম-বাতি। কে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি এখানে কাজ করেন?' 'না', লোকটি বলল, 'আমি এ বাড়ির কেউ না, আমি একজন মক্কেল মাত্র, কাজে আমি এখানে এসেছি।'

'এই রকম শুধুমাত্র শার্ট পরে?' কে জিজ্ঞাসা করল লোকটার এইরকম সম্পূর্ণ আড়ম্বর বর্জিত, যার সামান্য একটু বাইরে যেতে দরকার, পোশাকের উল্লেখ করে। 'ওঃ, আমাকে মাফ করবেন', মোমবাতির আলোয় নিজের দিকে তাকিয়ে যেন এর আগে সে তার পোশাক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন ছিল, লোকটি বলল। বেশ কাঠ-খোট্টা গলায় কে খোঁজ করল, 'লেনী কি আপনার রক্ষিতা?' সে তার পা দুটো একটু ফাঁক করল, তার হাত, তার টুপি ধরা হাতটাও পেছনের দিকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। যেহেতু সে একটা মোটা গ্রেট কোটের মালিকানা প্রাপ্ত, তার ফলেই মনে মনে সামনের বেঁটে খাটো ছোট্ট মানুষটার চেয়ে অনেকবেশি নিজেকে সে উচ্চমার্গী মনে করল। 'হায় ভগবান', আতঙ্কে লোকটা মুখের সামনে একহাত তুলে যেন একথার প্রতিবাদ করল, 'না না, আপনি কি সব যা তা ভাবছেন?' 'আপনাকে তো দেখে একজন সৎ মানুষ মনে হচ্ছে', মুখে হাসি ফুটিয়ে কে বলল। 'কিন্তু যাই হোক না কেন—এবার চলুন, যাওয়া যাক,' সে টুপিটা নাড়ল তাকে প্রথম যাবার সঙ্কেত জানিয়ে। 'আপনার নাম?' যেতে যেতে কে জিজ্ঞাসা করল।

'ব্লক, একজন কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলার', ছোট্ট মানুষটা ঘুরে দাঁড়িয়ে তার পরিচয় দিয়ে বলল, কিন্তু কে তাকে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে না। 'এটা কি আপনার আসল নাম?' কে বলে চলল। 'নিশ্চয়ই,' তার উত্তর এল, 'কিন্তু আপনার এ ব্যাপারে সন্দেহ করার কি আছে?' 'আমি ভেবেছিলাম আপনার আসল নাম লুকোবার হয়ত কোনো কারণ আছে,' কে বলল। সে এখন বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করল, যেমন কেউ নিজেকে মনে করে বিদেশে গিয়ে তার থেকে নিকৃষ্ট কারো সঙ্গে কথা বলে, নিজের ব্যাপার একেবারে নিজস্ব করে রেখে অন্যের উৎসাহ কি কি নিয়ে? বেশ মানসিক স্থৈর্যের সঙ্গে আলোচনা করে। আর এই সমস্ত উৎসাহের বিষয়গুলি নিয়ে এমনই ভাব দেখানো হয় যে খুব মনোযোগ দিয়ে সে সব শোনা হচ্ছে। কিন্তু আসলে খুশিমত কান ফিরিয়ে নেওয়া যায়। তারা যখন অ্যাডভোকেটের পড়াশুনার ঘরে এল, কে থামল, দরজা খুলল, এবং সঙ্গের লোকটিকে ডাকল। সে তখন ভীরু ভীরু মুখ করে লবি দিয়ে এগোচ্ছিল। 'এত জোরে হাঁটবেন না। আলোটা এখানে একটু ধরুন।' কে-র ভাবতে বেশ ভালো লাগছিল যে লেনী ওই পড়ার ঘরের সম্ভবত কোথাও ঘুপটি মেরে লুকিয়ে। সে কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলারকে বাধ্য করল মোমবাতির আলোটা একটু চড়িয়ে দিয়ে ঘরের আনাচে কানাচে তুলে ধরতে। কিন্তু ঘরটা শূন্য। সামনেই জজের একটি প্রতিকৃতি, কে সঙ্গের লোকটির কব্জি ধরে পেছন থেকে টান দিল। ওপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল কে, 'আপনি কি জানেন ওই ছবিটা কার?' লোকটি মোমবাতিটা একটু উঁচু করে ধরল, মোমের আলোটা ছবির সামনে মিটমিট করল—'উনি একজন জজ। খুবই উঁচু পদমর্যাদা বিশিষ্ট বিচারপতি।' লোকটি বেশ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি নিয়ে বলল। 'আপনার দেখছি বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি নেই।' কে বলল। 'পদমর্যাদায় ইনি হলেন সব থেকে ছোট জজদেরও নিচে'। 'ও, এখন আমি মনে করতে পারছি।' লোকটি মোম-বাতিটা নিভতে দিয়ে বলল। 'আগে আমাকে একথা বলা হয়েছিল।' 'কিন্তু, আমার অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে অবধারিতভাবেই আপনি আগে একথা শুনেছেন।' 'কিন্তু অবধারিতভাবেই বা আমাকে শুনতে হবে কেন?' লোকটি দরজার কাছে যেতে যেতে প্রশ্ন করল। কারণ কে পেছন থেকে ঠেলা মারছিল। ওরা যখন লবিতে ফিরে গেল, কে বলল 'আমার ধারণা, লেনী কোথায় লুকিয়ে আছে আপনি জানেন।' 'লুকিয়ে আছে?' লোকটি বলল। 'না, সে নিশ্চয়ই রান্নাঘরে, অ্যাডভোকেটের জন্য স্যুপ বানাচ্ছে।' 'আপনি প্রথমেই আমাকে কথাটা বলেন নি কেন?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'আমি তো আপনাকে ওখানেই

নিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনিই তো আমাকে পেছন থেকে ডাকলেন', যেন সে কে-র এমন স্ববিরোধী দাবি শুনে হতবাক হয়ে গেছে এভাবেই উত্তর দিল।

'আপনি সম্ভবত ভেবে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন যে আপনি অত্যন্ত চতুর', কে বলল, 'তা হলে এবার রাস্তা দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চলুন।' এর আগে কে কখনো রান্না ঘরে যায়নি, এবং রান্নাঘরটা অবাক করে দেবার মতো বড় এবং আসবাবে সুন্দর করে সাজানো। একমাত্র রান্নার স্টোভটাই সাধারণ স্টোভের থেকে তিনগুণ বড়, অন্য অন্য সরঞ্জাম তেমন ভালো করে দেখা গেল না, কারণ ঘরে, দরজার কাছে এখন একমাত্র টিমটিমে একটা বাতি ঝুলছিল। একটা সাদা অ্যাপ্রন পড়ে লেনী স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, যেমনটি হয়, ডিম ভেঙে একটা প্যানের ওপর ঢালছিল। অ্যালকহলের মৃদু আগুনের ওপর প্যানটা চাপানো। 'গুড ইভনিং, জোসেফ', কাঁধের ওপর দিয়ে কে-র দিকে মুখ ফিরিয়ে এক পলক তাকিয়ে লেনী বলল। 'গুড ইভনিং' কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলারকে দূরে একটা চেয়ার দেখিয়ে কে বলল। বেশ অনুগতর মত চেয়ারে গিয়ে লোকটা বসে পড়ল। তারপর কে লেনীর পেছনে নিয়ে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়ালো। ঘাড়ের ওপর মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'এই লোকটি কে?' লেনীর যে হাতটা খালি ছিল, সেটা কে-র কোমরে জড়িয়ে ধরল, অন্য হাতে স্যুপ নাড়তে লাগল এবং তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে এল। 'লোকটা নেহাৎই বেচারা গোছের,' সে বলল। 'গরীব একজন কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলার, নাম ব্লক। দেখ, লোকটার দিকে চেয়ে দেখ একবার।' তারা দুজনে চোখ ঘুরিয়ে লোকটির দিকে তাকাল। যে চেয়ারটা কে দেখিয়ে দিয়েছিল, লোকটি তখনো সেই চেয়ারটার ওপরেই বসে; মোমবাতিটা, যেটির আর কোনো দরকার ছিল না, ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে সে আঙুল দিয়ে সলতের ছাই ফেলে দিচ্ছিল। কে লেনীর মুখটা জোরের সঙ্গে স্টোভের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি নাইটগাউন পরে ছিলে।' সে কোনো উত্তর করল না। 'লোকটি কি তোমার প্রেমিক?' কে জিজ্ঞাসা করল। লেনী স্যুপ বোল আনতে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কে তার দুটো হাতই বন্দী করে রেখে বলল: 'আমার কথার জবাব দাও!' সে বলল: 'পড়ার ঘরে এস, সেখানেই আমি তোমাকে সব কিছু বলব।' 'না'। কে বলল। 'আমি চাই, তুমি এখানেই সব কিছু বল।'

লেনী তার বাহু কে-র হাতের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে চুমু খেতে চেষ্টা করল, কিন্তু কে তাকে প্রতিহত করল এই বলে: 'না আমি এখন তোমার চুমু চাই না।' লেনী তার দিকে অনুনয়ের সঙ্গে অথচ অকপট দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল 'জোসেফ! নিশ্চয়ই তুমি হের ব্লককে নিয়ে ঈর্ষা অনুভব করছ না।' তারপর সে সেই কমা-

শিয়াল ট্র্যাভেলারের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল 'রুডি, আমাকে উদ্ধার করতে তুমি এগিয়ে এস, দেখতেই তো পাচ্ছ, আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, মোমবাতিটা নিভিয়ে দাও।' হয়ত কারো মনে হতে পারে যে সে বোধহয় কিছুই লক্ষ্য করছিল না, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল লেনী কি বলতে চাইছে। 'আমি কিন্তু একেবারেই বুঝে উঠতে পারছি না, কি নিয়ে আপনাকে ঈর্ষান্বিত হতে হবে।' সে বলল, কিন্তু তার কথায় কোনো ধার ছিল না। 'বাস্তবিক পক্ষে আমিও পারছি না,' একটু হেসে, তাকে সমীহ জানিয়ে কে উত্তর দিল। লেনী সোজাসুজি উঁচু স্বরে হেসে উঠল এবং কে-র এই সাময়িক মনোবিক্ষেপে তার লাভই হল, সহজেই নিজেকে কে-র হাতে সমর্পণ করতে পারল, ফিস ফিস করে বলল 'ওকে এখন তুমি বাদ দাও, দেখলে তো কি একটা জীব, আমি ওর প্রতি একটু বেশি মনোযোগ দিই, তার কারণ অ্যাডভোকেটের সব থেকে শাঁসালো মক্কেলদের একজন, আর ওইটেই একমাত্র কারণ। তোমার ব্যাপার কি? আজ রাত্রেই কি তুমি অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করতে চাও? তার শরীর কিন্তু একেবারেই ভালো না; তা সত্ত্বেও, তুমি যদি চাও তো আমি গিয়ে বলি যে তুমি এখানে। তবে যাই কর না কেন, আজ রাতটা তোমাকে আমার সঙ্গে কাটাতেই হবে। কতদিন হয়ে গেল বলত, তুমি শেষ এখানে এসেছিলে, এমনকি অ্যাডভোকেটও তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। তোমার মামলা এভাবে অবহেলা করা উচিত নয়। তাছাড়া আমি কিছু কিছু খবরও জানতে পেরেছি, সেগুলি তোমাকে বলতে চাই। কিন্তু প্রথম কাজ হল তোমার কোটটা খুলে ফেলা।' সে তাকে কোটটা খুলে ফেলতে সাহায্য করল, তার কাছ থেকে টুপিটা নিয়ে নিল, দৌড়ে চলে গেল ওগুলো ঝুলিয়ে রাখার জন্য, তার পর দৌড়ে এল স্যুপের ওপর নজর রাখতে। 'আমি কি প্রথমে তোমার আসার কথা বলব, না স্যুপটা আগে দেব।' 'আমার কথাই আগে বল,' কে বলল। সে বিরক্ত বোধ করছিল, কারণ সে চেয়েছিল লেনীর সঙ্গে প্রথমেই মামলাটা আলোচনা করতে, বিশেষ করে অ্যাডভোকেটকে ছাড়িয়ে দেবার বিষয়টি, কিন্তু কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলারটি সেখানে থাকায় সমস্ত পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু এটাও তার মনে হল যে তার বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সাধারণ কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলার তার মধ্যে এসে নিশ্চিতভাবে নাক গলাবে তা সে বরদাস্ত করতে পারে না। তাই সে লেনীকে ডাকল, লেনী ততক্ষণে অন্য ঘরে ঢোকার সংলগ্ন বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত। 'না, তুমি বরঞ্চ প্রথমে তাকে তার স্যুপটা দাও।' সে বলল। 'এতে তার একটু শক্তি বাড়বে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে, যা তার দরকার।' 'তাহলে আপনিও অ্যাডভোকেটের একজন মক্কেল?' ঘরের এক কোণ

থেকে শান্তভাবে কেউ বলল, যেন সে কারো একটি বিবৃতি অনুমোদন করছে। কিন্তু তার মন্তব্য ভালভাবে নেওয়া হল না। 'তাতে আপনার হলটা কি?' কে বলল এবং লেনীও যোগ করল: 'আপনি একটু চুপ করুন তো।' কে-কে লেনি বলল, 'তাই ভাল, আমি প্রথমে তাকে স্যুপ দিয়ে আসি।' সে একটা স্যুপের বাটিতে স্যুপ ঢালল। 'শুধু একটাই বিপদ যে অবিলম্বে তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। খাবার পরেই সাধারণত তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।' 'অবশ্য আমার তাকে যে-কথা বলতে হবে, তা তাকে বিলক্ষণ জাগিয়ে রাখবে', কে বলল, সে সমস্ত রকম ভাবেই বুঝিয়ে দিতে চাইল যে তাদের এই কথাবার্তা খুবই অস্বস্তিকর একটা চেহারা নিতে চলেছে; সে চেয়েছিল লেনী এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করুক এবং তখন সে তার পরামর্শ চাইবে। কিন্তু লেনী শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থে কে-র নির্দেশ অনুসরণ করল। স্যুপের বাটি হাতে নিয়ে যেতে সে ইচ্ছে করে কনুই দিয়ে একটা গুঁতো মারল এবং ফিস ফিস করে বলল: 'স্যুপ খাওয়া শেষ করা মাত্রই আমি তোমার কথা বলব যাতে যত তাড়াতাড়ি হয় তোমাকে আবার আমি কাছে পাই।' 'তাই কর' কে বলল। 'তোমার সঙ্গে তো মানিয়ে চলতেই হবে। এতটা রূঢ় তুমি হয়ো না' হাতে স্যুপের বাটি নিয়ে এগোবার জন্য দরজার দিকে ডানদিক ঘুরে দাঁড়িয়ে লেনী বলল।

কে তার দিকে তাকিয়ে থাকল, এখন এটা সম্পূর্ণভাবে পাকা যে সে অ্যাডভোকেটকে ছাড়িয়ে দিচ্ছে, এবং ঠিক এমনই একটা অবস্থা তৈরি হল যে এটা করার আগে সে আর লেনীর সঙ্গে পরামর্শ করার অবকাশও পাবে না; সমস্ত ব্যাপারটাই তার এক্তিয়ারের বাইরে এবং জানতে পারলে লেনী নিশ্চিতভাবেই তাকে বিরত করার চেষ্টা করত, এমন কি সে হয়ত এবারকার মত যাতে কে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া বন্ধ রাখে তেমন একটা প্রভাব তার ওপর বিস্তার করতে পারত, এবং এর ফলে সারাক্ষণই তাকে ভয় এবং সন্দেহের শিকার হয়ে থাকতে হত যতক্ষণ না, শেষ পর্যন্ত সে তার চিন্তাকে কাজে পরিণত করে, কারণ কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তা এতটাই অনুজ্ঞার মতো হয়ে পড়ে যে তা বাতিল করা যায় না। আর যত তাড়াতাড়ি সেই সিদ্ধান্ত কার্যকারী হবে কষ্টের মাত্রা তার ঠিক ততখানিই কমবে। শেষ পর্যন্ত, এই কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলারটাই সম্ভবত, এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে।

কে লোকটার দিকে ফিরল, সঙ্গে সঙ্গে ব্লক এমনভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠল যে মনে হবে যেন সে লাফাতে যাচ্ছে। 'আপনি ওখানেই বসে থাকুন,' তার পাশে একটা চেয়ার টেনে কে বলল। 'আপনি অ্যাডভোকেটের একজন পুরনো মক্কেল।

তাই না ?' 'হ্যাঁ' ট্র্যাভেলার বলল, 'খুবই পুরনো মক্কেল'। 'আপনার বিষয়টি কত-দিন হল ওর হাতে ?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি ঠিক কোন বিষয়টির কথা বলছেন,' ট্র্যাভেলার বলল ; 'আমার ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়—আমি খাদ্যশস্যের ব্যবসা করি—শুরু থেকেই অ্যাডভোকেট আমার প্রতি-নিধি, তা অবশ্যই গত কুড়ি বছরের ওপর হবে, এবং আমার ব্যক্তিগত মামলায়—যা আপনিও মনে করছেন, শুরু থেকেই তিনি আছেন এবং তা-ও প্রায় পাঁচ বছরের ওপর হয়ে গেল,' একটি পুরনো পকেটবুক বার করে এনে সে তার কথা অনুমোদন করল। 'আমি এগুলি সমস্তই এখানে লিখে রেখেছি। আপনি যদি চান, তবে আমি আপনাকে ঠিক ঠিক তারিখগুলো দিতে পারি। একজনের মাথায় এতসব রাখা খুবই কঠিন। আমার মামলাটা হয়ত আমি যা বললাম তার চেয়েও আগে-কার, এটার শুরু ঠিক আমার স্ত্রী মারা যাবার পর, তা সাড়ে পাঁচ বছরের ওপর তো হবেই।' কে চেয়ারটা তার আরো কাছে সরিয়ে আনল। 'তাহলে অ্যাডভোকেট সাধারণ মামলাও করেন ?' সে জিজ্ঞাসা করল। এই ব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার কাছে অস্বাভাবিক রকমের হৃদয়স্পর্শী মনে হয়ে-ছিল। 'নিশ্চয়ই' ট্র্যাভেলার বলল এবং তারপরেই ফিস ফিস স্বরে যোগ করল 'ওরা একথাও বলেন যে উনি ব্যবসার অধিকার সম্পর্কিত মামলায় অন্যধরনের মামলা থেকে অনেক ভাল।' তারপর তাকে দেখে মনে হল যে এইসব বলে সে যেন বেশ দুঃখিত। কারণ সে কে-র কাঁধে একটা হাত রেখে বলল : 'আমি মিনতি করছি, আমাকে ধরিয়ে দেবেন না।' কে বেশ সান্ত্বনা দিয়ে তার হাঁটুর ওপর হাত বুলিয়ে দিল এবং বলল : 'না, আমি টিকটিকি নই।' 'আপনি জানেন না, উনি অত্যন্ত প্রতিশোধপরায়ণ,' ট্র্যাভেলার বলল। 'অবশ্য আপনার মত বিশ্বস্ত একজন মক্কেলের কোনো ক্ষতি কি তিনি করবেন ?' কে-র প্রশ্ন। 'ও নিশ্চয়ই, একবার তার মনে কিছু হলে তিনি আর কোনরকম বাছবিচার করবেন না, আর তা ছাড়া আমি সত্যি সত্যি তার প্রতি খুব একটা বিশ্বস্ত নই।' 'সেটা আবার কি রকম' কে জিজ্ঞাসা করল। 'সম্ভবত আমার আপনাকে বলা উচিত, ট্র্যাভেলার' সন্দিগ্ধভাবে বলল। 'আমার মনে হয়, এই ঝুঁকি আপনি নিতে পারেন।' কে বলল। 'ঠিক আছে', ট্র্যাভেলার বলল, 'আমি আপনাকে কিছু কিছু বলব, কিন্তু আপনার যখন পালা আসবে আপনিও আপনার একটা গোপন কথা বলবেন, যাতে আমরা অ্যাডভোকেট সম্পর্কে একজন আর একজনের কাছে দায়বদ্ধ থাকি।' 'আপনি খুবই সতর্ক' ; কে বলল, 'কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করে এমনই এক গোপন কথা বলব যাতে আপনার সমস্ত সংশয় দূর হয়। কিন্তু আপনি কি অর্থে অ্যাডভোকেটের

কাছে অবিশ্বাসী' 'তাহলে বলি', ট্র্যাভেলার বেশ দ্বিধার সঙ্গে বলল, যেন সে কিছু অসম্মানজনক কাজ করুল করছে, 'উনি ছাড়া আমার অন্য অ্যাডভোকেটও আছে।' 'এটা ভয়াবহ কিছু নয়,' হতাশার সঙ্গে কে বলল। 'এটা তেমনই হবার কথা,' ট্র্যাভেলার বলল, সেই কথাটা স্বীকার করার পর থেকে সে বুকভরে নিঃশ্বাস নেয়নি, কিন্তু এখন কে-র কথা শুনে বেশ খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। 'এগুলি কখনোই জেনে নেওয়া হয় না। তার থেকেও বেশি, যেখানে কেউ একজন অনুমোদিত অ্যাডভোকেটের মক্কেল, তার কোনো ফালতু অ্যাডভোকেটের পরামর্শ নেওয়ার তো কথাই ওঠে না। এবং আমি ঠিক সেটাই করে চলেছি। তিনি ছাড়া আমার আরো পাঁচজন, কথা বলারই অযোগ্য, ফালতু অ্যাডভোকেট আছে।' 'পাঁচজন'! কে চিৎকার করে উঠল, শুধুমাত্র সংখ্যাই তাকে বিহ্বল করেছে। 'এই অ্যাডভোকেট ছাড়া আরো পাঁচ জন অ্যাডভোকেট' ট্র্যাভেলার মাথা নাড়ল, 'আমি এমনকি ছ' নম্বরের জন্যও চেষ্টা করছি।' 'কিন্তু এতজন আপনার কি জন্য দরকার?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'আমার এদের প্রত্যেককে দরকার', ট্র্যাভেলার বলল। 'কেন, আমাকে কি বলবেন?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'আনন্দের সঙ্গে,' ট্র্যাভেলার বলল। 'প্রথমেই বলি, আমি আমার মামলা হারতে চাই না, আপনিও নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারছেন। তাই যা আমাকে সাহায্য করতে পারে তার আমি কিছুই তুচ্ছ ভাবার মত সাহস দেখাই না। যদি কোথাও দেখি আমার নিজের সুবিধা হবার বিন্দুমাত্র আশা আছে, আমি তা বর্জন করার মত দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দিই না। সে কারণে আমার যা কিছু আছে, তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত আমি আমার নিজস্ব এই মামলার পিছনে খরচ করি। একট উদাহারণ দিয়ে বলি, আমি আমার ব্যবসা থেকে সমস্ত টাকা তুলে এনেছি; একসময় আমার অফিস ছিল একটা বাড়ির প্রায় পুরো একটা তলা নিয়ে, যেখানে আমার এখন দরকার শুধুমাত্র পেছন দিকে ছোটো একটা ঘর ও একজন সহকারি কেরানী। তবে শুধু মাত্র আমার টাকা তুলে আনার জন্যই যে ব্যবসার এই হাল হয়েছে তা নয়, আমার সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যমও আমি তুলে নিয়েছি। যখন আপনি আপনার মামলা জেতার জন্য সব কিছুই করতে প্রস্তুত, তখন অন্য কাজে লাগাবার জন্য আপনার কিছু উদবৃত্ত থাকে না।' 'তাহলে আপনি আপনার নিজের হয়েই শুধু কাজ করছেন?' কে কথার মধ্যে বলল। 'পরিষ্কারভাবে সেই বিষয়েই আমি কিছু একটা আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম,' ট্র্যাভেলার বলল। 'শুরুতে আমি এ ধরনের কিছু কিছু চেষ্টা করে দেখেছিলাম, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা ছাড়তে হয়েছে। এটা যেন আমার সবকিছু নিঙড়ে

নিচ্ছিল, আর তাছাড়া ফলাফলও এমন কিছু আহামরি নয়। কেবলমাত্র আদালতে হাজিরা দেওয়া যাতে সব কিছুর ওপর নজর রাখা যায়—কাজটা অন্তত আমার পক্ষে বড় বেশি হয়ে দাঁড়াল। আপনার কখন ডাক পড়বে তার জন্য বসে থাকতে থাকতে আপনার পা ধরে যাবে। কিন্তু আপনি হয়ত আবহাওয়াটা কি রকম, সেইটু বুঝতে পারবেন।'

'আপনি কি করে জানলেন যে আমিও ওখানে গিয়েছিলাম?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'আপনি যখন বারান্দা পার হয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তখন ওখানেই ছিলাম।' 'কি অদ্ভুত ঘটনার মিল।' কে বলল, সে ভুলেই গিয়েছিল যে মনে মনে সে ট্র্যাভেলারের কি হাস্যকর একটা চেহারা নিজের হিসেবের মধ্যে ধরে রেখেছিল। 'তাহলে আপনি আমাকে দেখেছিলেন! আমি যখন যাচ্ছিলাম, আপনি তখন বারান্দায় ছিলেন। ঠিকই, আমি একবার আদালতের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলাম।' 'এটা তেমন কিছু একটা মিল নয়।' ট্র্যাভেলার বলল, 'আমি প্রায় প্রত্যেকদিনই ওখানে যেতাম।' 'এরপর থেকে আমিও ওখানে প্রায়ই যাব', কে বলল। 'শুধু সেদিন যেমন সম্মানের সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল, সেই সম্মান হয়ত আর পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, আমার মনে হয় তারা আমাকে একজন জজ মনে করেছিল।' 'না', ট্র্যাভেলার বলল, 'আমরা অ্যাটেনডেন্ট-এর জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা জানতাম আপনি একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি। এধরনের খবর খুব তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে যায়।' 'তাহলে আপনি ব্যাপারটা আগে থেকেই জানতেন', কে মন্তব্য করল। 'তার পরে হয়ত আমাকে আপনি পরাক্রমশালী বিশেষ একজন কেউ মনে করেছিলেন, অন্য কেউ আর কিছু বলেনি।' 'না' ট্র্যাভেলার বলল, 'ওখানকার লোকগুলো অন্যরকম ধারণা করেছিল। কিন্তু এগুলো সব বাজে ব্যাপার।' 'কি সব বাজে ব্যাপার।' কে জিজ্ঞাসা করল। 'এটা আমাকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?' একটু বিরক্ত হয়েই ট্র্যাভেলার বলল। 'বাইরে থেকে ওখানকার লোকজনকে আপনি চেনেন না, এবং ওদের সম্পর্কে আপনার ভুল ধারণা হওয়া সম্ভব। আপনার অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত আদালতে যা কিছু আলোচনার জন্য ওঠে, সেগুলি এককথায় যুক্তির বাইরে, চিন্তা করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয় এবং সে কারণেই নানারকম কুসংস্কারের আশ্রয় নেয়। এবং এমনই একটা কুসংস্কার হল কারো মুখ বিশেষ করে তার ঠোঁটের রেখা দেখে আপনি যেন বলে দিতে পারেন, তার মামলাটা কোনদিকে মোড় নেবে। মোট কথা, লোকগুলো ঘোষণা করে যে আপনার ঠোঁটের অভিব্যক্তি বিচার করে দেখা যাবে

আপনি দোষী, এবং অদূর ভবিষ্যতেও তাই হবে। আমি আপনাকে জোর করে বলতে পারি যে এই সমস্ত কুসংস্কার অর্থহীন, এবং অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গেই এসবের একেবারেই মিল নেই, কিন্তু আপনি যদি এদের সঙ্গে থাকেন, তবে এদের মধ্যে প্রচলিত এই ধারণা থেকে বাইরে যাওয়া কঠিন। আপনি ভাবতেও পারবেন না এই সমস্ত ধারণার কি প্রতিক্রিয়া। আপনি ওখানে দাড়ানো একটি লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন না? এবং সে আপনার কথার উত্তরে সম্ভবত একটাও কথা বলতে পারছিল না। অবশ্য ওখানে এমন হতচকিত হবার অনেক কারণই আছে। তবে একটা কারণ হল যে আপনার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল। সে পরে বলেছিল, আপনার ঠোঁটের ওপর সে আপনারই নিজের মৃত্যুর চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল।' 'আমার ঠোঁটের ওপর'; কে পকেট থেকে তার পকেট আয়নাটা বার করে ঠোঁটের চেহারা দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল। 'আমি তো আমার ঠোঁটে অদ্ভুত কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আপনি কি কিছু পাচ্ছেন?' 'আমিও না,' ট্র্যাভেলার বলল, 'একেবারেই না'। 'এই লোকগুলো কি প্রচণ্ড কুসংস্কারছন্ন' কে চিৎকার করে বলল। 'আমি কি আপনাকে এ কথা বলিনি?' ট্র্যাভেলার জিজ্ঞাসা করল। 'ওরা কি মাঝে মাঝেই নিজেদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করে এবং এ সমস্ত কথা আলোচনা করে?' কে খোঁজ নিল। 'আমার অবশ্য এদের এসব ধারণার সঙ্গে কখনোই কোনো যোগ ছিল না। নিয়মমাফিক ওদের সঙ্গে যে মাঝে মাঝে খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাও না।' ট্র্যাভেলার বলল। 'আর তা ছাড়া এটা সম্ভবও নয়, ওদের সংখ্যাও অনেক। ওদের পছন্দসই বিষয়গুলি সকলের ক্ষেত্রে এক নয়, কিন্তু ওরা ওদের ভুল অনতিবিলম্বেই ধরতে পারে। একসঙ্গে মিলে আদালতের বিরুদ্ধে কিছু করাও অসম্ভব। প্রত্যেকটি মামলার বিচারই তার নিজস্ব গুণাগুণ অনুযায়ী হয়, সে বিষয়ে আদালত অত্যন্ত নীতিবোধ-সচেতন। ব্যক্তি হিসেবে কেউ কেউ, এখানে সেখানে গোপনে হয়ত কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারে, কিন্তু তার পরবর্তী সময় পর্যন্ত কি করে আর সব কিছু ঘটে গেল সে সম্পর্কে কিছু জানে না। অতএব কোনো সম্প্রদায় বলে কিছু নেই, লোকজনগুলো বারান্দার মধ্যেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘোরাফেরা করে, এবং ওদের মধ্যে খুব একটা কথাবার্তাও যে হয়, তা-ও নয়। মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস অত্যন্ত প্রাচীন এক ঐতিহ্য এবং বংশানুক্রমে মানুষ সেগুলো পায়।' 'আমি বারান্দায় সব লোকগুলোকেই দেখেছিলাম,' কে মন্তব্য করল, 'এবং ভেবেছিলাম এখানে এমনভাবে ঘোরাফেরা সম্পূর্ণ অর্থহীন।' 'মোটেও অর্থহীন নয়', ট্র্যাভেলার বলল, 'একমাত্র অর্থহীন কাজ হল কোনো বিষয়ে স্বাধীন-

ভাবে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া। আমি আপনাকে আগে বলেছিলাম, ইনি ছাড়া আমার আরো পাঁচজন অ্যাডভোকেট আছে। আপনি হয়ত ভাবতে পারেন—যেমন আমি একসময় ভেবেছিলাম—এরপর আমি আমার হাত এই মামলা থেকে অনায়াসে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারি। কিন্তু তা করলে আপনি ভুল করবেন। একজন অ্যাডভোকেট থাকার সময় আমাকে যতটা সতর্ক থাকতে হয়েছিল তার থেকে এখন অনেক বেশি সতর্ক আমাকে থাকতে হয়। আমার মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন?' 'না', ব্লকের কাঁধে হাত রেখে কে যেন আবেদনের ভঙ্গীতে বলল সে যাতে অত তাড়াতাড়ি কথা না বলে। 'আমি অনুনয় করছি, আপনি যদি আর একটু ধীরে ধীরে কথা বলেন, কারণ এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এত দ্রুতগতিতে কথা বললে আমি কিছুই বুঝতে পারব না।' 'আমি খুশি যে আপনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন', ট্র্যাভেলার বলল; 'অবশ্য আপনি নবাগত, এ বিষয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক, আপনার মামলা তো মাত্র ছ'মাসের পুরনো, তাই না? হ্যাঁ, অন্তত আমি তাই শুনেছিলাম। সদ্য ভূমিষ্ঠ একটি মামলা! কিন্তু এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হয়, আমি বলতে পারব না, কতবার করে। এটা এখন আমার অভ্যাসগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে।' 'আমি মনে করি, আপনার মামলাটা যে এতোখানি এগিয়েছে সে কথা ভেবে আপনি খুশি হবেন', ট্র্যাভেলারের মামলা কতোখানি এগিয়েছে সে বিষয়ে সরাসরি কোনো খোঁজ না করে কে প্রশ্ন করল। কিন্তু সরাসরি সে কোনো উত্তরও পেল না। 'হ্যাঁ, আমি এই বোঝা দীর্ঘ পাঁচবছর ধরে বহন করে বেড়াচ্ছি', ট্রাভেলার বলল, তার মাথাটা ঝুলে পড়ল। 'এটাও কিছু কম কৃতিত্ব নয়।' অতঃপর সে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকল। কে কান পেতে রাখল শুনতে লেনী ফিরে আসছিল কি না। একদিকে সে চাইছিল সে যেন তখনি ফিরে না আসে, কারণ তখনো তার অনেক প্রশ্ন বাকি ছিল জিজ্ঞাসা করতে, অন্যদিকে সে চায়নি যে সে এসে দেখুক ট্র্যাভেলারের সঙ্গে গভীর আলোচনায় সে ডুবে আছে, আবার অন্যদিকে সে এ কারণেই বিরক্তিবোধ করছিল যে সে বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও লেনী এতটা সময় অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কাটাচ্ছে কেন। এক পাত্র স্যুপ দিতে যতটা দরকার, তার থেকে অনেক বেশি সময়। 'আমি ঠিক স্মরণ করতে পারি', আবার ট্র্যাভেলার আরম্ভ করল এবং কে সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করল তার কথায়। 'ঠিক কখন আমি লক্ষ্য করলাম আমার মামলাও এখন আপনার মামলা যে অবস্থায়, প্রায় সে রকমই একটা অবস্থায় রয়েছে। তখন আমার শুধু মাত্র এই অ্যাডভোকেটই ছিল, এবং বলতে কি,

আমি তাকে নিয়ে খুব একটা খুশি ছিলাম না।' 'এখন আমাকেও সবকিছু খোঁজ করে দেখতে হচ্ছে', কে বেশ আগ্রহের সঙ্গে ঘাড় নাড়তে নাড়তে মনে মনে ভাবল, তার ভাবটা যেন এতে করেই ট্রাভেলার সঠিক সমস্ত খবর বার করে আনতে প্রেরণা পাবে। 'আমার মামলা', ট্র্যাভেলার বলে চলল 'কোনোরকমেই এগুচ্ছিল না, অবশ্য এর মধ্যে বার কয় সওয়াল জবাব হয়েছিল, এবং আমি তার সব কটিতে উপস্থিতও ছিলাম, আমি সামান্য প্রমাণ জোগাড় করি এবং আদালতের সামনে আমি আমার সমস্ত হিসেবের বইও দাখিল করি, পরে আমি আবিষ্কার করলাম ওসবের কোনো দরকারই ছিল না। অ্যাডভোকেটের দরবারে ছুটো-ছুটি করতে লাগলাম, তিনি নানারকম পিটিশন জমা দিলেন'—'নানারকম পিটিশন', কে জিজ্ঞাসা করল। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই'। ট্র্যাভেলার বলল। 'এটা আমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর।' কে বলল। 'কারণ আমার মামলায় তিনি এখনো পর্যন্ত একটি আবেদন পত্রের খসড়া নিয়েই হাবুডুবু খাচ্ছেন। এ পর্যন্ত, বলতে গেলে তিনি কিছুই করেননি। এখন আমি বুঝতে পারছি কি বিশ্রীভাবে তিনি আমার মামলাটা অবহেলা করছেন।' 'আর কোনো আবেদন পত্র বা পিটিশন জমা দেওয়া হয়নি, তার জন্য হয়ত যুক্তিযুক্ত অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে।' ট্র্যাভেলার বলল। 'আমি আপনাকে বলছি, আমার পিটিশনগুলো পরবর্তী সময় দেখা গেছে একেবারেই বাজে এবং অকেজো। এমনকি একটার ওপর আমি চোখ বুলিয়েও দেখেছিলাম—আদালতের এক কর্মচারীকে ধন্যবাদ, তার অশেষ কৃপা। সেটি ছিল বিদ্যবত্তায় ঠাসা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থহীন—কোনোরকম কাজেই আসে না। প্রথমেই ল্যাটিনভাষায় বড় একটা মুখবন্ধ—যার একবর্ণও আমি বুঝতে পারিনি, তারপর সম্পূর্ণ একটা পৃষ্ঠা আদালতের কাছে সাধারণ আবেদন, তারপর একজন বিশিষ্ট পদাধিকারীর উদ্দেশে তোষামোদপূর্ণ উল্লেখ—যার নাম অবশ্য করা হয়নি, কিন্তু যারা এসমস্ত জানে তাদের বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না, তারপর অ্যাডভোকেটের নিজের সম্পর্কে খানিকটা স্তুতি—এবং এই প্রসঙ্গে আদালতের, কাছে নিজের চূড়ান্ত হীনমন্যতার প্রশ্রয় দিয়েছেন, এবং পিটিশনের শেষ করেছেন অতীতে, প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত অনেকগুলি মামলার বিশ্লেষণ করে যেগুলির সঙ্গে নাকি আমার মামলারও সাদৃশ্য আছে। তবে আমাকে বলতেই হয়, এই সমস্ত বিশ্লেষণ অত্যন্ত সতর্ককার সঙ্গে সম্পূর্ণ করা হয়েছে; আপনি অবশ্য ভাববেন না যে আমি অ্যাডভোকেটের যোগ্যতা সম্পর্কে রায় দিচ্ছি, ওই পিটিশনটা অনেক-গুলির মধ্যে মাত্র একটি; তবে যাই হোক, সেই কথাতেই আমি আসছি যে এতকিছু সত্ত্বেও আমার মামলা যে নামমাত্র এগিয়েছে—তার কিছুই আমি দেখতে

পাইনি।' 'কি ধরনের এগুনো আপনি দেখবেন আশা করেছিলেন?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'খুব ভালো প্রশ্ন', একটু হেসে ট্র্যাভেলার বলল, 'এই সমস্ত মামলায় ঠিক সেই ধরনের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করা একেবারেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমি তখন অতশত বুঝতে পারতাম না। আমি একজন ব্যবসায়ী, এবং আমি তখন এখনকার থেকে অনেক বেশি ব্যবসায়ী ছিলাম। আমি দেখতে চেয়েছিলাম এমন কিছু ফল যা অনুভব করা যায়, সমস্ত আলোচনা হয় উঁচুমাত্রিক হবে, নয়ত বা নিচুমাত্রিক, এবং শেষ পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছুবে। তার বদলে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার ঘটেছে, একটার পর আর একটা, এবং সবগুলিই কেমন একই চড়া স্বরে, যেখানে আমার প্রতিক্রিয়া হত যেন একজন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ভক্তের মতো, আমি একই স্বরে গলা মিলিয়ে শুধু প্রদক্ষিণ করে চলেছি; প্রতি সপ্তাহে বেশ কয়েকবার আমার ব্যবসার জায়গায় অথবা আমার বাড়িতে যেখানেই দেখা পাওয়া যাক না কেন, খবর দিতে লোক আসত, এবং সেটা একটা কদর্য ব্যাপার (আজকের দিনে সেই দিক থেকে অবশ্য আমি অনেক ভালো আছি, কারণ টেলিফোনে আমাকে কমই বিরক্ত করা হয়); আর এই সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে আমার ব্যবসা মহলে বিশেষ করে আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে আমার এই মামলা নিয়ে নানারকম গুজব ছড়াতে লাগল যাতে চারিদিক থেকে আমাকে অত্যন্ত বিব্রত হতে হচ্ছিল, অথচ আদালতের দিক থেকে অদূর ভবিষ্যতে আমার মামলা নিয়ে যে কোনো রায় দেওয়া হবে তার চিহ্ন মাত্র নেই। সুতরাং আমি অ্যাডভোকেটের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানালাম। তিনি আমাকে এক দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন, কিন্তু আমার অভিযোগ যে অর্থে ছিল সে সম্পর্কে কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে তিনি সরাসরি অস্বীকার করলেন, বললেন এমন কেউ নেই যে আদালতের ওপর প্রভাব খাটিয়ে কোনো মামলার সওয়াল জবাবের জন্য একটা দিন ধার্য করতে পারবে, এবং আবেদন করে এ বিষয়ে অনুরোধ জানানো নাকি কেউ কস্মিনকালে শোনেনি এবং সে রকম কিছু করার অর্থ আমার এবং তারও একই সঙ্গে অনিবার্য পতন। আমি চিন্তা করে দেখলাম এই অ্যাডভোকেট যা করতে চায় না বা পারে না, অন্য কেউ তা হয়ত করতে পারে। কাজে কাজেই আমি অন্য অ্যাডভোকেটের খোঁজ করতে লাগলাম। তবে আমি আপনাকে একথাও বলি যে ওদের মধ্যে একজনও আমার মামলার নিষ্পত্তি করতে দিন ধার্য করার জন্য আদালতের কাছে আবেদেন করেনি, অথবা এ ধরনের কোনো একটা নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও করতে পারেনি, এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার—শুধু একটিমাত্র ব্যতিক্রম যা আমি পরে আপনাকে বলছি—এবং এই

অ্যাডভোকেট এখানে আমাকে ভুল পথে চালিত করেননি, তা সত্ত্বেও আমি অন্য কয়েকজন অ্যাডভোকেট নিযুক্ত করার জন্য পরিতাপের কোনো কারণ দেখি না। আমি ধরে নিচ্ছি ডঃ হুলডও আপনাকে বটতলার উকিল সম্পর্কে জানিয়েছেন, সম্ভবত তাদের অত্যন্ত অনুকম্পার পাত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তারা অবশ্য এক অর্থে তাই। আবার এ-ও ঠিক যে ওদের বিষয়ে বলার সময় এবং নিজের সঙ্গে ওদের তুলনা করার সময় তিনি সব সময়েই একটি সামান্য ভুল করে বসেন, যে বিষয়টি নিয়ে আপনার দৃষ্টিও আমি কথা প্রসঙ্গে আকর্ষণ করতে চাই। তুলনা-মূলকভাবে তিনি তার চক্রের অ্যাডভোকেটদের "বিরাট অ্যাডভোকেট" হিসেবে উল্লেখ করেন। সেটা কিন্তু অসত্য, যে কোনো মানুষই নিজেকে "বিরাট" বলতে পারে, অবশ্য সে যদি ইচ্ছে করে, কিন্তু এ ব্যাপারে সবকিছুই আদালতের ঐতিহ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া অবশ্যই উচিত এবং আদালতের ঐতিহ্য অনুসারে একমাত্র ইঁদুরের গর্তে মুখ লুকিয়ে থাকা অ্যাডভোকেট বাদ দিয়ে ছোট সবরকম অ্যাড-ভোকেটকেই অনুমোদন দেয়। আমাদের অ্যাডভোকেট এবং তার সহকর্মীদের কিন্তু ছোট অ্যাডভোকেটদের মধ্যেই গণ্য করা হয়, যেখানে বাস্তবিক বড় অ্যাডভোকেটরা যাদের কথা আমি শুনেছি মাত্র এবং কখনোই দেখিনি, ছোট মাপের অ্যাড-ভোকেটদের তুলনায় অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে, যেমন বটতলার অ্যাডভোকেটদের তুলনায় আরো ছোট মাপের অ্যাডভোকেটরা।' 'বাস্তবিক বিরাট অ্যাডভোকেট?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'তারা তবে কারা? তাদের খোঁজ তাহলে কেমন করে পাওয়া যায়?' 'মনে হচ্ছে তাদের কথা কখনো শোনেননি,' ট্র্যাভেলার বলল। 'অভিযুক্তদের এমন কেউ নেই বললেই চলে যে এদের কথা শোনার পর অন্তত কিছু সময় এদের স্বপ্নে মশগুল থাকেননি। আপনি কিন্তু সেই প্রলোভনে পা দেবেন না। কারা যে বিরাট অ্যাডভোকেট, আমি তার কিছুই জানি না, এবং আমি বিশ্বাসও করি না যে তাদের কোনো অস্তিত্ব আছে, বা তাদের পাওয়া যায়। আমি একটিমাত্র উদাহরণও জানি না যেখানে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এরা মামলার মধ্যপথে এসে হস্তক্ষেপ করেছে। তারা কোনো কোনো মামলার পক্ষ সমর্থন করেন, তবে একমাত্র যখন তাদের ইচ্ছে হয়, এবং আমার বলাই উচিত তারা কোনো কার্যকর পন্থা নেন না যতক্ষণ না মামলাটি নিম্ন আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে আসে। সাধারণভাবে বলতে হয়, এদের কথা একেবারে না ভাবাই ভালো, নতুবা সাধারণ অ্যাডভোকেটদের সঙ্গে আলোচনা কেমন বিস্বাদ এবং অর্থহীন মনে হবে। মনে হবে তারা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বেশি সওয়াল করছেন এবং প্রস্তাব দিচ্ছেন—এ সমস্ত বিষয়ে আমি নিজেই

অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি—মনে হয়েছে সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকি, এবং যদিও তা আরো বেশি বোকামো হবে, কারণ বিছানায় শুয়েও স্বস্তি পাওয়া যাবে না।' 'তাই আপনি কোনো বিরাট বিরাট অ্যাডভোকেটের কাছে যাওয়ার চিন্তাও আমল দেননি?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'অবশ্য বেশি দিন নয়,' ট্র্যাভেলার আবার হেসে বলল, 'দুর্ভাগ্যবশত কারো পক্ষে এদের সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, বিশেষ করে রাত্রে। কিন্তু আমি তখন দ্রুত কোনো সমাধান চাইছিলাম, তাই আমি বট-তলার উকিলদের কাছেই গেলাম।'

'তোমরা দুজনে এমন ঘনিষ্ঠ হলে কি করে।' লেনী বেশ জোরে জোরে বলে উঠল, সে ততক্ষণে স্যুপের বাটি হাতে নিয়ে ফিরে এসেছে এবং দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়েছে। তারা একজন আর একজনের এত কাছে বসেছে যে সামান্য একটু নড়লেই একজনের মাথা আর একজনের মাথায় ঠুকে যাবে। ট্র্যাভেলারের আকৃতিই যে ছোটো তাই নয় সে বসেছে সামনের দিকে মাথা আরো অনেকটা নামিয়ে, তা ছাড়া কথাও বলছে খুব অনুচ্চ গলায়, ফলে তার প্রত্যেকটি কথা শোনার জন্য কে-কেও মাথা অনেকটা নামিয়ে আনতে বাধ্য করেছে। 'আমাকে খানিকটা সময় দাও,' লেনীকে সতর্ক করতে কে যেন হুমকি দিয়ে উঠল, যে হাতটা তার তখনো ট্র্যাভেলারের হাতের ওপর ছিল, সেটি উঠিয়ে বিরক্তির সঙ্গে উঠিয়ে লেনীর উদ্দেশে ঝাঁকালো। 'ইনি চাইছেন যে আমি এঁকে আমার মামলার বিষয়টি সব বলি', লেনীকে ট্র্যাভেলার বলল। 'বেশ তো, তাহলে বলতে থাক,' সে বলল। ট্র্যাভেলারের সঙ্গে কথা বলার সময় তার গলার আওয়াজে সহানুভূতির সুর ছিল কিন্তু সে সঙ্গে ছিল একটু অবজ্ঞাও। এটা কে-কে বিরক্ত করল, আর যাই হোক, কে আবিষ্কার করছে যে অনেক ক্ষেত্রে তার দেওয়া খবর মূল্যবান, এবং সে জানে কিভাবে ঠিক খবর দিতে হয়। বাইরে থেকে মনে হয় লেনী তাকে যথার্থ বিচার করতে পারেনি। কে-র আরো খানিকটা বিরক্তি উৎপাদন করতেই যেন লেনী ট্র্যাভেলারের হাত থেকে মোমবাতিটা সরিয়ে নিল, যেটা সে এ পর্যন্ত সব সময়েই ধরে ছিল, লেনীর অ্যাপ্রন দিয়ে সে হাতটা মুছে ফেলল, তারপর হাঁটু গেড়ে মোমের যে চর্বি গলে গলে তার প্যান্টের ওপর এসে লেগেছিল তা ঝাড়তে বসল। 'আপনি আপনার বটতলার অ্যাডভোকেটদের কথা বলবেন বলেছিলেন,' কোনো মন্তব্য না করে লেনীর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কে জিজ্ঞাসা করল ট্র্যাভেলারকে। 'তুমি কি করছ বুঝতে পারছ?' লেনী কে-র গালে মৃদু একটা চড় মেরে আবার নিজের কাজে মন দিল। 'হ্যাঁ। সেই বটতলার সব উকিল,'

তার হাতটা তার কপালের ভুরুর ওপর, যেন কি চিন্তা করছে সেইভাবে ট্র্যাভেলার বলল, কে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করল যাতে সে তার কথার সূত্র খুঁজে পায়। সে যোগ করল: 'আপনি দ্রুত একটা নিষ্পত্তি যাতে হয় সেই চেষ্টা করছিলেন এবং সেই জন্যই বটতলার উকিলদের কাছে গিয়েছিলেন।' 'ঠিক তাই,' ট্র্যাভেলার বলল, কিন্তু সে আর কথা চালাল না। কে ভাবল সে বোধহয় লেনীর সামনে আর কিছু বলতে চায় না। গল্পের অবশিষ্ট অংশটুকু শোনার জন্য তার সেই উদগ্র ইচ্ছে অবদমিত করে সে আর তাকে কিছু বলতে পীড়াপীড়ি করল না।

'তুমি কি আমার কথা বলেছিলে?' পরিবর্তে কে লেনীকে জিজ্ঞাসা করল। 'নিশ্চয়ই', লেনী বলল, 'এবং অ্যাডভোকেট তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ব্লককে এখন কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও, তুমি ওর সঙ্গে পরেও কথা বলতে পারবে, কারণ ও আজ রাত্রে এখানে থাকছে।' কে তখনো ইতস্তত করছিল। ট্র্যাভে-লারকে তাই জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি এখানে থাকছেন?' সে চাইছিল লোকটিই নিজেই তার কথা বলুক, লেনী যেভাবে কথা বলছিল সেটা তার আদৌ পছন্দ হয়নি, যেন সেখানে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আজ সে মনে মনে লেনীর বিরুদ্ধে এক অব্যক্ত বিরূপতায় পূর্ণ হয়ে ছিল। এবং এটা বাড়ল যখন আবার লেনীই কথা বলার ভূমিকা নিয়েছে! 'ও প্রায়ই এখানে ঘুমোয়।' 'এখানে ঘুমোয়?' কে আঁতকে উঠল, সে ভেবেছিল যে ট্র্যাভেলার কেবলমাত্র অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং নিশ্চিত করবে যাতে দ্রুত সেই পর্ব শেষ হয়ে যায়, তারপর তারা দুজন এক সঙ্গে বেরিয়ে যাবে এবং সমস্ত বিষয়টি একান্তে আদ্যোপান্ত আলোচনা করবে। 'হ্যাঁ' লেনী বলল, 'সকলে তোমার মত নয়, জোসেফ, যে কোনো সময়ই হোক না কেন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে তাদের দেখা করতে আপত্তি নেই। তোমার বোধহয় একবারও অবাস্তব মনে হল না ভাবতে যে অ্যাডভোকেটের মতো এমন একজন রুগ্ন মানুষ রাত এগারোটার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হবেন কি না। তোমার বন্ধুরা তোমার জন্য মাত্রা ছাড়িয়ে অনেক কিছু করে এবং তুমি ধরে নিয়েছ সেগুলিই তোমার প্রাপ্য। তবে ভালো কথা, তোমার বন্ধুরা, অথবা অন্তত আমি তোমার জন্য সব কিছু করতে রাজী। তোমার কাছ থেকে সেজন্য আমি ধন্যবাদ আশা করি না। আর ধন্যবাদের আমার দরকারও নেই, আমি একমাত্র চাই তুমি আমার দিকে একটু মন দাও।' 'তোমার সম্পর্কে অনুরাগ?' কে ভাবল, এবং কথাগুলি বলার পরই তার এটা মনে হল: 'কিন্তু আমি তো

লেনী সম্পর্কে অনুরাগী।' তা সত্ত্বেও তার মন্তব্যের বাকি অংশটুকু অগ্রাহ্য করে বলল: 'অ্যাডভোকেট আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন কারণ আমি তার মক্কেল। এজন্য যদি আমার আর কারো সাহায্য নিতে হয়, তা আমাকে প্রত্যেক সময় মাথা পেতে নিজেকে তারই ছাঁচে মিলিয়ে নিতে হবে।' 'দিন দিন ও কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে, তাই না?' লেনী ট্র্যাভেলারকে বলল। 'এবার এখন আমার পালা, কারণ এতক্ষণ আমি এখানে অনুপস্থিত ছিলাম,' কে ভাবল, এবং তার বিক্তির কারণ এবার হয়ে উঠল ট্র্যাভেলার, কারণ সে-ও লেনীর এমন অভব্য আচরণ অনুকরণের পর মন্তব্য করল: 'কিন্তু অ্যাডভোকেট যে তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন, তার অন্য কারণও তো থাকতে পারে। আমার চেয়ে ওর মামলাটা আরো অনেক বেশি আকর্ষক। তাছাড়া, এ মামলা সবেমাত্র শুরু হয়েছে, এবং এখনো আশাজনক একটি অবস্থায় আছে, তাই অ্যাডভোকেট নিজেই মামলাটার তত্ত্বাবধানে থাকতে চান। পার্থক্যটা আপনি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারবেন।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ', ট্র্যাভেলারের কথায় হাসতে হাসতে লেনী বলল। 'কি জিভ রে বাবা!' এখন সে কে-র দিকে ফিরে দাঁড়াল এবং বলে চলল: 'ও যা বলে তার একটা কথাও তুমি বিশ্বাস করো না, লোকটা ভালো, কিন্তু বড্ড বেশি মুখ আলগা। হয়ত সেটাই একটা কারণ, যেজন্য অ্যাডভোকেট ওকে সহ্য করতে পারেন না। যাই হোক না কেন, তিনি কখনোই ওর সঙ্গে দেখা করতে চান না, যদি না মেজাজটা তার ভালো থাকে। আমি তার মত পাল্টাতে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনোই কিছু করা যায়নি। একবার ভেবে দেখ, কোনো কোনো সময় আমি অ্যাডভোকেটকে বলেছি যে ব্লক এখানে, এবং তিনি তিন দিন ধরে বসিয়ে রাখলেন। তারপরও আছে, যখন তিনি ডেকে পাঠালেন, ব্লক যদি তখন ঠিক ঠিক হাজির না থাকে, তবে সেই সুযোগটা নষ্ট হল, এবং আবার নতুন করে আমাকে তার কথা বলতে হয়। তাই আমি এখানে ব্লককে ঘুমুতে দেই, কারণ এর আগে একবার এমন ঘটেছে যে মাঝরাতে তিনি ব্লককে ডেকে পাঠানোর জন্য ঘণ্টা বাজালেন। ব্লককে রাত এবং দিন তৈরি থাকতে হয়।

'এরকম কখনো সখনো হয়েওছে যে অ্যাডভোকেট যখন দেখলেন যে ব্লক ঠিক ঠিক হাজির আছে, তখন তিনি যে তার সঙ্গে দেখা করতে চাননি। সেই মতটার বদল হল।' কে ট্র্যাভেলারের দিকে একটি প্রশ্নসূচক দৃষ্টি ছুঁড়ে মারল, সে মাথা নাড়ল এবং বলল সেই আগের মত অকপটে, হয়ত বা লজ্জায় সামান্য একটু ভাবান্তর তার হল: 'হ্যাঁ, এমন সময় আসে যে একজনকে তার অ্যাডভোকেটের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল হতে হয়।' 'ওর অভিযোগটা কিন্তু ঠিক নয়, ও ভান

করছে,' লেনী বলল, 'আসলে ও এখানে ঘুমুতে ভালোই বাসে। একথাটা ও আগে অনেকবার বলেছে।' লেনী একটা ছোট দরজার কাছে গেল এবং ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল। 'ওর শোবার ঘরটা তুমি দেখতে চাও?' সে জিজ্ঞাসা করল। কে তাকে অনুসরণ করল এবং চৌকাঠ থেকে ভেতরটা দেখল। ঘরটার ছাদ নিচু এবং এমনই যে কোনোমতে একজনের শোওয়ার মতো একটা এক চিলতে বিছানার জায়গা হয়। খাটের দাঁড়ের ওপর দিয়ে বিছানার ওপর যেতে হয়। মাথার কাছে একটা গর্তের মতো, জায়গায় একটা মোমবাতি, দোয়াত এবং একটি কলম সযত্নে এক তাড়া কাগজের পাশে রাখা, সম্ভবত ট্র্যাভেলারের মামলা সংক্রান্ত নথিপত্র। 'তাহলে আপনি পরিচারিকার ঘরে ঘুমোন?' ট্র্যাভেলারের দিকে ঘুরে কে জিজ্ঞাসা করল। 'লেনীই আমাকে এটা দিয়েছে,' সে বলল, 'তাছাড়া এটা বেশ সুবিধারও।' কে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল, লোকটার সম্পর্কে প্রথমেই তার যা মনে হয়েছিল, সম্ভবত শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক; ট্র্যাভেলার অনেক ঘাটের জল খাওয়া মানুষ, নিশ্চয়ই তাই—কারণ তার মামলাটা চলছে অনেক বছর ধরে, তাকে তার অভিজ্ঞতার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। হঠাৎ কে আর যেন তার উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিল না। 'ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও,' কে চিৎকার করে লেনীকে বলল। লেনী বুঝি তার কথার অর্থ বুঝতে পারল না। সে যা চেয়েছিল তা হল এই যে সে তৎক্ষণাৎ অ্যাডভোকেটের কাছে যাবে এবং জীবনের মতো শুধু অ্যাডভোকেটই নয়, লেনী এবং কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলার, সকলের কাছ থেকে অব্যাহতি নেবে। যাই হোক, ঘরে পৌঁছুবার জন্য পা বাড়াবার আগে ট্র্যাভেলার নিচু গলায় তাকে বলল: 'হের অ্যাসেসর।' বেশ রেগে কে ফিরে দাঁড়াল। 'আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছেন,' বেশ অনুনয়ের সুরে কে-র দিকে তাকিয়ে ট্র্যাভেলার বলল। 'আপনি আপনার একটি গোপন কথা আমাকে বলবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।' 'ঠিক' লেনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কে বলল। লেনী তার কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। 'বেশ তাহলে শুনুন, যদিও এতদিনে এটা আর কারো কাছে গোপন নেই। আমি এখন অ্যাডভোকেটের কাছে যাচ্ছি। তাকে আমার কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে।' 'তাকে বরখাস্ত করতে!' বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল ট্র্যাভেলার, সে তার চেয়ার থেকে স্প্রিঙের মতো উঠে দাঁড়াল, দুটো হাত ওপরে তুলে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চিৎকার করতে করতে দৌড়তে লাগল: 'লেনী, উনি অ্যাডভোকেটকে বরখাস্ত করছেন।' লেনী কে-কে পাকড়াও করার জন্য তার থাবা বাড়াল, কিন্তু মাঝ পথে এসে পড়ল ট্র্যাভেলার, এই বিসদৃশ অবস্থাটা সে ঘুঁষি বাগিয়ে পুষিয়ে নিল।

মুষ্টিবদ্ধ হাতে সে কে-র পেছন পেছন ধাওয়া করল, কে ছিল তার সামনে, অনেকখানি আগে। লেনী তাকে ধরতে পারার আগেই সে অ্যাডভোকেটের ঘরের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হল; সে তার পেছনের দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করল, কিন্তু লেনী ততক্ষণে তার একটা পা দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছে যাতে সে কে-র হাত ধরে তাকে পেছনে টেনে আনতে পারে। কে লেনীর হাত ধরে ফেলল, এবং এত জোরে চাপ দিল যে লেনী তার হাতের মুঠো শিথিল করল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে। ঘরের ভেতর নিজেও জোর করে ঢুকে পড়তে সে সাহস করল না, যদিও কে দরজার তালায় চাবি ঘুরিয়ে নিশ্চিত হল যাতে আর কেউ ঢুকতে না পারে।

'আমি আপনার জন্য অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি', বিছানা থেকে অ্যাডভোকেট বলল, পাশের টেবিলে একটি নথি তিনি রেখে দিলেন, যেটি তিনি মোমবাতির আলোয় এতক্ষণ ধরে পড়ছিলেন, এবং চশমাটা পরে যার মাধ্যমে তিনি কে-কে খুব তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন। ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে কে বলল 'আমি আপনাকে বেশিক্ষণ আটকাবো না।' এই মন্তব্যটি, যেহেতু এটা ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা নয়, অ্যাডভোকেট তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'আমি এমন বেশি রাত্রে আর কখনো আপনার সঙ্গে দেখা করব না।' 'সেটা আমারও মনের ইচ্ছে', কে মুখের মতো জবাব দিল। অ্যাডভোকেট তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন: 'বসুন।' কে একটা চেয়ার টেনে নাইট টেবিলের পাশে নিয়ে এল, তার ওপর বসতে বসতে বলল: 'যেহেতু আপনি বলছেন।' 'আমার মনে হচ্ছে আমি যেন শুনতে পেলাম আপনি দরজার তালায় চাবি দিচ্ছেন।' 'হ্যাঁ', কে বলল। 'তার কারণ লেনী।' সে কাউকে আড়াল করছিল না, কিন্তু অ্যাডভোকেট বলে চলল: 'আবার কি সে আপনার ওপর জুলুম করছিল?' 'আমার ওপর জুলুম?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'হ্যাঁ' অ্যাডভোকেট বললেন খক খক করতে করতে শেষ পর্যন্ত কাশতে আরম্ভ করার আগে। তারপর আবার কাশি থামলে খকখক করতে থাকলেন। 'আমার ধারণা সে যে আপনার ওপর জুলুম করছে সেটা লক্ষ্য না করে কি আপনার উপায় আছে?' অনেকটা ঘাবড়ে গিয়ে কে তার হাতটা টেবিলের ওপর রেখেছিল সেই হাতে মৃদু চাপড় মারতে মারতে অ্যাডভোকেট বললেন। কে তখন দ্রুত তার হাতটা সরিয়ে ফেলল। 'আপনি এর ওপর তেমন গুরুত্ব দেবেন না।' কে চুপ করে আছে দেখে অ্যাডভোকেট বলে চলল, 'যদি আমার কথা শেনেন তো ভালই, তা না হলে তার হয়ে আমাকে আপনার কাছে মাফ চাইতে হবে। এটাই ওর এক অদ্ভুত ব্যাপার, যেটা আমি অনেকদিন ধরেই

ক্ষমা করে আসছি এবং এ প্রসঙ্গ আমি তুলতামও না, যদি না আপনি দরজায় তালা বন্ধ করে দিতেন। তার এই অদ্ভুত আচরণ, ভালো কথা আপনিই শেষ ব্যক্তি যার কাছে তার ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি, কিন্তু আপনাকে এমন বিমূঢ় দেখাচ্ছে কেন? হ্যাঁ লেনী, প্রায় সব অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই বেশ আকর্ষণীয় মনে করে। সে নিজেকে তাদের দরকার মতো তৈরি করে নেয়, সকলেরই প্রেমে পড়ে যায়, পরিবর্তে সকলেরই ভালোবাসাও সে পায়; আমি যাতে মজা পাই সেজন্য এসব কথা সে আমাকেও বলে। অবশ্য আমি যখন তাকে এসব বলতে প্রশ্রয় দেই। এটা আপনাকে যেমন অবাক করেছে, আমাকে তেমন করে না। যদি আপনার এসব দেখার ঠিক চোখ থাকে, তবে দেখবেন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সত্যিই একটা আকর্ষণ থাকে। এটা একটা আশ্চর্য পরিস্থিতি, বলতে পারেন প্রায় একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। কারণ যদিও অভিযুক্ত হওয়ার ঘটনায় মানুষের চেহারায় আপাত কোনো পরিবর্তন ঘটে না যা বেশ স্পষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে। কিন্তু যেহেতু এগুলি কোনো সাধারণ ফৌজদারি মামলা নয়, অধিকাংশ অভিযুক্ত ব্যক্তিই তার স্বাভাবিক রুটিন মাফিক কাজকর্ম চালিয়ে যান। এবং তারা যদি ভালো অ্যাডভোকেটের হাতে পড়ে তাদের স্বার্থ তেমন ক্ষুণ্ণ হয় না। এবং তথাপি এদেরই মধ্যে যারা এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ তারা জানে. একটার পর আর একটা মানুষকে বৃহত্তম ভীড় থেকে কি করে বেছে নিতে হয়। তারা কি করে বুঝবে? আপনি জিজ্ঞাসা করবেন। আমার ভয় হয়, আমার উত্তর আপনার মনে ধরবে না। তারা তাদের চিনতে পারে, কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সব সময়েই আকর্ষণীয়। অপরাধ বোধ যে তাদের আকর্ষণীয় করে তোলে তা নয়, কারণ—অ্যাডভোকেট হিসাবে আমার বলা উচিত, অন্ততপক্ষে—তারা সকলেই অপরাধী নয়, এবং এও হতে পারে না যে স্বেচ্ছা-অনুতাপের ন্যায়নীতি তাদের ওপর আরোপিত তার অনুমানই তাদের আকর্ষণীয় করে তোলে, তারা সকলেই দণ্ডিত হবে না, অতএব এটাই সম্ভব যে শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দাখিল হয়েছে সেই কারণেই কোনো না কোনো মতে তা তাদের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। অবশ্য এদের মধ্যে অনেকে অন্যদের তুলনায় একটু বেশি আকর্ষণীয়। কিন্তু মানতেই হয়, তারা সকলেই আকর্ষণীয়, এমন কি ওই হতভাগা ব্লক পর্যন্ত।'

অ্যাডভোকেটের এই বাগাড়ম্বর শেষ করার পর, কে তার মানসিক স্থৈর্য আবার সম্পূর্ণ ফিরে পেল, সে এমনকি অ্যাডভোকেটের কথায় পরিষ্কার মাথা পর্যন্ত নাড়ল, যেন অ্যাডভোকেটের শেষ কথার সঙ্গে সেও একমত, অথচ মনে মনে সে এতক্ষণ তার সঞ্চিত ধারণার স্বীকৃতিই পাচ্ছিল যে অ্যাডভোকেট নিশ্চিতভাবে

অপ্রয়োজনীয় বিষয় তুলে, যেমন এখন, মূল প্রশ্ন থেকে তার মনকে বিক্ষিপ্ত করায় সচেষ্ট। প্রশ্নটি এই : তার মামলার ব্যাপারে তিনি কতটা এগিয়েছেন ? সম্ভবত অ্যাডভোকেট বুঝতে পেরেছেন কে যা স্বাভাবিক তার থেকে অনেক বেশি শত্রুভাবাপন্ন, কারণ এবার তিনি তাকে তার কথা বলার সুযোগ দিতে একটু থামলেন, এবং কে কোনো কথা না বলায় তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনি কি আজ এখানে কোনো বিশেষ কারণে এসেছিলেন ?' 'হ্যাঁ' কে বলল মোমবাতির আলোটা একহাতে আড়াল করে যাতে অ্যাডভোকেটকে ভালো করে দেখা যায়। 'আমি এসেছিলাম আজ থেকেই আপনার সাহায্য আর নেব না সেই কথা বলতে।' 'আমি কি আপনার কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি ?' বালিশের ওপর একহাতে ভর দিয়ে নিজেকে একটুখানি বিছানার ওপর তুলে অ্যাডভোকেট জিজ্ঞাসা করলেন। 'আমার তো তাই মনে হয়', কে বলল, সে তখনো বেশ সোজা হয়ে বসে যেন নিজেকে বল্টু দিয়ে আটকে পাহারা দিচ্ছে। 'বেশ তো, আপনার এই প্রস্তাব নিয়ে আমরা অন্তত আলোচনা করতে পারি', একটু থেমে অ্যাডভোকেট বলল। 'এটা আর পরিকল্পনার স্তরে নেই, এটা সিদ্ধান্ত', কে বলল। 'হতে পারে', অ্যাডভোকেট বললেন, 'কিন্তু আমাদের এত তাড়াতাড়ি কিছু ঠিক করা উচিত হবে না।' তিনি 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করলেন, মনে হয় কে-র কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোনো অভিপ্রায় তার নেই, কে-র সরকারী প্রতিনিধি না হয়েও অন্তত তার উপদেষ্টা হিসেবে বহাল থাকা যেন তার ইচ্ছে। 'এটা কোনো তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নয়', আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কে চেয়ারের পেছনে আশ্রয় নিল, 'আমি এই বিষয়ে চিন্তা করেছি, হয়ত অনেক বেশিদিন ধরেই তা করেছি। এটা আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।' 'তাহলে আমাকে কয়েকটি মন্তব্য করতে দিন', অ্যাডভোকেট বললেন, গায়ের ঢাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানার প্রান্তে এসে তিনি বসলেন। তার আবরণহীন পা পাকা লোমে ঢাকা, ঠাণ্ডায় পা দুটো কাঁপছিল। তিনি কে-কে বললেন সোফা থেকে একটা কম্বল এনে তাকে দিতে। কে কম্বল নিয়ে এসে বলল : 'ঠাণ্ডায় এমনভাবে খোলা গায়ে আপনার উঠে বসার দরকার ছিল না।' 'এটা করার পেছনে আমার বিশেষ একটা কারণ আছে', বিছানার লেপটা তার কাঁধের ওপর জড়াতে জড়াতে এবং কম্বলটা পায়ের ওপর বিছিয়ে অ্যাডভোকেট বললেন 'আপনার কাকা আমার বন্ধু, এবং এই সময়ের মধ্যে আমিও আপনার প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে উঠেছি। আমি খোলাখুলি একথা স্বীকার করছি। এর জন্য কোনো লজ্জা আমার নেই।' একজন বৃদ্ধের এই তীব্র ভাবের প্রকাশ কে-র কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, কারণ এর ফলে

তাকে তার কথা আরো বেশি সরাসরি ভাবে বলতে বাধ্য করা হবে, যেটা সে ভেবেছিল হয়ত পরিহার করা যেত, এবং তাতে তার মানসিকতাও ব্যাহত হত না. এটা মনে মনে তাকে স্বীকার করে নিতেই হল, যদিও এর ফলে তার সিদ্ধান্তের একচুলও হেরফের হবে না। 'আমি আপনার এই স্নেহপরায়ণ মনোভাবের জন্য কৃতজ্ঞ', কে বলল, 'এবং আমি এও উপলব্ধি করেছি যে আমার সুবিধে হবে ভেবে আপনি যতটুকু পারেন তার সবটুকুই করেছেন। কিন্তু কিছুদিন হল আমি ক্রমেই নিশ্চিত হচ্ছি যে আপনার এই সমস্ত চেষ্টা যথেষ্ট নয়।

'আমি অবশ্য আমার এই মতামত এমন কারো ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করব না, যিনি শুধু বয়সেই আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ নন, অভিজ্ঞতার দিক থেকেও যথেষ্ট পরিণত ; এখন যদি কিছু আমি আমার অজ্ঞাতসারে করে থাকি বলে আপনার মনে হয় তো আমাকে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে আমার প্রচুর কারণ আছে, এবং আমি আপনার কথাই ব্যবহার করে বলছি যে আমি নিশ্চিত যে আমার এই মামলায় যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি দৌড়ঝাপ করা এবং সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজন।' 'আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি,' অ্যাডভোকেট বললেন, 'আপনি অধৈর্য বোধ করছেন।' 'না, আমি অধৈর্য নই', কে বলল, একটু বোধ হয় সে বিরক্ত বোধ করল এবং সে কারণেই যথাযথ শব্দ নির্বাচনে সে কম যত্ন নিল, 'আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে যখন আমি প্রথম এখানে আমার কাকার সঙ্গে আসি তখন মামলাটাকে আমি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নিইনি ; বলতে গেলে আমাকে যদি জোর করে মনে করিয়ে দেওয়া না হত, তা হলে ব্যাপারটা আমি সম্পূর্ণ ভুলে যেতাম। তা সত্ত্বেও আমার কাকা আমাকে জোর করলেন যাতে আমি আপনাকে আমার আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করি, এবং আমি তা করেছি তাকে খুশি করতে। একজন আশা করতে পারে যে তারপর থেকে মামলাটা তার বিবেকের ওপর কম ভার হয়ে দাঁড়াবে, একজন অ্যাডভোকেটকে নিযুক্ত করা হয়েছে তার কাঁধের বোঝা বহনের দায়িত্ব অন্য একজন নেবে এই ভেবে। কিন্তু ঠিক তার উল্টোটাই ফলল। আপনাকে অ্যাডভোকেট ঠিক করার আগে আমার এই মামলা এমনভাবে আমাকে বিধ্বস্ত করত না। আমি যখন একা ছিলাম আমি প্রায় কিছুই করিনি, তথাপি তা আমার কোনো চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি ; অন্যদিকে একজন অ্যাডভোকেট পাবার পর থেকে আমার মনে হল কিছু একটা ঘটার জন্য মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, আমি দ্বিধাহীন মনে এবং ক্রমবর্ধমান আশা নিয়ে তাই কিছু ঘটার জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম, কিন্তু আপনি তার কিছুই করলেন না।

আমি স্বীকার করছি আদালত সম্পর্কে আপনি আমাকে অনেক খবর দিয়েছেন। যেগুলি অন্য কোনো জায়গা থেকে জোগাড় করতে পারতাম না। কিন্তু সে সমস্ত সাহায্য একজন মানুষ যে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছে যে এই বিষয়গুলি গোপনে তার সমস্ত ভাবনা চিন্তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে, এবং দ্রুত তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে তার পক্ষে যথেষ্ট নয়', কে সামনে থেকে চেয়ারটা দূরে সরিয়ে দিল এবং এখন সে তার জ্যাকেটের পকেটে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। 'কোনো একজনের প্র্যাকটিসের একটি বিশেষ অধ্যায়ে,' অ্যাডভোকেট নিচু গলায় শান্তভাবে বললেন, 'বাস্তবিক পক্ষে নতুন কিছু ঘটে না। আমার অনেক মক্কেলই তো তাদের মামলায় এই রকম স্তরেই এসে পৌঁছেছে, এবং আমার সামনে ঠিক একইভাবে একই মনের গঠন নিয়ে আপনার মতো এসে দাঁড়িয়েছে, এবং একই কথা বলেছে।' 'ভালোই তো', কে বলল, 'তাহলে তারাও আমারই মতো সঠিক। কিন্তু তা বলে একথা আমার যুক্তি বিরোধী নয়।' 'আমি আপনার যুক্তিগুলি খণ্ডন করার চেষ্টা করছিলাম না', অ্যাডভোকেট বললেন, 'কিন্তু আমি আশা করছিলাম আপনি অন্যদের চেয়ে বেশি বিচারবুদ্ধি দেখাবেন যেহেতু আদালতের কাজকর্ম এবং আমার নিজের কাজের দ্বারা আপনাকে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি দান করেছি, যা সাধারণত আমার অন্য মক্কেলদের চেয়ে একটু বেশি। এবং এখন আমি না ভেবে পারছি না যে এত কিছুর পরও আমার ওপর আপনার যথেষ্ট আস্থা নেই। আপনি আপনার কাজ মোটেও সহজ করেছেন না।' কে-র সামনে অ্যাডভোকেট কতো হতমান হয়ে উঠলেন। এমন কি তাঁর পেশাগত আভিজাত্যই তিনি বিসর্জন দিয়েছেন যা এই সমস্ত অবস্থায় প্রতিপক্ষকে বেশ স্পর্শ করে। তিনি এমন করছিলেন কেন? যদি বাইরের চেহারা ঠিক হয় তবে বলা যায় অ্যাডভোকেট হিসেবে তার খুব চাহিদা এবং তিনি বিত্তবানও বটে, কে-র মামলা না থাকা এবং তার জন্য ফি থেকে বঞ্চিত হওয়া এসব মানুষের ক্ষেত্রে তেমন কিছু নয়। তাছাড়া তিনি পঙ্গু এবং তার ভাবা উচিত অন্য অন্য মক্কেলও তাকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তবু তিনি কে-কে ধরে রাখতে পীড়াপীড়ি করছেন। কিন্তু কেন? একি কে-র কাকা সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত প্রীতি, অথবা তিনি কি কে-র এই মামলা খুবই বিশেষ ধরনের মনে করেন যার প্রতিবাদী হিসেবে জিতলে সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আদালতের বন্ধুদের কাছে গালগল্প করার সুযোগ পেয়ে তার সম্মান কিছু বৃদ্ধি পাবে? তার মুখ দেখে কিছু বোঝায় উপায় নেই! মুখের রেখাগুলি খুঁজে খুঁজে কে হিসেব করল। একজনের মনে হতে পারে যে ইচ্ছে করে তিনি ভাব ভাষাহীন মুখ করে রেখেছেন যেন তার কথার প্রতিক্রিয়া কি হয়

জানবার অপেক্ষায়। কিন্তু স্পষ্টতই তিনি কে-র এই নীরবতা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক অভিব্যক্তি বলে ধরে নিলেন। কারণ তিনি বলে চললেন : 'আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমার অফিসটা বেশ বড় কিন্তু কোনো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আমি বহাল করি না। কিন্তু আগের বছরগুলিতে ব্যাপারটা এমন ছিল না। এমন একটা সময় ছিল যখন অনেক আইনের ছাত্র আমার জন্য কাজ করত, কিন্তু আজ, আজ আমি একা কাজ করি। এই যে পরিবর্তন তা আমার প্র্যাকটিসের ধারা পরিবর্তনের কারণে হয়েছে, কারণ আজকাল আপনার মামলার মতো কাজেই বেশি নিবিষ্ট থাকি, এবং অংশত একটা আত্মবিশ্বাস আমার ওপর ক্রমে ক্রমে শিকড় মেলে চলেছে। আমার মনে হয়েছে, এধরনের মামলার দায়িত্ব আমি আর কারো ওপর ছেড়ে দিতে পারি না যাতে আমার মক্কেলের প্রতি অন্যায় হয় এবং যে দায়িত্ব আমি নিজে হাতে তুলে নিয়েছি তাকে বিপদগ্রস্ত করে তোলা হয়। কিন্তু সব কিছু নিজে করার সিদ্ধান্তের স্বাভাবিক কয়েকটি কুফলও আছে : আমার কাছে অনেক মামলা এসেছিল যেগুলি আমাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে এবং শুধুমাত্র সেই সমস্ত মামলাতেই আমি মনোনিবেশ করেছি যেগুলি বলতে গেলে আমাকে স্পর্শ করেছে —এবং আমি আপনাকে একথাও বলতে পারি যে এই তল্লাটে তেমন হতভাগ্য লোকের কোনো অভাব নেই, যারা আমি যে কোনো উচ্ছিষ্ট ছুঁড়ে দিই না কেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি হয়ে আছে। এর ফলে আমার শরীর এত চাপ এবং মানসিক পরিশ্রমে ভেঙে পড়ে। তাহলেও আমি আমার সিদ্ধান্তের জন্য কোনোরকম অনুতাপ করি না, সম্ভবত আমার আরো দৃঢ় হওয়া এবং আরো অনেক মামলা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যে মামলাগুলি আমি হাতে নিয়েছিলাম সেগুলি একই সঙ্গে যেমন প্রয়োজনীয় ছিল তেমনি সফলতাও লাভ করেছে, অন্তত ফলাফলের দিক থেকে বিচার করলে তাই দাঁড়ায়। আমি একসময় একজন সাধারণ আইনগত অধিকার সম্পন্ন অ্যাডভোকেট এবং এই সমস্ত মামলার অ্যাডভোকেটদের পার্থক্য সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর শব্দ বিন্যাস রচিত একটা বিবরণ পড়েছিলাম। লেখা ছিল এরকম : একজন অ্যাডভোকেট তার মক্কেলদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটা সুতোর ওপর দিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা পর্যন্ত হাটিয়ে নিয়ে যায়, আর অন্যজন মক্কেলকে তার সমস্ত দায়দায়িত্বের ভার নিজের কাঁধে শুরু থেকে রায়দান এমনকি তার পরবর্তী পর্যায় পর্যন্ত বহন করে, মধ্যে একবারও তাকে ফেলে দেয় না। সেটা সত্যি। কিন্তু একথা সত্য নয় যে এমনভাবে নিজে এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য কোনো সময়েই অনুশোচনা করিনি। আর তা করেছি যখন, এই যেমন আপনার মামলায় আমার সমস্ত পরিশ্রম

সম্পূর্ণভাবে ভুল বোঝা হল, তখন, হ্যাঁ, তখন এবং শুধুমাত্র তখনই, এজন্য একেবারেই যে আমার অনুশোচনা হয়নি, তা নয়।' তার এই বক্তৃতা প্রত্যয়ের বদলে কে-কে অধৈর্য করে তুলল। তার মনে হল অ্যাডভোকেট যে স্বরে কথা বললেন তাতে তিনি যেন তার মনে এই ধারণাই সৃষ্টি করতে চান যে তার জন্য যা জমা হয়ে আছে তার জন্য তার খুশি হওয়াই উচিত; আবার সেই একই পুরনো পরামর্শের পুনরাবৃত্তি হবে, সেই একই কথার উল্লেখ হবে যে তার পিটিশন কতটা অগ্রসর হয়েছে, অমুক অথবা অমুক কর্মকর্তার মহৎ মেজাজের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এর জন্য কতো বাধা এবং বিপত্তি পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল সে সব না ভুলে গিয়েই সংক্ষেপে বলতে হয়, সেই একই বাসি হয়ে যাওয়া মামুলি উক্তি আবার আলোচিত হবে। হয় তাকে অস্পষ্ট মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করতে, না হয়তো তাকে একইরকম অস্পষ্ট বিপদের কথা বলে তার মনকে বিধ্বস্ত করে দিতে। সেটা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিতেই হবে। তাই কে বলল: 'আমি যদি আপনাকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে রাখি, তবে আপনি আমার মামলার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন?' অ্যাডভোকেট এমন একটা অপমান সূচক প্রশ্নও মিনমিন করে মেনে নিলেন এবং উত্তরে বললেন: 'আমি সেই সমস্ত ব্যবস্থাগুলিই চালিয়ে যাব যেগুলি মামলার শুরু হবার সময় আমি নিয়েছিলাম।' 'আমি তা জানতাম', কে বলল, 'যাইহোক কথা বাড়িয়ে শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে'। 'আমি আরো একটা চেষ্টা করে দেখব', অ্যাডভোকেট এমনভাবে বললেন যেন দোষ কে-রই, তার কোনো দোষ নেই। 'আমার ধারণা, আমার যোগ্যতা সম্পর্কেই শুধু নয় আপনার ব্যবহারেও এমন বিভ্রান্তির কারণ আপনার এখানে সমাদৃত হওয়া, যদিও আপনি একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি, অথবা বেশ স্পষ্ট করে বলা যায় যে অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে অন্তত মনে হবে সেইভাবেই আপনাকে দেখা হয়েছে। এমন অবজ্ঞার অবশ্য কারণ আছে, কারণ বন্দীত্ব অনেক সময় স্বাধীনতার চেয়ে অনেক নিরাপদ। কিন্তু আমি আপনাকে দেখাব অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবং সম্ভবত এ থেকে আপনি একটা কি দুটো জিনিস শিখতে পারবেন। আমি এখন ব্লককে ডেকে পাঠাব; আপনি বরঞ্চ দরজার তালাটা খুলে দিয়ে আমার বিছানার পাশে রাখা টেবিলের কাছে বসুন।' 'আনন্দের সঙ্গে'; কে বলল, হুকুমের শর্ত পূরণ করে সে সব সময়েই শিখতে প্রস্তুত। শুধু আগেভাগে সতর্কতা হিসেবে, যদিও সে আরো একবার জিজ্ঞাসা করল: 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমি আপনার সাহায্য থেকে অব্যাহতি নিচ্ছি?' 'হ্যাঁ', অ্যাডভোকেট বললেন, 'কিন্তু এবিষয়ে আপনি

আপনার মত এখনো বদলাতেও তো পারেন।' অ্যাডভোকেট আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন, পায়ের ওপর লেপটা টেনে আনলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ঘোরালেন। তারপর তিনি ঘণ্টা বাজালেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেনী সেখানে উপস্থিত হল, কি ঘটছিল জানার জন্য দ্রুত সে চারপাশে তার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছিল ; কে চুপচাপ অ্যাডভোকেটের বিছানার পাশে বসে আছে দেখে সে মনে হল আশ্বস্ত বোধ করছে। কে-র দিকে তাকিয়ে একটু হেসে মাথা নাড়ল, কে তার দিকে তাকাল ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টি শূন্য। 'ব্লককে নিয়ে এস' অ্যাডভোকেট বলল। যাইহোক ব্লককে নিয়ে আসার বদলে সে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ডাকল : 'ব্লক ! অ্যাডভোকেট তোমাকে ডাকছেন।' এবং তারপর, সম্ভবত অ্যাডভোকেট দেয়ালের দিকে মুখ দিয়ে শুয়ে থাকা এবং তার দিকে কোনো মনোযোগ না দেওয়ার জন্য কে-র পেছনে এসে দাঁড়াবার অভিপ্রায়ে সে নিজেকে প্ররোচিত করল, সেখানে দাঁড়িয়ে বাকি সময়টুকু কে-র অভিনিবেশ নানাভাবে ব্যাহত করল লেনী, কখনো চেয়ারের পেছনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, কখনো নরম আঙুলে আস্তে সযত্নে তার চুল বিলি করতে করতে অথবা কপালের ওপর আলতো হাতের ছোঁওয়া দিয়ে। শেষকালে কে তার দুটো হাত ধরে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল, এবং সেও একটু বাধা দেবার চেষ্টার পর তার দুহাত কে-র কাছে সমর্পণ করল।

ব্লক ডাক শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির, তবু সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল, দেখে মনে হয় সে ভাবছিল ঘরে ঢুকবে কিনা। সে তার ভুরু তুলল এবং ঘাড়টা সোজা করে ওঠাল যেন তার উদ্দেশে সমনটার পুনরাবৃত্তির জন্য। যাতে লোকটা ভেতরে আসে তার জন্য কে তাকে উৎসাহিত করতে পারত, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধু অ্যাডভোকেটই নয়, ওই বাড়ির সকলের সঙ্গেই সে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলবে, তাই সে নিশ্চল হয়ে বসে থাকল। লেনীও চুপ করে ছিল। ব্লক লক্ষ্য করল যে অন্তত তাকে কেউ বার করে দেবে না, তাই সে পা টিপে টিপে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে ঘরের মধ্যে ঢুকলো, তার পেছনে তার হাতদুটো মুষ্টিবদ্ধ, দরজাটা খোলাই থাকল যাতে সে পিছু হঠতে পারে। সে একবারও কে-র দিকে তাকাল না, কিন্তু তার চোখ নিবদ্ধ রাখল কুঁজওয়ালা লেপের ওপর—যার নিচে অ্যাডভোকেটকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, কারণ অ্যাডভোকেট দেয়ালের অনেক কাছে সরে গেছেন। যাইহোক, বিছানা থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কে ওখানে, ব্লক ?'—এই কথার সঙ্গে প্রশ্নটা ব্লকের ওপর একটা আঘাতের মতো এসে পড়ল। এতক্ষণ সে বেশ নম্র এবং ধীর পায়ে

এগুচ্ছিল ; কিন্তু অ্যাডভোকেটের প্রশ্নে সে নড়বড়ে হয়ে উঠল, যেন সে বুকে আঘাত পেয়েছে, এবং পরে তার পিঠে বেশ উত্তম মধ্যম পড়েছে এবং একান্ত অনুগতের মতো সে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। তখনো সে দাঁড়িয়ে, উত্তর দিল : 'আপনারই সেবায়।' 'তুমি কি চাও?' অ্যাডভোকেট জিজ্ঞাসা করলেন। 'ভুল সময়ে তুমি এসেছ।' 'আমাকে কি ডেকে পাঠানো হয় নি?' অ্যাডভোকেটের চেয়ে বেশি নিজের কাছেই সে কথাটা রাখল, হাতদুটো সামনের দিকে নিয়ে এল যেন নিজেকে পাহারা দিতে এবং পশ্চাদপসরণের প্রস্তুতি হিসেবে। 'তোমাকে ডাকা হয়েছিল,' অ্যাডভোকেট বললেন, 'এবং তুমি ভুল সময়েও এসেছ।' একটু থেমে তিনি যোগ করলেন 'তুমি সব সময়েই ভুল সময়ে আস।' যে মুহূর্তে ব্লক অ্যাডভোকেটের গলা শুনতে পেল তখন থেকেই সে বিছানা থেকে তার চোখ সরিয়ে নিয়েছে এবং ঘরে কোণের দিকে তাকিয়ে শুধু শোনার জন্যই দাঁড়িয়ে থাকল যেন অ্যাডভোকেটের দৃষ্টিবাণ এমনই যা সে কদাচ সহ্য করতে পারবে। কিন্তু তার পক্ষে কিছু শোনাও অসুবিধাজনক কারণ অ্যাডভোকেট দেয়ালের খুব কাছে সরে গিয়ে সেদিকেই মুখ রেখে কথা বলছেন, যেগুলি শুধু অস্পষ্টই নয়, খুব দ্রুতও। 'আপনি কি চান আমি বেরিয়ে যাই?' ব্লক জিজ্ঞাসা করল। 'বেশ এখানে এসেই যখন পড়েছ', অ্যাডভোকেট বললেন, 'তখন থাক।' একজনের দেখে মনে হতে পারে যে অ্যাডভোকেট তার আবেদন মঞ্জুর করার পরিবর্তে মারবেন বলে শাসাচ্ছেন, কারণ লোকটি যৎপরনাস্তি কাঁপতে শুরু করছে। 'গতকাল', অ্যাড-ভোকেট বলল, 'আমার বন্ধু তৃতীয় জজের সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং ক্রমে ক্রমে তোমার মামলা নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি কি বললেন তুমি কি তা জানতে চাও?' 'আপনি যদি অনুগ্রহ করে বলেন,' ব্লক বলল। যেহেতু সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভোকেট কোনো উত্তর দিলেন না, ব্লক আবার তার কাছে মিনতি জানাল এবং মনে হল হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু কে মাঝপথে এসে চিৎকার করে উঠল : 'আপনি ওটা কি করছেন?' লেনী তার চিৎকারের আওয়াজ বন্ধ করার চেষ্টা করায় কে তার অন্য হাতটাও সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরল। কিন্তু কে-র এই চিৎকারের জন্য খেসারৎ দিতে হল বেচারা ব্লককে, অ্যাডভোকেট তার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল 'তোমার অ্যাডভোকেট কে?' 'আপনিই তো', ব্লক বলল। 'এবং আমি ছাড়া?' অ্যাডভোকেট জিজ্ঞাসা করলেন। 'আপনি ছাড়া আর কেউ নেই,' ব্লক বলল। 'তবে আর কারো কথায় কান দেবার দরকার নেই,' অ্যাডভোকেট বললেন। ব্লক এই কথার সম্পূর্ণ অর্থই বুঝতে পারল ; সে কে-র দিকে তার ক্রোধের আগুন ছড়িয়ে দিল এবং তার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ডভাবে

মাথা নাড়ল। ভাষায় রূপান্তরিত হলে এর অর্থ দাঁড়ায় একরাশ গালিগালাজ। এবং এই সেই লোক যার সঙ্গে কে তার মামলা নিয়ে বন্ধুর মতো আলোচনা করতে চেয়েছিল। 'আমি আর আপনাদের কথার মধ্যে এসে দাঁড়াব না', চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে কে বলল, 'মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে বসুন অথবা যদি চান হামাগুড়ি দিন, আমার কিছু যায় আসবে না।' তবুও ব্লকের কিছু আত্মসম্মান অবশিষ্ট ছিল, অন্তত কে যেখানে আলোচ্য, কারণ সে অ্যাডভোকেটের উপস্থিতিতে যতটুকু সাহস সম্ভব জোর গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে হাতের মুঠো উঁচিয়ে কে-র দিকে এগিয়ে গেল। 'আমার সঙ্গে অমন করে আপনি কথা বলতে পারেন না, এটা অনধিকার। আমাকে অপমান করে আপনি কি বলতে চান? এমনকি অ্যাডভোকেট মহোদয়ের সামনে, তিনি আমাদের এখানে ঢুকতে দিয়েছেন, আমাদের দুজনকে, আপনাকে এবং আমাকে, শুধুমাত্র করুণা-বশত? আপনার অবস্থা আমার থেকে কিছু ভালো নয়, আপনিও একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং আপনার বিবেক একই অভিযোগ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি মনে করেন আপনি একই সঙ্গে একজন ভদ্রলোকও, তাহলে আমাকে বলতে দিন, আমিও আপনার মতই এক বিরাট ভদ্রলোক, হয়ত বা আরো বড়। এবং সেইভাবেই আমাকে সম্বোধন করতে আপনাকে। কারণ ওখানে বেশ সাবলীল ভঙ্গীতে বসবার অনুমতি পেয়েছেন বলে যদি আপনার মনে হয় আপনি বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন, এবং আপনার কথামতো আমাকে হামাগুড়ি দিতে দেখেছেন, তাহলে আপনাকে একটি প্রবাদ মনে করিয়ে দেই: সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পক্ষে স্থির হয়ে বসে থাকার চেয়ে হাঁটাচলা করা অনেক ভালো, কারণ না জেনে বিশ্রামের মধ্যে বসে থেকে তারা ভারসাম্য বজায় রাখে, সেখানেই দাঁড়িপাল্লায় তাদের পাপের ওজন হয়।' কে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না, বিস্ময়ের সঙ্গে, নিষ্পলক চোখে সে এই উন্মাদ মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। গত এক ঘণ্টার মধ্যে মানুষটার কি অদ্ভুত পরিবর্তন! এটা কি তার মামলা যা তাকে এতখানি উত্তেজিত করেছে যে সে বন্ধু এবং শত্রুর মধ্যে কোনো তফাৎ বুঝতে পারছে না? ও কি বুঝতে পারছে না যে অ্যাডভোকেট তাকে ইচ্ছে করে হতমান করছে, আর কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, অন্তত এক্ষেত্রে কে-র কাছে সে তার ক্ষমতা জাহির করছে, এবং সম্ভবত কে-কে ভয় পাইয়ে তার বশ্যতা আদায় করারই জন্য। এসব সত্ত্বেও ব্লক যদি বিষয়টি অনুধাবন করতে অসমর্থ হয়, অথবা সে যদি অ্যাড-ভোকেট সম্পর্কে এতটাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে যে সে এসব বুঝতে যা দরকার তা করতে পারে না, তাহলে এটাই বা কিভাবে সম্ভব হয় যে সে এতটাই ধূর্ত বা

সাহসী যে অন্য উকিলেরও সাহায্য নিচ্ছে? আর কে তার গোপন কথা জানা সত্ত্বেও তাকে আক্রমণ করতে পারার এতটা বোকামই বা কিভাবে সে করতে পারে? তার এই মূর্খের মতো সাহস আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে, সে এখন অ্যাডভোকেটের বিছানার পাশে এসে কে-র বিরুদ্ধেই অভিযোগ জানাবে?' 'অ্যাডভোকেট মহাশয়', সে বলল, 'আপনি শুনেছেন এই লোকটা আমাকে কি বলল? তার মামলাটা আমার তুলনায় মাত্র কয়েক ঘণ্টা পুরনো, এবং তবু বলব, যদিও এই মামলায় আমি পাঁচ বছরের মতো ফেঁসে আছি, তা সত্ত্বেও সে আমাকে উপদেশ দেওয়ার দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়েছে। আমাকে সে গালাগালি পর্যন্ত করেছে, কিছুই জানে না অথচ আমাকে গালিগালাজ করেছে, আমাকে—যে নিজে তার বোধশক্তিতে যতখানি কুলোয় কর্তব্য হিসেবে সব নিয়ম, তার ধর্ম-ভীরুতা এবং ঐতিহ্য নিবিড়ভাবে অনুধাবন করে কাজ করছে।' 'কারো কথায় তুমি কান দিও না', অ্যাডভোকেট বললেন, 'যা তোমার নিজের কাছে উচিত মনে হবে তাই কর।' 'নিশ্চয়ই' ব্লক বলল, যেন সে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী' করে তুলল, এবং তারপরেই এক ঝলক পাশে তাকিয়ে বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। 'আমি আপনার পাশে নতজানু হয়ে বসেছি, আমার অ্যাডভোকেট,' সে বলল। কিন্তু অ্যাডভোকেট কোনো সাড়া দিলেন না। ব্লক সতর্কতার সঙ্গে একহাতে লেপটার ওপর হাত বুললো। নীরবতা যা নাকি সকলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল তারই মধ্যে লেনী কে-র মুঠো থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমার লাগছে। আমি এখন ব্লকের সঙ্গে থাকতে চাই।' সেখান থেকে চলে গিয়ে সে বিছানার একধারে বসল। সে আসায় ব্লক দারুণ খুশি; সে মনে ধরার মতো নানারকম ভঙ্গী করল, যদিও তার মূক অভিনয়, যেন লেনীর করুণা ভিক্ষা করছে যাতে সেই তার হয়ে অ্যাডভোকেটের কাছে একটু সালিসী করে। বোঝাই যায়, অ্যাডভোকেট হয়ত দিতে পারেন, এমন যে কোনো খবরই হোক না কেন, তার সেগুলি জানা জরুরি, কিন্তু সম্ভবত সেগুলি সে তার অন্য উকিলকে দিতে চায় সেই সমস্ত খবরের সবটুকু ব্যবহার করার জন্য। লেনী মনে হয় ঠিক জানত কি করে অ্যাডভোকেটকে মিষ্টি কথায় ভোলাতে হয়, সে অ্যাডভোকেটের দিকে মুখ এগিয়ে ঠোঁটদুটো অল্প ফাঁক করল যেন চুমু খেতে বলছে। ব্লক সঙ্গে সঙ্গে হাতে চুমু খেল, এবং লেনীর প্ররোচনায় তার দুবার পুনরাবৃত্তি করল। কিন্তু অ্যাডভোকেটের নীরবতায় চিড় ধরল না, তিনি এতে সাড়া না দিতে যেন অটল। লেনী তখন তার ঋজু শরীরের সুন্দর রেখাগুলিকে

প্রদর্শন করল, বৃদ্ধ লোকটির মুখের খুব কাছে নিজের শরীরটা নামিয়ে আনল এবং তার দীর্ঘ সাদা চুলে আহ্লাদে হাত বোলাতে লাগল।

সেটাই শেষ পর্যন্ত একটা জবাব দেবার ইচ্ছে জাগিয়ে তুলল। 'ওকে আমি বলতে ইতস্তত করছি,' অ্যাডভোকেট বললেন, এবং একজন দেখতে পারবে যে তিনি তার মাথাটা ঝাঁকাচ্ছেন, সম্ভবত লেনীর হাতের চাপ ঘনিষ্ঠভাবে উপভোগ করতে। ব্লক চোখ নামিয়ে শুনছিল, যেন তার ওপর কোনো কর্তব্য চাপানো হয়েছে। 'আপনি তাহলে ইতস্তত করছেন কেন?' লেনী জিজ্ঞাসা করল। 'ও আজকে কেমন ব্যবহার করছে?' লেনীর প্রশ্নের জবাবের উত্তরের বদলে অ্যাডভোকেট খোঁজ করলেন। এ কথার উত্তর দেওয়ার আগে লেনী চোখ নামিয়ে ব্লককে দেখল এবং মুহূর্তের জন্য তাকে লক্ষ্য করল সে তখন হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে করুণা প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। অবশেষে লেনী গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, অ্যাডভোকেটকে পাশ ফেরাল এবং বলল : 'সে বেশ শান্ত এবং পরিশ্রমী।' একজন বয়স্ক ব্যবসায়ী, একজন দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত মানুষ একটা অল্প বয়সের মেয়ের কাছে তার পক্ষে কিছু বলার জন্য ভিক্ষা করছে! তার ব্যক্তিগত মনের কথা তারই থাক, সে তার সঙ্গী ভদ্রলোকটির চোখে কোনো যুক্তি খুঁজে পাবে না। একজন দর্শকের কাছেও এটা অপমানজনক। এটাই অ্যাডভোকেটের পদ্ধতি এবং এমন অবস্থায় ভাগ্যবশত কে-কে বেশিক্ষণ পড়তে হয়নি। অবস্থাটা এমনই যে মক্কেল তার সমস্ত পৃথিবীটাই ভুলে গেল এবং তার মামলার সমাপ্তি দৃশ্য গোচরে যতদিন না আসে এই মিথ্যা পথের আশ্রয়ে চেষ্টা করে যাবে মামলার সফল সমাপ্তির জন্য এক অন্ধ আশায়। মক্কেল আর মক্কেল থাকল না, অ্যাডভোকেটের কুকুর হয়ে গেল। অ্যাডভোকেট যদি বিছানার নিচে হাঁটু মুড়ে গুঁড়িসুড়ি দিয়ে যেতে বলেন যেন সেখানেই সেই কুকুরের আশ্রয়, তাহলে তাই করবে; এবং ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে যদি অ্যাডভোকেট তেমন আদেশ দেন।

একজন সমালোচকের নির্লিপ্ততা থেকে কে তার সবটাই লক্ষ্য করল, মনে হয়, তাকে যেন এই সমস্ত প্রক্রিয়া গভীরভাবে অনুধাবন করতে ডাকা হয়েছে, সমস্ত বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করার জন্য এবং সমস্ত বিবরণটি লিখে নথি হিসেবে দাখিল করতে। 'সমস্ত দিন ধরে সে কি করছে?' অ্যাডভোকেট তখনো বলে চলেছেন। 'আমি তাকে পরিচারিকার ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছিলাম' লেনী বলল, 'আমাকে আমার কাজে যেন বিরক্ত না করে তার জন্য অবশ্য ওখানেই স্বভাবত ও থাকে। আমি ভেন্টিলেটারের মধ্য দিয়ে যখন তখন দেখেছি ও কি করছিল। সে পুরো সময় বিছানার ওপর হাঁটু মুড়ে বসে জানালার চৌকাঠের ওপর

যে বইটা আপনি ওকে দিয়েছিলেন, সেটা খুলে রেখে পড়ছিল। সেটা আমাকে একটা ভাল ধারণা দিল, কারণ জানালাটা হাওয়া চলাচলের একটা শুঁড়ি পথ মাত্র, যার মধ্য দিয়ে কদাচ আলো আসে। তাহলে এই ভাবেই ব্লক বই পড়ায় অবিচল থাকে, যা আমাকে বুঝিয়ে দিল কেমন বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাকে যা বলা হয় ব্লক তাই করে।' 'আমি এটা শুনে খুশি হলাম', অ্যাডভোকেট বললেন। 'কিন্তু সে যে কি পড়ছে তা বুঝতে পেরেছিল?' এই সমস্ত সময় ব্লক অতিরিক্ত তার ঠোঁট নাড়ছিল, বুঝি লেনী তাকে যে প্রশ্ন করবে বলে সে আশা করছে তার উত্তরগুলি তৈরি করছিল। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই', লেনী বলল, 'অবশ্য সেটা আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি না। তবে এটুকুই আমি বলতে পারি যে পড়ার ব্যাপারে সে বেশ মনোযোগী। সমস্ত দিন ধরে সে একটা পৃষ্ঠাই আঙুল দিয়ে পড়ছিল— পাতা ওল্টায়নি। আমি উঁকি মারতেই দেখেছি সে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে যেন পড়তে তাকে বেশ চেষ্টা করতে হচ্ছে। দেখে মনে হয় যে বইটা আপনি ওকে পড়তে দিয়েছিলেন, সেটা বোঝা খুব কঠিন।' 'হ্যাঁ', অ্যাডভোকেট বললেন, 'এই ধর্ম-শাস্ত্রগুলি যথেষ্ট দুরূহ। আমি বিশ্বাস করি না সে বাস্তবিকপক্ষে এগুলি বুঝতে পেরেছে। ওগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র তাকে সামান্য একটা জ্ঞান দেওয়া যে তার পক্ষ সমর্থনের জন্য আমাকে কি প্রচণ্ড পরিমাণে, এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে চেষ্টা করে যেতে হচ্ছে। আর কার জন্য এই চেষ্টা আমি চালিয়ে যাচ্ছি? কথায় প্রকাশ করতে গেলে এটা প্রায় হাস্যকর হয়ে উঠবে আমি এটা করছি ব্লকের স্বাদে। তার বোঝা উচিত কি এর অর্থ। ও কি না থেমেই পড়ে যাচ্ছিল?' 'প্রায় একদম না থেমেই', লেনী উত্তর দিল, 'ও একবার শুধু আমাকে জল খাবে বলেছিল, এবং ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে আমি জলের গ্লাসটা ওর হাতে পৌঁছে দিয়েছি। তারপর আটটা নাগাদ আমি ওকে বার হতে দিয়েছিলাম এবং কিছু খেতে দিয়েছিলাম।' ব্লক কে-র দিকে চকিতে একবার তাকাল যেন সে তার এমন সৎ রেকর্ড সম্পর্কে প্রভাবিত হয়। তার আশা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল, তার ভঙ্গীতে সেই সিটকে থাকা ভাবটা অনেক কমল এবং সে তার হাঁটুর ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে সামান্য সরিয়ে আনল। এটা আরো লক্ষ্যণীয় যে অ্যাডভেকেটের পরের কথাগুলো আবার তাকে সিটিয়ে দিল। 'তুমি তার প্রশংসা করছ', অ্যাডভোকেট বললেন। 'কিন্তু তাতে আমার পক্ষে তাকে কিছু বলা আরো কঠিন হয়ে উঠল। কারণ জজের মন্তব্যগুলি কোনোমতেই তার অথবা তার মামলার পক্ষে যায়নি।' 'পক্ষে যায়নি?' লেনী জিজ্ঞাসা করল। 'সেটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?' ব্লক তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল যেন সে বিশ্বাস

করছিল, জজের দীর্ঘ ঘোষণা তার পক্ষে ঘুরিয়ে দেবার যোগ্যতা তার আছে। 'না অনুকূল নয়,' অ্যাডভোকেট বললেন। ব্লকের প্রসঙ্গ যখন তুলি, তিনি এমনকি বিরক্তও বোধ করলেন, বললেন, ব্লকের কথা উত্থাপন করবেন না।'

'কিন্তু সে তো আমার মক্কেল,' আমি বললাম। 'তাহলে বলব ওর বিষয়টি হাতে নিয়ে আপনি শুধু আপনার সময় নষ্ট করছেন,' তিনি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। 'আমি তা বিশ্বাস করি না,' আমি বললাম, 'ব্লক আন্তরিকভাবে তার মামলা নিয়ে চিন্তিত এবং নিজেকে এতে নিয়োজিত করেছে। মামলা কিভাবে এগুচ্ছে তার সঙ্গে যোগ রাখতে সে আমার বাড়িতেই প্রায় বসবাস শুরু করেছে। এমন নিষ্ঠা সচরাচর কারো চোখে পড়ে না। ব্যক্তিগতভাবে সে বরঞ্চ ঘৃণ্য, তার হাবভাবও খারাপ এবং গালিগালাজের বাইরে এবং ইচ্ছে করেই এমন অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিতে হয়েছে।' এ সমস্ত শুনে তিনি উত্তর দিলেন, 'ব্লক শুধুমাত্র ধূর্ত, সে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এবং জানে কি করে নিজের সুবিধার জন্য কোন অবস্থাকে কিভাবে কাজে লাগাতে হয়। কিন্তু তার ধূর্ততার চেয়ে অজ্ঞানতা অনেক বেশি। আপনার কি জানা আছে যদি তার মামলা তখন পর্যন্ত আরম্ভই হয়নি সে কি বলবে, যদি তাকে বলা হয় যে-ঘণ্টা তার মামলা শুরু হবার জন্য চিহ্নিত এখন পর্যন্ত তা বাজানো হয়নি?' — 'ওখানে শান্ত হয়ে থাক, ব্লক', অ্যাড-ভোকেট বললেন, কারণ ব্লক তখন কাঁপা কাঁপা পায়ের ওপর ভর দিয়ে ঠিক উঠতে যাচ্ছিল, বোঝাই যায় কেন এমন হল। তার কারণ জানার জন্য প্রার্থনা জানাতে। এই প্রথম অ্যাডভোকেট সরাসরি ব্লকের উদ্দেশে কিছু বললেন।

উজ্জ্বলতাবিহীন চোখে তিনি নিচের দিকে তাকালেন, তার দৃষ্টি কিছুটা অস্পষ্ট এবং খানিকটা ব্লকের দিকে ফেরানো যে নাকি তখন আবার আস্তে আস্তে কুঁকড়ে গিয়ে বিছনার নিচে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসেছিল। 'জজের সেই মন্তব্যের বিশেষ কোনো তাৎপর্য সম্ভবত তোমার সম্পর্কে নেই,' অ্যাডভোকেট বললেন। 'প্রত্যেকটি কথায় এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ো না। আবার যদি তুমি এমন কর তবে তোমাকে কখনো আর কিছু বলব না। যেন তোমার চূড়ান্ত দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে আমি কোন বিবৃতি দিতে পারি না। আমার মক্কেলের সামনে এমন ব্যবহার করার জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। আমার ওপর তার আস্থা এভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছ। তোমার হলটা কি? তুমি এখনো বেঁচে আছ এবং আমারই সুরক্ষায়। তোমার আতঙ্ক অর্থহীন। কোনো না কোনো জায়গায় তুমি পড়েছ যে একজন মানুষের প্রায়ই দৈবক্রমে কোন

কথায় দণ্ড আসে, এবং দৈবদুর্বিপাকে হঠাৎই কোনো একজন প্রসঙ্গহীন মানুষের আচমকা উচ্চারিত কোনো কথা থেকে।

'একথার সবটুকু স্বীকার না করেও বলা যায় এটা নিশ্চিত সত্য। কিন্তু এটাও সত্যি যে তোমার এই আতঙ্ক আমাকে বিরক্ত করে এবং এর দ্বারা আমার ওপর যে তোমার আস্থা নেই তা তুমি লুকোতে পার না বলেই মনে হয়। জজ যে মন্তব্য করেছেন আমি মাত্র তাই তোমাকে বললাম। তুমি ভালো করেই জান যে এসব ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির জাল ভেদ করা প্রায় অসম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলি যে এই জজ মনে করছেন যে একটা বিশেষ অবস্থায় মামলার শুনানি আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু আমি এটা অনুমান করি যে সেগুলি অন্য বিন্দুতে এসে শুরু হয়েছে। শুধু এক্ষেত্রে মতের অমিল, আর কিছুই নয়। শুনানির বিশেষ পর্যায়ে পুরনো ঐতিহ্য অনুসারে ঘণ্টাটা অবশ্যই একবার বেজে উঠবে। জজের মতে মামলার শুনানীর আরম্ভ এই ভাবেই চিহ্নিত হয়, আমি এখন তোমাকে তার বিরুদ্ধে কি সওয়াল হবে বলতে চাই না। তুমি সেগুলি বুঝবে না, এটুকু জানলেই যথেষ্ট যে জজের এই অভিমতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি আছে।' এমন বিমূঢ় অবস্থায় ব্লক বিছানার সামনে পড়ে থাকা কম্বলের গা থেকে রোয়াগুলি টেনে টেনে তুলতে লাগল, জজের মন্তব্য তাকে এমনই সন্ত্রস্ত করেছে যে কিছুক্ষণের জন্য অ্যাডভোকেটের প্রতি তার সম্মানসূচক ভীতি যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে এবং সে শুধুমাত্র নিজের কথাই ভাবছে, জজের কথাগুলি নানা দিক থেকে সে উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করে দেখছে। 'ব্লক', লেনী তার কলার ধরে এবং ওপরের দিকে একটু তুলে হ্যাঁচকা টানে যেন তাকে সতর্ক করে দিচ্ছে, এই ভাবে বলল। 'কম্বলটাকে এখন মুক্তি দাও, অ্যাডভোকেটের কথা শোন।'

কে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না যে অ্যাডভোকেটের এই অভিনয় যে তার বিশ্বাস জয় করবে একথা তিনি কি করে ভাবলেন। যদি না অ্যাডভোকেট ইতিমধ্যেই তাকে বিরূপ করে থাকে তবে অন্তত এই দৃশ্য সম্পূর্ণভাবে এবং চির-দিনের জন্য তাকে কে-র মন থেকে সরিয়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট।

॥ নয় ॥

ক্যাথিড্রেলে

কে-র একজন ইতালীয় সহকর্মী এই প্রথম এই শহরে এসেছে। সে বেশ গুরুত্ব অর্জন করেছে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচয় ও তাদের ওপর সে যে প্রভাব ফেলেছে সেই সুবাদে। তাকে শহরের কয়েকটি শিল্প সম্পদ এবং স্মৃতি সৌধ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখবার ভার পড়েছে কে-র ওপর। তার ওপর অর্পিত এই দায়িত্ব কে হয়ত এক-সময় বেশ সম্মানের মনে করত, কিন্তু ঠিক এই পরিস্থিতিতে, যখন তার সমস্ত শক্তি ও উদ্যম ব্যাঙ্কে তার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজন, এই দায়িত্ব নিতে তার তেমন ইচ্ছে ছিল না। প্রত্যেকটি ঘণ্টা যা সে ব্যাঙ্কের বাইরে ব্যয় করেছে, সেগুলি তার কাছে যেন পরীক্ষার মতো ছিল; সত্যি, কোনোমতেই সে তার অফিসের সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারছিল না। এক এক সময় সে শুধুমাত্র আসল কাজটুকু করছে এমন একটা ভান করে অনেক সময় নষ্ট করেছে, কিন্তু টেবিলের সামনে বসে না থাকার কারণে কাজের ভানও সে করতে পারেনি। তাকে কেবল দুশ্চিন্তাগ্রস্তই করেছে। সে তার কল্পনায় ডেপুটি ম্যানেজারকে দেখেছে। ভেবেছে সে সব সময় তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে, যখন তার অফিসে এসে ঢুকেছে, তার টেবিলের সামনে বসেছে, তার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, তার পুরনো মক্কেলদের যারা নাকি প্রায় কে-র অনেক কালের বন্ধুর মতো হয়ে গিয়েছিল, অভ্যর্থনা জানিয়েছে, এবং তার বিরুদ্ধে তাদের কাছে লাগিয়েছে, হয়ত সে যে-সমস্ত জায়গায় ভুল করেছে, সেগুলি খুঁজে খুঁজে বার করেছে, কারণ এখন সব সময় কাজে তার নানা দিক থেকে ভুলচুক ঢুকে পড়ার ভয়ে নিজেকে ক্রমাগত কে বিপদগ্রস্ত দেখছে, এবং সেগুলি সে পরোক্ষভাবে এড়িয়ে যাবে তা-ও সে করতে পারছে না। এর ফলে তাকে যদি কোনো বিশেষ কাজের ভার দেওয়া হয়, সে কাজ যতই সম্মানের হোক না কেন, যার অর্থ তাকে কোনো কাজ উপলক্ষে অফিস ছেড়ে বাইরে যেতে হবে, এমনকি তা যদি অল্প দূরত্ব পরিক্রমাও হয়—এবং এ ধরনের কাজ আচমকা তার সামনে প্রায়ই আসছে—তখন সে সন্দেহ না করে পারে না যে কাজগুলি খুঁটিয়ে দেখার সময় তাকে বাইরে বাইরে রাখার একটা ষড়যন্ত্র চলছে, অথবা অন্তত এটুকু ভাবা যায় যে তাকে আর তার দপ্তরে একেবারেই অপরিহার্য মনে করা হচ্ছে না। এ ধরনের বিশেষ দায়িত্ব আগে হলে অধিকাংশ সময়ে সে নিতে সহজেই অস্বীকার

করতে পারত। কিন্তু এখন আর সে তা করতে সাহস পায় না, যেহেতু তার সন্দেহের যদি সামন্যতম কারণও থেকে থাকে তবে এমন আপত্তি হয়ত তার উদ্বেগকেই স্বীকার করে নেওয়া হবে। সে জন্য সে এ সমস্ত কাজের প্রত্যেকটি, লোকদেখানো হলেও, ঠাণ্ডা মাথায় গ্রহণ করেছে, এবং একটা ক্ষেত্রে যখন তাকে বাইরে যেতে নির্দেশ করা হয়েছিল, যার মেয়াদ ক্লান্তিকর দুদিনের, তার তখন ঠাণ্ডা লেগেছিল, এবং তখনকার সেই শরৎ শেষের এগিয়ে আসা ঠাণ্ডা আবহাওয়ার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও না যাওয়ার কোনো অছিলা সে তৈরি করে নি। বাইরের দু দিনের জন্য এই ঘুরে বেড়ানো থেকে সে প্রচণ্ড মাথাব্যাথা নিয়ে ফিরে আসার পরের দিন শুনল, ইতালিয় অতিথির পথ প্রদর্শক হিসাবে তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। অন্তত একবারের জন্য এই নির্দেশ উপেক্ষা করার প্রলোভন প্রচণ্ড ভাবে তার মধ্যে এসেছিল; যেহেতু এই দায়িত্ব একেবারেই চুলচেরা ব্যবসা সংক্রান্ত নয়; তথাপি, এটা এক সহকর্মীর প্রতি সামাজিক কর্তব্য, এবং নিঃসন্দেহ সে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যদিও কে-র কাছে তার ব্যক্তিগত গুরুত্ব কিছুই ছিল না এবং এটাও সে জানত, এবং ভালোভাবেই। অফিসে অসুবিধা হলে তাকে এ সবের কিছুই রক্ষা করতে পারবে না, একমাত্র কাজটি ভালোভাবে করা হয়েছে এছাড়া, এবং যদি এই ইতালীয় অতিথি তাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় সঙ্গী বলেও ভাবে তাহলেও তা তার কোনো কাজে আসবে না; কাজ থেকে তাকে বাইরে পাঠানো, এমন কি একদিনের জন্য হলেও, তাকে সঙ্কুচিত করে তোলে, কারণ মনে মনে তার নিদারুণ আতঙ্ক যদি তাকে আবার কাজে ফিরে আসতে দেওয়া না হয়, যদিও সে ভালোভাবেই জানে যে তার এই ভয়কে সে বাড়াবাড়ি করেই দেখছে, এটা বোঝা সত্ত্বেও এ সমস্ত চিন্তা তার মনের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করে দিচ্ছে। এত অসুবিধার কথা ভাবা আসলে আপাতগ্রাহ্য কোনো অছিলা খুঁজে পাওয়া; ইতালির ভাষা সম্পর্কে তার জ্ঞান নিশ্চিতভাবেই খুব বেশি নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে কাজ চলার মতো, এবং এ বিষয়েও স্থির যুক্তি ছিল যে শিল্প বিষয়ে সে বেশ ওয়াকিবহাল, তার এই জ্ঞান সে আগেই অর্জন করেছে যা ব্যাঙ্কে অবিশ্বাস্য ভাবে খুব বেশি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, কারণ নেহাতই কাজের খাতিরে সে প্রাচীন স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণ সমিতির একজন সদস্য। গুজব হল যে এই ইতালিবাসীও শিল্পের একজন সমঝদার, এবং তাই যদি হয়, তার সঙ্গী হিসেবে কে-র নির্বাচন অপরিহার্য।

দিন শুরু হতে না হতে সেই সাতটায় কে যখন তার অফিসে এসে পৌঁছল তখন সকালটা ছিল ভিজে স্যাঁতসেতে এবং এলোমেলো হাওয়ায় উত্তাল, সামনে কাজের ফিরিস্তি বিরক্তিকর একটা বোঝা, কিন্তু অতিথি এসে কাজ থেকে তার

মনকে সরিয়ে নেবার আগে সে অন্তত কিছু কাজ সেরে ফেলতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলওে সে অত্যন্ত ক্লান্তও বটে, কারণ রাতের অর্ধেকটা তার অতিবাহিত হয়েছে খানিকটা প্রস্তুতি হিসেবে ইতালীয় ভাষার ব্যাকরণ পড়ে। জানালাটার আকর্ষণ তার কাছে অনেক বেশি, যেখানে আজকাল ব্যাঙ্কের টেবিলের চেয়ে অনেক বেশি সময় কাটানোয় সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই প্রলোভন সে রোধ করল এবং কাজ করতে টেবিলে এসে বসল। দুর্ভাগ্যবশত ঠিক সেই সময়েই পরিচারক সেখানে এসে উপস্থিত হল বলবার জন্য যে ম্যানেজার তাকে পাঠিয়েছেন অ্যাসেসর মশাই অফিসে তখনো এসেছেন কি-না দেখতে, এবং যদি এসে থাকেন, তবে দয়া করে যেন তিনি রিসেপসন রুমে একবার যান সে কথা বলতে; কারণ ইতালির সেই অতিথি ততক্ষণে সেখানে এসে পৌঁছেছেন। 'ঠিক আছে', কে পকেটে একটা ইতালীয় ভাষার অভিধান ভরতে ভরতে এবং পরিব্রাজকদের জন্য একটা অ্যালবাম বগল দাবা করে এগিয়ে গেল, যাতে পরিব্রাজক দেখতে পায় প্রস্তুতি হিসেবে তাই অ্যালবামটা সংগ্রহ করে রেখেছে; পরে ডেপুটি ম্যানেজারের ঘরের মধ্য দিয়ে সে ম্যানেজারের কামরায় ঢুকলো। সকাল সকাল এসেছে বলে কে বেশ খুশি হল, কারণ যখনই তাকে দরকার হবে সে সঙ্গে সঙ্গেই যথাস্থানে উপস্থিত থাকতে পারবে, বাস্তবিক পক্ষে সে এমন করবে তা কেউই বোধ হয় আশা করেনি। ডেপুটি ম্যানেজারের অফিস অবশ্য তখনো গভীর রাতে যেমন খালি থাকে তেমনি ফাঁকা, হয়ত পরিচারককে বলা হয়েছিলো ডেপুটি ম্যানেজারকেও তলব করতে, এবং তাতে কোনো ফল হয়নি। কে যখন রিসেপশন রুমে ঢুকলো তখন দুজন ভদ্র-লোক আরাম কেদারার গহ্বর থেকে উঠে দাঁড়াল, ম্যানেজার কে-র দিকে তাকিয়ে খুশির সঙ্গে হাসল, বেশ বোঝা যায় তাকে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল সে, বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে ইতালির সেই ভদ্র-লোক তার সঙ্গে করমর্দন করল এবং বেশ উঁচু পর্দায় হেসে বলল, 'কেউ কেউ অতি প্রত্যুষে বিছানা থেকে উঠে পড়ে', কি বলতে চায় কে ঠিক ধরতে পারল না, কারণ কথার বয়ানটা যেন কেমন অদ্ভুত যার অর্থ বলামাত্র মনে ক্ষীণ আলোকপাত করে না। সে বেশ বিনম্র সৌজন্যতার সঙ্গে উত্তর করল যা আবার ইতালির ভদ্রলোক তেমনি হেসেই গ্রহণ করল, ইতিমধ্যে বেশ বিব্রত হয়ে সে তার ঘন লোহা রঙের ধূসর গোঁফ মচকাতে লাগল! এই গোঁফ নিশ্চয়ই সুগন্ধসিক্ত; তাই সকলেই তার খুব কাছে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিতে প্রলুব্ধ হবে। যখন তারা সকলে একযোগে আবার বসল তখন প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হল, কে বেশ অপ্রতিভ বোধ করল দেখে যে সেই ইতালি থেকে আসা ভদ্রলোক কি বলছে আর কেউ বুঝতে

পারছে না শুধু সে ছাড়া, তাও অংশ বিশেষ। যখন ভদ্রলোক ধীর গতিতে কথা বলছে, সে তখন তার সম্পূর্ণটাই বুঝতে পারছিল, কিন্তু তেমনভাবে কথা খুব অল্পই হচ্ছিল, বেশিরভাগ সময়েই বন্যার তোড়ের মতো কথাগুলি ভেসে আসছিল এবং কথার সঙ্গে সঙ্গে সে তার শরীরটাকেও দোলাচ্ছিল, যেন এভাবে তোড়ের সঙ্গে কথা বলা সে বেশ উপভোগ করছে। তাছাড়া যখন এমনটা ঘটে নির্ভুলভাবে এমন এক আঞ্চলিক উচ্চারণ তাকে বারে বারে পেয়ে বসে যে কে ধরতেই পারে না এটা একটা ইতালীয় ভাষা না—আর কিছু, কিন্তু ম্যানেজার দুটোই পারে—বলতে এবং বুঝতে, কে-র অবশ্য তাই-ই আশা করা উচিত ছিল, কারণ এই ইতালিয়টি দক্ষিণ ইতালির দক্ষিণ প্রত্যন্ত থেকে এসেছে যেখানে ম্যানেজার অনেককাল কাটিয়েছে। যে ভাবেই হোক, কে-র কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে লোকটার সঙ্গে বোঝাপড়ার সুযোগ তার অল্পই হবে, কারণ লোকটির ফরাসী উচ্চারণও সমান দুর্বোধ্য, তাই শুধু তার ঠোঁটের ভঙ্গী থেকে কোনো সঙ্কেত খোঁজার চেষ্টারও মানে হয় না, কারণ তার দুটো ঠোঁটই ঘন গোঁফের আড়ালে ঢাকা। কে দিব্যচোখে দেখতে পেল, তার শুধু বিরক্তিই ঘটবে এবং কথাবার্তা অনুসরণ করার চেষ্টাও তাই সে পরিত্যাগ করল—সে নিজেকে এই ইতালিয়র হাল্কা মেজাজে সোফায় আরামে বসে যে-সব মন্তব্য করছিল, বোকা চোখে লক্ষ্য করতে নিজেকে গুটিয়ে রাখল, লোকটি মাঝে মধ্যে তার ছোটোখাটো জ্যাকেটটার দুমড়ানো কোনাগুলির পাট যাতে ঠিক থাকে সেই চেষ্টাই করছিল। এরই মধ্যে একবার বেশ হাল্কাচালে আল্‌গা হাতটা তুলে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করল যা বোঝা কে-র অসম্ভব মনে হল, যদিও সে সামনে ঝুঁকে প্রত্যেকটি অভভঙ্গী লক্ষ্য করছিল। শেষে যখন কে ওই কথাবার্তায় কোনো অংশই নিচ্ছিল না, শুধু যান্ত্রিকভাবে তার চোখ দিয়ে তাদের উচ্চারণের ওঠানামা অনুসরণ করছিল, তার পুরনো শ্রান্তির আশঙ্কা আবার সে অনুভব করল, যার ফলে সে শঙ্কিত হয়ে উঠল। যদিও ভাগ্যক্রমে ঠিক ঠিক সময়ে, সে তার তেমনই এক অমনোযোগী মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল, এবং অন্যদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বেরিয়ে গেল। এই এতক্ষণ পর ইতালিয়টি স্প্রিঙের মতো উঠে দাঁড়াল তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। ম্যানেজারকে বিদায় দিয়ে এমনভাবেই কে-র ঘনিষ্ঠ হয়ে সে দাঁড়াল যে কে-কে তার চেয়ারটা পেছন দিকে ঠেলে দিতে হল যাতে অন্তত হাত পা ছড়ানোর মতো একটু স্বাধীনতা থাকে। ম্যানেজার, নিঃসন্দেহে কে-র চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল যে তাদের অতিথির অবোধ্য ইতালিয় ভাষা তাকে চূড়ান্ত হতাশার মধ্যে ফেলেছে, তাই এমন চতুর ও নিখুঁত নৈপুণ্যের সঙ্গে তাদের কথার মধ্যে সে কথা বলল যে মনে হবে ম্যানেজার শুধুমাত্র কয়েকটি উপদেশ

দিচ্ছে। আসলে সে ইতালিয়টি কি বলতে চেয়েছিল, তার মমার্থ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল।

এই ভাবেই কে বুঝতে পারল যে ইতালিয়টির কোনো একটা জরুরি কাজ আছে। যা এখুনি তাকে সেরে ফেলতে হবে, দুর্ভাগ্যবশতঃ তার সময়ের ওপর এতই চাপ যে পায়ে চাকা লাগিয়ে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরে দেখার কোনো বাসনাই তার নেই, তার বদলে—অবশ্য শুধুমাত্র কে যদি রাজি হয়, কারণ সবটাই নির্ভর করছে কে কি স্থির করে তার ওপর, সে ক্যাথিড্রেলটাই দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেটি দেখতে চায়। সে খুবই খুশি হয়েছে যে কে-র মত এমন একজন ভদ্র, বিনয়ী বিদ্বজ্জনের সঙ্গলাভের সুযোগ সে পেয়েছে—এই ভাবেই ইতালিয় ভদ্রলোকটি তার উল্লেখ করল যদিও কে তার সব কথায় বধির কান পেতেছে, তাই ম্যানেজার যা যা বলল সেগুলি যত দ্রুত সম্ভব সে বুঝে নেবার চেষ্টা করল—সে তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বলল ঘণ্টা দুই পরে, অর্থাৎ দশটা নাগাদ সে ক্যাথিড্রেলে গিয়ে, অবশ্য কে-র যদি সুবিধে হয়, তবেই তার সঙ্গে দেখা করলে তাতে কে-র কোনো আপত্তি হবে কি-না। তার নিশ্চিত আশা যে সেই সময় নাগাদ সে গিয়ে সেখানে পৌঁছুতে পারবে। সে যথোপযুক্ত একটি সংযোজনা দিয়ে তার কথা শেষ করল। ইতালিয়টি একবার অর্ধেকটা ঘুরে ম্যানেজারের হাতে মৃদু চাপ দিল, তারপর অন্য দিকে ঘুরে কে-র হাতে, তারপর আবার ম্যানেজারের হাতে, এই ভাবেই এদিক ওদিক করতে করতে দরজার কাছ থেকে বিদায় নিল, কিন্তু এর মধ্যে তার কথার ফোয়ারা কখনো বন্ধ হয়নি। কে কিছুক্ষণ ম্যানেজারের সঙ্গে ছিল, তাকে বিশেষ করে এই দিনই বেশ অসুস্থ দেখাচ্ছিল। সে অনুভব করছিল কে-র কাছে তার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এবং বলল—তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—প্রথমে সে চেয়েছিল নিজেই ভদ্রলোকের সঙ্গী হিসেবে থাকবে—কিন্তু পরে ভেবে দেখল—সে কোনো নির্দিষ্ট কারণ বলল না—বরঞ্চ কে-ই এই এস্‌কর্টের কাজটা করুক। যদি কে দেখে যে লোকটিকে শুরুতেই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, তবে তা যেন তাকে বিচলিত না করে, কারণ লোকটি কি বলতে চায় বুঝতে তার বেশি সময় লাগবে না, এবং তবুও যদি সে বিশেষ কিছু বুঝে উঠতে না পারে, তবে তা কদাচিৎ ধর্তব্যের মধ্যে আসবে, কারণ তার কথা কেউ বুঝতে পারল কি পারল না তা নিয়ে ইতালিয়টির তেমন মাথাব্যাথা নেই। তিনি নিশ্চিত কে-র ইতালিয় ভাষাজ্ঞান অবাক হবার মতো ভাল, এবং সে কারণেই এই সমস্ত বিপত্তি ঘটলেও সে সহজেই উৎরে যেতে পারবে। এই কথাগুলি বলার পর সে আর তাকে ধরে রাখল না, কে তার নিজের ঘরে গেল। তার

হাতে তখনো অনেক সময়, অপ্রচলিত নানারকম শব্দ সে অভিধান থেকে টুকে নিতে নিবিষ্ট হল। ক্যাথিড্রেল ঘুরে দেখার সময় যে কথাগুলি জানা তার দরকার। এটা একটা অবিশ্বাস্য রকমের ঘামছোটানো কাজ; পরিচারক চিঠির তাড়া নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল, করণিকরা এসে ঢুকলো নানা বিষয়ে খোঁজ করতে। বিচিত্র ভঙ্গীতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল তারা, যখন দেখল কে ব্যস্ত, এবং যতক্ষণ না কে কোনো উত্তর দিল ততক্ষণ তারা ঠায় দাঁড়িয়ে, ডেপুটি ম্যানেজারও এ অবস্থায় গণ্ডগোল পাকানোর সুযোগ হাতছাড়া করল না এবং অনেকবার এসে ঘরে ঢুকলো এবং কে-র হাত থেকে অভিধানটি কেড়ে নিয়ে খোলাখুলি ভাবেই নির্লিপ্ততার সঙ্গে সেটির পাতা ওল্টাতে লাগল; এমনকি দরজা খোলামাত্র অস্পষ্টভাবে মক্কেলদেরও দেখা গেল পাশের ঘরে সুযোগমত বিব্রত ভঙ্গীতে মাথা নিচু করছে শুধু তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। যদিও তারা বুঝে উঠতে পারছে না তাদের লক্ষ্য করা হয়েছে কিনা—এই সমস্ত কার্যকলাপ চলছিল তাকে ঘিরেই —যেন সে-ই সবকিছুর কেন্দ্র, অথচ সে তখন অভিধান খুঁজে বেড়াচ্ছে, টুকে নিচ্ছে যে সমস্ত শব্দ দরকার হতে পারে সেগুলি সংগ্রহ করে। শুধু তাই নয়, সেই শব্দগুলির উচ্চারণও মকশ করছে, এবং যাতে মনে রাখতে পারে সেই চেষ্টায় সে নিমগ্ন। প্রবাদের মতো তার স্মরণশক্তি তাকে যেন এখন পরিত্যাগ করেছে, এবং প্রতি মুহূর্তে সে সেই ইতালিয় সম্পর্কে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে কারণ তার জন্যই তাড়াতাড়া কাগজের নিচে তাকে অভিধানটি লুকিয়ে রেখে এত সমস্ত অসুবিধা সহ্য করতে হচ্ছে, তা সত্ত্বেও এই অতিথিকে ক্যাথিড্রেলের শিল্প সম্পদের যাবতীয় সত্তার কোনো রকম কথা না বলে নীরবে ঘুরিয়ে দেখাতে হবে, তাও তার মনে ধরল তো, এ কথা ভেবেই আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে আবার কাগজ পত্রের নিচ থেকে অভিধানটি বার করে আনল।

ঠিক সাড়ে নটার সময় যখন সে বাইরে যাবার জন্য উঠব উঠব করছে, টেলি-ফোনটা বেজে উঠল। লেনী তাকে সুপ্রভাত জানাল এবং জিজ্ঞাসা করল সে কেমন আছে; কে দ্রুততার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাল এবং বলল তার সঙ্গে কথা বলার সময় তখন তার নেই, কারণ তখনই তাকে ক্যাথিড্রেলে যেতেই হবে। 'ক্যাথি-ড্রেলে?' লেনি চিৎকার করে উঠল। 'হ্যাঁ ক্যাথিড্রেলেই'। 'কিন্তু ক্যাথিড্রেলে কেন?' লেনী আবার চিৎকার করল। কে অল্পকথায় তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল, কিন্তু সে তখনো ভালো করে আরম্ভই করেনি যখন লেনী হঠাৎ বলে উঠল: 'ওরা তোমাকে শাস্তি দিচ্ছে' দুঃখের বিষয়, যে কথা সে শুনতে চায়নি এবং যা সে আশা করেনি তা কে-র পক্ষে সহ্যের অতিরিক্ত ছিল, সে দু'একটি কথার

পর তাকে বিদায় জানাল, কিন্তু টেলিফোনের রিসিভারটা ঝুলিয়ে রাখার পরেও অর্ধেক নিজের অর্ধেক সেই সুদূরবর্তিনী মেয়েটির উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলল যা মেয়েটি শুনতেও পাবে না : 'হ্যাঁ, ওরা আমাকে শাস্তি দিচ্ছে।'

ততক্ষণে তার বিলম্ব হবার পক্ষে অনেকটা সময় চলে গেছে, সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছনোর ব্যাপারে ইতিমধ্যেই বিপদের মধ্যে সে পড়েছে। সে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে দ্রুত রওনা দিল ; ঠিক শেষ মুহূর্তে তার অ্যালবামটার কথা মনে পড়ায় যেটি আগে সেই ইতালিয়টির হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ পায়নি, তখন সঙ্গে করে নিয়ে নিল। অ্যালবামটা তার হাঁটুর ওপর রাখল এবং অধীরতার সঙ্গে আঙুল দিয়ে তার ওপর তাল ঠুকতে ঠুকতে সে সমস্ত পথটা অতিক্রম করল। বৃষ্টিটা থেমে গেছে, কিন্তু সমস্ত দিনটা কেমন ভিজে, স্যাঁতসেতে অন্ধকার, ক্যাথিড্রেলটা ভালো করে কেউ দেখতে পারবে না, এবং কোনো সন্দেহ নেই যে ঠাণ্ডা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে কে-র সর্দিটা আরো কষ্টকর হয়ে উঠবে।

ক্যাথিড্রেল স্কোয়ারটা তখন সম্পূর্ণ জন-মানবহীন, এবং কে স্মরণ করল ছোটো-বেলায় এই সঙ্কীর্ণ স্কোয়ারটির বাড়িগুলোর অবধারিতভাবে নামানো প্রায় সমস্ত খড়খড়িগুলো তাকে কেমন অভিভূত করেছিল। অবশ্য এমন একটা দিনে, এটা বোঝা আরো সহজ। ক্যাথিড্রেল থেকেও মনে হল লোকজন চলে গেছে, আর এমন একটা সময় সেখানে কারো কিছু দেখতে আসার স্বাভাবিকভাবেই কোনো কারণ নেই। কে গীর্জার থামের আড়ালে আড়ালে সরু সরু আলের দুটো পাশ দিয়ে একবার চক্কর মারল এবং দেখল কেউ সেখানে নেই শুধুমাত্র একজন বৃদ্ধ মহিলা ছাড়া। সে গায়ে শাল জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে ম্যাডোনার দিকে ভক্তাপ্লুত চোখে তাকিয়ে বসে আছে। দূরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গীর্জার তত্ত্বাবধায়ক কর্মীকে দেখতে পেল বড় বড় থামের আড়াল দিয়ে এগিয়ে দেয়ালে গাঁথা একটা দরজার মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কে তার সময় রেখেছিল, সে গীর্জায় ঢোকামাত্র ঘড়িতে দশটা বাজল, কিন্তু ইতালিয়টি তখনো এসে পৌঁছয় নি। সে আবার প্রধান ফটকের কাছে গেল, কি করবে ভেবে না পেয়ে একটু সময় সেখানে দাঁড়াল, তারপর বৃষ্টির মধ্যে বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখল তার অপেক্ষায় ইতালিয় ভদ্র-লোক কোনো পার্শ্বদ্বারে দাড়িয়ে আছে কি না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে। কিন্তু কোথাও তার দেখা পাওয়া গেল না। সময় নিয়ে কি ম্যানেজার কোনো ভুল করতে পারে? এ ধরনের একজন মানুষকে পুরোপুরি বুঝতে পারা সম্পর্কে কি করে কেউ এমন নির্ভুল হতে পারে? ঘটনা যাই হোক না কেন, আরো অন্তত আধঘণ্টা তারজন্য সে অপেক্ষা করবে। যেহেতু সে অত্যন্ত ক্লান্ত সে বসতে চাইল,

আবার ক্যাথিড্রেলের ভেতরে গেল এবং সেখানে দেখতে পেল কার্পেটের মত কি একটা জিনিসের পরিত্যক্ত অংশ সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে। পায়ের আঙুল দিয়ে সরিয়ে সে সেটা কাছের একটা বেঞ্চির দিকে নিয়ে গেল, নিজেকে তার গ্রেট কোটের আচ্ছাদনে বেশ ভালো করে জড়িয়ে নিল, কলারটা তুলে দিল, এবং বেশ গুছিয়ে সময় কাটানোর কথা ভেবে অ্যালবামটা খুলে বসল এবং অলসভাবে পাতা ওলটাতে লাগল, কিন্তু অচিরেই তাকে থামতে হল, কারণ চারপাশটা অন্ধকার গম্ভীর হতে শুরু করেছে, যখন সে মাথা তুলে দাঁড়াল সে পাশের অলিন্দের খুঁটিনাটির কিছুই প্রায় আর দেখতে পেল না।

বেশ কিছু দূরে মোমবাতির শিখায় যে ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে সেটা উঁচু বেদীর ওপর কাঁপছে। কে নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না আগে সে সেটা দেখেছিল কি-না। সম্ভবত সেটা নতুন জ্বালানো হয়েছে। গীর্জার ভার্জারেরা পেশাগত-ভাবে নিঃশব্দ পদচারী, কেউ কখনো তা লক্ষ্য করে না। ঘটনাচক্রে কে পেছন ফিরল এবং দেখতে পেল তারই পেছনে এবং খুব দূরে নয়, আর একটি মোমবাতির মৃদু আলো, একটা লম্বা মোটা মোমবাতি একটা থামের ওপরে বসানো। বেশ সুন্দর লাগে দেখতে অন্ধকারে, কিন্তু বেদীর বিভিন্ন অংশ যেগুলি পার্শ্ববর্তী চ্যাপেলে ঝোলানো, তা আলোকিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর ফলে বরঞ্চ অন্ধকারের গভীরতাই বাড়িয়েছে। অতএব বোঝা যাচ্ছে, সৌজন্যের ধারণা ছেড়ে বুদ্ধিমানের মতোই এখানে আসা থেকে সেই ইতালিয় বিরত থেকেছে কারণ, সে প্রায় কিছুই দেখতে পেত না, তাকে কে-র পকেট টর্চের আলোয় কতকগুলি তেলরঙা বড় ছবির অংশ বিশেষ দেখেই খুশি থাকতে হত। অন্য অংশগুলি কেমন দেখতে সেই কৌতূহল মেটাতে, কে উঠে কাছেই পার্শ্ববর্তী ছোট একটা চ্যাপেলে গেল। কয়েকটা সিড়ি ভেঙে ওপরে উঠে নিচের ছোট ছোট স্তম্ভের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল এবং এর ওপর নুয়ে সে তার টর্চের আলো প্রার্থনাবেদির ওপর ফেলল। বেয়াদপ আলোটা যেন বেদিমূলের অন্ধকারে অনধিকার প্রবেশে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম যে জিনিসটা কে অনুমান করল। মাত্র কিছুটা অবশ্য অনুমান, তা হল ছবিটার প্রায় সম্পূর্ণ বাইরের প্রান্তে বিশাল বর্ম সজ্জিত একজন নাইট। সে তার তরবারির ওপর ঝুঁকে আছে। যেটা খোলামাঠে গেঁথে ছিল, খোলা মাঠ কিন্তু দু-একটা ঘাসের শিস এখানে সেখানে গজিয়েছে। সে, মনে হল, খুব মনযোগের সঙ্গে দেখছে, অনেক ঘটনার পর্দা তার চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে। এটা বিস্ময়-কর যে ওটার কাছে না গিয়ে সেখানে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সম্ভবত ওখানে ওকে স্থাপন করা হয়েছে পাহারা দেবার জন্য। কে, যে অনেককাল কোনো

ছবি দেখেনি, সে এই নাইটকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, যদিও টর্চের সবুজাভ আলোয় তার চোখ পিটপিট করছিল। বেদির বাকি অংশের ওপর টর্চের আলো ফেলার পর সে আবিষ্কার করল যে চিত্রটি কবরে শায়িত যীশুখৃষ্টের। আকার এবং স্টাইল বেশ গতানুগতিক তবে মোটামুটিভাবে মনে হয় সাম্প্রতিককালে আঁকা। সে আবার পকেটে তার টর্চটা ভরে রাখল এবং নিজের বসার জায়গায় ফিরে গেল।

সম্ভাব্য সমস্তদিক থেকে ভাবলে মনে হয় যে ইতালিয়র জন্য আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করা অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু বাইরে বোধহয় বৃষ্টির ধারা নেমেছে, এবং যেহেতু ক্যাথিড্রেলের ভেতরটা তত ঠাণ্ডা নয় যেমনটা কে আশা করেছিল হবে বলে, সে সেখানে আরো কিছুক্ষণ থাকা সাব্যস্ত করল। তার খুবই কাছে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রচার বেদী, ছোট লাফিয়ে ওঠা চাঁদোয়ার ওপর তির্যকভাবে দুটো অনাড়ম্বর সোনালী ক্রুশবিদ্ধ যিশু, তাদের দণ্ডদুটি আড়াআড়িভাবে যেন একটার ওপর আর একটা ডগায় গিয়ে ক্রুশের মতো বিধে আছে। প্রচারবেদীর স্তম্ভগুলির রেলিঙ এবং পাথরের কারুকার্য খচিত স্তম্ভগুলির ওপর দাঁড়িয়ে, সেগুলি লতাপাতায় উৎকীর্ণ। খোদাই করা হয়েছে ছোট ছোট দেবদূত যারা পরস্পর জড়িয়ে—সেগুলি কখনো উচ্ছল প্রাণবন্ত, কখনো স্নিগ্ধ। কে প্রচারবেদীর কাছ বরাবর উঠে গেল এবং চারিদিক থেকে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখল, উৎকীর্ণ পাথরের কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং নিখুঁত, পর্ণরাজির মধ্যে এবং চারিধারে অন্ধকারের খাদে সমস্ত যেন রুদ্ধ এবং কারাবন্দী। কে এগুলিরই একটার মধ্যে হাত রাখল এবং পাথরের বিচিত্র নক্সা মৃদু হাতে অনুভব করল, সে আগে জানত না এমন একটা প্রচারবেদীর অস্তিত্ব এখানে আছে। বলা যায়, একেবারেই আচমকা সে দেখতে পেল গীর্জার এক দণ্ডধারী ভার্জার অদূরবর্তী বেঞ্চির সারির পেছনে দাঁড়িয়ে। লোকটির কালো পোশাক ঢিলে-ঢালা, কোনমতে শরীরের ওপর ঝুলে আছে, তার বাঁ হাতে একটা নস্যির কৌটো, সে কে-র দিক তাকিয়ে ছিল। কি উদ্দেশ্যে লোকটি দাঁড়িয়ে কে ভাবল! আমাকে কি সন্দেহভাজন একটা চরিত্র বলে মনে হয়? সে কি বখশিস চায়? কিন্তু সে যখন দেখল তার উপস্থিতি কে বুঝতে পেরেছে, ডান হাত দিয়ে সে একটা অস্পষ্ট দিক নির্দেশ করল, তার আঙুলের টিপে তখনো নস্যি। তার এই কিম্ভূতকিমাকার আচরণ মনে হয় অর্থহীন। একটু ইতস্ততঃ করল কে, কিন্তু ভার্জার এদিক সেদিক নির্দেশ করা থেকে তখনো বিরত হয়নি এবং তার এই ভঙ্গী বেশ স্পষ্ট করে তুলতে মাথা নাড়ল। 'লোকটা কি চায়?' খুব নিচু গলায় কে বলল, ওই জায়গায় সে জোরে কথা বলতে সাহস পেল না; সে তখন তার পার্স বার করল এবং বেঞ্চির

সারির কাছ বরাবর তার কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু ভার্জার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যানের একটা ভঙ্গী করল, কাঁধ ঝাঁকাল, এবং খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল। সেই একই চালে, দ্রুত, খুঁড়িয়ে চলার গতি। কে তার শৈশবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেমন একটা মানুষকে অনুকরণ করত। বালসুলভ এক অতিবৃদ্ধ, কে ভাবল শুধু একটি মাত্র পরিচয় তাকে যথেষ্ট চিনিয়ে দেয়—সে গীর্জার অন্যতম ভার্জার। আমি যখন থামি, তখন সেও দেখতে উঁকি মারে যে আমি তাকে অনুসরণ করছি কি-না! কে নিজে নিজেই হাসল, পাশের বেঞ্চির মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে প্রায় উঁচু বেদী পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করল, বৃদ্ধ লোকটি অন্যদিক নির্দেশ করে চলেছে, কিন্তু কে ইচ্ছে করেই সে কি নির্দেশ করছে যেন দেখতে চাইল না। ওই ভঙ্গীর আর কোনো মানে হয় না কে-র অস্থিমূল কাঁপিয়ে দেওয়া ছাড়া। অবশেষে সে এই অভিযান থেকে নিবৃত্ত হল, সে লোকটিকে খুব বেশি ভয় দেখাতে চায় না; তা ছাড়া যদি ইতালিয়টি ইতিমধ্যে এসেই পড়ে, তবে একমাত্র এই একজন গীর্জার ভার্জারকে ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দেওয়া কাজের কাজ হবে না।

বারান্দা বাদ দিয়ে গীর্জার মূল অংশে ঢুকে সে দেখল যে-আসনে সে অ্যাল-বামটি ফেলে রেখে গিয়েছিল, সেটা সেখানেই পড়ে আছে, কে-র দৃষ্টি পড়ল একটি স্তম্ভের সঙ্গে লাগানো পার্শ্ববর্তী একটি ছোট যাজকের বাণী প্রচারের বেদী প্রায় একই সঙ্গে মিলিত হয়েছে গীর্জার ঐকতানের দলের সঙ্গে, প্রচারের বেদী সাধারণ, সাদামাঠা বিবর্ণ পাথরে তৈরি। সেটি এতই ছোট যে একটু দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটা মূর্তি বসাবার জন্য তা তৈরি। সেখানে ঠিক এতটা জায়গা নেই যে বাণী প্রচারক রেলিং এড়িয়ে পেছন দিকে পা ফেলেন। পাথরে তৈরি ধনুকের মতো চাঁদোয়ার চূড়াটাও নির্মিত হয়েছে খুব নিচু থেকে এবং সামনের দিকে সেটা খোদাই করা, যদিও কোনো অলঙ্করণ তাতে ছিল না, এতটাই নামানো যে মাঝামাঝি আকৃতিরও কেউ তার নিচে রেলিঙের ওপর না ঝুঁকে দাঁড়াতে পারবে না। প্রচারককে হয়রান করতেই যেন সমস্ত কাঠামোটার নকসা এমনভাবে তৈরি, ওটা আদপে ওখানে কেনই বা আছে তার আপাত বোধগম্য কোনো কারণ নেই, যেখানে আরো বড় আয়তন বিশিষ্ট এবং অলঙ্করণ মণ্ডিত বাণী প্রচারের অন্য বেদী রয়েছে।

এবং কে এটা দেখতেও পেত না যদি না ওর ওপর গেঁথে দেওয়া বাতিটা জ্বালানো না থাকত, এটির সাধারণ সঙ্কেত যে ওখান থেকে বাণী প্রচারের কাজ আরম্ভ হতে চলেছে। এখনই কি উপাসনা অনুষ্ঠিত হবে? এই জনহীন গীর্জায়? যে সিঁড়িটা প্রচারকের বেদী পর্যন্ত উঠে গেছে কে চোখ নামিয়ে সেদিকে তাকাল,

সেটি এতই সঙ্কীর্ণ যে দেখে মনে হয় মানুষের ওঠানামার সিঁড়ির চেয়ে বরঞ্চ স্তম্ভের সঙ্গে মেলানো অতিরিক্ত এক অলঙ্করণ। কিন্তু একেবারে সিঁড়ির পাদদেশে, বিস্ময়ের সঙ্গে কে হাসল, সেখানে সত্যি সত্যি দাঁড়িয়ে যাজকের এক মূর্তি, উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত, তার হাত রেলিঙের ওপর, এবং চোখ কে-র ওপর নিবদ্ধ। ধর্মযাজক তাকে দেখে মৃদুভাবে মাথা নাড়লেন এবং কে বুকের ওপর হাত দিয়ে ক্রশ এঁকে মাথা নোয়ালো যা তার আগেই করা উচিত ছিল। ধর্মযাজক হাল্কা শরীরে সিঁড়ির ওপর নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন এবং দ্রুত ছোটো ছোটো পদক্ষেপে প্রচার বেদীতে গিয়ে উঠলেন। তিনি কি সত্যি সত্যি কোনো ধর্মকথা প্রচার করবেন? সম্ভবত গীর্জার ভার্জার যা মনে করা গিয়েছিল, ততটা মূর্খ জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল না, সে চেষ্টা করছিল কে-কে ঠেলা দিয়ে ধর্মযাজকের সামনে নিয়ে যেতে। এমন জনশূন্য অট্টালিকায় যেটা সব থেকে জরুরি। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও যে বৃদ্ধা ম্যাডোনার মূর্তির সামনে, তারও উচিত এই উপাসনায় যোগ দেওয়া। এবং এটা যদি উপাসনাই হবে তবে অর্গ্যানের বাজনা দিয়ে তার সূচনা হচ্ছে না কেন? অর্গ্যানটা নীরব, লম্বা লম্বা নলগুলো অন্ধকারে অস্পষ্ট, প্রায় দেখা যাচ্ছে না।

কে এবার বিচলিত বোধ করল, এই কি উপযুক্ত সময় নয় নিজেকে এখান থেকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাবার? এখনই যদি সে তা না করে তবে উপাসনা চলতে থাকলে সে আর তা পারবে না, যতক্ষণ তা চলে তাকে সেখানে থাকতেই হবে, সে ইতিমধ্যেই অফিসের কাজে পিছিয়ে আছে এবং ইতালিয় অতিথির জন্য অপেক্ষা করার আর কোনো দায় তার নেই; সে ঘড়ির দিকে তাকাল, তখন এগারোটা। কিন্তু এটা কি সত্যিই ধর্মোপদেশ হতে চলেছে? উপাসকদের প্রতিনিধি কি সে একাই? তাহলে কি হত, যদি সে শুধুমাত্র একজন বহিরাগত বিদেশী হত, কেবল গীর্জা দেখতে এসেছে? মোটামুটিভাবে তার অবস্থা সম্পর্কে ওটাই বলা চলে। শনি বা রবি বাদ দিয়ে সপ্তাহের এমন একটা দিনে, এবং সকাল এগারোটায়, তা-ও এই ভয়াবহ আবহাওয়ায় ধর্মানুষ্ঠান হবে, এটা ভাবা যায় না, এটা একটা অসম্ভব কথা। ধর্মযাজক—কোনো সন্দেহই নেই যে তিনি ধর্মযাজক, একজন যুবক যার মুখ মসৃণ এবং কালো—বোঝাই যাচ্ছে প্রচার বেদীর ওপরে উঠছেন শুধু বাতিটা নিভিয়ে দেবার জন্য, যেটা হয়ত জ্বালানো হয়েছিল ভুল করে।

তা কিন্তু হল না। যাই হোক বাতিটা পরীক্ষা করার পর ধর্মযাজক নেভানোর বদলো আরো উঁচুতে সেটা লাগিয়ে দিলেন, তারপর ধীর পায়ে রেলিঙের

দিকে এগিয়ে এলেন এবং রেলিঙের কোণাকুণি প্রান্তটি দু হাত দিয়ে ধরলেন, ঠিক ওই ভাবেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন মাথা না নেড়ে, চারিদিক নিরীক্ষণ করতে করতে। কে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেছে, সামনের সারির উপাসকের বেঞ্চির ওপর কনুইয়ে ভর করে সে বসেছিল। গীর্জার ভার্জার যে কোথায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ঠিক তা না জেনেও সে অস্পষ্টভাবে হলেও বৃদ্ধ মানুষটির ন্যুব্জ পিঠ সম্পর্কে কিন্তু অবগত ছিল। সে হয়ত পরম শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে যেন তার সমস্ত কাজ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ক্যাথিড্রেলে এখন কি আশ্চর্য নিঃশব্দতা! তথাপি কে-র এই স্তব্ধতা ভাঙতে হল। কারণ তার ওখানে থাকার কোনো ইচ্ছাই নেই; অবস্থা বিবেচনা না করে এই ধরনের একটা সময়ে ধর্মযাজককে যদি ধর্মোপদেশ দিতেই হয় তাহলে তিনি তাই করুন, এবং কে-র সমর্থন ছাড়াই তিনি তা বেশ করতে পারবেন, ঠিক যেমন কে-র উপস্থিতি ধর্মকথার কার্যকারিতায় অবশ্যই কিছু রসদ যোগাবে না। তাই সে আস্তে আস্তে সরে পড়তে শুরু করল, যতক্ষণ না বেঞ্চির সারি পার হয়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হল। সে জায়গাটা বড় বড় স্তম্ভ দিয়ে এক অংশ থেকে গীর্জার অন্য অংশকে ভাগ করা হয়েছে। কে পা টিপে টিপে উপাসকদের বেঞ্চির পাশ দিয়ে এগোতে লাগল, এখানে অবাধ পদসঞ্চারণে সে এগিয়ে যেতে লাগল। শুধু পাথরের ওপর তার মৃদু পায়ে হাঁটার ক্রমান্বয় শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। সেই শব্দ কৌণিক খিলানে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছিল। সেই প্রতিধ্বনি অস্পষ্ট কিন্তু অব্যাহত, প্রতিধ্বনি আবার বহুশব্দে তরঙ্গায়িত ধ্বনি তুলল এবং ক্রমেই তা বিবর্তিত হতে থাকল। যখন এগোচ্ছে, কে যেন নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ মনে করল, সারি সারি শূন্য বসার আসনের মধ্যখানে সে এক নিঃসঙ্গ মূর্তি। সম্ভবত ধর্মযাজকের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে এই চিন্তা এবং ক্যাথিড্রেলের এই সুবিশাল আয়তন মানুষের পক্ষে যতটুকু সহ্য করা যায় তার শেষ সীমায় তাকে ঠেলে নিয়ে গেল। যেখানে অ্যালবামটা সে ফেলে রেখে গিয়েছিল, সেখানে এসে সে যেন সেটা একটুও না থেমে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। নিজের কাছেই রেখে দিল। সে উপাসকের বেঞ্চির প্রায় শেষটিও অতিক্রম করেছে এবং দরজা ও তার মাঝখানের উন্মুক্ত জায়গায় পৌঁছবো পৌঁছবো করছে এমন সময় সে শুনতে পেল ধর্মযাজক তার কণ্ঠস্বর তুলে আনছেন। ব্যঞ্জনাময় এবং সুশিক্ষিত তার কণ্ঠস্বর। সেই স্বর যেন একমাত্র ক্যাথিড্রেলেই ধ্বনিত হতে পারে, ক্যাথিড্রলের মধ্যে কি আশ্চর্যভাবে সেই কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়ল। না। এটা কোনো উপাসনা সভার উদ্দেশে ধর্মযাজকের বাণী নয়। শব্দগুলোর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই, এবং তা এড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব, তিনি পরিষ্কার ডাকছেন: 'জোসেফ কে।'

কে হঠাৎ চমকে গেল এবং তার সামনের মেঝের দিকে তাকাল। সেই মুহূর্তের জন্য তখনো সে মুক্ত, সে না থেমে এগিয়ে গিয়ে কোনো না কোনো একটা ছোট, কালো কাঠের দরজা দিয়ে যা তারই সামনে এবং খুব বেশি দূরেও নয়, অন্তর্হিত হতে পারে। এর শুধুমাত্র এই অর্থ হবে যে সে সেই ডাক বুঝতে পেরেছে এবং তেমন আমল দেয়নি। কিন্তু তাকে যদি ঘুরে দাঁড়াতে হয় তবে সে ধরা পড়ে যাবে, তা মেনে নেওয়ারই শামিল হবে যে সে সেই ডাক পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে, মেনে নেওয়া হবে যে তার বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে তারই উদ্দেশে ডাক এসেছে এবং সে আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত। ধর্মযাজক কি দ্বিতীয়বার তার নাম ধরে কে বলে ডাকলেন? এবং সেই ডাক হয়ত চলতেই থাকত, কিন্তু জায়গাটায় যেহেতু নিশ্ছিদ্র নীরবতা, যদিও সে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল, সে তার মাথাটা একটু না ঘুরিয়েও পারল না শুধুমাত্র দেখার জন্য যে ধর্মযাজক কি করছেন। ঠিক আগেরই মত একইভাবে শান্ত হয়ে ধর্মযাজক উপাসনাবাণী প্রচারের বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে, তবু এটুকু স্পষ্ট যে কে যে মাথা ঘুরিয়েছে তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। এটা একটা ছেলেমানুষের লুকোচুরি খেলার মতো হত যদি কে সম্পূর্ণ ঘুরে তার মুখোমুখি না দাঁড়াত। সে তাই করল, ধর্মযাজক তাকে তার আরো কাছে যেতে ইশারা করলেন। যেহেতু তখন তাকে আর এড়িয়ে যাবার দরকার ছিল না, কে দ্রুত সেখানে ফিরে গেল—তার মনে দুরকম অনুভূতি, এক-দিকে কৌতূহল, অন্যদিকে সাক্ষাৎ সংক্ষিপ্ত করার আগ্রহ। প্রচার বেদীর সামনে উপস্থিত হতে সে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল। আসনের প্রথম সারির কাছে এসে সে থামল, কিন্তু মনে হল ধর্মযাজকের ধারণা ওই ব্যবধানও খুব বেশি, সে একটি বাহু প্রসারিত করে তর্জনী সম্পূর্ণ নামিয়ে প্রচারবেদীর সামনে একটি স্থান নির্দেশ করলেন, কে-ও তার নির্দেশ অনুসরণ করল, নির্দেশিত জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে ধর্মযাজককে দেখতে তার মাথাটা সম্পূর্ণভাবে পেছনের দিকে বাঁকাতে হবে। 'তুমিই জোসেফ কে?' একটা অর্থহীন ভঙ্গীর সঙ্গে রেলিঙের ওপর থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে একটি হাত উঠিয়ে ধর্মযাজক বললেন। 'হ্যাঁ', আজকাল কত অকপটেই সে তার নাম বলে দেয় এবং তার এই নামটা কত বড় বোঝার মতো এসে তার ওপর পড়েছে ভাবতে ভাবতে কে বলল, যে সমস্ত লোককে আগে কখনো দেখেনি আজকাল দেখা যাচ্ছে তারাও তার নাম জানে। অচেনা থেকে কারো সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে সেটা কত আনন্দের হত! 'তুমি একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি', খুব নিচু গলায় ধর্মযাজক বললেন। 'হ্যাঁ', কে বলল, 'তেমন একটা খবরই আমি পেয়েছি।' 'তাহলে তুমিই সেই ব্যক্তি যাকে আমি খুঁজে

বেড়াই', ধর্মযাজক বললেন। 'আমি হলাম জেলখানার যাজক।' 'বস্তুত তাই', কে বলল। 'তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি তোমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি', ধর্মযাজক বললেন। 'আমি তা জানতাম না,' কে বলল। 'আমি এখানে এসেছিলাম ইতালির কে এক ভদ্রলোককে ক্যাথিড্রেল ঘুরিয়ে দেখাতে।' 'এটা শুধু একটা হুকুমনামা।' ধর্মযাজক বললেন। 'তোমার হাতে ওটা কি? উপাসনা গ্রন্থ?' 'না', কে উত্তর দিল। 'এই শহরের যে সমস্ত স্থানগুলি দেখার একটা সার্থকতা আছে তারই এটা অ্যালবাম।' 'ওটা নামিয়ে রাখ,' ধর্মযাজক বললেন। কে সেটা এমনই প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ে মারল যে মেঝের ওপর ওটা অনেকটা খোলা অবস্থায় গড়িয়ে গেল, অ্যালবামের পাতাগুলো সব এলোমেলো। 'তুমি কি জান তোমার মামলাটা বেশ খারাপের দিকে যাচ্ছে?' ধর্মযাজক জিজ্ঞাসা করলেন। 'আমারও সেই ধারণা', কে বলল। 'আমি তো সম্ভবপর যা করার সবই করেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো লাভ হয়নি। অবশ্য আমার প্রথম আবেদন পত্রটিও এ পর্যন্ত পেশ করা হয়নি।' 'কিভাবে মামলাটার নিষ্পত্তি হবে বলে তুমি ভাবছ?' ধর্মযাজক জিজ্ঞাসা করলেন। 'প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা ভালভাবেই মিটে যাবে', কে বলল, 'কিন্তু এখন আমার প্রায়ই এ বিষয়ে সন্দেহ হয়। আমি জানি না কোথায় এর শেষ। আপনি জানেন?' 'না', ধর্মযাজক বললেন, 'কিন্তু আমার ভয় হয় যে এর শেষ হবে খারাপ ভাবে। তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। তোমার মামলা সম্ভবত নিম্ন আদালতের বাইরে কখনো যাবে না। তোমার অপরাধ অনুমান করা হয়েছে। অন্তত, আপাতত, এখন প্রমাণের অপেক্ষায়।' 'কিন্তু আমি তো কোনো অপরাধ করিনি', কে বলল, 'সবটাই শুধুমাত্র ভুল বোঝাবুঝি। এবং তা হলে একজন মানুষকে কিভাবে অপরাধী বলা যায়? আমরা সকলেই এখানে সাধারণ মানুষ। একজন মোটামুটিভাবে আর একজনের মতনই।' 'একথা সত্যি', ধর্মযাজক বললেন, 'এভাবেই কিন্তু সকল অপরাধী কথা বলে।' 'আপনিও কি আমার বিষয়ে প্রতিকূল ধারণা পোষণ করেন?' কে জিজ্ঞাসা করল।

'না, তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন বিরূপতা নেই', ধর্মযাজক বললেন। 'আপনাকে ধন্যবাদ,' কে বলল, 'কিন্তু আর সকলে যারা এই মামলার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে জড়িত, তারা সকলেই আমার বিরুদ্ধে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে। এমনকি তারা বাইরের মানুষকেও প্রভাবিত করছে। আমার অবস্থাটা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে।' 'তুমি তোমার মামলার ভুল ব্যাখ্যা করছ', ধর্মযাজক বললেন। 'রায় এত হঠাৎ আসে না, মামলার গতিই শুধুমাত্র রায়ে ক্রমে ক্রমে এসে মিশে

যায়।' 'ও, তাহলে ব্যাপারটা এই রকম,' কে তার মাথাটা ঝুলিয়ে দিয়ে বলল। 'এই ব্যাপারে পরবর্তী কি পদক্ষেপ তুমি নিতে চাও?' ধর্মযাজকের জিজ্ঞাসা। 'আরো সাহায্য যাতে পাওয়া যায়, আমি সেই চেষ্টাই করছি,' ধর্মযাজক তার এই কথা কিভাবে নেন দেখার জন্য তার দিকে তাকিয়ে কে বলল। 'বলতে কি অনেকগুলি সম্ভাবনা আছে, সেগুলি কতখানি গ্রহণযোগ্য আমি এখনো খতিয়ে দেখিনি।' 'তুমি বাইরের সাহায্যের ওপর বড় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ', কে-র প্রস্তাব মনোনীত না করে ধর্মযাজক বললেন, 'বিশেষ করে মেয়েদের সাহায্য। তুমি কি বুঝতে পার না এ ধরনের সাহায্য নেওয়া যথাযথ নয়?' 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে, হয়ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই', কে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে একমত, কিন্তু সব সময় নয়। মেয়েদের প্রভাব প্রচণ্ড। আমি যদি কয়েকজন পরিচিত মহিলাকে রাজী করাতে পারতাম আমার জন্য যারা কাজ করছে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে, তাহলে আমি না জিতে পারতাম না। বিশেষ করে এই আদালতের সামনে যে জায়গাটা প্রায় সম্পূর্ণ ভরে আছে শিকারী মেয়ে দিয়ে। যে ম্যাজিস্ট্রেট সওয়াল জবাব নিচ্ছেন, তাকে দূর থেকে একজন মেয়েলোক লোক দেখতে দিন, দেখবেন সে প্রায় তার টেবিল উলটে ফেলবে, আত্মপক্ষ সমর্থনকারীর কথা শুনবে না, এবং সেই মেয়ে-মানুষের পেটিকোটটা তুলতে পিছু পিছু ধাওয়া করবে।' ধর্মযাজক রেলিঙের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন, মনে হল এই প্রথম তিনি তার মাথার ওপরের চাঁদোয়ার দমবন্ধকরা ভার বোধ করছেন। বাইরের আবহাওয়াটাই বা এখন কি রকম? বাইরে এখনো ঝাপসা দিনের আলোও নেই, কালো রাত্রি নেমেছে। বিরাট দেওয়ালে সমস্ত রঙীন চিত্রবিচিত্র কাচের অলঙ্করণ, অন্ধকার কাটিয়ে সামান্য দীপ শিখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারছে না। এবং সেই মুহূর্তে গীর্জার ভার্জার উঁচু বেদীর ওপর রাখা মোমবাতিগুলি একটার পর একটা নিভিয়ে দিতে আরম্ভ করল। 'আপনি কি আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন?' কে ধর্মযাজককে জিজ্ঞাসা করল। 'হতে পারে যে যে-আদালতের কাজে আপনি নিযুক্ত তার প্রকৃতি আপনি জানেন না।' সে কোনো উত্তর পেল না। 'এগুলি শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা', কে বলল। তখনো সেই ওপরের উঁচু বেদী থেকে কোনো উত্তর নেই। 'আমি আপনাকে অসম্মান করতে চাইনি,' কে বলল, এবং তাতে ধর্মযাজক ওপরের প্রচারবেদী থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলেন: 'তুমি কি একেবারেই কিছুই দেখতে পারছ না?' এটা ছিল এক ক্রুদ্ধ চিৎকার, কিন্তু একই সঙ্গে শব্দটা শোনাল কারো এক অনিচ্ছাপ্রসূত তীক্ষ্ণ চিৎকারের মত যে আরো একটি পতন দেখে নিজে নিজেই ভয়ে চমকে উঠেছে।

ওদের দুজনই বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য নীরব। ওখানকার ওই অন্ধকারে ধর্ম-যাজক নিশ্চয়ই কে-র চেহারার আদল খুঁজে পাচ্ছেন না, অথচ কে একটি ছোট্ট বাতির আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখল। ওপরের প্রচার বেদী থেকে তিনি নেমে আসছেন না কেন? তিনি কোনো ধর্মোপদেশ প্রচার করেননি, তিনি শুধু কে-কে এমন কয়েকটি খবর দিয়েছেন যে যখন সে তা নিয়ে ভাববে তখন সে বুঝবে, সাহায্যের বদলে বরঞ্চ এগুলি তার ক্ষতিই করবে। তবু ধর্মযাজকের উদ্দেশ্য যে সৎ তা কে-র মনে হল সমস্ত প্রশ্নের বাইরে। লোকটা যদি শুধুমাত্র তার প্রচার বেদী ছেড়ে নিচে নেমে আসে, তবে এটা অসম্ভব নয় যে তারা কোনোরকম একটা চুক্তিতে উপনীত হতে পারবে, এটা অসম্ভব ছিল না যে একটা চূড়ান্ত এবং গ্রহণ-যোগ্য পরামর্শ তার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারত, যা হয়ত, উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, তাকে অন্য একটা দিক নির্দেশ করত, যা মামলার সুবিধার জন্য প্রভাব খাটানো নয়। বরঞ্চ, তা প্রতিহত করা, যা হত এই সমস্ত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়ে আদালতের এক্তিয়ারের সম্পূর্ণ বাইরে একটা জীবনধারার ইঙ্গিত। এ ধরনের একটা সম্ভবনা অবশ্যই থাকা উচিত, সম্প্রতি কে এ বিষয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছে। আর ধর্মযাজক যদি এধরনের কোনো সম্ভাবনার কথা জেনে থাকেন, তবে তার কাছে আবেদন জানালে তিনি তার জ্ঞান বিতরণ করতে পারেন, যদিও তিনি আদালতেরই অংশস্বরূপ এবং যখনই আদালতের নিন্দা করা হল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার ভদ্র, শান্ত প্রকৃতির কথা একদম ভুলে গেলেন এবং তা এমনই যে, কে-র সব কথা চিৎকার করে তিনি থামিয়ে দিয়েছেন।

'আপনি নেমে এখানে আসবেন না?' কে বলল। 'আপনাকে আর ধর্মো-পদেশ প্রচার করতে হবে না। নিচে আমার পাশে এখন নেমে আসুন।' 'আমি এখনই নেমে আসতে পারি', ধর্মযাজক বললেন, সম্ভবত সে তার আবেগের এমন বিস্ফোরণের জন্য অনুতপ্ত। যখন তিনি বাতিটা দেওয়ালের আঙটা থেকে খুলে আনলেন, তিনি বললেন 'প্রথমে দূর থেকে তোমার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হয়েছিল, অন্যথায় আমি সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ি এবং কর্তব্য ভুলে যাওয়ার একটা প্রবণতা আমি বোধ করি।'

কে সিঁড়ির ধাপগুলির শেষ সীমায় তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। যখন উঁচু বেদী থেকে নেমে আসছিলেন তখনো ধর্মযাজক কে-র দিকে তার হাত প্রসারিত করেছিলেন। 'আমার জন্য কি আপনি সামান্য সময় দিতে পারবেন?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'যতটা সময় তুমি চাও,' ধর্মযাজক কে-র হাতে ছোট বাতিটা বহন করতে দিয়ে বললেন। এত কাছে, তবু তার সমস্ত আচরণের মধ্যে কেমন

একটা আনুষ্ঠানিক চেহারা। 'আমার সঙ্গে আপনি অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছেন', কে বলল। সারিবদ্ধ বেঞ্চের পাশের অন্ধকার পথ দিয়ে তারা পাশাপাশি একবার সামনে আর একবার পিছু ফিরে পায়চারি করতে লাগল। 'যারা আদালতের অঙ্গ, আপনি কিন্তু তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম, আপনার ওপর আমি যেন অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি আস্থা রাখতে ভরসা পাচ্ছি, যদিও আমি তাদের অনেককেই চিনি। আপনার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আমি সব কথা আলোচনা করতে পারি।' 'প্রতারিত হয়ো না', ধর্মযাজক বললেন। 'কিভাবে আমি প্রতারিত হচ্ছি?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'তুমি আদালত সম্পর্কে নিজেকে প্রতারিত করছ'; ধর্মযাজক বললেন। 'সেই লেখায় যা আইনের মুখবন্ধ সেখানে এই বিশেষ প্রতারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে: আইনের দরজার সামনে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে পাহারাদার একজন দ্বাররক্ষী। এই দ্বাররক্ষীর কাছে গ্রাম থেকে আসা এক ব্যক্তি আইনের আশ্রয়ে আসার আবেদন জানিয়ে অনুমতি ভিক্ষা করে। কিন্তু দ্বাররক্ষী বলল যে সেই মুহূর্তে সে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারে না। লোকটি একটু চিন্তা করার পর জিজ্ঞাসা করল, আর একটু পর, তাকে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হবে কি-না। 'এটা সম্ভব' দ্বাররক্ষী উত্তর করল। 'কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই নয়।' কারণ দরজাটা আইনের ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই খোলা, এবং দ্বাররক্ষী দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল, লোকটি নিচু হয়ে প্রবেশ দ্বার দিয়ে উঁকি মারল। যখন দ্বাররক্ষী তা দেখল সে হাসল এবং বলল: 'তুমি যদি এত তীব্রভাবে প্রলোভিত হয়ে থাক, তাহলে আমার অনুমতি ছাড়াই ভেতরে ঢোকার চেষ্টা কর। কিন্তু এটাও তোমার জানা দরকার যে আমি—তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিধর। কিন্তু দ্বাররক্ষীদের পদমর্যাদায় আমি সব থেকে নিচে। এক হলঘর থেকে আর এক হলঘরে, প্রত্যেকটিতেই আলাদা আলাদা দ্বাররক্ষী দাঁড়িয়ে, একজন আর একজন থেকেও ক্ষমতাবান। এমন কি তৃতীয় জনের চাহনি এমনই যে আমিও সেই দৃষ্টি সহ্য করতে পারি না।' গ্রাম থেকে আসা সেই লোকটি আইনের দরজা পার হতে যে এত করে সমস্ত অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়, আশা করেনি। আইনের দরজা, তার ধারণা সকলের জন্যই এবং সমস্ত সময়ে খোলা থাকা উচিত, এবং যখন সে আর একটু বেশি মনোযোগের সঙ্গে দ্বাররক্ষীকে দেখল, তার লোমের পোশাক, বিশাল ছুঁচলো নাক, এবং লম্বা পাতলা তাতার দাড়ি তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে মনে হল। তখন সে ঠিক করল যে যতক্ষণ না ভেতরে ঢোকার অনুমতি পায় ততক্ষণ অপেক্ষা করাই ভালো। দ্বাররক্ষী তাকে একটা টুল দিল এবং দরজার একপাশে তাকে বসতে দিল। সেখানে সে দিনের পর

দিন, বছরের পর বছর বসে। সে ভেতরে ঢোকার অনুমতির জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছে এবং নানাভাবে কাকুতি মিনতি দ্বারা দ্বাররক্ষীর ক্লান্তির কারণ হয়েছে। প্রায়ই তার বাড়ি কোথায় এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে দ্বাররক্ষী বেশির ভাগ সময়েই তাকে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তায় নিযুক্ত রেখেছে, কিন্তু প্রশ্নগুলি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে করা হয়েছে। যেমন মহৎ ব্যক্তিরা প্রশ্ন করে থাকে, এবং সবসময়েই এই বিবৃতি দিয়ে শেষ করেছে যে এখনো মানুষটিকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। লোকটি যে এখানে আসার জন্য অনেক জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে নিজে তৈরি হয়ে এসেছিল, তার সব কিছুই, তা যত মূল্যবানই হোক না যা কিছু তার কাছে আছে সব দিয়ে দিল উপহার হিসেবে দ্বাররক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে প্রভাবিত করা যায় এই আশায়। দ্বাররক্ষী এই বলে তার দেওয়া সব উপঢৌকনই গ্রহণ করল : আমি এগুলি নিলাম শুধু এই কারণে যে তুমি যাতে মনে না কর যে যা যা করা উচিত ছিল তার কিছু না-করা বাকি থেকে গেল।' তারপর দীর্ঘ অনেকগুলি বছর এই লোকটি প্রায় বিরামবিহীনভাবে দ্বাররক্ষীকে পাহারা দেয়। সে অন্যান্য দ্বাররক্ষীর কথা ভুলে যায়, এবং তার কাছে এই দ্বাররক্ষীকে মনে হয় যে আইন এবং তার মধ্যে একমাত্র সেই-ই বাধা স্বরূপ দাঁড়িয়ে। প্রথম কয়েক বছর চিৎকার করে সে নিজের দুরদৃষ্টকে দোষারোপ করেছে ; পরবর্তী কালে যতই সে বৃদ্ধ হল, সে শুধু নিজে নিজেই বিড়বিড় করত ; পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে সে ছেলেমানুষ হয়ে পড়ল, এবং তার এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার সময় সে দ্বাররক্ষীর লোমের কলারের নীল মাছি-গুলোকেও চিনে ফেলল, মাছিগুলির কাছেও ভিক্ষে চেয়ে বলল তারা যেন দ্বার-রক্ষীকে তার মত বদলাতে রাজী করায়। অবশেষে তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল এবং সে বুঝতে পারল না যে তার চারপাশের পৃথিবীটা সত্যিকারে অন্ধকার হয়ে এল কি-না, অথবা তার চোখদুটো শুধুমাত্র তাকে প্রতারণা করছে। কিন্তু অন্ধকারে সে এখন একটা দীপ্তি দেখতে পারে যা আইনের দরজা থেকে অবি-নশ্বরভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এখন সে জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছতে চলেছে। সবার আগে, এই সাময়িক আবাসভূমিতে সমস্ত সময় ধরে সে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা একটি মাত্র প্রশ্নে অঙ্গীভূত হয়েছিল, যে প্রশ্নটি সে কখনোই দ্বাররক্ষীর কাছে রাখতে পারেনি, সে শুধুমাত্র দ্বাররক্ষীকে ইশারায় ডেকেছিল সে তার শক্ত হয়ে যাওয়া অনড় দেহটাকে আর সে ওঠাতে পারে না। তার কথা শুনতে দ্বাররক্ষীকে অনেকখানি নিচু হতে হয়েছিল, কারণ একজন উঠে দাঁড়াতে অক্ষম, আভূমি শায়িত, আর একজন সোজা দাঁড়িয়ে—এই দূরত্ব তাদের

দুজনের মধ্যে অনেকটা বেড়ে গেছে যাতে ওই লোকটিরই অসুবিধা হয়েছে, কারণ সে আর ভূমিশয্যা থেকে উঠতে পারছে না।' 'তুমি এখন কি জানতে চাও?' দ্বাররক্ষী জিজ্ঞাসা করল। 'তুমি অতৃপ্ত।' 'সকলেই আইনের সিদ্ধি অর্জন করতে চায়,' লোকটি উত্তর করল, 'তাহলে এটা কি করে হল যে এতগুলো বছর গেল অথচ আমি ছাড়া আর কেউ প্রবেশের অনুমতি চাইতে আসে নি?' দ্বাররক্ষী বুঝতে পারল যে লোকটির ক্ষমতা নিঃশেষপ্রায়, এবং তার শ্রবণশক্তিও ধীরে ধীরে কমে আসছে, তাই ফিসফিস করে সে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল: 'এই দরজা দিয়ে তুমি ছাড়া আর কেউ ঢোকার অনুমতি পাবে না, কারণ এই দরজা তোমারই জন্য নির্দিষ্ট। আমি এখন এটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি।'

'তাহলে দ্বাররক্ষী লোকটিকে প্রতারিত করল', গল্পটি দারুণভাবে কে-র মনে প্রভাব ফেলেছে। 'এমন হঠকারী হয়ো না,' ধর্মযাজক বললেন, 'পরখ না করে কোনো মতামত দিতে যেও না। গল্পটা আমি তোমাকে ঠিক শাস্ত্রের ভাষায় যেভাবে লেখা আছে সেইভাবে বললাম। গল্পে প্রতারণার কোনো উল্লেখ নেই।' 'কিন্তু এটা জলের মতো পরিষ্কার,' কে বলল, 'এবং আপনার প্রথম ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ সত্যি। দ্বাররক্ষী যখন দেখল সে আর তাকে কোনোমতেই সাহায্য করতে পারছিল না তখনই সে লোকটিকে মুক্তির বাণী দিল।' 'তাকে তো এর আগে কোনো প্রশ্নও করা হয়নি' ধর্মযাজক বললেন, 'এবং এটাও তোমার মনে রাখা উচিত যে সে শুধু দ্বাররক্ষী মাত্র, এবং সেই হিসেবে নিজের কর্তব্য করেছে।' 'আপনার কি করে মনে হল যে সে তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'সে তা পূর্ণ করে নি। হতে পারে যে তার কর্তব্য ছিল কোনো অপরিচিত লোককে প্রবেশাধিকার না দেওয়া, কিন্তু যে দরজা এই লোকটির জন্য নির্দিষ্ট, তার মধ্য দিয়ে তাকে ঢুকতে দেওয়া অবশ্যই উচিত ছিল।' 'শাস্ত্রের কথার ওপর মনে হয় তোমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা নেই এবং তুমি গল্পটাও বদলে দিচ্ছ' ধর্মযাজক বললেন 'আইনের ঘরে প্রবেশাধিকার সম্পর্কে এই গল্পে আছে দ্বাররক্ষীর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি, একটি শুরুতে, আর একটি শেষে। প্রথম বিবৃতিটি হল: সে এই মুহূর্তে লোকটিকে ঢুকতে দিতে পারে না, এবং অন্যটি হল: এই দরজাটা শুধু মাত্র ওই লোকটির জন্যই নির্দিষ্ট। যদি এই দুয়ের মধ্যে অসঙ্গতি থেকে থাকে, তবে তোমার কথাই ঠিক যে দ্বাররক্ষী লোকটিকে প্রতারিত করেছিল। কিন্তু ওই দুটি বিবৃতির মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। বরঞ্চ দ্বিতীয় বিবৃতিটি প্রথম বিবৃতির অন্তর্নিহিত। হয়ত এমন কথা কেউ বলতে পারে যে লোকটির ভবিষ্যতে প্রবেশাধিকারের সম্ভাবনা আছে, এমন একটা ইঙ্গিত দিয়ে সে তার কর্তব্যের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। সেই মুহূর্তে তার

আপাত কর্তব্য হল ঢুকতে অনুমতি না দেওয়া, এবং বাস্তবিকপক্ষে অনেক টীকাকার আশ্চর্য হয়েছেন, যে-দ্বাররক্ষীকে দেখে মনে হয় এমন নিয়মানুবর্তী ও কর্তব্য সম্পর্কে কঠোর মনোভাব সম্পন্ন তার পক্ষে এমন একটা ইঙ্গিত দেওয়া উচিত হয়েছে কি-না। এই বছরগুলির মধ্যে সে ওই দরজার পাহারা ছেড়ে কোথাও যায়নি, এবং দরজাটাও শেষ মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত বন্ধ করেনি; সে তার কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন, কারণ সে বলে: 'আমি ক্ষমতাবান, আমি শক্তিধর', সে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সমীহ করে চলে, কারণ সে বলে: 'আমি সব থেকে নিচু পদমর্যাদার দ্বাররক্ষী', সে বাচাল নয়, কারণ এত বছরের মধ্যে সে শুধু সেই সমস্ত প্রশ্নই করেছে যেগুলি বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক; তাকে উৎকোচ দেওয়া যায় না, কারণ সে উপহার এই বলে গ্রহণ করেছে যে: 'আমি এটা নিলাম শুধু তোমাকে এই বোধ থেকে মুক্তি দিতে যে অন্তত তুমি না করেছ এমন আর কিছু নেই', যেখানে তার কর্তব্য জড়িত সেখানে করুণা অথবা ক্রোধ কিছুই তাকে বিচলিত করে না, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি যে লোকটি 'কাকুতি মিনতি দ্বারা দ্বাররক্ষীকে ক্লান্ত করে ফেলেছিল', এবং একেবারে শেষে দ্বাররক্ষী বাইরে থেকে কেমন এক বিচারবুদ্ধিহীন পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী হিসেবে ইঙ্গিতবাহী, তার লম্বা ছুঁচলো নাক, পাতলা কালো তাতার দাড়ি। এর চেয়ে বিশ্বস্ত চিত্র আর কি হতে পারে?

তার চেয়েও বেশি বিশ্বস্ত কোনো দ্বাররক্ষীর কথা কি কেউ ভাবতে পারে? তবু দ্বাররক্ষীর চরিত্রে এমন অনেক উপাদান ছিল যেগুলি যে কেউ প্রবেশাধিকার চায় তার সাহায্যে আসা সম্ভব এবং যেগুলি এমনই যে মনে হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যে ভবিষ্যতে আইনের ঘরে প্রবেশাধিকারের ইঙ্গিত দিয়ে সে হয়ত কোথাও তার উচিত কর্তব্যের সীমা অতিক্রম করবে। কারণ এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সে সরল মনের মানুষ, ফলে খানিকটা আত্মগর্বে স্ফীত। উদাহরণ হিসেবেই নাওনা কেন সে তার ক্ষমতা এবং অন্যান্য দ্বাররক্ষীর ক্ষমতা এবং তাদের ভয়াবহ মুখাবয়ব যা সে নিজেও দেখে সহ্য করতে পারে না সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে তার বিবৃতি—আমি ধরে নিচ্ছি এই সমস্ত বিবৃতি মোটামুটি সত্যি, কিন্তু যেভাবে সে তা প্রকাশ করেছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে সারল্য ও আত্মগরিমায় তার দৃষ্টিভঙ্গী জট পাকিয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে টীকাকারের ভাষ্য: 'কোনো বিষয় সম্পর্কে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেই বিষয়েই নিহিত ভুল বোঝাবুঝির সূত্র একটি থেকে অপরটি আলাদা নয়। এ থেকে কেউ অবশ্যই ধরে নিতে পারে যে সারল্য এবং আত্ম-গরিমা যত অল্প সময়ের জন্যই প্রকাশ করা হোক না কেন, তাতে তার দ্বার রক্ষার

ক্ষমতা দুর্বল করে দিতে পারে ; দ্বাররক্ষীর চরিত্রের পক্ষে এসবই গাফিলতি। এর সঙ্গে অবশ্য এও যোগ করা দরকার যে দ্বাররক্ষীর স্বভাবই এক বন্ধুভাবাপন্ন প্রাণীর মতো, সে সব সময় তার পদমর্যাদা অনুযায়ী তার গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারে না। একেবারেই প্রথম মুহূর্তেই সে এমনই ভাব দেখায় যে মনে হবে ভেতরে ঢোকার জন্য সে লোকটিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, তার ভিতরে প্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত থাকা সত্ত্বেও ; তারপর অন্য উদাহরণ, সে লোকটিকে তাড়িয়েও দেয় নি, বরঞ্চ তাকে একটা টুল দিয়েছে বসতে এবং দরজার পাশে। এই দীর্ঘ বছরগুলি ধরে লোকটির কাতর আবেদন সে সহ্য করেছে, সংক্ষিপ্ত কথা বার্তা বলেছে, উপঢৌকন গ্রহণ করেছে এবং বিনয়ের সঙ্গে লোকটিকে উঁচু স্বরে তার উপস্থিতিতে শাপ শাপান্ত করতে দিয়েছে অথচ এই অদৃষ্টের জন্য সে নিজেই দায়ী—এই সব মিলিয়ে আমাদের মনে তার সম্পর্কে একটা সহানুভূতিই তৈরি করে। সব দ্বাররক্ষী এমন আচরণ করে না। এবং শেষ পর্বে লোকটির একটি ইশারার উত্তরে সে নিচু হয়ে তার মুখের কাছে মাথা নুইয়ে দিয়েছে যাতে লোকটি তার শেষ প্রশ্ন করার সুযোগ পায়। সামান্য অধীরতা ছাড়া এগুলি আর কিছুই নয়—দ্বাররক্ষী জানে সব কিছু শেষ হতে চলেছে—তার কথায় তা বোঝা যায় : 'তুমি অতৃপ্ত।' কেউ হয়তো এই ব্যাখ্যাকে আরো খানিকটা বিস্তৃত করবে এবং বলবে যে এই কথাগুলি একধরনের বন্ধুসুলভ প্রশংসা।

যদিও এতে তার দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের ইঙ্গিত যে একেবারে নেই, তা নয়। যে ভাবেই হোক দ্বাররক্ষীকে তুমি যে রকম হবে ভেবেছিলে ঠিক তা থেকে আলাদা-ভাবেই সে পরিচিত হয়েছে বলা যায়। 'আপনি এই গল্পটা আমার চেয়ে অনেক বেশি যাথার্থ্যের সঙ্গে পর্যালোচনা করেছেন,' কে বলল। তারা দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকল। তারপর কে বলল : 'অতএব আপনি মনে করছেন যে তাকে প্রতারিত করা হয়নি ?' 'আমাকে ভুল বুঝ না', ধর্মযাজক বললেন, 'আমি শুধু এই বিষয়ে নানা মতের উল্লেখ করলাম। তোমার এ নিয়ে অত বেশি মনোসংযোগের কোনো কারণ নেই। ধর্মশাস্ত্র অপরিবর্তনীয় এবং মন্তব্যগুলি শুধুমাত্র মাত্র বিভিন্ন টীকাকারের বিভ্রান্তিই তুলে ধরে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে এমন একটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় যে ওই প্রতারিত লোকটি আসলে দ্বাররক্ষী।' 'এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত কষ্টকল্পনা,' কে বলল। 'কিসের ওপর ভিত্তি করে এটা বলা হচ্ছে ?' 'এটার ভিত্তি হল,' ধর্মযাজক বললেন, 'দ্বাররক্ষীর সাদাসিধে প্রকৃতি। যুক্তি হল যে সে ভেতর থেকে আইনের কিছু জানে না, সে শুধুমাত্র সেখানে পৌঁছনোর পথটা জানে, সে সেখানে শুধু একবার এদিক আর একবার ওদিক পায়চারি করে। পাহারা

দেয়। ভেতরের ধারণা তার শিশুদের মতোই সরল এবং এটাও অনুমিত হয় যে সে নিজেই অন্যান্য দ্বাররক্ষী সম্পর্কে ভীত যাদের সে লোকটির কাছে ভয়াবহ জীব হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। আসলে লোকটির চেয়ে দ্বাররক্ষী তাদের অনেক বেশি ভয় করে, অথচ ভেতরের ওই লোকগুলোর ভয়াবহ বর্ণনা শুনেও লোকটি ভেতরে যেতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, যেখানে দ্বাররক্ষীর ভেতরে যাবার কোনো ইচ্ছেই নেই, অন্তত এ পর্যন্ত আমাদের যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে এর উল্লেখ নেই। অন্যদের মত হল যে সে ইতিমধ্যেই ভেতরে রয়ে গেছে, কারণ সে প্রধানত আইনের সেবায় নিযুক্ত তাই একমাত্র ভেতর থেকেই তার নিয়োগ হতে পারে। এর আবার বিরুদ্ধ যুক্তি যে তার নিয়োগ হয়ত ভেতর থেকে নাম ডেকে করা হয়েছে, এবং তাই যে-কোনো কারণেই হোক না কেন সে খুব বেশি ভেতরে ছিল না, কারণ তৃতীয় দ্বাররক্ষীর মুখাবয়ব ও চাহনি তার সহ্য করতে পারার পক্ষে অনেক বেশি কষ্টকর হত। অধিকন্তু এই এতগুলি বছর সে এমন কোনো মন্তব্য করেনি যা থেকে আইনের অভ্যন্তর সম্পর্কে তার জ্ঞানের কোনো আভাস পাওয়া যায়, অবশ্য এক-মাত্র অন্যান্য দ্বাররক্ষীর প্রসঙ্গ ছাড়া। সে তা করেনি। হয়ত তার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, অবশ্য সে বিষয়ে কোনো উল্লেখও নেই। এই সব তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়েছে যে সে বাস্তবিক পক্ষে অভ্যন্তরের গঠন কিম্বা তার মর্মার্থ কিছুই জানে না, যে-কারণে সে প্রতারিত একটি অবস্থায়। কিন্তু সে গ্রাম থেকে আসা লোকটির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক সে বিষয়েও প্রতারিত হয়েছে, কারণ সে লোকটির নিয়ন্ত্রণাধীন, অথচ সে সেটা জানত না। পরন্তু সে লোকটির সঙ্গে তার নিজের অধস্তন হিসেবে আচরণ করছে। যার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনেক বর্ণনা এখনো তোমার মনে সজীব। কিন্তু গল্পের এই ব্যাখা অনুযায়ী এটা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে যে সে বাস্তবিক পক্ষে ওই লোকটির অধস্তন।

'প্রথমত একজন বন্দী মানুষ সব সময়েই স্বাধীন মানুষের অধীন। এখন এই যে গ্রাম থেকে আসা মানুষটি সে-তো সত্যি সত্যি মুক্ত, সে যেখানে খুশি যেতে পারে, শুধু মাত্র আইনের দরজা যা তার সামনে বন্ধ এবং আইন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে শুধুমাত্র একজন লোকের কাছ থেকে, সে দ্বাররক্ষী। সে যখন দরজার পাশে টুলের ওপর বসে এবং তার বাকি জীবন কাটায়, সে তা করে তার স্বাধীন ইচ্ছায়; গল্পে বাধ্য বাধকতার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু দ্বাররক্ষী তার দপ্তরের আজ্ঞা-বাহী, সে তার পদে আবদ্ধ, এমন কি সে যদি ইচ্ছেও করে তবু সে গ্রামে চলে যেতে সাহস করে না, আপাতদৃষ্টিতে হলেও আইনের অভ্যন্তরেও সে যেতে পারে না। তাছাড়া যদিও সে আইনের কাজে নিযুক্ত, তার কাজ শুধুমাত্র এই প্রবেশ

পথেই সীমাবদ্ধ ; তাই বলা যায়, সে শুধু এই লোকটির কাজ করে একমাত্র যে-মানুষটির জন্য এই প্রবেশ দ্বার নির্দিষ্ট। এই দিক থেকেও সে এই লোকটির অধীন। একজনের অবশ্যই বুঝতে হবে যে অনেক বছরের জন্য, অর্থাৎ কারো পরিণত বয়সে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যতটুকু সময় লাগে, তার কাজ তখন শুধু এক শূন্যগর্ভ রীতিনীতি পালন মাত্র, কারণ লোকটির আসার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়, তার অর্থ কারো পরিণত অবস্থায় পৌঁছনো পর্যন্ত যে সময়টুকু লাগে তা যত দীর্ঘকালেরই হোক, তাকে অপেক্ষা করতে হয়। সেই লোকটি না আসলে তার কাজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না, অধিকন্তু এই প্রতীক্ষা ছিল ওই লোকটির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, কারণ লোকটি এসেছিল স্বাধীন ইচ্ছায়। কিন্তু তার কাজের ছেদ হবে কখন তাও নির্ভর করে এই লোকটির জীবনের মেয়াদের ওপর যাতে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে লোকটির অধীন থাকে। এবং গল্পের প্রায় সর্বত্রই এটা বেশ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে দ্বাররক্ষী এসবের কিছুই বুঝতে পারে না। অবশ্য একথার তাৎপর্য শুধুমাত্র সেখানেই নয়, কারণ এই ব্যাখ্যা অনুসারে দ্বাররক্ষী আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতারিত হয়েছে, যা তার একান্ত নিজের কর্তব্য পালনে ক্ষতি সাধন করেছে। শেষাংশে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সে আইনে প্রবেশ সম্পর্কে বলেছে : "আমি এখন এটা বন্ধ করতে যাচ্ছি," কিন্তু গল্পের প্রথমাংশে আমাদের বলা হয়েছিল যে আইনে প্রবেশের দরজা সবসময়েই উন্মুক্ত এবং এটা যদি সর্বদাই খোলা রাখা হয়, অর্থাৎ সমস্ত সময়েই মানুষের জন্ম মৃত্যুর উপর নির্ভর না করে, তবে তো দ্বাররক্ষী এই দরজা বন্ধ করে দিতে অসমর্থ।

'দ্বাররক্ষীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু মতবিরোধ আছে। সে কি কারণে একথা বলেছিল : সে কি লোকটির কথার উত্তর দেবার খাতিরেই কথার পৃষ্ঠে কথা হিসেবে বলেছিল যে সে দরজাটা বন্ধ করে দিতে চলেছে, অথবা তার নিজের কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা প্রমাণ করতে, নাকি মানুষটির শেষ সময়ে তাকে দুঃখ ও অনুশোচনার একটা অবস্থার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু এ বিষয়ে সম্মতির কোনো অভাব নেই যে দ্বাররক্ষী কখনোই দরজা বন্ধ করে দিতে সমর্থ হবে না। প্রজ্ঞার দিক থেকেও যে দ্বাররক্ষী ওই লোকটির অধীন এটাও বার করতে পারা যায় এমন ঘোষণাও অনেকে করেন, শেষের দিকে অন্তত লোকটি আইনের দরজা থেকে দীপ্ত শিখার বিচ্ছুরণ দেখতে পেয়েছিল। যেখানে দ্বাররক্ষী তার পদমর্যাদা অনুসারে দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য, আর একথাও সে বলেনি যাতে মনে হয় সেই পরিবর্তন সে দেখেছে।' 'বেশ ভালো যুক্তিই খাড়া করা হয়েছে' ; ধর্মযাজক যে অজানা অংশগুলো অনাবৃত করলেন তার অনেকগুলো

স্তবক অনুচ্চ গলায় বারে বারে নিজের কাছে উচ্চারণ করার পর কে বলল। 'যেমনভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তাতে আমার মেনে নিতে আপত্তি নেই যে দ্বাররক্ষী প্রতারিত। কিন্তু তার জন্য আমি আমার আগের অভিমত ত্যাগ করছি না, কারণ দুটি মতই অনেক ক্ষেত্রে একটি আর একটির পরিপূরক। দ্বাররক্ষী স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন না প্রতারিত—কি ছিল সে তা দিয়ে বিষয়টির কোনো মীমাংসা করা যায় না। আমি বলেছিলাম লোকটি প্রতারিত যদি দ্বাররক্ষী স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন হত। তাহলে এ নিয়ে কারো মনে সন্দেহ হতে পারত, কিন্তু দ্বাররক্ষী নিজেই যদি প্রতারিত হয়ে থাকে তবে তার এই প্রতারণা প্রয়োজনের খাতিরে অবশ্যই লোকটিকে জানানো হয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে তবে এই ঘটনা দ্বাররক্ষীকে, বাস্তবিক পক্ষে, প্রতারক তৈরি করে নি, করেছে এমনই এক সাদামাটা সরল মনের জীব যে কারণে তাকে অবিলম্বে তার কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া অবশ্যই উচিত ছিল। আপনার কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে দ্বাররক্ষীর এমন হওয়ায় তার নিজের কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু অশেষ ক্ষতি হয়েছে এই লোকটির।' 'এ নিয়েও আপত্তি আছে,' ধর্মযাজক বললেন। 'অনেকের নিশ্চিত ধারণা যে এ গল্প দ্বাররক্ষী সম্পর্কে কোনো শেষ কথা বলার অধিকার কাউকে দেয় না। আমাদের তাকে যাই মনে হোক না কেন, তথাপি সে আইনেরই সেবক ; তার মানে তার বিচরণ আইনের এক্তিয়ারে এবং সে কারণে মানুষের সমস্ত রকম বিচার বিবেচনার বাইরে। সে ক্ষেত্রে কারো এমন ভাবতে সাহস হবে না যে দ্বাররক্ষী ওই লোকটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেমন সে এখানে, কাজে, এমনকি আইনের দরজাও, কিন্তু তুলনা-হীনভাবে এই পৃথিবীর যে কোনো মানুষ থেকে মুক্ত। মানুষটি শুধু আইনের দ্বারস্থ, আর দ্বাররক্ষী ইতিমধ্যেই এর সঙ্গে যুক্ত। আইনই তাকে তার এই পদে বহাল করেছে, তার ন্যায়পরায়ণতায় সন্দেহ করা অর্থ আইনকেই সন্দেহ করা।' 'আমি এমন একটা মত স্বীকার করে নিতে পারছি না,' মাথা নাড়তে নাড়তে কে বলল, 'কারণ যদি কেউ এটা মেনে নেয়, তাহলে দ্বাররক্ষী যা বলেছে তার সবটাই মেনে নিতে হয়। কিন্তু আপনি নিজেই যথেষ্ট প্রমাণ করে দিয়েছেন এটা ভাবা কত অসম্ভব।' 'না' ধর্মযাজক বললেন, 'সব কিছুই সত্যি বলে গ্রহণ করার কোনো দরকার নেই।' 'এটি একটি বিষণ্ণ উপসংহার,' কে বলল 'একটি শাশ্বত নীতির মধ্যে যেন একটা মিথ্যার পথ এই গল্পটা খুলে দিল।' কে বলল। যদিও চূড়ান্তভাবে, কিন্তু এটা তার চূড়ান্ত বিচার ছিল না। গল্প থেকে যে সমস্ত উপসংহার উঠে আসছিল সেগুলি পর্যালোচনা করার পক্ষে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এবং চিন্তার এই ধারাবাহিকতা সব কিছু যে দিকে নিয়ে চলেছে তা

তার নিজেরও অপরিচিত, তার কাছে অস্পষ্ট কিম্বা অদৃশ্য এমন বিষয় বস্তু নিয়ে আলোচনা ধর্মযাজকের চেয়ে আদালতের উচ্চপদস্থ কর্মীদের মধ্যে হলেই বরঞ্চ ভাল ছিল। এমন সহজ একটা গল্পের স্পষ্ট অবয়বটাই হারিয়ে গেছে, সে সেটা তার মন থেকে দূরে ঠেলে রাখতে চেয়েছিল, আর ধর্মযাজক, এখন যিনি সমবেদনার চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন, সেসব কাহিনী শুনতে এবং তার মন্তব্যগুলি নীরবে হজম করতে তাকে বাধ্য করেছেন। যদিও নিঃসন্দেহে বলা যায়, যার একটার সঙ্গেও কে একমত নয়।

কিছু সময়ের জন্য দুজন কোনো কথা না বলে আবার ইতস্তত পায়চারি করল, অন্ধকারে নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে না পারায় কে ধর্মযাজকের খুব পাশাপাশি হাঁটছিল। তার হাতের আলোটা অনেকক্ষণ হল নিভে গেছে। তার ঠিক সামনেই কোনো কোনো দেবদূতের রুপালী মূর্তি যা এক সময় নিজস্ব রুপোর আভায় উজ্জ্বল হয়ে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল; এই অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রদীপ্ত মূর্তির আভা আবার হারিয়ে গেল। নিজেকে ধর্মযাজকের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল যাতে না রাখতে হয়, সেজন্য কে জিজ্ঞাসা করল: 'আমরা কি প্রধান ফটকের খুব কাছে এসে পড়িনি?' 'না', ধর্মযাজক বললেন, 'আমরা তার থেকে অনেক দূরে। তুমি কি এখনই চলে যেতে চাও?' যদিও ঠিক সেই মুহূর্তে ওখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবছিল না, কে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল: 'নিশ্চয়ই, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। আমি একটা ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজার, সেখানে সকলে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আমি শুধু এখানে এসেছিলাম আমাদের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বিদেশী এক বন্ধুকে ক্যাথিড্রেল ঘুরিয়ে দেখাতে।' 'বেশ,' ধর্মযাজক কে-র দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তাহলে যাও।' 'কিন্তু এই অন্ধকারে আমি একা বাইরে যাবার পথ দেখতে পাচ্ছি না,' কে বলল। 'বাঁদিকে দেওয়ালের দিকে ফিরে দাঁড়াও', ধর্মযাজক বললেন, 'তারপর দেওয়াল ধরে ধরে এগিয়ে যাও এবং একটু পর তুমি একটা দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছবে।' ইতিমধ্যে ধর্মযাজক এক পা দুপা করে কে-র পাশ থেকে সরে গেছেন, কিন্তু কে জোরে চিৎকার করে উঠল। 'দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।' 'আমি অপেক্ষা করছি,' ধর্মযাজক বললেন। 'আমার সঙ্গে আপনি কি আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চান না?' কে জিজ্ঞাসা করল। 'না', ধর্মযাজক বললেন। 'এতক্ষণ আপনি কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত ছিলেন,' কে বলল, 'এবং আমার কাছে কত কিছুর বর্ণনা দিলেন, আর এখন আপনি আমাকে একা একা চলে যেতে দিচ্ছেন। যেন আমার কি হল না হল আপনার তাতে কিছুই যায় আসে না।' 'কিন্তু এখন তোমাকে

একা একা যেতেই হবে', ধর্মযাজক বললেন। 'বেশ ঠিক আছে,' কে বলল, 'আপনিই দেখুন আপনার সাহায্য ছাড়া আমি এক পা-ও এগোতে পারব না।' 'তোমার প্রথমেই দেখা কর্তব্য যে আমি যা আমার তা হওয়ার জন্যই আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি না,' ধর্মযাজক বললেন। 'আপনি কয়েদখানার যাজক,' কে বলল, ধর্মযাজকের কাছাকাছি পৌঁছবার জন্য অন্ধকারে পথ আবার হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগল, তার এক্ষুনি ব্যাঙ্কে ফিরে যাওয়া এমন কিছু জরুরি নয়—সেটা সে বুঝতে পেরেছিল, সে আরো খানিকক্ষণ সেখানে থাকতে পারে। 'তার অর্থ আমি আদালতে সমর্পিত' ; ধর্মযাজক বললেন। 'তাই আমি তোমার ওপর আমার দাবী উত্থাপন করব কেন ? আদালত তোমার ওপর আমার কোনো অধিকার আরোপ করেনি। তুমি যখন আস তখন তোমাকে আদালত গ্রহণ করে, এবং তোমাকে তারা ছেড়ে দেয় যখন তুমি চলে যাও।'

॥ দশ ॥

শেষ

কে-র একত্রিশতম জন্মদিন যেদিন, ঠিক তার আগের দিন সন্ধ্যায়—তখন নটা, সেটা এমনই একটা সময় যখন রাস্তায় নিস্তব্ধতা নেমে আসে—দুটি লোক তার ভাড়া করা আবাসনে এল। তাদের পরনে ফ্রককোট, বিবর্ণ এবং গোলগাল, মাথায় টপ হ্যাট, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ভাঁজ করা যায় না। উৎসব ইত্যাদির সময় সামনের দরজায় পদমর্যাদা ক্রমে আপ্যায়িত হবার পর যে অনুষ্ঠান করা হয়, তারা তাই করল, আবার তারই পুনরাবৃত্তি হল কে-র ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এবং তার পর আরো সামগ্রিকভাবে। তাদের আসা সম্পর্কে আগে থেকে কোনো খবর না পাওয়ায়, কে নিজেও কালো পোশাক পরে দরজার কাছে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসল, আস্তে আস্তে একজোড়া নতুন দস্তানায় হাত ঢোকালো, আঙুলের সঙ্গে সেটা এঁটে গিয়েছিল। সে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন কয়েকজন অভ্যাগতের জন্য প্রতীক্ষা করছে। কে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল এবং বেশ কৌতূহলের সঙ্গে ভদ্রলোকদের লক্ষ্য করতে থাকল। 'তাহলে আমার জন্য আপনাদের নিযুক্ত করা হয়েছে?' সে জিজ্ঞাসা করল। ভদ্রলোক দুজন মাথা নামিয়ে সম্মতি জানাল, একজন আর একজনকে যে হাত দিয়ে টপ-হ্যাট ধরা ছিল সে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। কে মনে মনে স্বীকার করল যে সে অন্য ধরনের অতিথি আশা করেছিল। সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং অন্ধকার রাস্তাটা আর একবার চেয়ে দেখল। রাস্তার অপর দিকে প্রায় সবকটি জানালাই অন্ধকার; তাদের অনেক-গুলির ওপর পর্দা টানা। ফ্ল্যাট বাড়ির একাংশে আলো জ্বলছিল, তার জানালার আলোয় কয়েকটি শিশু গরাদের পেছনে খেলা করছিল, একজন আর একজনের দিকে তার ছোট্ট হাত বাড়িয়ে দিয়ে, যদিও তারা যে জায়গায় ছিল, সেখান থেকে সরতে পারছিল না। 'একেবারে অত্যন্ত নিচু মানের বুড়ো অভিনেতাদের আমার কাছে পাঠিয়েছে,' চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিজের ধারণাকে পাকা করতে কে নিজে নিজেই বলল। 'সস্তায় ওরা আমাকে শেষ করে দিতে চায়'। সে চকিতে লোক দুজনের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল: 'কোন থিয়েটারে আপনারা অভিনয় করেন!' 'থিয়েটার'? তাদের একজন বলল, সে মুখের

একটা কোণ একটু বাঁকালো অন্য জনের দিকে তাকিয়ে উপদেশের জন্য। সে এমন ভাবে অভিনয় করল যেন সে বোবা এবং নিজের শারীরিক অক্ষমতা কাটিয়ে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 'ওরা প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য তৈরি নয়,' কে মনে মনে এই কথাগুলি বলে তার টুপিটা আনার জন্য এগিয়ে গেল।

তখনো তারা সিঁড়ির ওপর যখন তাদের দুজন কে-র হাত ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল, এবং সে বলল : 'যতক্ষণ আমরা রাস্তায়, ততটুকু সময় অপেক্ষা করুন, আমি পঙ্গু নই'। কিন্তু রাস্তার দরজার বাইরে তারা তাকে এমন ভাবে বেঁধে ফেলল যেমনটি সে আগে কখনো দেখেনি অথবা যে বিষয়ে তার কোনো অভিজ্ঞতাও হয়নি। তারা তাদের কাঁধ তার কাঁধের সঙ্গে পেছন দিক থেকে লাগিয়ে রাখল। এবং নিজেদের কনুই না বাঁকিয়ে তাদের হাত দিয়ে তার হাত নিপুণ পদ্ধতিতে, মনে হয় অনেক চর্চার ফল, দুর্নিবার শক্তিতে আবদ্ধ করে ধরে রাখল। কে শক্ত কাঠের মতো। তাদের মধ্য দিয়েই তার হাঁটা। তারা তিনজন পরস্পর আবদ্ধ এক ঐক্যসূত্রে গাঁথা, যদি তাদের একজনকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলা যায় তবে তারা সকলেই পরস্পর জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে যাবে। এধরনের একত্ব এক-মাত্র নিষ্প্রাণ উপকরণ দিয়েই তৈরি হতে পারে।

রাস্তার আলোর নিচে কে বারে বারে আরো স্পষ্ট ভাবে দেখার চেষ্টা করেছিল, এত কাছাকাছি থেকে অবশ্য দেখা খুবই অসুবিধাজনক, ওর দুজন সঙ্গীকে, যা ঘরের অন্ধকারে সম্ভব হয়নি। 'সম্ভবত ওরা "টেনর",' সে তাদের মেদবহুল পুরু চিবুকের ভাঁজ দুটো দেখে ভাবল। তাদের মুখের কষ্টকর পরিচ্ছন্নতা তার মনকে বিরূপ করে তুলল। আক্ষরিক অর্থেই দেখতে পাওয়া যাবে যে চোখের কোণে কাজ করে চলেছে পরিচ্ছন্নতার বাহক হাতটি, এবং ঠোঁটের ওপরটা ঘসছে, আর চিবুকের ভাঁজ ঘসে ঘসে পরিষ্কার করছে।

কে-র এটা মনে হওয়া মাত্র সে থেমে গেল, ফলে অন্যরাও থামল ; একটা চতুর্ভুজাকার খোলা এলাকায় তারা দাঁড়াল, চারিদিকে পরিত্যক্ত বাড়ির মাঝ-খানের স্কোয়ার ফুলের কেয়ারি দিয়ে ঘেরা। 'এত লোক থাকতে তারা আপনাদের পাঠালো কেন !' সে বলল, এটা যেন প্রশ্ন ছিল না। ছিল একটা তীব্র আর্তনাদ। বোঝাই যায়. দুজনের উত্তর দেবার মতো কিছু ছিল না, তারা তাদের ঝুলন্ত বাহু নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, ঠিক রোগীর ঘরের পরিচারকের মতো অপেক্ষারত যখন তাদের রোগী বিশ্রাম নিচ্ছে। 'আমি আর এগোব না,' কে পরীক্ষা করার মতো করে বলল। এর কোন উত্তরের দরকার ছিল না। এটা পরিষ্কার যে লোকদুটো তাদের হাতের বন্ধন আলগা করেনি। বরঞ্চ চেষ্টা করছিল কে-কে

ওখান থেকে সরিয়ে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে ; কিন্তু সে তাদের প্রতিহত করছিল। 'খুব বেশিদিন আর আমার শক্তির দরকার হবে না, আমার যত শক্তি আছে তার সবটুকুই আমি খরচ করে ফেলব,' সে ভাবল। মাছি তাড়াবার বিষাক্ত কাগজের ওপর মাছিদের মুক্তি পাবার অন্তিম চেষ্টা যতক্ষণ না তাদের পা ছিঁড়ে যায়—কে-র এই চেষ্টা তারই অনুস্মৃতি বলে কে-র মনে এল। 'ভদ্রলোকদের পক্ষে এটা সহজ হবে না।'

এবং তারপর তাদের সামনে আবির্ভূত হল ফ্রয়লাইন বার্সৎনার, পাশের একটা নিচু রাস্তা থেকে এসে সিঁড়ির কয়েকটি ছোট ছোট ধাপ ভেঙে উঠে এল, সিঁড়িগুলো শেষ পর্যন্ত গিয়ে মিশেছে স্কোয়ারে। অবশ্য নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছিল না যে সে-ই এসেছে, কিন্তু চেহারার অসম্ভব সাদৃশ্য। সে সত্যিকারের ফ্রয়লাইন বার্সৎনার কি-না সেটা কে-র কাছে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল যে সে হঠাৎ বুঝতে পেরেছে প্রতিরোধের অসাড়তা। তাকে যদি প্রতিরোধ করতে হয়, কিম্বা সঙ্গীদের কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করতে হয় যাতে তারা এই সংগ্রামে পরমায়ুর শেষটুকু ছিনিয়ে নিতে না পারে তবে তার মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই। সে নিজের মধ্যে গতি আনল, ফলে ওয়ার্ডারদের মধ্যে যেটুকু স্বস্তি এল তা তারা কে-র মধ্যেও সঞ্চারিত করল। তাকে তারা এখন সহ্য করছে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, এবং তার সামনে সেই ফ্রয়লাইন তাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেদিকেই সে এগোচ্ছে, অবশ্য সে যে তাকে ছাড়িয়ে যেতে চায় এমন নয়, অথবা যতক্ষণ সম্ভব তাকে চোখে চোখেও যে রাখতে চায় তাও নয়, কিন্তু সে হয়ত ভুলে যেতে চায় না ফ্রয়লাইন তার জীবনে যে শিক্ষা বহন করে এনেছে। 'এখন আমি শুধুমাত্র যা করতে পারি', সে মনে মনে বলল, এবং তার পদক্ষেপের এবং অন্য দুজনের পদক্ষেপের নিয়মিত সময়ানুবর্তিতা তার চিন্তারই স্বীকৃতি, 'আমার পক্ষে যা উচিত তা হল আমার বুদ্ধিকে শান্ত ও সংহত রাখা এবং শেষ পর্যন্ত যা প্রয়োজনীয় সেটুকু বেছে নেওয়া। আমি সব সময় বিশ বাহু প্রসারিত করে পৃথিবীর যা পাওয়া যায় তাই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছি, এবং অবশ্যই কোনো প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। সেটা ভুল ছিল, এবং এমন কি আমাকে এখন দেখাতে হবে যে নিজের মামলা নিয়ে আমার এক বছরের সংগ্রাম আমাকে কোনো শিক্ষাই দেয়নি! আমাকে কি এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে এমন একজন মানুষ হিসেবে যে জীবনের সমস্ত পরিণতি এড়িয়ে গেছে? আমার বিদায় নেবার পর মানুষকে কি বলতে হবে যে আমার মামলার শুরুতে আমি চেয়েছিলাম এটা শেষ হোক, এবং শেষকালে চেয়েছিলাম আবার তা আরম্ভ হোক? আমার সম্পর্কে

একথা বলা হোক আমি চাই না। আমি এই ঘটনার জন্য কৃতজ্ঞ যে আমার এই যাত্রায় আমাকে সঙ্গ দিয়ে এই অর্ধ বোবা, বোকা জীবগুলোকে পাঠানো হয়েছে, এবং এমন একটা অবস্থায় আমাকে ফেলা হয়েছে যাতে আমি বলি এই সবই আমার দরকার ছিল।'

সেই ফ্রয়লাইন ইতিমধ্যে একটি পার্শ্ববর্তী রাস্তায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, কিন্তু এতক্ষণে কে নিশ্চিত যে তাকে ছাড়াই তার চলবে। বরঞ্চ সে এখন পাহারাদার সঙ্গীদের নির্দেশের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করবে। যেন এক সমবেত সঙ্গীতের সুরের ঐকতানে তারা এখন সম্পূর্ণ। সেই ঐকতানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তারা একটা সাঁকো সেই চাঁদের আলোয় পার হয়ে গেল, কে সামান্য একটু নড়লে চড়লেও সেই দুজনও সেভাবে নড়ে চড়ে দাঁড়াচ্ছে, এবং যখন সে একটু সাঁকোর পাশে ছাদের কিনারা বরাবর নিচু পাঁচিলের দিকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তারাও তেমনি ভাবেই দাঁড়াচ্ছে—যেন দুর্ভেদ্য প্রহরায়। জল চাঁদের আলোর নিচে ঝক ঝক করছে, একটু কাঁপছেও, একটি ছোট দ্বীপের দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে, দ্বীপের ওপর গাছ, ঘন লতাপাতা—গুল্ম কোনো নিয়ম না মেনে মাথা উঁচু করে গজিয়ে উঠেছে। যেন পরস্পর জড়িয়ে আছে। গাছের নিচে, ছোট ছোট পাথরের টুকরো ছড়ানো রাস্তা চলে গেছে, এখন অবশ্য অদৃশ্য, সুবিধের জন্য কয়েকটি বেঞ্চি পাতা যার কোনো কোনোটার ওপর অনেক গ্রীষ্মই হাত-পা ছড়িয়ে কে কাটিয়েছে। 'আমি একেবারেই থেমে যেতে চাই নি'; সে তার সঙ্গীদের বলল, যে ভাবে তারা আজ্ঞাবহন করছে, তাতে সে লজ্জাই পেল। কে-র পেছনে, মনে হল একজন আর একজনকে মৃদু ভর্ৎসনা করছে ভুল করে থেমে যাওয়ার জন্য, তারপর তারা তিনজন আবার চলতে শুরু করল।

তারা অনেকগুলি খাড়া হয়ে উঠে যাওয়া রাস্তা পার হয়ে গেল। যেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে অথবা মাঝে মাঝে টহল দিচ্ছে; কখনো বেশ দূরে, কখনো বেশ কাছে। একজনের বেশ ঘন জঙ্গলী একজোড়া গোঁফ, তার একহাত তার কোমরের তরবারির ওপর, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যেন সে একটি দলের সামনে এসে হাজির হল তাদের দেখতে যারা একেবারেই নিরীহ নয়। ভদ্রলোক দুজন থেমে পড়ল, পুলিশটি মনে হল ইতিমধ্যেই তার মুখ খুলেছে, কিন্তু কে সজোরে তার সঙ্গী দুজনকে সামনে টেনে আনল। সে চারপাশ বেশ সতর্কতার সঙ্গে দেখতে লাগল যে পুলিশটি তাদের পিছু পিছু আসছে কিনা; যেই সে একটা বাঁকের মুখে এসে পুলিশের আড়াল হল সে দৌড়তে আরম্ভ করল, আর তার সঙ্গী দুজনের নিশ্বাস নেবার সময় পর্যন্ত ছিল না। সেই সুযোগ না পেয়েও তারা তার পাশে পাশে

দৌড়তে লাগল ; সুতরাং, তারা দ্রুত শহরের সীমানার বাইরে এসে পড়ল। যে জায়গাটা সে সময় কোনো রকম পরিবর্তনহীন খোলা একটা মাঠে মিশে গেছে। পরিত্যক্ত বিবর্ণ, একটা ছোট পাথরের খোয়ার খনি, তখনো সম্পূর্ণ হতে বাকি একটা শহুরে বাড়ির কাছে পড়ে আছে। এখানে এসে লোক দুটি স্তব্ধ হয়ে গেল, হয়ত প্রথম থেকে এটাই ওদের গন্তব্য ছিল সেইজন্য, নাকি অন্য কোনো কারণে, তারা এতই পরিশ্রান্ত যে আর তারা এগোতে পারছে না, বোবার মত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে তখন তারা কে-কে যে হাত ধরে রেখেছিল সেটা আলগা করে দিল, মাথার ওপর থেকে টপ হ্যাটটা খুলে নিল, পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছল এবং ইতিমধ্যে পাথুরে খোয়ার খনিটা ভালোভাবে দেখতে শুরু করল, চাঁদের আলো এক আশ্চর্য নির্মল স্নিগ্ধতায় সবকিছুর ওপর ঝরে পড়ছিল, এই স্নিগ্ধতা আর কোনো আলোরই নেই।

তাদের পরবর্তী করণীয় কাজে কোনটা প্রথমে গুরুত্ব পাবে সে বিষয়ে সৌজন্য মূলক রীতিগুলির আদানপ্রদানের পর এই দূতদের, মনে হয়, যুক্তভাবে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই। তাদের একজন কে-র কাছে এগিয়ে এল, এবং তার কোট, ওয়েস্টকোট, এবং শেষ পর্যন্ত তার শার্ট খুলে নিল। ইচ্ছে না থাকলেও কে কেঁপে উঠল, এতে লোকটি আশ্বস্ত করার জন্য তার পিঠে হাল্কা হাতে চাপড় মারল, তারপর সে কাপড় চোপড়গুলো সযত্নে একসঙ্গে ভাঁজ করে রাখল, যেন পরে কোনো এক সময় আবার সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও সম্ভবত এখনই নয়। রাত্রের বাতাসে, যা যথেষ্ট ঠাণ্ডা, কে খালি গায় নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে কিন্তু তাকে ছাড়া হবে না, তাদের একজন তার হাত ধরে কিছুক্ষণ একবার এদিক এবং আর একবার ওদিক হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াল, সে সময় তার অন্য অংশীদার পাথরের খনিটার কাছে গেল একটা উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যায় কি-না দেখতে। যখন সে দেখতে পেল সে ইশারা করল, এবং কে-র সঙ্গী তাকে সেখানে নিয়ে গেল। সেটা ছিল উঁচু দুরারোহ একটা পাহাড়ের চূড়ার পাশে স্থানভ্রষ্ট আলাদা পাথরের খণ্ড, সেখানে পড়ে আছে। তাদের দুজন কে-কে সেখানে নিয়ে গেল, আলগা সেই পাথর খণ্ডের গায়ে তাকে খুঁটির মতো ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল এবং মাথাটা চেপে দিল ওই স্থানভ্রষ্ট পাথর খণ্ডের ওপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ওই লোকগুলির এত কষ্ট স্বীকার এবং কে-র সমস্তরকম সদিচ্ছা দেখানো সত্ত্বেও তাদের ভঙ্গীটা একটা দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক দেখতে শরীরের মতো। অতএব ওদের একজন আর একজনের কাছে প্রায় ভিক্ষে করল যাতে কে-র ব্যাপারটা সে নিজে নিজেই নিষ্পত্তি করে, কিন্তু

তা-ও অবস্থার কিছু উন্নতি হল না। অবশেষে তারা কে-কে পরিত্যাগ করে গেল এমন একটি ভঙ্গীতে রেখে যা তারা ইতিমধ্যে যে রকম একটা ভঙ্গীর মহড়া দিয়েছিল এমনকি সেরকম অতো ভালোও হল না। একটু পরে তাদের একজন তার ফ্রক কোটটা খুলে ফেলল এবং বেল্টের নিচে ঝুলে থাকা তরবারির খাপ থেকে একটা লম্বা পাতলা দুদিকেই ধার দেওয়া কসাইয়ের ছুরি বের করে আনল, এবং সামনের দিকে উঁচিয়ে চাঁদের আলোয় সেটার ধার পরীক্ষা করল। তারপর শুরু হল সেই জঘন্য আনুষ্ঠানিক সৌজন্যতা, প্রথমজন কে-র মাথার ওপর দিয়ে দ্বিতীয় জনকে ছুরিটা দিল, আবার দ্বিতীয়জন সেই একই প্রক্রিয়ায় প্রথম জনের হাতে আবার ছুরিটা ফিরিয়ে দিল। কে-র তখন মনে হল তার সম্ভবত নিজেরই উচিত এবার ছুরিটা ধরে ফেলা, এবং নিজের বুকে বসিয়ে দেওয়া যেহেতু ছুরিটা তার মাথার ওপর দিয়ে এক হাত থেকে অন্য হাতে যাচ্ছে। কিন্তু সে তা করল না, সে শুধুমাত্র তার মাথা ঘোরালো, মাথাটাই শুধুমাত্র তখন পর্যন্ত মুক্ত ছিল যাতে সে ইচ্ছেমতো, স্বাধীনভাবে এদিক সেদিক ঘোরাতে পারে, এবং নিজের চারিপাশটা দেখতে পারে। সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সময়োপযোগী করে তুলতে পারেনি যাতে এই সময় তার যা করা উচিত ছিল, তা করতে পারে, সে ওই কর্মচারীদের তাদের নির্দিষ্ট সমস্ত কাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারেনি ; আর এই সমস্ত করতে না পাবার সমস্ত রকম কষ্টই তার ওপরেই বর্তেছে। কারণ তা করার জন্য যে শক্তির দরকার তার অবশিষ্টও সে নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে পারেনি। তার দৃষ্টি পড়ল পাথরের খনির লাগোয়া বাড়িটির সব থেকে ওপরের তলায়। যেন আলোর একটা ফুলকি ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, জানালার ফ্রেমটা সেখানে হঠাৎ খুলে গেল ; একটি মানুষের মূর্তি অতটা দূর এবং অতোখানি উঁচুতে মনে হয় আবছা অস্তিত্ববিহীন। অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকখানি ঝুঁকে সে তার হাত দুটো আরো বেশি প্রসারিত করে দিল। ওখানে ও কে ? কোনো বন্ধু ? কোনো সজ্জন ? এমন কেউ যে নাকি সহানুভূতি সম্পন্ন ? যে সাহায্য করতে চায় ? ওটা কি শুধুমাত্র একজনই ? অথবা ওখানে ওরা সকলে ? সাহায্য কি চাওয়া মাত্রেই পাওয়া যাবে ? তার পক্ষে কি অনেক যুক্তি আছে যেগুলি গ্রাহ্য করা হয়নি ? নিশ্চয়ই আছে। নিঃসন্দেহে যুক্তি অনড়, কিন্তু যে মানুষ আরো বেঁচে থাকতে চায় ? যুক্তি তাকে সহ্য করতে পারে না। সেই জন্যই বা কোথায় যাকে সে কখনো দেখেনি ? হাইকোর্টটাই বা কোনখানে, যেখানে সে কখনো জোর করে ঢোকেনি ? সে মাথার ওপরে তার হাত তুলে ধরল এবং হাতের সবগুলো আঙুল ছড়িয়ে দিল।

কিন্তু তার এই দুর্ভোগের অংশীদারদের একজনের হাত ইতিমধ্যেই কে-র গলা চেপে ধরতে উদ্যত, আর সেই সময়েই আর একজন তার বুকে হৃদপিণ্ডের ওপর ছুরিটা সজোরে পর পর দুবার বসিয়ে দিল। কে-র চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল, কিন্তু তবু সে তাদের দুজনকে দেখতে পেল, তার মুখের একেবারে সামনে একজনের গালের ওপর আর একজনের গাল, ঝুঁকে পরে শেষ দৃশ্যটা দেখছে। 'ঠিক কুকুরের মত?' সে বুঝি বলতে চেয়েছিল : তার মৃত্যুর পর তাদের বেঁচে থাকা কত লজ্জাকর।

—